নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রথম স্তবক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। দেখ কোন মানবই কষ্ট পাইতে চাহে না
ষ্ট ভোগ না করিয়া বাঁচিয়া আছে? তবে স্বাধীনতা কোথায় থাকিল?
র স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট হয় তখন
কল মানবের সমান স্বাধীনতা রক্ষা হইল কৈ? জগদীশ্বর যদি সকলকে
াধীনতা দিয়াছেন তবে একজন রাজা এবং বহুজন তাহার প্রজা হয়
একথার কি উত্তর আছে? সংসারে যখন রাজা প্রজা, গুরু শিষ্য,
নিব, সম্পর্ক রহিয়াছে তখন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। তাহা না
লেই পুরুষকার সম্ভব হয় না। ঈশ্বর আছেন মানিলে অদৃষ্ট মানিতে
বে কারণ ঈশ্বর ফলদাতা। ঈশ্বর না মানিলে বা স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলে
রুষকার হইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রমাণীত হয় কৈ? তবে কি
পুরুষকার আদৌ নাই? একথার উত্তর নিজের মস্তিষ্ক হইতে দেওয়া উচিত
নহে কারণ, মনুষ্যের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ এজন্য জ্ঞান চক্ষুঃস্বরূপ আর্য্যপ্রণীত
শাস্ত্র সকল আছে তাহারই সহিত পরামর্শ করা ভাল, এজন্য শাস্ত্রে এই অদৃষ্ট
ও পুরুষকার সম্বন্ধে কি বলে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনায় শাস্ত্র ও
যুক্তি সঙ্গত করিয়া এই অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার নাম দিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ
করিলাম, কতদূর কৃত কার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না পাঠক মহোদয়গণ তাহার
বিচার করিবেন।

মদীয় ভগিনীপতী ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার লইয়া আমার সহিত অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধ ছিল যে, এই সকল তর্ক মীমাংসা সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করা হয়। এক্ষণে তাহাই হইল কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন না অকালে স্বর্গে গমন করিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত বাবু পুলিন বিহারী শীল যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদান না করিলে আমি এই অদৃষ্টবাদ প্রকাশে অক্ষম হইতাম সুতরাং আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়।

অর্থাৎ আমার যেরূপ ভাগ্য সেইরূপ হইতেছে। এরূপ বিশ্বাস সক
পক্ষে নহে, যেহেতু এরূপ লোক অনেক আছেন যাঁহারা বলিয়া থা
মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন সেইজন্য মনুষ্য আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য
অর্থাৎ পুরুষকার করিয়া আপনার সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে কিনা? স্বাধীনতা আমরা কি বুঝি? উত্তর—যাহাতে যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে পারি। কিন্তু স্বা কোথায়? মানবকুল যখন সমাজের বাধ্য, দেশাচারের বাধ্য, মাতা গুরুজনের বাধ্য, আত্মীয় কুটুম্বের বাধ্য, তখন স্বাধীনতা কৈ? যদি সমা রীতি নীতি, দেশাচারের রীতি নীতি মানিতে হইল তখন স্বাধীনতা কোথ থাকিল? স্বাধীনতা কাহারও বাধ্য নহে, স্বাধীনতা সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব কারণে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু মানবকুল তাহা পারে কৈ? তবে স্বাধীনতা কোথায়? মানবের স্বাধীনতা থাকিলে সে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিত। যখন বলিতেছ সকল মনুষ্য স্বাধীন তখন কেহ কাহারও কার্য্যে বাধা দিতে পারে না। মনুষ্য যদি স্বাধীন হইত তাহা হইলে সেইরূপই সংসার ধর্ম্মের নিয়ম হইত, অর্থাৎ সকল মনুষ্যই একরূপ কার্য্য করিত, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করিত না। যদি বল মনুষ্য আপন ইচ্ছানুসারে শুভ ও অশুভ কার্য্য করে, তাহা হইলে আমি বলি যদি মানবের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে সমান কারণে সকলেরই সমান কার্য্য হইত। যদি মানব অপব্যবহার করে তাহা হইলে সকলেই অপব্যবহার করিবে কারণ, স্বাধীনতা এক বৈ আর দুই নহে। তাহা না হইলে সমান কারণে সমান কার্য্য হয় বলিতে পারি কৈ? তাহা হইলে সমান কারণে অসমান কার্য্য হয় একথা বলিতে হয়, তাহা হইলেই স্বাধীনতা থাকে না। কেন? যে হেতু তাহা জ্ঞান বুদ্ধিও যুক্তির বিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে মানব হয় সকলে সমান নহে না হয় সকল মানবের সমান স্বাধীনতা নাই। যখন মানবের অবস্থাগত বৈষম্য দেখা যাইতেছে তখন সে অন্যের উপাসনা করিতে বাধ্য, যদি না করে তাহা হইলে তাহার সংসার ধর্ম্ম চলিবে না তবে স্বাধীনতা কৈ? কেবল মুখে স্বাধীনতা বলিলে কি ফল? সকল মানুষের কার্য্য যখন অসমান তখন তাহার কারণও অসমান হইবে। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারার নাম স্বাধীনতা। তবে দেখ মানুষ অতি বৃদ্ধ হইলেও মরিতে চায় না, কিন্তু বাঁচে কৈ? তবে স্বাধীনতা কোথায় থাকিল? যখন আপন ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিতে হইলে অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয় তখন

অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার।

—:০:—

প্রথম স্তবক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলাচরণ।

যস্য প্রসাদান্মনুজো জ্ঞান বিজ্ঞানভাক্ ভবেৎ।

তমাদিদেবং চিদ্রূপং বন্দে মন্দমতি সদা॥

যাঁহার প্রসাদে মানবগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভে অধিকারী হইতে পারে, আমি সেই চিৎস্বরূপ আদি দেবকে আমার বুদ্ধির জড়তা পরিহারার্থে সর্ব্বদা বন্দনা করি।

গ্রন্থারম্ভ।

আমরা কএকটী বন্ধুলোক একত্রে সমবেত হইয়া একদা পুণ্যক্ষেত্র শ্রীশ্রীকাশীধামে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর দেবকে দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিয়া আহারান্তে অপরাহ্নে সাধুদর্শনাভিলাষে বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম যে, দশাশ্বমেধ ঘাটোপরি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষ পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ তীর্থ স্বামী অবস্থান করিতেছেন। স্বামিজী বালব্রহ্মচারী, বাল্যকালাবধি গুরুগৃহে অধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া পরে পরিব্রাজক ধর্ম্ম আচরণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি

চতুর্দ্দশ বিদ্যায় (১) পারদর্শী হইয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে স্বামিজী শাস্ত্রবিচার, ধর্ম্মোপদেশ ও সদাচারাদি বিষয় সকল আলোচনা করিয়া থাকেন। আমরা ইহা অবগত হইয়া তত্রস্থানে গমন করিবার মানস করিলাম। এমত সময়ে দেখা গেল যে, দুইটী গৈরিক বস্ত্রধারী সাধুপুরুষ পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আসিতেছেন। একজন বলিতেছেন যে, তুমি এরূপ নিশ্চেষ্ট হইতেছ কেন? পুরুষকার অবলম্বন কর তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। অপর জন বলিতেছেন যে, পুরুষকার দ্বারা কিছুই হইতে পারেনা, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হয় তদতিরিক্ত কিছুই হয়না। আমরা এই দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনারা বিবাদ করিতে করিতে কোথায় যাইতেছেন? তাঁহারা বলিলেন আমরা পূজ্যপাদ হরিহরানন্দ স্বামীর নিকট যাইতেছি। তিনি আমাদের এই অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আমরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এই বিবাদের মীমাংসা শুনিবার জন্য সাধুদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, স্বামিজী অনেক সন্ন্যাসী সাধু ও ভদ্রজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আসনোপরি সুখে সমাসীন আছেন। তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিলে দেবপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বদাই হাস্যবদন, ক্রোধের লেশমাত্র নাই এবং ছোট বড়, সাধু অসাধু, মূর্খ পণ্ডিত, ইতর ভদ্র সকলকেই সমদৃষ্টিতে সমান রূপে অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছেন। আমরাও

---

(১) অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতিতে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈবতাঃ॥
প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বং।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, ঋকবেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, ও অর্থশাস্ত্র।

সমাদৃত হইয়া আসন প্রাপ্ত হইলাম। তৎপরে উক্ত বিবাদকারী সাধুদ্বয় অবনত মস্তকে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে কথা উত্থিত হইল।

অদৃষ্টবাদী বলিলেন প্রভু! অদৃষ্ট ছাড়া কি পথ আছে? স্বামিজী বলিলেন "না"। তবে অদৃষ্টই প্রবল? স্বামিজী বলিলেন "নিশ্চয়।" তখন পুরুষকারবাদী বলিল—"তবে কি পুরুষকার কিছুই নয়"? স্বামিজী বলিলেন—"কেন নয়"? আপনি যে বলিলেন অদৃষ্ট ছাড়া কিছুই নাই। স্বামিজী বলিলেন অবশ্যই কিছু নাই। বিবাদী বলিল তবে পুরুষকার মিথ্যা? স্বামিজী বলিলেন—"কে বলিল মিথ্যা"? বিবাদী বলিল তবে কোনটী সত্য? যদি অদৃষ্ট সত্য হয় তবে পুরুষকার কোথায় তিষ্ঠিবে? স্বামিজী বলিলেন কেন তিষ্ঠিবে না? বিবাদী আর কোন উত্তর করিতে পারিলনা নিস্তব্ধ হইল। তখন স্বামিজী বলিলেন—তোমরা উভয়েই অগ্রে আপন আপন বাদ স্থাপনা কর, পরে তোমাদের উভয়কেই বুঝাইয়া দিব। তখন যে যাহার যতদূর জ্ঞান ও জানা ছিল স্বামিজীর সম্মুখে বলিতে আরম্ভ করিল। অদৃষ্টবাদী বলিল—অদৃষ্ট চক্রে যাহা টানিয়া লইয়া যায় জীব তাহা কখনই রক্ষা করিতে পারে না। স্বামিজী বলিলেন—"কেন পারে না"? অদৃষ্টবাদী বলিল—জীব অদৃষ্টাধীন এজন্য জীব তাহা রক্ষা করিতে পারে না। স্বামিজী বলিলেন—ইহার কোন প্রমাণ তুমি দিতে পার? অদৃষ্টবাদী বলিল—"পারি"। স্বামিজী বলিলেন—তবে প্রমাণ দেও। তখন অদৃষ্টবাদী বলিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টবাদ।

অদৃষ্টবাদী বলিতে আরম্ভ করিল যে, আমাদিগের দেশে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই "অদৃষ্ট" স্বীকার করে। সুখ দুঃখাদি সমস্তই অদৃষ্টাধীন। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটে, যাহা নাই তাহা ঘটে না, এই আমাদিগের দেশের লোকের বিশ্বাস। আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা আমি জ্ঞাত নহি, এজন্য আমাকে সকল বিষয়েই চিন্তাযুক্ত হইতে হয়, ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে না পারিলে বলি যে, "অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।" কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আমরা বুঝিয়া থাকি যে, অদৃষ্টে ছিল তাই হ'ল, কার্য্য সম্পন্ন না হইলে বলি যে, "অদৃষ্টে ছিল না কোথায় পাইব।" সাধারণ বাণী এই যে—"অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।" অদৃষ্টের ফল কখনও অসিদ্ধ হইতে দেখা যায় না, দেখিবার উপায়ও নাই। কারণ, ঘটনা চক্রের পূর্ব্বে আমরা জানিতে পারি না যে এই বিষয় অদৃষ্টে আছে কি না? উদ্দেশ্য বিষয় সংঘটন হইলে বলি অদৃষ্টে ছিল, না হইলে বলি ছিল না। এমন কোন ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায় না যে, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে উহা আমার অদৃষ্টে আছে কি না? ভবিষ্যৎ ঘটনা যদি আমাদিগের নয়ন পথে থাকিত, যদি আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে উহাকে "অদৃষ্ট" না বলিয়া বরং "দৃষ্ট" একথা বলিতাম; কিন্তু আমাদের তাহা জানা না থাকা জন্য "অদৃষ্ট" বলিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে যাহা জীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, যাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কিছুতেই যাহার নিবারণ হইবে না, এমন কি যাহার কমী বেশী নাই, নিক্তির কাঁটার মত সত্য, ঠিক তাহাকেই আমরা অদৃষ্ট বলি। এই অদৃষ্ট, জীব মাত্রেই দেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হয়। এজন্য শাস্ত্রে বলে—

আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তং চ বিদ্যা নিধন মেব চ।
পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ব্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ॥

শাস্ত্রবাক্যং।

পরমায়ু, কর্ম্ম, ধন, বিদ্যা, ও নিধন (দারিদ্রতা) এই পাঁচটী বিষয় জীবের গর্ভবাস কালেই স্থিরীকৃত হয়।

আমরা অদৃষ্ট বিষয়ে অন্ধ সুতরাং নূতন জীব যে জন্মগ্রহণ করিবে তাহার অদৃষ্টে কি হইবে, কি না হইবে তাহা আমরা জানিতে পারিনা এজন্য শাস্ত্রকারগণ তাহার এই উপায় করিয়াছেন যে, জীব যখনই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পূর্ব্ব হইতেই তাহার সৌভাগ্যের জন্য উপায় অর্থাৎ গর্ভাধান ব্যবস্থা (গর্ভসংস্কার) করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এজন্য তাঁহারা গর্ভাশয় হইবার পূর্ব্বেই গর্ভ সংস্কারের বিধি দিয়াছেন। কারণ, সকলেরই ইচ্ছা যে, এই গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সে যেন সৌভাগ্যশালী হয়। আমাদিগের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে গর্ভাধানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কারণ ইহাতে দায়ীত্ব আছে। সন্তান অন্ধ হওয়া, কুব্জ হওয়া, খঞ্জ হওয়া, রুগ্ন হওয়া, গর্ভপাত হওয়া ইত্যাদি দোষ সকল নিবারণার্থে শাস্ত্রকারগণ, গর্ভসংস্কারের উপদেশ দেন; আরও হেতু এই যে, একটী সুসন্তান জন্মিলে বসুমতীর বিস্তর উপকার সাধন হইতে পারে, সুতরাং গর্ভসংস্কার অতীব প্রয়োজনীয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই কথা বলে যে সুসন্তান লাভ করিতে হইলে পিতা মাতা উভয়কেই সংস্কৃত হইতে হয় অর্থাৎ আর্ত্তব শোণিত ও শুক্র এই দুইই নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক।

স্ফটিকাভাং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধিচ।
শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈল ক্ষৌদ্রনিভং তথা॥

আয়ুর্ব্বেদ।

স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর ও মধুগন্ধ বিশিষ্ট শুক্রই নির্দ্দোষ। কেহ কেহ তৈল ও মধুর ন্যায় শুক্রকেও নির্দ্দোষ বলিয়া থাকেন।

শশাসৃক প্রতিমংযচ্চ যদ্বালাক্ষারসোপমং।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ॥

আয়ুর্ব্বেদ।

যে আর্ত্তব শোণিতের বর্ণ শশকের শোণিতের ন্যায় কিংবা লাক্ষা রসের ন্যায় এবং যাহা দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত না হয়, অর্থাৎ ধৌত করিলে চিহ্ন না থাকে তাহাই প্রশংসনীয়।

দুষিত আর্ত্তব শোণিত বা দুষিত শুক্রের একত্রে সমাগম হইলে যে জীবদেহ গঠিত হয়, তাহা হয় রোগী না হয় বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে; এজন্য অনেকেই বন্ধুর, খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, হাবা, কুব্জ ও অন্য কোন না কোন প্রকার অঙ্গবত্যয় হইয়া থাকে। এই সকল দোষ নিবারণ জন্য গর্ভ ও শুক্র সংস্কারের প্রয়োজন। শাস্ত্রের শাসনানুসারে ভদ্রসমাজে গর্ভ সংস্কার হইয়া থাকে।

সৌভাগ্য করণ জন্য শাস্ত্রকারগণ হেন চেষ্টা নাই যাহা করেন নাই। কিন্তু সে চেষ্টায় কি হইবে? সকলেই আপন আপন ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং সেই ভাগ্যফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে, এমন কি—

যস্মিন বয়সি যৎকালে যা দিবা যচ্চবানিশি।
যন্মূহুর্ত্তে ক্ষণেবাপি তত্তথা ন তদন্যথা॥ ২৩॥
১১৩ অ, গ, পুঃ।

যে বয়সে, যে কালে, যে দিনে, যে রাত্রিতে, যে মুহূর্ত্তে, যে ক্ষণে, যে যে কর্ম্ম নিয়ত আছে, সেই বয়সে সেইকালে, সেই দিনে, সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্ত্তে এবং সেইক্ষণে সেই সকল কর্ম্ম অবশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারেনা, মহাচেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইবে। বশিষ্ঠদেব স্বয়ং সীতাদেবীর বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া ছিলেন (২)

---

(২) বশিষ্ঠদেব লগ্নস্থির করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়াছিল। কারণ, বশিষ্ঠদেব শুভলগ্ন স্থির করিলেন দেখিয়া দেবতারা পরামর্শ করিলেন যে, লগ্নভ্রষ্ট না করিতে পারিলে রামচন্দ্রের সহিত সীতার বিচ্ছেদ ঘটনা হইবেনা এবং বিচ্ছেদ ঘটনা না হইলেও দেবশত্রু রাবন বধ হইবে না, অতএব লগ্নভ্রষ্ট করিতেই হইবে। এক্ষণে কি উপায়ে তাহা সংঘটন হয় এই ভাবনায় ভাবিত হইয়া দেবগণ স্থির করিলেন যে, চন্দ্র নর্ত্তকী হইয়া বিবাহ সভায় নৃত্য করিবে তাহা হইলে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইবে এবং তাহা হইলেই লগ্নভ্রষ্ট হইবে। পরে বিবাহ কালীন তাহাই ঘটিয়াছিল।

রামায়ণ।

তথাপি তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ ভোগ হইয়াছিল। অদৃষ্ট সম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে আমাদিগের দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপ সকল বিশেষ রূপে পরিদর্শন করিলেই বেশ বুঝা যায়। কারণ, আমাদিগের নিজের হাতে কিছুই নাই, আমরা যাহা মনে করি তাহা করিতে পারি না। কারণ, যাহা ভাগ্যে নাই তজ্জন্য চেষ্টা করিলেও কোন না কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইয়া তাহা সম্পন্ন হইতে দেয় না। এবিষয় পাঠকগণ, আপন আপন জীবন বৃত্তান্তের উপর লক্ষ্য করিলেই বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইবেন। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে (পুরাণাদি গ্রন্থে) এবিষয়ের ভূরি. ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ এই কারণে বলিয়া থাকেন যে,—

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি।
তদাদুঃখৈর্নলিপ্যেরন্নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥ ১৫৫॥
৭ পরিচ্ছেদ পঃ দঃ।

অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টের ফল খণ্ডনের যদি কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে নলরাজা, রাজা শ্রীরামচন্দ্র,ও রাজা যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণকে এতদ্রূপ দুঃখে লিপ্ত হইতে হইত না।

আমাদের রামায়ণ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন ভরত মাতা কৈকেয়ীর আজ্ঞায় শ্রীরামচন্দ্রকে চতুর্দশবর্ষ বন গমন করিতে হইয়াছিল এবং ঘোষণাবাক্য যখন রাজ্যমধ্যে প্রচার হইয়াছিল, যখন পুরবাসী ও নগরবাসীগণ বলিয়াছিল যে, আমরা আপনাকে বনে যাইতে দিবনা, অন্য অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া আপনাকে রাজা করিব। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি,
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী,
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥
রামায়ণং।

যাহা মনে করা যায় তাহা ঘটে না, কোথায় দূরতর দেশে চলিয়া যায়, আর যাহা কখনও মনে জানে এবং স্বপনেও জানিনা তাহাই ঘটে। দেখ

আমি রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী হইব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু সেই আমি জটা বল্কল পরিয়া তপস্বীর বেশ ধরিয়া বনে গমন করিতেছি, তা সকলই অদৃষ্ট।

অতএব বুঝিয়া দেখ মানুষের নিজের হাতে কিছুই নাই, মানুষ স্বেচ্ছায় যা খুসি তাই করিতে পারে না, মানুষ যা কিছু করে সমস্তই অদৃষ্ট চক্রের ফলে করে। মানুষ যদি উদ্যোগ করিলে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলেই ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে সকল লোকই রাজা হইত, কেহ কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিত না, সকলেই স্বাধীন হইত। ইচ্ছা করিয়া কি কেহ কখনও কাহারও চাকরি স্বীকার করে? দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়? কখনই না। অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন যাঁহারা চাকরি করা অতি ঘৃণিত বৃত্তি বলিয়া জানেন, তথাপি তাঁহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকরি ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নাই মনে করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হন। এইরূপ লোক চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং।
বিদ্যাপিনৈব নচ যত্ন কৃতাপি সেবা ॥
ভাগ্যানি পূর্ব্ব তপসা কিল সঞ্চিতানি।
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ ॥

নীতিশতকম্।

পুরুষের কি শরীর সৌন্দর্য্য, কি কুল মহিমা, কি শীলতা, কি বিদ্যা, কি যত্ন সাধিত প্রভুসেবা, ইহার কিছুতেই ফললাভ হইতে পারে না। কেবল পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফলে যে সকল সৌভাগ্য সঞ্চিত হয় তাহাই কাল-প্রাপ্ত হইয়া (বিনা পুরুষকারে) বৃক্ষ সমূহের ন্যায় ফল প্রসব করিয়া থাকে।

এই শাস্ত্র বাক্যটী অতীব সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ, ভাবিয়া দেখ পাঠশালায় অনেক ছাত্র এক গুরুর শিষ্য, অনেক ছাত্র সমপাঠী, অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একসঙ্গে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় কিন্তু প্রধান বিচারালয়ের (হাইকোর্টের) বিচারপতি (জজ্) কয়জন হয়? যাহার ভাগ্যে থাকে সেই হয়। অতএব ভাগ্যই প্রধান, এজন্য শাস্ত্রে বলে।—

সমুদ্র মন্থনে লভেদ্ধরি-র্লক্ষ্মীং হরো বিষং।
ভাগ্যং.ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং॥
শাস্ত্রবাক্যং।

সমুদ্র মন্থনকালে দেবতারা ও অসুরেরা সমবেত হইয়া সমধিক পরিশ্রম করিলে, হরি যিনি তিনি লক্ষ্মীকে লাভ করিলেন, আর হর (মহাদেব) যিনি তিনি বিষলাভ করিলেন সুতরাং ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলবান্ হয়, বিদ্যা বা পুরুষকার দ্বারা কিছুই হয় না।

তাহা না হইলে ইচ্ছা করিয়া কেহ দুঃখ ভোগ করে না। সকলেই সুখী হইতে চায় কিন্তু, যাহার অদৃষ্টে দুঃখভোগ থাকে, কে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে? এজন্য শাস্ত্রে বলে—

লব্ধব্যান্যেব লভতে গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি।
প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি দুঃখানিচ সুখানিচ॥ ৫০॥
১১৩ অ, গঃ পুঃ।

যে দ্রব্য লব্ধব্য-অর্থাৎ যে দ্রব্য লাভের অদৃষ্ট থাকে লোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে, যে স্থানে গন্তব্য লোকে সেই স্থানেই গমন করে, আর যে সকল সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তব্য লোকে তাহাই পাইয়া থাকে।

বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, মনুষ্য-জাতি সকলেই সমান। তবে, অবস্থা এবং প্রকৃতি সকলেরই সমান না হইবার কারণ কি? সকল মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি সমান না হয় কেন? প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কেহ বা গঙ্গা স্নান করিয়া দেবোপাসনা কার্য্যে রত হয় কেন? এবং কেহ বা বিষ্ঠাভাণ্ড মস্তকে ধারণ করিয়া সকল জাতির মল মূত্র নির্হরণ করে কেন? তাহাদের কি গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্রভাবে ঈশ্বরার্চ্চনা করিতে নিষেধ? না তাহারা এ পবিত্র কার্য্য করিলে কেহ তাহাদের নিবারণ করিতে যায়? তবে কেন তাহারা করে না? এ কথার উত্তরে পাঠকগণ কি বলিবেন? তাহারা কি এ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্ম পায় না, না কি অন্য কর্ম্ম করিলে কেহ তাহাদের করিতে দেয় না? কি জন্য তাহারা এই ঘৃণিত কার্য্যে রত থাকে?

তাহারা সত্য সত্য পশু নয়, পশুরাও মলত্যাগ করিলে ভূমি আঁচড়াই মলোপরি ধুলা চাপা দিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়। পশুরাও যা ঘৃণা করে মনুষ্য কি তাহা ঘৃণা করিতে পারে না? যদি না পারে তবে মনুষ্য জন্মে ধিক্! ধিক্! ধিক্! মেথরেরা সত্য সত্য পশু নয়, এমন নয় যে, তাহাদের কোন সখ নাই। তাহারাও সময়ান্তরে ভাল কাপড় পরিয়া, ভাল জামা গায় দিয়া, মাথায় টুপী পরিয়া, বাবু সাজিয়া আপন ইষ্ট সিদ্ধার্থে ভদ্রবংশীয় বাবুর মত বহির্গত হয়। যদি কেহ তাহাকে চিনিতে পারে তবেই সে মেথর, তাহা না হইলে সে বাবু। যদি অন্য ভদ্র বংশীয় বাবুর সহিত অজ্ঞাত পক্ষে সমান হইল, তাহা হইলে সে, কার্য্যক্ষেত্রে মেথর কেন হয়? কেন না সে ভদ্র বংশীয় বাবুর প্রকৃতি, স্বভাব, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা হয় যে, যাহার অদৃষ্ট যেরূপ তাহার ভোগাভোগও সেইরূপ। সে সহা চেষ্টা করিলেও ভদ্র বংশীয় বাবু হইতে পারিবে না। প্রাতঃকাল হইলেই জামা টুপী ছাড়িয়া আপন কার্য্যে গমন করিবে। আরও এক কথা অদৃষ্টফল যদি অবশ্যম্ভাবী না হইত, তাহা হইলে জ্যোতিষ-শাস্ত্র তিষ্ঠিতে পারিত না, কোষ্ঠী গণনাদি ব্যর্থ হইত। যদি বল জ্যোতিষ-শাস্ত্র সত্য, ইহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ এই যে, মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিয়া গণনা দ্বারা অমুক দিবসে চন্দ্র-গ্রহণ, অমুক দিবসে সূর্য্য-গ্রহণ অমুক দিবসে উল্কাপাত, অমুক দিবসে ঝড়, অমুক দিবসে অতিবৃষ্টি, অমুক দিবসে এই হইবে ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনার বিষয় স্থির করে; কিন্তু কোন মনুষ্য সূর্য্য মণ্ডল, চন্দ্র মণ্ডল, নক্ষত্র মণ্ডল, বায়ু মণ্ডল, বরুণ মণ্ডল বেড়াইতে পারে না বা তাহাদিগের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করিতে পারে না কেবল গণনা দ্বারা এই হইবে ইত্যাদি বলিতে পারে এবং ফলে তাহাই ঘটে সুতরাং জ্যোতিষ শাস্ত্র যে অপ্রামাণ্য তাহা বলিতে পারা যায় না। একারণ অদৃষ্টাদির ফলাফল সম্বন্ধে গণনা করিয়া যাহা স্থিরীকৃত হয় তাহা ব্যর্থ হয় না। এ নিমিত্ত আমাদের একটী রীতি আছে যে সন্তান জন্মিলেই তাহার কুণ্ডলী অর্থাৎ ঠিকুজি বা কোষ্ঠী প্রস্তুত করা হয়। কেন হয়? না, সন্তানাদির ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইবে? ভাল হইবে কি মন্দ হইবে? কত দিন বাঁচিবে, বিদ্যা বুদ্ধি কি রূপ হইবে? ইত্যাদি জানিবার জন্য পিতামাতা সন্তানের কোষ্ঠী প্রস্তুত করায়।

যদি অবশ্যম্ভাবী ফলের বিষয় জানিবার প্রত্যাশা না থাকিত তাহা হইলে কেহই সন্তানের জন্য কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইত না। যখন কোষ্ঠী প্রস্তুতের রীতি আছে তখন জ্যোতিষশাস্ত্র সত্য এবং জন্ম কাল হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। তাহা হইলেই নবপ্রসূত সন্তানের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা না হইলে কোষ্ঠী প্রস্তুত হইতে পারে না। এজন্য বুঝা যায় যে, মনুষ্য বা কোন জীব *জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহার অদৃষ্টে কি হইবে তাহা বিধাতা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত* হয়। এইরূপ বিশ্বাসে লোক সকল আপন আপন সন্তানের কি হইবে না হইবে তাহা জানিবার জন্য কোষ্ঠী প্রস্তুত করায়। কেন করায়? পরে কি হইবে না হইবে তাহা জানিবার জন্য। তবে অদৃষ্টে কি আছে না আছে তাহা স্থিরীকৃত আছে। তাহা না থাকিলে কোষ্ঠী ভবিষ্যৎ ফলাফল বলিতে পারে না। সুতরাং ইহাই স্থির নিশ্চয় যে, জীব গর্ভ-প্রবেশ কালে আপন আপন অদৃষ্ট সঙ্গে লইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, এবং সেই অদৃষ্ট বশতঃ গর্ভপ্রবেশ কাল হইতে গর্ভবাস পরিসমাপ্ত করিয়া জীব যখন সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তখন অদৃষ্টানুযায়ী শুভাশুভ ফল ভোগ করে। ইহার অন্যথা হয় না। গর্ভ সঞ্চার দেখিয়া কাহারও জন্য সোণার দুগ্ধের বাটী সোণার ঝিনুক বা চামচ্ তৈয়ারি হয় এবং কাহারও বা দুগ্ধেরই ঠিকানা থাকে না। এজন্য বুঝা যায় যে "অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই" এই অদৃষ্ট অন্যান্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মত স্বাভাবিক, ইহাতে পুরুষের কোন হাত নাই, পুরুষকার ইহাতে কিছুই করিতে পারে না। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণের গতিবিধি যেরূপ স্বাভাবিক, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যেরূপ স্বাভাবিক, মনুষ্যের অদৃষ্টও সেইরূপ স্বাভাবিক। মানুষ কেবল কলের পুতুল মাত্র, যেমন নাচায় তেমনি নাচে (৩)। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কিছুই করিতে পারে না

---

(৩) প্রসাদী সুর—একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে। বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমন
নাচায় তেমনি নাচে। তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে;
ওমা! তুমি ক্ষিতি তুমি জল তুমি ফল ফলাচ্চ ফলা গাছে।

এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অদৃষ্টের হাতে। মানুষের হাত আছে কিন্তু ধরিবার ক্ষমতা নাই, পা আছে চলিবার ক্ষমতা নাই, মানুষ ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মত হাঁসে, কাঁদে, গায়, বেড়ায় সমস্ত কার্য্যই করে, অথচ যেমন কিছুই করে না সেইমত। অর্থাৎ জগতের সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপার যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, মানুষের

তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা! তুমিই দুঃখ তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে।
প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র সে সূতার কাটনা কে কেটেছে;
ওমা মায়া সূত্রে বেঁধে জীবে ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলিছে॥

রাগিণী মুলতান তাল—একতালা।

হরি হে! তুমি যা করাও আমি তাই করি।
দোষের ভাগী কেন কর আমায় ওহে মুরারী॥
আমায় কখন বলিবর্দ্দ করে ঘুরাও সংসারে,
মম ইচ্ছাধীন কিছু নহে দামোদর, বাসনা
প্রবৃত্তি, বাহুবল শক্তি, তুমি হে নিয়তি,
ঘটাও জঞ্জাল নানা চক্র করি॥
অনিরুদ্ধ রূপে হৃদয়েতে কর অধিষ্ঠান,
পবন হতে গতি, স্থির নহেত কখন,
উদরেতে বৈশ্বানর রূপে আছ বিরাজমান,
জঠর জ্বালায় আমি কর্ম্মসূত্রে মরি॥
হরি হে! একি তোমার চাতুরি,
ফণি হয়ে দংশ, শেষে হও বিষহরি,
কর্ম্মজাল ফেলাইয়ে কত রঙ্গ করি,
ধর মাছ, না ছোঁও পাণি ওহে গোলক বিহারী॥
শশীকণ্ঠ কয় ও জীব এ নিদান মর্ম্ম,
সকলি অদৃষ্ট ফল, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম,
কর রে সু—কর্ম্ম, পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম,
দোষের ভাগী তোরে দেবেন না শ্রীহরি॥

অদৃষ্টও সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এ কথা মনুষ্যের জন্ম-মরণ-প্রণালী আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ ইচ্ছা করিলে মরিতে পারে না, ইচ্ছা করিলে বাঁচিতে পারে না এবং ইচ্ছা করিলে জন্মিতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু ও জীবন এই তিনটী বিষয়ই প্রকৃতির অধীন, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যেরূপে জগতের সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হয় এ তিনটীও সেইরূপে নির্ব্বাহ হয়। ইহাতে পুরুষকারের কোন হাত নাই। কারণ, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে সন্তানোৎপত্তি করিতে পারে না. যদি পারিত তাহা হইলে দত্তক পুত্রের প্রয়োজন হইত না। একটী নবকুমার উৎপন্ন হওয়া স্বভাব-চক্রের নিয়মেই হয়। ইচ্ছা করিলে হয় না। এই পৃথিবীতে কয় জন লোক সন্তানোৎপন্ন হইবে বলিয়া নিষেক কাল প্রতীক্ষা করে? বোধ হয় একজনও না। স্বভাবের নিয়মানুসারে যে কালের যে কার্য্য, সেই কালের সেই কার্য্য আপনা আপনি সম্পন্ন হয়। কৌমারাবস্থায় যৌবন কালের উদ্বেগ আইসে না এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও যৌবনের ঢেউ দেখা যায় না। যে সময়ের যাহা তাহা সেই সময়েই আপন গতিতে সম্পন্ন হয়। পুরুষকার কি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং করিলেও কি সিদ্ধ হয়? কখনই না। গ্রহ নক্ষত্রাদিই মনুষ্যগণের অদৃষ্টের সূচক, কাহার অদৃষ্টে কি আছে, গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহা প্রকাশ করিতে পারে। প্রথম গর্ভাধান কাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু মনুষ্যের ঘটিবার আছে তৎসমস্তই গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি অনুসারে বলিতে পারা যায়; এজন্য গ্রহ নক্ষত্রাদিকে অদৃষ্টের জ্ঞাপক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য শাস্ত্রে বলে—

গ্রহং পাপং গ্রহং পুণ্যং গ্রহমৃ'ত্যু জয়াজয়ৌ।
সুখ-দুঃখ-হানি-লভ্যে গ্রহাঃ সর্ব্বত্র কারণং ॥

জ্যোতিষ শাস্ত্রং।

পাপ, পুণ্য, মৃত্যু, জয়, অজয়, সুখ, দুঃখ, হানিও লাভ এ সকলের পক্ষে গ্রহই কারণ।

কেন না সৌভাগ্য সময়ে শুভ গ্রহের উদয় এবং দুর্ভাগ্য সময়ে কুগ্রহের উদয় দেখা যায়, এজন্য জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা নহে। গণনা করিয়া যাহা প্রকাশ পায় তাহা কখনই মিথ্যা হইতে দেখা যায় না। এজন্য অদৃষ্টে

যাহা আছে তাহা অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং অদৃষ্ট সত্য, পুরুষকার কথা অসিদ্ধ। পুরুষকার যদি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল লোক সমান হইত, কেহই কষ্টভোগ করিত না। এজন্য পুরুষকার কেবল কথার কথা, কোনরূপ সারবত্তা নাই, কেবল লোকের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক এবং ঝগড়া করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে শাস্ত্রকারগণ অদৃষ্ট সম্বন্ধে কে কি বলেন তাহাই দেখান যাউক।

কিং ব্রূমঃ শশিনো ভাগ্যং হরস্য শিরসি স্থিতঃ।
অভাগ্যমপি কিং ব্রূমস্তত্র স্থিতাপ্যপূর্ণতা ॥

শাস্ত্রবাক্যং।

চন্দ্রের ভাগ্যের বিষয় কি বলিব, যেহেতু মহাদেবের মস্তকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অভাগ্যের বিষয় এই যে, এমত উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন না।

একোৎপত্তিঃ প্রকৃতিধবলৌ দ্বাবিমৌ শঙ্খচন্দ্রৌ।
শম্ভুস্তাবদ্বিধুমতিশয়েনোত্তমাঙ্গেন ধত্তে ॥
শঙ্খস্তাবৎ ক্রকর-নিকরৈর্ভিদ্যতে শঙ্খকারৈঃ।
কোবা প্রায়ঃ প্রকৃতি-কুটিলো দুর্গতিং ন প্রয়াতি ॥

শাস্ত্রবাক্যং।

এক জল নিধি হইতে (অর্থাৎ সমুদ্র হইতে) শঙ্খ ও চন্দ্র উভয়েই শুভ্রবর্ণ হইয়া উদ্ভব হইয়াছে। মহাদেব চন্দ্রকে লইয়া আপন উত্তমাঙ্গে অর্থাৎ মস্তকে ধারণ করিলেন। আর শঙ্খকার শঙ্খকে লইয়া নানা অস্ত্রের দ্বারা তাহার শরীর কর্ত্তন করিয়া শাঁখা প্রস্তুত করিতেছে। অতএব যাহার বক্র-প্রকৃতি তাহার ভাগ্যে এইরূপ দুর্গতিই হইয়া থাকে।

আরও রামচন্দ্র বলিয়াছেন—

দৌর্জন্যং সহসাভিষেকসময়ে নিত্যং বিমাত্রা কৃতস্ততোঙ্গাপি রহো বিসৃজ্য নগরীং বাসঃ কৃতঃ কাননে ভার্য্যা দুর্জ্জয়-রাবণেন বলিনা নীতাপি দূরস্থলে কো জানে লিখিতা বিদগ্ধ বিধিনা ভালে কিমন্যা লিপিঃ ॥

শ্রীরাম বাক্য।

রাজ্যাভিষেক সময়ে বিমাতৃ বাক্য দ্বারা পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলাম। তথায় দুর্জ্জয় রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়া বহুক্লেশ প্রাপ্ত হইলাম, বিধি কপালে আরও কত দুঃখ লিখিয়াছেন জানি না।

মহাদেবকে দক্ষিণা স্বরূপ দান করিবার জন্য পার্ব্বতী একস্থলে দুর্ভাগ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন।

বিচিন্ত্য মনসা সাধ্বীত্যেবমেব দুরত্যয়ং।
ন দৃষ্টোঽভীষ্টদেবশ্চ ন চ প্রাপ্তং ফলব্রতং ॥ ৯২ ॥

৭ অ, গ, খ, ব্রবৈপুঃ।

পতিব্রতা পার্ব্বতী মনোমধ্যে এইরূপ বিষয় সঙ্কল্প করিয়া চিন্তা করিলেন, হায়! কি দুর্ভাগ্য একবার এসময়ে ইষ্টদেবকে সন্দর্শন করিতে পাইলাম না। কোন অভীষ্ট ফল লাভও হইল না।

একদা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পিতা মহারাজ ত্রিশঙ্কু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কুর্ব্বন্ পুণ্যাশ্রমাভ্যাসে তীর্থানাং সেবনং তথা।
স্মরণং চাম্বিকায়াস্তু সাধূনাং সেবনং তথা ॥ ৪৭ ॥
এবং কর্ম্মক্ষয়ং নূনং করিষ্যামি বনে বসন্।
ভাগ্যযোগাৎ কদাচিত্তু ভবেৎ সাধু-সমাগমঃ ॥ ৪৮ ॥

১২ অ, ৭ স্কন্ধ, মহাভাগবত পুরাণ।

আমি নিয়তই পবিত্র আশ্রমের সন্নিহিত স্থানে বাস, তীর্থপর্য্যটন, অম্বিকার স্মরণ এবং সাধুদিগের সেবা করিব। বনে বাস করিয়া এইরূপে নিশ্চয়ই কর্ম্মক্ষয় করিব, অনন্তর ভাগ্যবশতঃ যদি কখন সাধু সমাগম সংঘটিত হয় তবেই আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

অপিচ—

কিম্বা স্বয়ম্ভু শিবশক্তিবিষ্ণুঃ কপালদুঃখং ন করোতি দূরং।
অতঃপরো জীব স্বকর্ম্মভোগে কপালং কপালং কপালং মূলং ॥

শাস্ত্র বাক্যং।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও শক্তি ইহাঁদিগের মধ্যে কেহই কপালের দুঃখ দূর করিতে পারেন না। অতঃপর জীবের স্বকর্মভোগ হেতু কপালই মূল কারণ।

সীতাদেবী বলিয়াছেন—

মাতা ধরিত্রী জনকঃ পিতা মে পতিশ্চ রামঃ জগতামধিপ।
তথাপি দুঃখার্ণব-মধ্যে-মগ্না নিবার্য্যতে কেন ললাট-লেখং॥

যাঁহার মাতা পৃথিবী, পিতা জনকরাজা, স্বামী স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র সেই সীতাদেবীর ললাটের দুঃখহেতু কষ্ট-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কোন রূপেই তাহা নিবারিত হয় নাই।

গণেশ বলিয়াছেন—

মাতা সুরেশী পিতা মহেশ অহঞ্চ নামঃ সিদ্ধোঃ গণেশঃ।
তথাপি শীর্ষে গজপতি-মুণ্ডং কপালং কপালং কপালং মূলং॥

আমার মাতৃদেবী ভগবতী, পিতা মহাদেব, এবং আমার নাম সিদ্ধিদাতা গণেশ আমার এমনি দুরাদৃষ্ট যে আমার হস্তীমুণ্ড হইল। সুতরাং কপালই মূল কারণ (৪)।

---

(৪) কথিত আছে যে গণদেবের জন্ম হইলে সমস্ত দেবগণ,গ্রহগণ ও ঋষিগণ সকলে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং শনিগ্রহও দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া পার্ব্বতিকে বলিয়াছিলেন যে আমি পুত্রের মুখাবলোকন করিলে বিপদ হইবে, তাহাতে পার্ব্বতি বলিয়াছিলেন যে—

সাচদেবী বশীভূত্বা শনিং প্রোবাচ কৌতুকাৎ।
পশ্যমাং মচ্ছিশুমিতি নিষেকঃ কেন বার্য্যতে॥ ২॥

১২ অ, গণ, ব্রবৈপুঃ।

সেই পার্ব্বতী দেবী স্বয়ং ঈশ্বরেচ্ছার বশীভূতা হইয়া কৌতুকাবিষ্টচিত্তে শনৈশ্চরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সূর্য্যপুত্র! অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল অখণ্ডনীয়, অতএব তুমি আমার প্রতি ও আমার পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি ।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহি শয়নং হরেঃ ॥

হিতোপদেশঃ ॥

যাহা অবশ্যম্ভাবি তাহা অবশ্য ঘটিবে মহা শ্রেষ্ঠ হইলেও নিস্তার পাইবেন না, এজন্য দেখ মহাদেব বিবসন হইয়াছেন আর বিষ্ণুর সর্পশয্যা হইয়াছে।

কার্ত্তিক বলিয়াছিলেন—

ভয়ং ত্যজত কল্যাণৌ ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে ।
দুর্নিবার্য্যো নিষেকশ্চ মাতরঃ কেন বার্য্যতে ॥ ১০ ॥

১৫ অ, গ,খ, ব্র,বৈ,পুঃ ।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, মাতৃগণ! আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন, আমি বিদ্যমানে, আপনাদিগের ভয়ের বিষয় কি আছে ? অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয় কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না।

শনেশ্চ দৃষ্টি মাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকং মুনে।
চক্ষুর্নিবারয়ামাস তস্থৌ নম্রাননঃ শনিঃ ॥ ৬ ॥

১২ অ, গ, খ, ব্র,বৈ,পুঃ।

শনির দৃষ্টিপাত মাত্র পার্ব্বতীর সেই শিশু সন্তানের মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল। শনৈশ্চর তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি রোধ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান হরি কৈলাসস্থ দেবাদি সকলকে মূর্চ্ছিত জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রবাহিনী পুষ্পভদ্রা নামক নদীর তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, কানন মধ্যে এক গজেন্দ্র উত্তর শিরাঃ হইয়া হস্তিনীর সহিত পরমানন্দে নিদ্রিত রহিয়াছে এবং তাহার শাবকগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। তখন হরি কি করিলেন—

শীঘ্রং সুদর্শনে নৈব চিচ্ছেদ তচ্ছিরো মুদা।
স্থাপয়ামাস গরুড়ে রুধিরাক্তং মনোহরং ॥ ১৩ ॥

১২ অ, গ,খ, ব্র,বৈ,পুঃ।

এই ব্যাপার দর্শনমাত্র ভগবান্ হরি প্রসন্নমনে সুদর্শনচক্র দ্বারা সত্বর

অযাচিতো ময়া লব্ধস্তৎপ্রেষিতপুনর্গতিঃ।
যত্রাগতস্তত্রগতস্তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৪৪ ॥

১১৩ অ, গ, পুঃ।

কোন সময়ে যাচ্ঞা না করিয়াও লাভ করা যায়, কখন বা প্রার্থনা করিয়াও লাভ হয় না। যে বস্তু যে স্থানের উচিত, সেই বস্তু সেই স্থানেই গমন করে। অতএব ইহাতে পরিতাপের বিষয় কি আছে।

সেই গজেন্দ্রের মস্তক ছেদন করিয়া সেই রুধিরাক্ত মনোহর গজমুণ্ড গরুড় পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। পরে—

আগত্য পার্ব্বতী স্থানং বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
রুচিরং তচ্ছিরঃ কৃত্বা যোজয়ামাস বালকে ॥ ১৯ ॥

১২ অ, গ, খ, ব্র, বৈ, পুঃ।

পার্ব্বতী সন্নিধানে উপনীত হইয়া তদীয় সন্তানকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক সেই গজমুণ্ড তাহার স্কন্ধে যোজনা করিলেন। তৎপরে পার্ব্বতীকে বলিলেন—

ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্তং জগদ্ ভুঙ্‌ক্তে স্ব কর্ম্মণাং।
ফলং বুদ্ধি স্বরূপাসি ত্বং ন জানাসি কিং শিবে ॥ ২২ ॥

১২ অ, গ, খ, ব্র, বৈ, পুঃ।

হে শিবে! তুমি বুদ্ধি স্বরূপা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত যাব- প্রাণী যে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করে তাহা তোমার অবিদিত নাই।

সিংহোপি মক্ষিকাং হন্তু সক্ষম প্রাক্তনং বিনা।
মশকো হস্তিনং হন্তুং ক্ষমঃ স্ব প্রাক্তনে ন চ ॥ ২৫ ॥

১২ অ, গ, খ, ব্র, বৈ, পুঃ।

শিবে! প্রাক্তন কর্ম্ম ভিন্ন সিংহও মক্ষিকাকে বিনাশ করিতে পারে না, আবার প্রাক্তন কর্ম্মফলে মশকও হস্তীকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয়।

অতএব হে পার্ব্বতি! সকলই যখন অদৃষ্টাধীন তখন তোমার পুত্রের গজ মুণ্ড হইল বলিয়া শোক করিও না। আমি তোমার পুত্রের পদমর্য্যাদা সকল দেবতাপেক্ষা উচ্চ করিলাম, গণদেবের পূজা সর্ব্বাগ্রে না হইলে আর কোন দেবতার পূজা হইবে না।

এ সমস্ত যাহা বলিলাম তাহা শাস্ত্রের কথা। অদৃষ্ট প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কথাই বলা হইল। ইহাতে পুরুষকারবাদী ভ্রাতা বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রীয় কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেক লোক অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছে এবং করিতেছে সুতরাং ও সমস্ত কথায় নির্ভর করা উচিত নহে, কেননা তাহা হইলে আজীবন কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক শাস্ত্র অন্বেষণ করিলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্রের কথা অতি প্রাচীন তাহাতে বিশ্বাস হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু আমি একটি সাম্প্রতিক কথা বলিতেছি। পাঠকগণ শুনিলে অবাক হইবেন, কারণ ইহা সত্য ঘটনা, প্রত্যক্ষ এবং শুনিবার যোগ্য। এই ঘটনাটি পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটে পুরুষকার তাহার কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহ কালীন ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতেন। তিনি বলেন যে—১৮৫৭ সালে—পশ্চিমে তখন সিপাহীর হাঙ্গামা, ঘোর অরাজকতা, চারিদিকে কেবল গুলির সন্ সন্ শব্দ আর বন্দুকের দুম দাম। সেই সময়ে আমি কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতাম। ৫৭ সালের পর যে সকল বাঙ্গালী পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রাণ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমি কমিসেরিয়েটের বাবু সুতরাং বড় বড় মিলিটারি সাহেব দিগের সহিত আমার খুব বনিবনাও ছিল। অধিক কি আমার মনিব আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন এবং আমাকে বন্ধুর ন্যায় ভাবিতেন। আমি প্রায়ই তাঁহার বাটীতে যাইতাম, তাঁহার মেয়ে ছেলেদের সহিত খেলা করিতাম, মেম্ সাহেবের ফাই ফরমাস্ শুনিতাম, এজন্য আমার পদোন্নতিও হইয়াছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন লক্ষৌ প্রদেশে সিপাহী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছে। মফঃস্বলের কথা

পাঠকগণকে এইস্থানে বলিয়া রাখি যে, গজের মুণ্ড কাটা গেল কেন? শনিরই বা ভস্ম স্বভাব দৃষ্টি হইল কেন, গণেশেরই বা গজ মুণ্ড হইল কেন? উত্তর—উঁহাদের অদৃষ্ট। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণপতি খণ্ডে সমস্তই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

দূরে থাক নিজ, সহরেই হুলস্থূল কাণ্ড। অতবড় সহরটার দোকান পাট প্রায় সবই বন্দ, রাস্তাঘাট চলাচল শূন্য, গৃহ পরিজন শূন্য, শকট সকল আরোহী শূন্য ও নগর শান্তি শূন্য হইয়াছে। ইংরেজের আর সহরের রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। ইংরেজ দেখিলেই সিপাহীর অলক্ষ্য গুলি আসিয়া তাহার মাথা উড়াইয়া দেয়।

আমি জেনারেল রিচার্ডের বড় বাবু ছিলাম। এই বিদ্রোহের সময় একদিন মেম সাহেবের ঘরে বসিয়া আমি কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমত সময়ে সাহেব আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং আমায় দেখিয়া বলিলেন—"বাবু! তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, তোমাকে বড়ই দরকার। তুমি না আসিলে আমি এখনই লোক পাঠাইতাম। এই দেখ কমিসনার সাহেবের হুকুম"।

আমি কমিসনার—স্যার্ হেনেরি লরেন্সের হুকুম পড়িলাম। আমার মনিব পাঁচশত সৈন্য লইয়া কাণপুর যাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন্। কাণপুরে গিয়া সিপাহীদের গতিরোধ করিতে হইবে, আবার সেখানকার কাজ সারিয়া সীতাপুর হইয়া দরিয়াগঞ্জের কাছে ছাউনী গাড়িয়া মফঃস্বলের বিদ্রোহীদের বাধা দিতে হইবে। তোমাকে ত আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে, হুকুম বড়ই জরুরি। সাহেব বলিলেন—"বাবু! দেখিলেত কাল ভোরে কুচ করিতে হইবে, অতএব পূর্ব্বাহ্নে আমার স্ত্রী পুত্রদের রেসিডেন্সিতে কমিসনার সাহেবের বাটীতে পাঠাইয়া দাও"।

আমি সাহেবের কথামত কাজ করিলাম কিন্তু সঙ্গে যাইতে বড় ভয় হইতে লাগিল। কোথায় বিঘোরে প্রাণ যাইবে, কোথায় সিপাহীর গুলি খাইয়া পড়িয়া থাকিব, কোথায় কলিকাতা—কোথায় কাণপুর—কোথায় বা আমি—কোথায় বা আমার স্ত্রী পুত্র; এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় রাত্রিটা কাটাইলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই সাহেবের ছাউনিতে গেলাম। সাহেব হৃষ্টমনে প্রাতরাশ খাইতেছিলেন। তিনি ত মাথাটা আগে বিক্রী করিয়া সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া ভারতবর্ষে চাকরি করিতে আসিয়াছেন। তিনি একজন সৈনিক পুরুষ—সমরেই তাঁহার আনন্দ সুতরাং তিনি স্বভাবতই প্রফুল্ল। সাহেব আমার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া বলিলেন—"বাবু! ভয়কি—চিন্তা কি? আমার সঙ্গে তুমি সর্ব্বদাই থাকিবে"—আমি ভাবিলাম তোমার সঙ্গে থাকিলে মৃত্যুর সহিত আমার বড় দূর

সম্পর্ক থাকিবে না, তোমার টুপীওয়ালা মাথা সিপাহীর গুলির নিশ্চিত শীকার, তাহার আর সন্দেহ নাই। তোমার কাছে থাকিলে আগে আমার মাথা যাইবে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা কানপুরের দিকে চলিলাম। আমার জিম্মায় রসদ—কানপুরে কাজ সারিতে আট দশদিন লাগিল। তারপর আমরা দরিয়া গঞ্জের দিকে চলিলাম। দরিয়াগঞ্জের কাছে তিরধুনাব মাঠে আমাদের ছাউনী হইল, আমাদের দলে গোরাই বেশী, তদ্ভিন্ন শিখ ও একদল হিন্দুস্থানী সিপাহী ছিল। ইহারা তখনও ইংরেজের নেমক মানিয়া চলিতেছিল।

সিপাহীরা একদিন বেলা নটা দশটার সময় পাকাদি করিতেছে এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক ও বলিকা নিকটস্থ মাঠের দিক হইতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের দেখিয়া সিপাহীরা রন্ধন ছাড়িয়া ব্যাপারটা কি? দেখিতে ছুটিল। অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল, আধপেষা আটা আর ভিজাকাঠে ফুংকারের চেষ্টা এই কৌতূহলের মধ্যে ঢাকা পড়িল।

আগন্তুকের মধ্যে একটী বৃদ্ধা তিনটী প্রৌঢ়া ও একটী বালিকা। সিপাহীরা তাহাদের কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—তাহারা কোন কথার উত্তর দেয়না কেবল চুপ করিয়া থাকে। তাহাদের বেশভূষা অতি মলিন তাহারা জাতিতে বেদিয়া বলিয়া বোধ হইল। প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না দেখিয়া সিপাহীরা তাহাদিগকে শত্রুপক্ষের চর বলিয়া আটক করিল। সিপাহীর ধাক্কা খাইয়া বুড়ী সর্ব্বাগ্রে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওঃ—তাহার কি ভীষণ কর্কশ চীৎকার! আজও তাহা আমার মনে আছে। বৃদ্ধার চীৎকারে সকলেই চেঁচাইতে লাগিল। সিপাহীরা যত ধমক দেয় বুড়ীও স্বরের মাত্রা তত বেশী করিয়া চড়াইয়া দেয়। ক্রমে দেখিতে দেখিতে একটা মস্ত হট্টগোল হইয়া পড়িল। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া আমি সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। সিপাহীদের বলিলাম ইহাদের ছাড়িয়া দেও কেন বৃথা গোল বাড়াইতেছ। সিপাহীরা বলিল "বাবুসাহেব ও হুকুম করিবেন না, এবেটীরা শত্রু পক্ষের চর। ছাড়িয়া দিলে কাহারও আর মাথা থাকিবে না"। আমি বলিলাম—"আচ্ছা তবে এক কাজ কর তোমরা এইভাবে ইহাদিগকে সাহেবের কাছে লইয়া চল আমি সঙ্গে যাইতেছি বিচার করিয়া যাহা ভাল হয় সাহেবই করিবেন তোমরা আর ইহাদের তাড়না করিও না—এস আমার সঙ্গে এস"। আমি আগে আগে

চলিলাম তাহারা সকলে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সর্ব্বপশ্চাতে ৪।৫ জন সিপাহী চলিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহাদের সঙ্গে একটী দশ বর্ষীয়া বলিকা ছিল। বালিকাটী মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত হইলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার সেই মলিনতার মধ্যেও যেন রূপের তীক্ষ্ণ জ্যোতি ক্ষীণছটায় বাহির হইতেছিল, তাহার মুখে ঘোরতর প্রশান্ত ভাব, চক্ষুর্দ্বয় পূর্ণোৎফুল্ল, কেশভার কুঞ্চিত আলুলায়িত ও আগুল্ফ লম্বিত, মুখখানি কুজ্ঝটিকাবৃত কমলিনীর ন্যায় শোভিত। সে নিস্তব্ধ ভাবে আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিতে করিতে পিছু পিছু আসিতেছিল, আমি তাহাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি এখানে কেন আসিয়াছিলে? সে প্রথমে কোনও উত্তর করিলনা, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষায় বলিল—"আমরা ভিক্ষা করিয়া খাই সিপাহীদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিলাম—তাহারা আমাদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছে" এই কাঠখোট্টার দেশে কঠোর হিন্দুস্থানী ভাষার মধ্যে হিন্দুস্থানী বালিকার মুখে বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। শুনিয়াছিলাম—এদেশ হইতে বেদিয়ারা বাঙ্গালা দেশে গিয়া ছোট ছেলে ধরিয়া আনে—এ বালিকা কি তাই হইবে? আমার মনে বড় একটী কৌতুহল হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওরা তোমার কে?" বালিকা বলিল—"ওরা আমার আত্মীয়—আমি ভিক্ষা ছাড়া হাত গণিতেও পারি—অদৃষ্টের কথাও বলিতে পারি"। বালিকা বোধ হয় জানিত যে, বাঙ্গালীর মত অদৃষ্টবাদী লোক জগতে খুব কমই আছে। আমি বলিলাম—"আচ্ছা আমার হাত গণিয়া দিতে পার? হাতগণা এখন থাক, এখন বলদেখি সিপাহীদের সঙ্গে আমাদের কবে লড়াই হইবে?"

একটী দশ বৎসরের বালিকা অদৃষ্ট গণনা করিবে শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছিল। বালিকা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"১৪ই তারিখে বিদ্রোহীরা তোমাদের আক্রমণ করিবে, তোমাদের অনেক লোক মরিবে। তুমি বাঁচিবে এবং এই যুদ্ধে তোমার খুব সম্মান বাড়িবে।" আমি বলিলাম—"আচ্ছা চল সাহেবের কাছে চল, সেখানে আমি তোমাকে ঘৃত, আটা ও খাবার খাইতে দিব আরও নগদ পয়সাও দিব।" বালিকা আমার সঙ্গে চলিল, তাহার পরিচয় লইবার এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই তাহা জানা গেল না। বড়সাহেবের কাছে পৌছিলাম—তিনি তখন তাঁবুর মধ্যে বসিয়া

কি লিখিতেছিলেন। আমাদের সঙ্গে এক দল লোক দেখিয়া বলিলেন, "বাবু! ব্যাপার কি? আমি সব কথা খুলিয়া বলিলাম—যুদ্ধ সম্বন্ধে গণনার কথাও বলিলাম। সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন—"বালিকাকে ভিতরে লইয়া আইস। বালিকা তাঁবুর ভিতরে গেলে সাহেব তাহাকে হিন্দীতে বলিলেন, "পরশু যুদ্ধ হইবে—এ কথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে, সত্য কথা বল কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে এনাম দিব"। বালিকা বলিল আমি গণনায় জানিলাম। সাহেব বলিলেন—"That's all humbug"! আমার সাহেবের পার্শে কাপ্তেন হরণ্‌ সাহেব বসিয়াছিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে বালিকার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—"আমার অদৃষ্টে কি আছে বল দেখি, ঠিক বলিতে পারিলে পুরস্কার দিব"। হরণসাহেব ঠাট্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বালিকা তাহার হাত দেখিয়া বলিল, পরশুকার যুদ্ধে তুমি নিশ্চয় মরিবে"।

সাহসী সৈনিকের কাছে মৃত্যুও প্রণয় সঙ্গীত একই জিনিস—প্রণয় গীতির ন্যায় মৃত্যুর কথাও তাহাদের পক্ষে অতৃপ্তিকর বিষয় নহে। হরণ সাহেব হোঃ হোঃ করিয়া হাঁসিয়া উঠিলেন, আবার বালিকর কাছে হাত লইয়া বলিলেন—"বল দেখি আমি কিসে মরিব"? বলিকা বলিল "বন্দুকের গুলি বুকের ভিতর গিয়া তোমাকে আহত করিবে, আহত হইবার দেড় ঘণ্টা পরে তোমার মৃত্যু হইবে"। "ঐ সময়ে যদি কেহ তোমার সেবা করে ত তুমি বাঁচিতে পার, কিন্তু তোমার সেবা হইবেনা ১৪ই তারিখে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়"। হরণ্‌ সাহেব মনে মনে কি ভাবিলেন—পরে পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বালিকাকে দিতে গেলেন, সে তাহা লইল না। বড় সাহেব বলিলেন—"তুমি আমার হাত দেখ দেখি"। বালিকা ধীরে ধীরে হাতখানি ধরিল পরে সবেগে হাত ছুড়িয়া দিল। সাহেব বলিলেন—"কি দেখিলে?" বালিকা বলিল—"আমি বলিব না"। "না বলিলে ত দেখিলে কেন? কোন ভয় নাই যাহা দেখিলে তাহাই বল"।

"না আপনি রাগ করিবেন"।

"না আমি রাগ করিবনা—আমোদের জন্য গণাইতেছি রাগ করিব কেন? তুমি যা দেখিলে ঠিক বল—মিথ্যা বলিলে রাগ করিব"।

"বলিব—ঠিকই বলিব—আপনারও ১৪ই তারিখে মৃত্যু হইবে"।

"কোন ১৪ই?"

"তা বলিতে পারিনা—গণনায় তাহা দেখিতে পাইতেছিনা"।

"আচ্ছা কিসে আমার মৃত্যু হইবে" ?

"আঘাত—অপঘাত—রক্তোচ্ছ্বাসের মধ্যে ! !"

সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা দেখা যাইবে—বাবু ইহারা যা চায় দিয়া বিদায় করিয়া দাও ইহারা গুপ্তচর নয়"। এই কথা বলিয়া সাহেব আবার লিখিতে বসিলেন—আমি বালিকাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া সাহেবের ঘরে গেলাম। হরণসাহেব কিছু বিমর্ষ ও গম্ভীর। সাহেব বলিলেন—"হরণ, তুমি কি একটা ছেলেমানুষের গণনায় ভয় পেলে নাকি ? চুপ করে কেন ?

হরণসাহেব হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ ভয় পাইয়াছি বটে ! বালিকার কথায় ভয় পাইব ত তরবারি ধরিয়াছি কেন ? তবে এই ভাবিতেছি, পরশ্ব যুদ্ধ হইবে এ মেয়েটা কি করিয়া জানিল ? বোধ হয় এরা গুপ্তচর ! God bless my soul !! উহাদের ছাড়িয়া দিয়া ভাল কাজ করা হয় নাই"। এমন সময়ে সাহেবের খানা আসিল, আমি নিজের আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম।

১৩ই কাটিল। ১৪ই তারিখের প্রাতে—আমার মনে কেবল বালিকার কথা জাগিতেছে। ভাবিলাম আজত ১৪ই, দেখা যাউক কি হয় ? সাহেবেরা পূর্ব্বাহ্ন হইতেই সতর্ক—সকল সেনাই প্রভাত হইতে সশস্ত্র, শত্রুর গতিবিধি জানিবার জন্য ৫।৭ জন চরও পাঠান হইয়াছে, সে দিন অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সৈনিকের গম্ভীর পদবিক্ষেপ, অশ্বের খুর শব্দ, হ্রেষারব ও ইংরেজ গোরার "হিপ হিপ হুর্‌রে" শব্দ চারিদিকে আকুলিত করিতেছিল। বেলা একটার সময় একজন চর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—হজরত গঞ্জের মাঠে দলে দলে বিদ্রোহী আসিয়া জমিতেছে। সমস্ত দিন ধরিয়া এইরূপে জমিতে পাইলে তাহারা আমাদের ধূলিগুঁড়ি করিয়া দিবে।

সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তখনই কুচ করিতে হুকুম দিলেন—আমাদের সৈন্যেরা একেবারে বিদ্রোহীদিগের উপর গিয়া পড়িল। সমস্ত দিনই গুড়ুম গড়াম চলিল—সন্ধ্যার সময় আমাদের সৈন্যরা বিদ্রোহীদের তাড়াইয়া দিয়া জয়োল্লাসের সহিত ছাউনীতে ফিরিল। সাহেব ঘোড়া হইতে নামিলেন। তাঁহার মুখ জয়োল্লাসেও বিষণ্ণ, অঙ্গে সমর ক্লান্তি জনিত স্বেদ-চিহ্ন, দুই এক স্থানে সামান্য রক্তের দাগ, আমার মনে বালিকার ভবিষ্যৎ কথা জাগিতেছিল—আমি সাহেবকে অক্ষত শরীর দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইলাম।

আমি বলিলাম "কাপ্তেন সাহেব কোথায়? তিনি ত ছাউনীতে ফিরিলেন না।" সাহেব চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তাইত—তাহার ত কোন সন্ধানই পাইতেছি না—হায়! তাহার সম্বন্ধে বুঝি বালিকার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়া পড়িল।" আমি বড়সাহেব ও চারি জন গোরা মশাল লইয়া হরণ সাহেবকে খুঁজিতে বাহির হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রণক্ষেত্র কেবল রাশীকৃত রক্তাপ্লুত—মৃত ও অর্দ্ধমৃত নরদেহে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। বড় সাহের ইংরেজের শবদেহ দেখিলেই আলো ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ খুঁজিলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। নিরাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময়ে একটী মৃত অশ্বের পার্শ্বে একজন ইংরাজ ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল "জল দাও।" শব্দ সাহেবের কাণে গেল—মশাল ধরিয়া নিকটে আসিল, আহত ব্যক্তির শোণিতাক্ত মুখের উপর মশালের আলো পড়িলে, সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন "ওঃ হরণ! হরণ! তোমার এই শোচনীয় দশা!! হা পরমেশ্বর!" সাহেব নিজ হাতে মৃতদেহ সরাইয়া হরণের আহত দেহ উদ্ধার করিলেন। এই সময়ে একটা বিদ্রোহী সিপাহী শায়িতাবস্থাতেই বন্দুকের ঘোড়া টিপিয়া বড় সাহেবের উপর লক্ষ্য করিতেছিল—আমার হাতে তরবারি ছিল—আমি বাঁটের বাড়ি সেই পিশাচের মস্তকে দারুণ আঘাত করিলাম—সে সেই আঘাতেই বিকট চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার নিক্ষিপ্ত গুলিতে সাহেবের পার্শ্বের একজন গোরা মরিল। সাহেব সব দেখিলেন—সহাস্যে সকৃতজ্ঞতায় বলিলেন—"বাবু তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে—এ কথা আমার স্মরণ থাকিবে।"

হরণ সাহেবকে আমরা ধরাধরি করিয়া ফাঁকা জায়গায় আনিলাম। তাঁহার আহত স্থান ধৌত করিয়া—জল ও ব্রাণ্ডি খাইতে দিলাম। কিছু বল পাইয়া হরণ বলিতে লাগিলেন—"ভাই! যুদ্ধের প্রথমেই আমি আহত হইয়াছি। এই দেখ আমার বুকের ভিতর দিয়া গুলি গিয়াছে, আর আমার বাঁচিবার আশা নাই, দাও জল—জল"—আমি জল দিলাম—হরণ বলিতে লাগিলেন—"জেনারেল প্রিয়তম রিচার্ড! তোমার নিকট আমার শেষ বিদায়। কিন্তু আমার দুটী অনুরোধ, আমার গচ্ছিত টাকা বিলাতে আমার বৃদ্ধ মাতাকে পাঠাইয়া দিও—আর সেই বালিকা—সেই হতভাগিনী বালিকা—ওঃ তাহাকে যদি দেখিতে পাও তাহা হইলে দুই শত মুদ্রা পুরস্কার

দিও। তার ভবিষ্যৎ কথা সব সত্য -ভাই তুমি সাবধান থাকিও আর একটু জল—প্রাণ যায়—বড় যাতনা।"

আমি জল ও ব্রাণ্ডি দিলাম, হরণ আবার বলিতে লাগিলেন—"রিচার্ড! আমি তোমার উপকার করিব—তোমার সেই শেষ দিন—সেই সাংঘাতিক ১৪ই মে, যে দিন আসিবে, সেই দিন আমার প্রেতাত্মা তোমায় সাবধান করিয়া দিবে, বালিকার কথা সব সত্য—ভুলিও না।" হরণ ঢলিয়া পড়িলেন মৃত্যু তাঁহার যাতনা শেষ করিল।

আমি ভাবিলাম সেই বালিকা যাদুকরী নাকি! ইহার পর আট বৎসর কাটিয়া গেল। সিপাহীর হাঙ্গামা মিটিয়া গেল। সাহেব খুব বাহাদুরী পাইলেন—বালিকা আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়াছিল তাহাও ফলিল—অর্থাৎ আমার পদোন্নতি হইল। কিন্তু বালিকা বড় সাহেবের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল তাহা ফলিল না। কত ১৪ই মে কাটিল—(এই তারিখ হইলেই সাহেব বিষণ্ণ হন) আমি ভাবিলাম বালিকার কথা মিথ্যা হউক প্রভুর পরমায়ু বৃদ্ধি হউক।

সাহেব এক বৎসরের ছুটী লইয়াছেন—তিনিও বিলাতে যাইবেন আমিও দেশে ফিরিব সবই ঠিক্‌ঠাক্‌। আমরা তখন মিরাটে। একদিন আমরা বৈকালে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি এমন সময়ে সাহেব বলিলেন—"বাবু! আজ কয় তারিখ? ১৩ই মে না?"

আমি বলিলাম—"হাঁ-আজ ১৩ই মে" "ওঃ কাল তবে ১৪ই।" সাহেব বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আমায় ধীরে ধীরে বলিলেন—"বাবু! আট বৎসর পূর্ব্বে হজরতগঞ্জের লড়াইয়ের মাঠে সেই বালিকা যা বলে তা মনে পড়ে? কাপ্তেন হরণের শোচনীয় মৃত্যুর কথা মনে পড়ে?" আমি বলিলাম—"ও সব কথা ভাবিয়া কেন আপনি বৃথা কষ্ট পাইতেছেন—প্রতি বৎসর ১৪ই মে তারিখে আপনি এইরূপ বিষণ্ণ হন। কিন্তু কৈ কিছুত হয় না—পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন—সে বালিকা মিথ্যাবাদিনী। হঠাৎ দুই একটা কথা লাগিয়া গিয়াছে বলিয়া কি সবই সত্য হইবে?" সাহেব বলিলেন—"বাবু! তুমি বিশ্বাস কর বা না কর আমি ত সে কথা ভুলিতে পারিতেছি না।" এ কথার পর তিনি সহসা একটা কাজে উঠিয়া গেলেন—আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

তার পর দিন ১৪ই মে। সমস্ত দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল সন্ধ্যা হইল। আকাশে চন্দ্র উঠিল, আমরা সকলে দোতালার বারাণ্ডায় বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছি মেম্ সাহেব স্বামীকে বলিলেন—"প্রিয়তম! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও ১৪ই মে ত কাটিল—যখন সন্ধ্যা হইয়াছে তখন আর কিসের ভয়? বাড়িত আর যুদ্ধ ক্ষেত্র নয়।" আমি ঘাড় নাড়িয়া মেমের কথার সমর্থন করিলাম—কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী হিন্দু, ভাবিলাম তোমার ভবিতব্যে যদি রক্তাপ্লুত শরীরে মৃত্যু লিখিয়া থাকে ত কেহই রাখিতে পারিবে না। সাহেব বলিলেন—"প্রিয়তমে হেলেনা,—এখনও আশ্বস্ত হইও না—যদি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরাপদে কাটে তবে বুঝিব এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। কত ১৪ই মে কাটিয়াছে কিন্তু আজকের মত মন কখনও এত কাতর হয় নাই।"

সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই ফটকের কাছে কুকুরটা ভয়ানক ডাকিয়া উঠিল, তাহার ডাক আর থামে না, সকলের চক্ষু সেই দিকে ফিরিল। কুকুরটা যেন কাহাকে তেড়ে কামড়াইতে যাইতেছে অথচ পারিতেছে না। কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। সাহেবের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারের নিকট গেলেন কুকুরটা খানিক্ষণ থামিল। তাঁহারা চলিয়া আসিলেন, আবার কুকুরটা ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিল। সাহেব নিজে দ্বারের নিকট গেলেন, কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার চেহারা দেখিয়া আমার ভয় পাইল। এক মুহূর্ত্তে তিনি শবের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়াছেন, ঘটনাটা দেখিয়া আমার মনে হরণ সাহেবের মৃত্যুকালীন কথাগুলি মনে হইল।

সাহেব বিষন্নমুখে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বলিলেন, "তোমরা যে যার ঘরে যাও।" তিনি নিজের শয্যায় গিয়া নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিলেন, রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা। আর আধ ঘণ্টা পরেই ১৪ই মে কাবার; সুতরাং আমরা কেহই সে স্থান ত্যাগ করিলাম না। আধ ঘণ্টা নিরাপদে কাটিলেই বালিকার কথা মিথ্যা হইবে ভাবিয়া আমি মনে মনে পুলকিত হইলাম, কিন্তু হায়! ভবিতব্যকে কে কোথায় ঠকাইয়াছে? আমরা পাশের ঘরে বসিয়া আছি এমন সময়ে সাহেব আবার বাহিরে ছাদের উপর আসিলেন, মেম্ সাহেব তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে বড় গরম সাহেব বারাণ্ডায় বসিয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন।

দুই প্রহর হইতে ১০ মিনিট বাকী আছে, এমন সময়ে সহসা আস্তাবলের দিক হইতে একটা ভয়ানক গোলমাল উঠিল, আমরা সকলেই ছাদের উপর আসিলাম, সেই গোলমালের মধ্যে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের উচ্চ শব্দ—ক্রন্দনের শব্দ ক্রমে কাছে আসিতে লাগিল, সহসা ফিরোজা রক্তাপ্লুত কলেবরে আসিয়া সাহেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বলিল, "খোদাবন্দ রক্ষা করুন, আমার স্বামী ছোরা লইয়া আমায় খুন করিতে আসিতেছে ঐ দেখুন ঐ" ফিরোজা সাহেবের বাবুর্চ্চির স্ত্রী।

ফিরোজার কথা শেষ হইতে না হইতে দুর্ব্বৃত্ত বাবুর্চ্চি ছোরা হস্তে একেবারে আমাদের কাছে আসিল, ফিরোজা সরিয়া পলাইল—সাহেব অন্য চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, "এই হতভাগাকে আজ আস্তাবলে বন্ধ করিয়া রাখ, কাল সকালে পুলিসে দিব"। সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই দুরাত্মা উন্মত্ত ব্যাঘ্রবৎ সাহেবের উপর লাফাইয়া পড়িল, তাহার তীক্ষ্ণধার ছোরা সাহেবের বক্ষঃস্থল আমূল ভেদ করিল। সাহেব শীঘ্রই মাটিতে পড়িয়া রক্তমাখা হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। বালিকার ভবিষ্যৎবাণী প্রত্যেক অক্ষরে তৃতীয়বার প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইল। আমি ভাবিলাম অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়; নতুবা আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন?

আমরা সাহেবকে ঘরে তুলিয়া আনিলাম। তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর রক্তে ভাসিতেছে, বিছানা শোণিত-স্রোতে ঘোর লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়াছে; সকলের দৃষ্টি ঘড়ির দিকে। দুই মিনিট পরে দ্বিপ্রহর বাজিল ও সেই সঙ্গে সাহেবের প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিল। হজরৎগঞ্জের মাঠে সেই বালিকার ভবিষ্যদ্বাণী এবং কাপ্তেন হরণসাহেবের শোচনীয় মৃত্যু আমার চক্ষের সম্মুখে নাচিতে লাগিল।

তাহার পর ৩৪ বৎসর কাটিয়াছে, আমি এখন পলিতকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ। বাঙ্গালায় বসিয়া পুত্র পৌত্রাদি বেষ্টিত হইয়া পেন্সন ভোগ করিতেছি, কিন্তু ১৮৬৯ সালের ১৪ই মের শোচনীয় লোমহর্ষণ ঘটনা আজও আমার চক্ষে স্পষ্ট চিত্রিত। আমি আজও চক্ষের সম্মুখে জেনারেল রিচার্ড সাহেবের সেই রক্তাপ্লুত ভীষণ দেহ দেখিতেছি।

পাঠক! তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর আর নাই কর, ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে মুগ্ধ হইয়া আমায় ঠাট্টাই কর, আর যাই কর, যাহা

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও আজও ভুলিতে পারিতেছি না—যাহা আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত তাহাই তোমাদের বলিলাম।

শ্রীহঃ ১২৯৮, চৈত্র, ভারতী।

পুরুষকারবাদী ভ্রাতা তুমি হরি বাবুর কথা যদি বিশ্বাস না কর তাহা হইলে আমি নাচার কারণ, ইহাপেক্ষা প্রত্যক্ষ অদৃষ্ট আর কি দেখাইব।

তবুও বলি ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করিবেন না ইচ্ছা হয় বিশ্বাস নাই করিবেন—কিন্তু অদৃষ্ট সত্য। কারণ, শাস্ত্রে বলে যে,—

নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শর শতৈরপি।
কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ১৫ ॥

সুহৃদভেদঃ, হিতোপদেশ।

কোন জন্তুই শত শত বান বিদ্ধ হইলেও অকালে মরে না, কিন্তু কাল-প্রাপ্ত হইলে কুশাগ্র স্পর্শ হইবা মাত্রই মরিয়া যায়।

শাস্ত্রের এই কথা অতীব সত্য। যেহেতু, আমি নিজে না জানিয়া হাইড্রোপারক্লোরাইডিস্ খাইয়া ছিলাম তাহা পারা ও বিষ ; (৫) খাইলে মানুষ

---

(৫) বিষপান।

বিষপান করিয়া লোক বাঁচে ইহাপ্রায় দেখা যায় না। আমার নিজের কথা মূলে বলিয়াছি। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে বিষপান করা রোগী অনেক আসে কিন্তু খুব কমই বাঁচে, যাহার কাল পূর্ণ হয় নাই সেই বাঁচে। শাস্ত্রে প্রহ্লাদ বিষপান করিয়া বাঁচিয়াছিল। মহাভারতে ভীমসেনকে অজ্ঞাতসারে দুর্য্যোধন বিষাক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য খাওয়াইয়াছিল। ভীমের সর্ব্ব শরীরে কালকুট পরিব্যাপ্ত হওয়ায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলে, দুর্য্যোধন সেই মৃতকল্প বীরকে লতাপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু ভীমের কালপূর্ণ না হওন জন্য মৃত্যু হইল না, তিনি জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন তখন মহা বিষধর নাগগণ কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া ভীমসেনের শরীরস্থ স্থাবর বিষ, জঙ্গম—সর্পবিষ দ্বারা অপনীত হইলে

মরিয়া যায় কিন্তু আমি মরিনাই। আমি যে মরিব বা অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ইহা একবারও মনে করি নাই। আমি অজ্ঞাতসারে ঐ ঔষধ খাইবা মাত্র, সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং বহুল বমন হইল আমি অবসন্ন হইলাম, কিন্তু মরিলাম না, ক্রমে ক্রমে শান্তিলাভ হইল। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম যে কালপ্রাপ্ত না হইলে মানুষ মরে না। ইহার একটী জলন্ত উদাহরণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রহ্লাদচরিত্র, প্রহ্লাদকে মারিবার জন্য তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু বিস্তর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই মারিতে পারেন নাই। অতএব প্রহ্লাদের বিষয় আর বুঝাইতে হইবে না কারণ,উহা দেশীয় কথকথাতে শুনিতে পাওয়া যায়, যাত্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, থিয়েটারে শুনিতে পাওয়া যায় এবং দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলিয়া একটী চলিত কথা আছে তাহা আবাল বৃদ্ধ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এজন্য উহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। ঐরূপ শ্রীমন্ত সদাগরকে সিংহল রাজ বধ করিবার জন্য মশানে লইয়া গিয়া বধ

বিষে বিষ ক্ষয় হইল। কুন্তী নন্দন চেতন প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বাসুকি অনুগত নাগগণের সহিত তথায় আগমন পূর্ব্বক ভীমসেনকে দেখিলেন। তখন কুন্তীর পিতার মাতামহ আর্য্যক নামক নাগরাজ দৌহিত্রের দৌহিত্র ভীমকে দেখিয়া তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিলেন। তখন বাসুকি আর্য্যক নাগরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইনি আমাদিগের কুটুম্ব সুতরাং ইহার কি প্রিয়ানুষ্ঠান কর্ত্তব্য ? আর্য্যক কহিলেন এই কুমারকে কুণ্ডস্থ রসপান করাইয়া মহাবলবান করা যাউক। সেই কুণ্ডস্থ রসে সহস্র হস্তীর বল প্রতিষ্ঠিত আছে। বাসুকি তাহাতে সম্মত হইলে ভীমসেন শুচি ও নাগগণ কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরিত হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন পূর্ব্বক রসপান করিতে লাগিলেন। বিষ খাইয়া ভীমের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং তিনি এক নিশ্বাসে এক কুণ্ড রস পান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অষ্ট কুণ্ড রস পান করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়াছিলেন। অতএব পাঠকগণ দেখুন—দুর্য্যোধন পুরুষকার করিয়া কিছুই করিতে পারিল না, ভীমসেন আপন অদৃষ্ট বলে,বিষ জীর্ণ করিয়া সহস্র মত্তহস্তীর বল উপার্জ্জন করিয়াছিল।

করিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু বধ করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্ত যেরূপে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যিনি যাত্রায় বা থিয়েটরে কমলে কামিনী দেখিয়াছেন তিনি বলিতে পারিবেন যে, শ্রীমন্তকে কোনও রকমে সিংহলরাজা মারিতে পারেন নাই।

আবার এদিকে দেখুন এক একবার মহামারী (প্লেগ্) উপস্থিত হইয়া দেশ উজাড় হইয়া যাইতেছে। এক এক দেশ পুষ্করা প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক কাল কবলে প্রবেশ করে। ঐরূপ কখনও কখনও বন্যা, ভুমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, শীলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অতিঝড়, সাইক্লোন, উল্কাপাত, দাহপড়া, অগ্ন্যুৎপাৎ, (আগ্নেয় গিরির) পাহাড় হইতে প্রস্তরস্খলন, অগ্নিদাহ ইত্যাদিতে (৬) কত দেশে কত লোক মরিয়াছে মরিতেছে ও মরিবে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এসকল বিষয়ে পুরুষকারের কি হাত আছে? ইহা ব্যতীত সর্পাঘাত, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু কর্ত্তৃক মৃত্যু, হাঙ্গর, কুম্ভীর হইতে কতলোক মরিয়াছে কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? এজন্য বলিতে হয় যে প্রত্যেক লোক আপন আপন অদৃষ্ট লইয়া জন্ম মৃত্যুরূপ এই সংসারে ভ্রাম্যমান হইতেছে। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই! নাই! নাই! বিবেচনা করিয়া দেখুন যেবার "সার্ জন্ লরেন্স নামক বাষ্পীয় পোত" শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীদিগকে কালাপানিতে ডুবাইয়া মারিল সেবার আরও দুই তিন খানি জাহাজ শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিল। শুনা যায় যে, সার্ জন্ লরেন্সের কাপ্তেন সাহেব অনেক যাত্রীকে উলুবেড়িয়াতে নামাইয়া দিয়াছিল এবং তাহারা অন্যান্য জাহাজে গিয়াছিল। যাহারা অন্যান্য জাহাজে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহই মরে নাই কিন্তু যাহাদের অদৃষ্টে মৃত্যু লেখা ছিল তাহারাই কেবল সার্ জন্ লরেন্সে গিয়াছিল। সার্ জন্ লরেন্সের কেবল একজন সারেঙ্গ ব্যতীত কেহই বাঁচে নাই সব মরিয়াছে। এই সকল ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া কে বলিতে পারে যে অদৃষ্ট ছাড়া পথ আছে?

আবার এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখুন—সম্প্রতি ১৯০৩ খৃঃব্দে গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যে—

---

(৬) ১৮৯৭ সালের জুন মাসের ভূমি কম্প। ৩০ সালের বন্যা। ৭৬রে মনন্তর। ১২৭১ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে ঝড়। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকে ঝড়। ১৮৫৭ সালের ধূমকেতু ও সিপাহী বিদ্রোহ।

কোলা নামক একখানি ষ্টিমার বোম্বাই বন্দর হইতে রেঙ্গুণ যাইতেছিল। তাহাতে ১৫ বৎসরের একটী বালক চড়নদার ছিল, সে বালক অতিশয় দুষ্ট স্বভাব বশতঃ কাপ্তেন সাহেব তাহাকে একটা পিপার ভিতর পুরিয়া রাখে ঐ পিপার মুখ বন্ধ করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য একটা গর্ত্ত করিয়া দেয়। ঐ পিপাটি জাহাজের বোর্ডের উপর থাকে। ঐ দিবস রাত্রিতে বিষম ঝড় উপস্থিত হওয়ায় পিপাটী গড়াইয়া সমুদ্রে পড়িয়া যায়। পড়িবামাত্র ভারজন্য নিম্নদিক জলের ভিতর ও উর্দ্ধদিক জলের উপর হইয়া ভাসিতে থাকে। এ পর্য্যন্ত আর ঐ পিপার খোঁজ হয় নাই। তৎপরে ঐ পিপাটি প্রায় ৩০ ঘণ্টাকাল ভাসিয়া ভাসিয়া আণ্ডামান দ্বীপে গিয়া লাগে। এই স্থলে ঐ বালক পিপা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। অবশেষে মরণ স্থির করিয়াছিল। তৎপরে ভাগ্যক্রমে চাষাদিগের কএকটা গাভি সেইস্থানে চরিতে আসিয়াছিল। গাভিগুলা ঐ পিপার চারিদিকে ঘুরিবার কালীন দৈবাৎ একটা গাভির লাঙ্গুল ঐ পিপার গর্ত্ত মধ্যে পড়িল। পড়িবামাত্র ঐ পিপার অভ্যন্তরস্থ বালক দুইহস্তে ঐ লাঙ্গুলটী আঁটিয়া ধরিল, ধরিবামাত্র গাভিটী উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে ঐ পিপা সমেত ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছুটিতে ছুটিতে অনতিদূরে একটা বাহাদুরী কাষ্ঠে লাগিবা মাত্র পিপাটি চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি বালক অজ্ঞান হইয়া সেই স্থলে পড়িয়া থাকিল। তৎপরে কতকগুলি জেলে মৎস্য ধরিবার জন্য সেই স্থানে আসিলে পর তাহারা ঐ বালকটীকে বাটীতে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা আরোগ্য করে এবং কিছু দিনের মধ্যে চাঁদা করিয়া তাহার পথের খরচ দিয়া তাহাকে পুনরায় তাহার পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। অতএব এক্ষণে দেখুন! এরূপ সংকটাবস্থাতে পতিত হইয়াও অদৃষ্ট বশতঃ বালকটী রক্ষা পাইল।

আর [illegible] ত্রিকায়
প্রকাশিত [illegible] করিতে
যায়। [illegible] দিয়া
যাইতে হ[illegible] নায়ার
থাকে। [illegible] দেখিল
গোটাকত[illegible] তেছে

আর পথের ধারে একটা ঝোপের দিকে চাহিয়া নানা রকম মুখভঙ্গী করিতেছে তখন বেলা দুপুর। বাদিয়া চলিতে চলিতে এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইল, ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। কিন্তু দুই এক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে কৌতূহল দূরে গিয়া তাহার প্লীহা চমকাইয়া গেল। সে দেখিল একটী সুবৃহৎ রাজকীয় ব্যাঘ্র সেই ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অতঃপর কি কর্ত্তব্য বাদিয়ার তাহা চিন্তা করিবার অবসর হইল না। ব্যাঘ্রবর তিন লম্ফে বাদিয়ার স্কন্ধে আরোহণ করিল, কিন্তু বানরেরা তাহার ফলাহারে ব্যাঘাত দান করিল, কোনটা আসিয়া তাহার লেজ ধরিয়া টানিতে লাগিল, কোনটা তাহার পিঠের উপর লাফাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, কোন কোনটা তাহার দেহের কোমল-তর অংশ ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বাঘ তখন মানুষ ছাড়িয়া বানরের দিকে ফিরিল, বানরেরা অবিলম্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিল। কিছুকাল ধরিয়া ব্যাঘ্রটী বানর শাসনের জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু শাখা মৃগগণকে হস্তগত করিতে না পারিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে—যেখানে বাদিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল সেই স্থানে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বানরেরা ফিরিয়া ব্যাঘ্রের প্রতি পূর্ব্ববৎ আচরণ করিতে লাগিল। সুতরাং ব্যাঘ্রকে আবার ফিরিতে হইল। ইতি-মধ্যে কতকগুলি লোক হাটে যাইতেছিল, তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রটী তখন অকুতোভয়ে একবার বানরের দলের দিকে ও একবার মানুষের দিকে চাহিতে লাগিল। মিনিট ১৫ পরে সে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বাদিয়ার দেহের বহুস্থান ব্যাঘ্র নখরে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে বলবান যুবক বলিয়া আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই, ক্রমে সারিয়া উঠিয়াছে। দৈবই বাদিয়াকে রক্ষা করিয়াছে।" এবং ইহাও বুঝা গেল যে পরমায়ু থাকিতে মরে না।

আর একটী সত্য ঘটনা—১৩১০ সালের ২৩শে মাঘের বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে—"সম্প্রতি মুর্শীদাবাদের সদর বহরমপুরে একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঘটনাটী সবে চারি পাঁচ দিন মাত্র হইল সংঘটিত হইয়াছে।

কিছুদিন হইতে একটী বৃদ্ধ বাবাজী ও তাঁহার সহিত ২০।২১ বৎসর বয়স্কা একটী সুন্দরী যুবতী সহরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। বাবাজীর গাত্রে

যেরূপ আলখাল্লা, যুবতীর গাত্রে ও সেইরূপ গলা হইতে পা পর্য্যন্ত একটী আলখাল্লা ঢাকা থাকিত; যুবতী স্ত্রীলোককে ঐরূপ ভাবে রাস্তায় দেখিয়া সাধারণ লোকের যেরূপ ধারণা হয়, এ ক্ষেত্রেও অবশ্য তাহাই হইয়াছিল; বিশেষতঃ একজন বাবাজীর সহিত যুবতী থাকায় নানা জনে নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতেও ত্রুটী করিত না। বাবাজীর বয়স প্রাচীন হইলেও অনেক বাবাজী ঐরূপ বয়সে অনেক লীলা খেলা করিয়া থাকেন, সেই ধারণাতেই অনেকে অনেক কথা বলিত, সহরের অনেক লম্পটের জিহ্বায় রস সঞ্চার হইল; বাবাজীর চক্ষে ধূলি দিয়া যুবতীকে হস্তগত করিবার ইচ্ছায় অনেকে অনেক প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল। বাবাজী বুঝিতে পারিলেন, সহরে বাস করা তাঁহাদের পক্ষে নিরাপদ নহে তাঁহারা সহরের ঠিক পশ্চিম পারে কোন একটী নিভৃত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভিক্ষার জন্য প্রায়ই সহরে আসিতেন। বাবাজী যখন যেখানে যাইতেন রমণীও সেইখানে বাবাজীর সঙ্গে যাইত, রমণী একদণ্ডও বাবাজীর সঙ্গ ছাড়া হইত না, কোনরূপ কুভাবের লক্ষণ তাহার হাবভাবে কথাবার্ত্তায় এবং চলাচলে প্রকাশ পাইত না, বরং ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হইত, যুবতী কোন মর্ম্মান্তিক কষ্টে বিষাদিতা, মনে সুখ থাকিলে যাহা থাকে তাহা তাহার কিছুই নাই, আছে কেবল ঈশ্বরদত্ত কথঞ্চিৎ রূপ সেরূপও যেন বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন। বাহিরের লোকে তাহার মর্ম্ম বেদনা জানে না, বাবাজীকেও কেহ কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিত এটী তোমার কে? বাবাজী সে কথার উত্তরে বলিতেন, "এটী আমার কন্যা" রমণীও বাবাজীকে পিতা বলিয়াই ডাকিত। কিন্তু তত্রাচ লম্পটগণ সে কথা বিশ্বাস করিত না, কত জনে কত কথা রটিত। বাবাজী অতি ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক, যে যাহাই বলিত, কোন কথাতেই রাগ বা বাকবিতণ্ডা করিতেন না। ইহাতেই বুঝা যায় এ বাবাজী অন্যান্য বাবাজীর ন্যায় লীলা খেলার বাবাজী নন্, এ বাবাজী প্রকৃতই বাবাজী পদবাচ্য, বাবাজীর গুণের প্রকৃত পরিচয় পরে প্রকাশ হইয়াছে।

চারি পাঁচ দিন গত হইল, একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বাবাজী তাঁহার কন্যা সহ সহর হইতে ভিক্ষা করিয়া গঙ্গাপারস্থ বাসস্থানে যাইতে ছিলেন, খেয়া নৌকায় পার হইয়া সহরের পরপারে পৌছিলেন। পরপারে একটী বাবু পার হইয়া সহরে আসিবার জন্য নৌকার অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রমণী এবং বাবাজী পরে নৌকা হইতে নামিয়া যাইবার সময়, রমণী সেই বাবুর প্রতি চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবুও রমণীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। পরে রমণী বাবুটীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেল, বাবুও রমণীকে তুলিয়া বসাইলেন। বাবাজী এতক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরে রমণী বলিল "ইনিই আমার স্বামী"। বাবাজী এই সংবাদে মহা আহ্লাদিত হইয়া বাবুটীর সমস্ত পরিচয় লইলেন, বাবুটীও সমস্ত ঘটনা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঘটনাটী এই—পাঁচ বৎসর হইল এই রমণী কয়েকটী আত্মীয়ের সহিত গঙ্গা—সাগরে যায়। সেখানে গিয়া রমণীর কলেরা হয়। যাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা যখন দেখিল ইহার আর বাঁচিবার আশা নাই অথচ অপেক্ষা করিলে জাহাজ চলিয়া যাইবে, পরে সেখান হইতে আসাও কষ্টকর হইবে তখন যুবতীর সঙ্গীগণ ইহাকে সেইখানে রাখিয়া আইসে। তাহারা দেশে আসিয়া রমণীর মৃত্যু কথাই প্রচার করে। ভগবানের ইচ্ছায় রমণীর মৃত্যু হয় নাই, দৈব ঘটনায় রমণী ক্রমে আরোগ্য লাভ করে। রমণীর জ্ঞান হইলে দেখে, সঙ্গের লোকজন কেহই নাই, একটী বৃদ্ধ বাবাজী তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। রমণী ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বাবা তুমি কে ?" বাবাজী বলিল "মা আমি ভিক্ষাজীবি বাবাজী তোমার কোন ভয় নাই।" বাবাজী অতি যত্নের সহিত রমণীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া নীরোগ করেন। পরে সবল হইলে সঙ্গে করিয়া নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে থাকেন। চারি বৎসর কি সাড়ে চারি বৎসর নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি মুর্শীদাবাদ বহরমপুরে আসেন, আসিয়া যে ভাবে ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাবুটী ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া যে নূতন রেল লাইন খুলিবার প্রস্তাব হইয়া রাস্তা জারিপ হইতেছে, সেই জারিপ কার্য্যের একজন ওভারসিয়ার, বাটী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে, জাতি ব্রাহ্মণ। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করেন নাই। বিবাহ না করিয়া তিনি ভালবাসার প্রতিদান দিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। সে দিন তাঁহাদের সুখসূর্য্য উদিত হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে উভয়ে উভয়ের হারাধন পাইয়া আবার বিষাদময়ী সংসারকে স্বর্গের নন্দনকানন বলিয়া

উপলব্ধি করিতে পারিলেন। বাবাজী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এত দিনে নিশ্চিন্ত হইলাম"। বাবুটী বাবাজীকে বলিলেন আপনার আর কষ্ট করিতে হইবেনা, আপনি আমার বাটীতে আসুন। যতদিন আপনি বাঁচিবেন আপনার যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, আমি সমস্তই দিব"। বাবাজী তাহাতে সম্মত হন নাই, তিনি ভিক্ষা করিয়া আর দেশ ভ্রমণ করিয়া জীবন কাটাইবেন বলিলেন। বাবাজী কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায় বাবু সেই দিনেই ছুটী লইয়া সস্ত্রীকে বাটী রওনা হইয়াছেন। বাবাজী এখনও গঙ্গার পরপারে অবস্থান করিতেছেন, ও ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। (মুর্শীদাবাদ হিতৈষী)। পুরুষকারবাদী! "নাকালে মৃয়তের" প্রমাণ দেখুন!

আর একটী সত্য ঘটনা—নাটোরের মহারাণী—রাণী ভবানী, তাঁহার জন্মকাল হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে অদৃষ্ট সত্য কিনা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শারদীয় পূজার মহা অষ্টমীর দিনে বৃহস্পতি বারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন পূর্ণ অষ্টমী, মাহেন্দ্রক্ষণ, অতি পুণ্যময় মুহূর্ত্ত, সেই সময়ে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা, রাজশ্রীচিহ্নিতা অতিশয় লাবণ্যবতী হইয়া রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চক্তধারী (চৌধুরী) তিনি একজন বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিন গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। ব্রাহ্মণের কণ্যা হওয়াবধি তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী দ্বিগুণীত হইল স্নতরাং সুখৈশ্বর্য্যের সীমা থাকিল না। রাণী ভবানী সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় ছিলেন, তাঁহার কৃপা দৃষ্টিতে সংসার উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার পিতার বৈভব বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি একজন জমীদার বলিয়া গণ্য হইয়া ছিলেন। আত্মারামে যখনই কন্যার মুখাবলোকন করিতেন তখনই যেন তাঁহার মনে একটা খট্‌কা জন্মিত তিনি ভাবিতেন যে এমন সুন্দরী মেয়ে কার হাতে দিব, আমার মায়ের বরাতে যে কি আছে? তাহা ঈশ্বর জানেন। ভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়া অসুখী হওয়াপেক্ষা ভাবনা না করাই ভাল কিন্তু মনত কাহারও দাস নহে, মন নারায়ণ। মন সব জানে কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারেনা, কোন একটী ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে মন (সকলেরই) যেন কেমন কেমন করে। পরে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ জন্যই মন এমন করিত। আত্মারামের মনেও ঠিক সেই রকম ভাব হইত, তিনি কন্যাকে দেখিলেই যেন একটু বিষাদিত হইতেন। তিনি কন্যাটীর ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপে কাটিবে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, তিনি বুঝিলেন যে কন্যাটীর

একখানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করান আবশ্যক কারণ কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হইবে, পাত্রের গণ রাশি এবং বর্ণের সহিত মিলন হওয়া চাই সুতরাং কোষ্ঠী না করিলে কিরূপে সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে ?

কন্যাটীর ভূমিষ্ঠ কালে আত্মারাম—বার তিথি ক্ষণ লগ্ন সন্ তারিখ লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, একজন ভাল জ্যোতিষী আনায়ন করিয়া কুণ্ডলী প্রস্তুত করিবার জন্য সেই সমস্ত সন্ তারিখ তাঁহাকে দিলেন। আচার্য্য কুণ্ডলী (রাশিচক্র) প্রস্তুত করিয়া গণনা আরম্ভ করিলেন। তিনি যতই গণনা করেন ততই তাঁহার মন পুলকিত হইতে থাকে। তিনি আদ্যোপান্ত কোষ্ঠীর ফলাফল গণনা করিয়া যেমন আহ্লাদিত ও আশ্চর্য্য হইলেন তেমনি বিস্ময়ান্বিত ও বিষণ্ণ হইলেন। তিনি দেখিলেন কন্যাটী একপক্ষে যেমন সৌভাগ্যবতী অপর পক্ষে সেইরূপ হতভাগিনী, পোড়া কপালী। তিনি অবাক হইয়া বিধাতাকে স্মরণ করিলেন—তিনি বলিলেন "রে অদৃষ্টলিপি! তুই কি দুঃখকে ভুলিবিনা, যতই বিষয় বৈভব যশ কীর্ত্তি হউক না কেন চিরকালই কি ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত অভাগ্যকে রাখিবি? হা বিধাতঃ! আপনার মনে কি এই ছিল? না—বিধাতাকে দোষারোপ করা উচিত নয়, যে যেরূপ কার্য্য করিবে তাহার সেইরূপ ফল হইবে। রাণী ভবানী পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই বিশেষ পুণ্য বা সুকৃতির কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইহজন্মে রাণী ভবাণী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী হইলেই বা কি হইবে আর পয়মন্ত হইলেই বা কি হইবে, আর ভাগ্যবতী হইলেই বা কিহইবে? অভাগ্যত ছাড়িবে না। জ্যোতিষী দেখিলেন যে,—একদিকে রাজ যোগ ও সর্ব্বপালন কর্ত্তৃত্ব অপর দিকে বৈধব্য যোগ, পুত্রশোক, এবং রাজ্যভ্রষ্ট ও মহা অসুখের কারণ। এই রকমে রাণী ভবানীর জীবন গঠিত হইবে।

ভবাণীর পিতা আত্মারাম, আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিলেন ঠাকুর"? আচার্য্য বলিলেন—"আপনার কন্যার রাজযোগ আছে, ইনি রাণী হইবেন, ইহাঁর জন্মস্থানে বুধ তুঙ্গী আছে, আয় স্থানে বৃহস্পতি, ধনস্থানে শুক্র, দশম স্থানে চন্দ্র আছেন। মনুষ্য দেহে যতদূর সৌভাগ্য হইতে হয় তাহা ইহাঁর হইবে"। আত্মারাম বলিলেন—"সংসারে একেবারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয় না দুঃখও থাকে অতএব ইহাঁর ভাগ্যে দুঃখ ভোগ সম্বন্ধে কি আছে"? জ্যোতিষী বলিলেন—"সেটা আর শুনিবার আবশ্যক নাই যাহা ঘটিবে তাহা দেখিতে পাইবেন"।

ভবানী অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিবা মাত্র বিবাহের আয়োজন হইল কারণ "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী" এক্ষণে কন্যা দান করিলে গৌরী দানের ফল হইবে সেই জন্য আত্মারাম ঘটক দ্বারা নাটোরাধিপতি রাজা রামজীবনের দত্তক পুত্র কুমার রামকান্তের সহিত বিবাহ স্থির করিলেন, পাত্র পাত্রী দেখিবার নিয়ম চিরকালই আছে। আত্মারাম যেমন সৎ পাত্রের অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন, রাজা রামজীবনও তেমনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। যখন রামজীবন ঘটক মুখে শুনিলেন যে, ছাতিন গ্রামে আত্মারাম চৌধুরীর একটী পরমাসুন্দরী কন্যা আছে, মহারাজ পাত্রী দেখিবার জন্য স্বয়ং চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে আগমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় "পরম সৌভাগ্যের বিষয়" বলিয়া সাধ্যাতীত সমাদর করিলেন। রামজীবন পাত্রীকে দেখিলেন তাঁহার মন গলিয়া গেল, কন্যার অপরূপ রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সঙ্গে দয়ারাম নামক একজন অতি বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "মেয়েটীর কোষ্ঠী আছে কি?" কারণ, পূর্ব্বাপর একটী নিয়ম আছে যে, উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য কোষ্ঠী দেখিতে হয়। রাজা রামজীবন বলিলেন—"এ মেয়ের আর কোষ্ঠী দেখিতে হইবে না আর কিছু সন্দেহ করিয়া কাজ নাই এমন রূপের ডালীর আর কোষ্ঠী দেখিয়া কি হইবে? বাহিরে যেমন দেখিতেছ ভিতরেও তেমনি।" দেখাশুনা কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল।

কামদেব রায় নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ। ইহাঁর পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়। নাটোর-মৌজার অন্তঃপাতী নন্দরপুর পরগণার মধ্যে তাঁহার বাসস্থান ছিল। বাৎসরাচার্য্যের বংশজ পুঁটিয়ারাজ প্রবর্ত্তক নরনারায়ণ ঠাকুরের তরফে কামদেব বারুইহাটীর তসীলদারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। কামদেবের তিন পুত্র, ১ রামজীবন, ২ রঘুনন্দন, ৩ বিষ্ণুরাম। কনিষ্ঠ বিষ্ণুরাম পৈতৃক তসীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মধ্যম রঘুনন্দন নরনারায়ণ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের তাঁবে মোক্তারি করিতেন। পরে মুসলমানী আইন জ্ঞাত হইয়া বাঙ্গালার নবাব মুরশীদ্ কুলীখাঁর তরফে নায়েব কানুন্ গুঁই পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুরশীদ্ কুলীখাঁ রঘুনন্দনের রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া সাঁওতাল পরগণা অর্পণ করিয়া ছিলেন। রঘুনন্দন ঐ সাঁওতাল পরগণা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে অর্পণ

করেন। রামজীবন এই জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া ১৭০৪ খৃঃ অব্দে পাতসাহ আরঙ্গজেবের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ভিতারিয়ার জমিদার রামকৃষ্ণের জমিদারী, বাঙ্গাচীর জমিদার ভগবতী ও গণেশ নারায়ণের জমিদারী, রাজসাহীর জমিদার রাজা উদিত্যনারায়ণের জমিদারী, যশোহরের জমিদার রাজা সীতারামের জমিদারী এই চারিটী প্রধানতম জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া রামজীবন একজন বাঙ্গালার মধ্যে প্রধান জমিদার ও রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইকোটি টাকা বাৎসরিক আয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে নবাব সরকারে ৫২, ৫৩, ০০০ বাহান্ন লক্ষ তিপান্ন হাজার টাকা মাল গুজারি করিতে হইত। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে দিল্লীর পাতসাহ বাহাদুরসার নিকট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ২২ খানি গ্রাম খেলাত প্রাপ্ত হন, ইহা ব্যতীত রাজছত্র, রাজদণ্ড, দামামা ও বাঁশী ও বহু সহস্র সিপাহী ফৌজ প্রাপ্ত হন।

রাজা রামজীবন ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রাজা রঘুনন্দন অপুত্রক হওয়ায় কনিষ্ঠ বিষ্ণুরামের পুত্র রামকান্তকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। সেই দত্তক পুত্র রামকান্তের বিবাহ আত্মারামের কন্যা ভবানীর সহিত স্থিরীকৃত হইল। বিবাহ হইয়া গেল। কোষ্ঠীর একটী ফল মিলিল, কিনা ভবানী রাজরাণী হইলেন। পরে রাজা রামজীবনের স্বর্গারোহণের পর রামকান্ত বিপুল বিক্রমের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে ভিতরে ভিতরে রামরত্ন নামে একজন চতুর জ্ঞাতি মুরশীদাবাদের নবাব সরকারে অর্থাৎ আলিবর্দ্দিখাঁর দরবারে উপস্থিত হইয়া এজেহার দেয় যে রামকান্ত প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহে, আমিই পিণ্ডাধিকারী সুতরাং ঐ রাজত্ব আমার প্রাপ্য। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ রামরতনের সাক্ষীর জবানবন্দী অনুসারে তাঁহাকে রাজা খেতাব দিয়া সৈন্যগণ সহিত নাটোরে পাঠাইয়া দেন। রামরতন নাটোরে আসিয়া মুসলমান সৈন্যদিগের সাহায্যে রাজবাটী অধিকার করেন। রামজীবন সহসা রাজ্যনাশ হৃতসর্ব্বস্ব ও বিপদাপন্ন হইয়া পরাশ্রয় গ্রহণ জন্য স্ত্রী পুরুষে নৌকাযোগে মুর্শীদাবাদ যাত্রা করিলেন। এইবারে কোষ্ঠীর দ্বিতীয় ফল মিলিল। মুর্শীদাবাদে পৌঁছিয়া রামকান্ত জগৎশেঠের শরণাপন্ন হইলেন। জগৎশেঠ রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে বহু সমাদরে ঘরে তুলিলেন এবং নবাব দরবারে উপনীত হইয়া রামরতনের শত্রুতার বিষয় আলিবর্দ্দী খাঁকে বুঝাইয়া দিলেন। নবাব তখনই প্রকৃত পিণ্ডাধিকারী ও শাস্ত্রসিদ্ধ দত্তক পুত্র রামকান্তকে তাঁহার

জমিদারী প্রত্যর্পণ করিলেন। রামকান্ত পুনর্ব্বার নাটোর রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

পুনরায় রাজ্যসুখ প্রাপ্ত হইয়া এইবার রামকান্ত ও রাণী ভবানী প্রকৃত সুখী হইলেন কারণ, এই সময়ে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হইল। পুত্র মুখ দেখিয়া উভয়ে যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন, কিন্তু সে সুখ অতি অল্প দিনের জন্য যেন ভোজবাজীর ন্যায় হইল। রাজকুমার কাশীকান্ত অন্নপ্রাশন খাইয়াই স্বর্গীয় হইল। এই বার তৃতীয় দফা কোষ্ঠীর ফল মিলিল। রাণী ভবানী পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কএক বৎসর পর রাণী ভবানী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন এবারও তাঁহার একটী পুত্রসন্তান হইল, কিন্তু সেটী আর অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিল না। কিছুকাল পরে প্রকৃতির নিয়মানুসারে আবার গর্ভবতী হইলেন। এবার কন্যা হইল। সেই কন্যাটীর নাম "তারা" তারাকে লইয়া দিনকতক দুঃখেসুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিছুদিন পরে কোথা হইতে কালান্তক কাল মহাকাল আসিয়া রাজ্য তমসাচ্ছন্ন করিয়া হাঁ করিয়া বসিল। সেই কাল কবলে মহারাজ রামকান্ত ১৭৪৮ খৃঃঅব্দে নিপতিত হইলেন। কোষ্ঠীর ফল সব মিলিল। রাণী ভবানীর বৈধব্য যোগ, সেই বৈধব্য যোগ আজ ফলে পরিণত হইল, রাণী ভবানী এক্ষণে ব্রহ্মচারিণী বিধবা। তাঁহার আর রাজভোগ নাই—এক্ষণে ঘৃত সৈন্ধব আর আলোচাল ও কাঁচকলা ভাতেভাত খাইয়া ৫৮ আটান্ন বৎসর অতিবাহিত করিতে বাকি থাকিল। তিনি সর্ব্ববিধ ভোগবিলাস জন্মের মত বর্জ্জন করিয়া অতি ক্ষীণ সুতার সঞ্চার রূপ আশা রজ্জু ধরিয়া থাকিলেন, যদি কালে তারার গর্ভে সন্তান হয় তাহা হইলে দৌহিত্রকে রাজ্যপাট অর্পণ করিয়া সুখী হইবেন কিন্তু মানবের ইচ্ছায় কি হয়? যাহার যেরূপ অদৃষ্ট সে সেইরূপ সুখ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। এজগতে ইচ্ছাধীন কিছুই নহে সমস্তই অদৃষ্টাধীন।

পূর্ণিমার শশিকলার ন্যায় রাজকন্যা তারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। রাণী ভবানী আর কাল বিলম্ব করিতে পারিলেন না, গর্ভাষ্টম করিয়া বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিলেন। পাত্রের সন্ধান জন্য ঘটকগণ চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নাটোর রাজ কন্যার বিবাহ, যে এই কন্যা বিবাহ করিবে তাহার কিরূপ সৌভাগ্য হওয়া আবশ্যক একবার চিন্তা করিলে গা শিহরিয়া উঠে। সমস্ত নাটোর-রাজ সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারিণী, রূপবতী, গুণবতী কন্যা—তারা—তারাকে পত্নীরূপে গ্রহণ

করিবার পাত্র—কে?—যাহার জোর কপাল। যাহা হউক পাত্র মিলিল, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রাম নিবাসী লাহিড়ী কুলোদ্ভব কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের সহিত বিবাহ স্থিরীকৃত হইল। নাটোর রাজ্যে মহা ধূম পড়িয়া গেল। শুভক্ষণে শুভলগ্নে দুই হাত এক হইয়া গেল। রাণী ভবানী নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইবার যো কি? পূর্ব্বে বরং তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু কন্যার বিবাহ দিয়া আরও বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বর ও কন্যা বাটী হইতে নানা রত্নোপশোভিত হইয়া ও মহা সমারোহে বাজনা বাদ্য করিয়া বিদায় হইল। কিন্তু হায়! বিধাতার কলম কি রত্ন মাণিক্যতে ভুলে, বাজনা বাদ্যতে ভুলে? কখনই না। তারা কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া, মাথায় সিন্দুর পরিয়া উঠিতে না উঠিতেই বর শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া শয্যাগত হইল, তাহার পর জ্বর, সেই জ্বর বিকৃত হইয়া তৃতীয় দিবসে রোগী ইহলোক পরিত্যাগ করিল। সপ্তম দিবস পার হইতে না হইতেই সেই সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইল। রাণী ভবানী সেই সংবাদ শুনিলেন। কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পর তারাকে নাটোর রাজ-অন্তঃপুরে আনয়ন করা হইল। তারা সেই স্থানেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মণিহারা ফণীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বঙ্গের নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহার রূপের ব্যাখা শ্রবণ করিয়া নাটোর রাজবাটী আক্রমণ করিয়া তারাকে আনিবার জন্য বন্দবস্ত করিলেন। কিন্তু সে বন্দবস্ত পণ্ড হইল। দয়ারাম নামক বৃদ্ধ মন্ত্রীর পরামর্শে এইরূপ কৌশল করা হইল। যে, তারা মরিয়াছে শ্মশান ভূমে বৃহৎ চিতা সাজাইয়া দগ্ধ করা হইল। তাহার পর ইংরাজ রাজ হস্তে সিরাজদ্দৌলার যে দুর্গতি হইয়াছিল তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই।

রাণী ভবানীর সকল আশাই মিটিল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার রাজৈশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী কেহই নাই তখন জ্ঞাতি পুত্র রামকৃষ্ণকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া ইহ জীবনের লীলা সমাপ্ত করিলেন।

রাণী ভবানী—গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ও বাঙ্গালার নানা স্থানে বিস্তর শিবমন্দির ধর্ম্মশালা পুষ্করণী ও ভাগীরথী তীরে স্নান জন্য ঘাট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ বিঘা জমী ব্রাহ্মণ ও গোস্বামীদিগকে দান করিয়া যান। কাশীক্ষেত্রের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে অদ্যাপি এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়—

ওঁ নমঃ শিবায়।

বাণ ব্যাহৃতি রাগেন্দু সমিতে শক বৎসরে,
নিবাস নগরে শ্রীমদ্বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ।
ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্রে গৌড় ভূমীন্দ্র ভবানী,
নির্ম্মমে শ্রীভবানী বীভবাণীশ্বর মন্দিরং॥

মহারাণী ভবানী প্রায় ৫০ কোটি টাকারও অধিক দান ধর্ম্মে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে দেখুন জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে তাঁহার কোষ্ঠীর ফল সব মিলিয়াছে।

অদৃষ্টবাদ বলিবার বা বুঝাইবার জন্য বিস্তর কথাই বলা হইল। সামাজিক, নৈতিক, শাস্ত্রীয় এবং উপস্থিত ঘটনা ইত্যাদি সকলই বলা তথাপি আর একটুক্ শাস্ত্রীয় কথা বলিব তাহা হইলে আমার না বলা কিছু থাকিবে না; তাহা এই যে—

্যাতিষ শাস্ত্রের ত কথাই নাই, জ্যোতিষ ত ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিতে ঃ, তা ছাড়া আর্য্য-ঋষিগণও তপঃ প্রভাবে ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা কালের পাঁচ হাজার বৎসর গত হইলে ভারতের অদৃষ্টে কি ঘটিবে না া তাহাও স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যথা—

কলেঃ পঞ্চসহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যূনে দ্বিজর্ষভাঃ।
ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণাঃ শূরা বস্ত্রোপশোভিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহীপালাঃ কলৌ বৈ বেদনিন্দকাঃ॥

ভবিষ্য পুরাণ।

র্থাৎ কলিযুগের প্রথমাবধি পঞ্চ সহস্র বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূনকালে র্ণ, অতিশয় বলিষ্ঠ, সর্ব্বাভরণ শূন্য, কেবল বস্ত্রোপশোভী, বেদাদি স্ত্রের নিন্দাকারী ম্লেচ্ছ সৈন্যেরা পৃথিবীতে রাজত্ব করিবে।

অন্নানাং নিয়মো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌযুগে॥

নানুগচ্ছন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণাঃ।
বেদ বাদ রতাঃ শূদ্রা বিপ্রা যবন সেবিনঃ॥
স্বচ্ছন্দাচারিণঃ সর্ব্বে বেদমার্গ বহিষ্কৃতাঃ।
ম্লেচ্ছোচ্ছিষ্টান্ন ভোক্তারঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ কলৌযুগে॥

ভবিষ্য পুরাণ।

কলি যুগে অন্নবিচার, বিশেষতঃ যোনির বিচার থাকিবে না। সকলেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া বাদানুবাদ করিবে, কিন্তু যথার্থ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পথেও গমন করিবে না; কেবল শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া কাল যাপন করিবে। শূদ্রেরা শাস্ত্রাতিক্রম করিয়া বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইবে ও তাহার প্রকৃত অর্থ অবগত না হইয়া অর্থবাদকেই প্রকৃত অর্থ জ্ঞান করিয়া বেদমার্গ পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণেরা যবনের সেবা করিবে। ফলতঃ সর্ব্ব জাতীয় ব্যক্তিই বেদমার্গ বহিষ্কৃত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া ম্লেচ্ছদিগের উচ্ছিষ্ট অন্নাদি ভোজন করত ম্লেচ্ছ হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি এবং অবস্থার সহিত শাস্ত্রীয় ভবিষ্যৎবাণীর মিলন করিলে প্রতি পদে পদে, ছত্রে ছত্রে, অক্ষরে অক্ষরে ইহার জলন্ত প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। না দেখিতে পান, আমি দেখাইতেছি।

শ্বেতবর্ণের ম্লেচ্ছগণ যে অস্মদেশের রাজা হইয়াছে তাহা আর বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। টুপীওয়ালা সাহেব দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের কল্যাণে অস্মদাদির সুখের পরিসীমা নাই। তাঁহারা অসুর তুল্য বলশালী। তাহাদিগের পত্নিগণ স্বর্ণাদি অলঙ্কার বিহীন, কেবল বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া থাকেন মাত্র। তাঁহারা আমাদিগের দেবদেবীকে নিন্দা করিতে ক্রটি করেন না। এই শ্বেতকায় রাজ পুরুষগণের মধ্যে ভারতেশ্বরী মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রথম পুত্র শ্রীমান সপ্তম এডওয়ার্ড আমাদিগের এক্ষণকার ভারতেশ্বর। এক্ষণে আমারা তাঁহারই রাজ শাসনাধীন হইয়া কালযাপন করিতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রের ভবিষ্যৎবাণী সকল বিষয়েই প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অন্নানাম্ নিয়মো নাস্তি—অন্ন বিচার নাই, ভাত কিনিতে পাওয়া যায়, যে সে অপরিচিত লোক, কি জাতি? কোথায় বাড়ী তাহার

ঠিকানা নাই, তিনি একগাছা গুলি সুতার পৈতা গলার দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হইয়া হোটেল খুলিয়া দিলেন অমনি তাহার রক্ষিতা পদী গোয়ালিনী বা বাগ্দীনী বামনী সাজিয়া ভাত রাঁধিতে বসিল। পদী ঝিয়ের কাজ করে অর্থাৎ ঘর ধোয়, বাসন মাজে, ঝাঁট পাঁট দেয়, প্রদীপ সাজায়, উনন্ ধরায়, বাটনা বাটে, কুট্নো কোটে, রাঁদে। পদী গিন্নীর কাজ করে অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হোটেল বন্ধ হইলে রাত্রি ১০॥ টার পর পদী গা ধোয়, সাবান মাখে, কাপড় ছাড়ে, এসেন্স্ মাখে, সিন্দুর পরে, গহনা পরে, সাজেগোজে, পানখায় তামাক খায়, শনি মঙ্গল বারে মদ খায় গান গায় আমোদ করে। পোকা মাকড় পেলেও ধরে খায়, তাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বারণ নাই। পদী রাঁধুনীর কাজ করে—ভোরবেলা উঠিয়া কাজকর্ম্ম সারিয়া রাঁধিতে বসে—ভাত রাঁধে (ফ্যান রাখে—ডালে মিশাইবার জন্য) ডাল্না রাঁধে, ডাল রাঁধে ভাজাভাজে, ঝোল রাঁধে, অম্বল রাঁধে, মাছকোটে, মাছবাছে, জলছড়াদেয়, জায়গা করে, পিঁড়ে পাতে; বাস্ পদীর কাজ হয়ে গেল। চক্রবর্ত্তী পরিবেশন করে, হাট করে, বাজার করে, বাবুদের হিসাব রাখে, টাকা আদায় করে, কয়লার হিসাব করে, গয়লার হিসাব করে, মুদির হিসাব করে, চাউলের হিসাব করে, এ ছাড়া ধোবা নাপিত, পদীর সেকরার দেনা ইত্যাদি হিসাব পত্র চক্রবর্ত্তী মশাই সমস্তই করে। এরূপ "পদী" চক্রবর্ত্তীদিগের হোটেলে কলিকাতার গলি ঘুঁজি সর্ব্বত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। এছাড়া মদের দোকানের পার্শ্বে পার্শ্বে চাটের দোকানের অভাব নাই। মাস পরটা, মাছভাজা ও কাঁকড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।" সুতরাং "অন্নানাম্ নিয়মো নাস্তি" কথা গুলি সত্য।

তৎপরে যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ ইত্যাদি বিষয় সকল বিশদ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে গেলে, বিস্তর নিন্দাবাদ করিতে হয়, এজন্য পাঠকগণ আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে বুঝিয়া লইবেন, আমার আর সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কারণ তাহা হইলে আমার প্রাণ রক্ষাকরা দায় হইয়া উঠিবে। শাস্ত্রবাক্য মিলাইয়া লইবার জন্য একটু চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেই স্পষ্টাক্ষরে রাশী রাশী ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। ভবিষ্যৎ ঘটনা যখন সকল মিলিতেছে, তখন অদৃষ্ট ঘটনা মিলিবেনা কেন? এই সকল বৃত্তান্ত বলিয়া অদৃষ্টবাদী ক্ষান্ত হইলে পুরুষকার বাদী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পুরুষকার—বাদ।

পুরুষকার বাদীরা বলিয়া থাকেন যে অদৃষ্টবাদ মিথ্যা। ইহা কেবল অলস ও মন্দবুদ্ধি লোকদিগের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত কথিত হয়। ইহ জগতে অদৃষ্ট বলিয়া কোন কিছু নাই, পুরুষ চেষ্টা করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে। পাণ্ডবগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া রাজত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদের রাজ্য প্রাপ্তির কোন আশা ছিল না। অতএব উদ্দেশ্য বিষয়ের জন্য চেষ্টা উদ্যোগ ও কায়িক পরিশ্রম না করিলে অভিলষিত বিষয় লাভ করা যায় না এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন যে—

ন লভন্তে বিনোদ্যোগং জন্তবঃ সম্পদাং পদং।
সুরা ক্ষীরোদ বিক্ষোভ মনুভূয়ামৃতং পপুঃ॥

কোন প্রাণী উদ্যোগ ব্যতীত সম্পদ লাভ করিতে পারে না, ইহার নিদর্শন দেবতারা সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন জনিত ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে অমৃত পান করিতে পাইয়াছিলেন।

উত্তানপাদ রাজতনয় ধ্রুব পঞ্চম বর্ষীয় বালকাবস্থায় পুরুষকার দেখাইয়াছিলেন—অর্থাৎ ধ্রুব স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন দেখিয়া বালক-স্বভাব বশতঃ পিতৃ ক্রোড়ে উঠিতে চাহিলে বিমাতা সুরুচি যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। ধ্রুব বিনাপরাধে অযথা তিরস্কৃত হইয়া সেই পঞ্চম বর্ষ বয়সে অরণ্য গমন পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া অত্যুচতম ধ্রুবলোক পুরুষকার বলে অধিকার করিয়াছিলেন। যথা—

বাহ্যার্থনিরপেক্ষং তে ময়ি চিত্তং যদাহিতম্।
তুষ্টোঽহং ভবতস্তেন তদ্ বৃণীষ বরং পরম্॥ ৪৩॥

১২ অঁ, প্র অং, বিঃ পুঃ।

শ্রীভগবান কহিলেন---আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বরদানার্থ আসিয়াছি, তুমি বাহ্যবস্তু হইতে মনকে বিনিবৃত্ত করিয়া একমাত্র আমাতেই সমাহিত করিয়াছ এই কারণে আমি তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্! যদিমে তোষং তপসা পরমং গতঃ।
স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতং প্রযচ্ছ মে ॥ ৪৮ ॥
১২ অ, প্র অং, বিঃ পুঃ।

ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্! যদি আমার তপস্যায় তুমি সম্পূর্ণ প্রীত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে এক্ষণে এই বর প্রদান কর, আমি ইচ্ছানুসারে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হই।

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্ব্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎ প্রসাদাদ্ ভবান্ ধ্রুব।॥ ৯০ ॥
১২ অ, প্র অং, বিঃ পুঃ।

অতএব তুমি আমার প্রসাদে ত্রিলোক অপেক্ষাও উন্নত স্থানে সমুদায় গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির আশ্রয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্ বৃহস্পতেঃ।
সিতার্কতনয়াদীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্ ॥ ৯১ ॥
সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়াধ্রুব!॥ ৯২ ॥
১২ অ, প্র অং, বিঃ পুঃ॥

রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতির্ম্মণ্ডল সপ্তর্ষি মণ্ডল ও যে সকল বিমানচারী দেবগণ, তাঁহাদের সকলের উপরিস্থিত স্থান তোমাকে প্রদান করিলাম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধ্রুব পুরুষকার বলে এইরূপে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এইরূপ প্রকারে আমাদিগের পুরাণাদি শাস্ত্রে পুরুষকারের বিষয় প্রমাণ পাওয়া যায়। বুঝিতে না পারিয়া

অজ্ঞ লোকেরা তাহা অদৃষ্টাধীন বলিয়া বর্ণনা করে। এই প্রকারে অজ্ঞ লোকেরা আমাদিগের মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি দ্বারা অদৃষ্টের অস্তিত্ব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, গৃহে স্ত্রীলোকদিগের মুখে রোগ শোক বিপদ সম্পদ সকল অবস্থায় এই বিশ্বাসের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসের দ্বারা অনেক সময়ে অনেক স্থলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটনা হইয়া যাইতেছে। দীন দরিদ্র অক্ষম ও বিপদাপন্ন জরাগ্রস্থ লোক মাত্রেই প্রায় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অযথা কষ্ট পাইয়া থাকে। উচিত চেষ্টা করিলে সে কষ্ট নিবারিত হইত, কিন্তু "অদৃষ্টে যা আছে তাহাই হইবে" এই বিশ্বাস হেতু সে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা কতই অমঙ্গল সাধন হইয়াছে ও হইতেছে তাহার নিরাকরণ করা যায় না। সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, নিরুদ্যোগিতা এই বিশ্বাসের বিষময় ফল, এই বিশ্বাসটী দূরীকৃত না হইলে আমাদিগের কোন অংশে শ্রেয় সাধন হইতে পারে না।

অদৃষ্টবাদ যে ঐশ্বরিক অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ভ্রান্তি স্বরূপ বৃথায় প্রদান করেন নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে পুণ্য ও পাপ কার্য্য করিতে পারি। সুতরাং আমাদিগের ইচ্ছা স্বাধীন। এই স্বাধীন ইচ্ছা মনুষ্যের এতই প্রবল যে, অনেক স্থলে অনেক মনুষ্যকে যথেচ্ছাচারী হইতে দেখা গিয়াছে। যদি ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা না দিতেন তাহা হইলে আমরা পশুবৎ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আয়ত্তের ভিতরে থাকিতাম। কখনই আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম না এবং কখনই আমাদের অবনতিও হইত না। উন্নতি অবনতি হওয়া না হওয়া কেবল পুরুষকারের হাত। পুরুষকার ব্যতিরেকে, কখনই উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে না এজন্য পশুদিগের মধ্যে উন্নতি অবনতি ভাব নাই তাহারা চিরকালই সমান। পশুদিগের জন্য বরং অদৃষ্টবাদ বলিলে একদিন চলিতে পারে কারণ উহারা ঈশ্বর কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের মধ্যেই থাকে, ঈশ্বর তাহাদিগের জন্য যে সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন তাহারা তাহা অতিক্রম করিতে পারে না এজন্য অদৃষ্টবাদ তাহাদেরই পক্ষে শোভা পায়, জ্ঞানী মানবের কাছে শোভ পায় না। মনুষ্য যদি পশুর মত চিরকাল একই ভাবে কাল কাটাইবে তবে জগদীশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন কি জন্য? অদৃষ্ট মানিতে হইলে

স্বাধীন ইচ্ছারূপ বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করিতে হয়. আমরা যদি স্বাধীন ইচ্ছা হইতে বিরোহিত হই তাহা হইলে জড় জগৎ হইতে আমরা কিসে শ্রেষ্ঠ? আমরা চন্দ্র সূর্য্যের গতির ন্যায় নিয়মিত হইয়া থাকি না কেন? আমরা ইচ্ছামত আহার বিহার গতিবিধি করি কেন? আমরা যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি—এই স্বভাব কি স্বাধীন ইচ্ছার প্রমাণ নহে? স্বাধীন ইচ্ছা না থাকিলে কি মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে? কখনই না। অন্যান্য জন্তু যেমন চিরকালই একভাবে আছে মনুষ্যও তেমনি চিরকাল একই ভাবে থাকিত। কিন্তু তাহা যখন নহে, অর্থাৎ মনুষ্য পশুদিগেরমত চিরকাল একই ভাবে যখন থাকে না তখন মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা আছে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই স্বাধীন ইচ্ছা থাকার নাম পুরুষকার। অদৃষ্টবাদ—পুরুষকার বাদের ঠিক বিপরীত। কারণ, অদৃষ্টবাদী দিগের যেরূপ অভিপ্রায়; তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, জাগতিক যাবদীয় ঘটনাবলী আছে তৎসমস্তই ঐশরীক কার্য্য প্রণালী মাত্র কারণ, মানুষের যখন কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই কেবল ঈশ্বর যাহা করিয়া রাখিয়াছেন মানুষ কেবল তাহাই করে তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারেনা তখন মানুষের সমস্ত কার্য্য-কলাপ ঈশ্বরের কার্য্য-কলাপ মাত্র, অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়োজিত কার্য্য ব্যতীরেকে মনুষ্য নিজে কিছুই করিতে পারেনা, এই হইতেছে অদৃষ্টবাদাদিগের মত, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে একথা প্রমাণীত হইবেনা কারণ, মনুষ্যের কার্য্য প্রণালী যদি ঐশরীক কার্য্য প্রণালী হইত তাহা হইলে সকল মনুষ্যের কার্য্য-প্রণালী একই প্রকার হইত। ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী সমুদায় পবিত্র পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, মনুষ্যের কার্য্য-প্রণালী কি পবিত্র পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল? পশুগণের মধ্যে যে ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কার্য্য-প্রণালী আছে তাহা চিরকাল একই রকম অর্থাৎ এক এক জাতীয় পশু-মধ্যে যে সকল কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কখনও বৈলক্ষণ্য নাই, তাহা চিরকালই একই রকম আছে। যেমন মনেকর চটাই পক্ষীর বাসা নির্ম্মাণ,বাবুই পক্ষীর বাসা নির্ম্মাণ,বীবর জাতীয় জন্তুর সেতু বন্ধন, মধুমক্ষিকার মধুক্রম, বোলতার চক্র নির্ম্মাণ, মাকড়সার জাল বিস্তার, গুটীপোকার কোষ নির্ম্মাণ, পিপিলিকার গর্ত্ত, উই পোকার বল্মীক, ও মৎস্যের ডিম্ব প্রসব ইত্যাদি কার্য্য প্রণালী চিরকালই এক রকম ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে আর কখনও বৈলক্ষ্য ঘটেনা, কিন্তু মনুষ্যের বাসা নির্ম্মাণ কি চিরকালই

একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে? লাটসাহেবের রাজ প্রাসাদ, পোষ্টআপিষের গুম্বজ, টেলিগ্রাফ আপিষের চূড়া, লালবাজারের গির্জ্জা (উপাসনা মন্দির) ও আমার পর্ণ-কুটীর কি সমান? ইহা দ্বারা কি প্রমাণীত হয় না যে, ইতর প্রাণীর ন্যায় আমরা নহি? আমাদিগের শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবের মন্দির কালীঘাটের কালীকাদেবীর মন্দির, কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, গয়াতীর্থে, গদাধরের মন্দির, বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের মন্দির কি সবই একরকম? হাবড়ার গঙ্গাসেতু ও হুগলির পোল ও শোন নদীর পোল কি সমান? মনুষ্যের কীর্ত্তি দেখিলে স্তম্ভীত হইবে। পুরুষকারের জলন্ত উদাহরণ সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে জাজ্বল্যমান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইজিপ্ট দেশের পিরামিড (মিসরের কীর্ত্তি-স্তম্ভ), ব্যাবিলনের শূন্যস্থিত রাজ উদ্যান, ওলিম্পিয়া দেশের জুপিটার দেবের প্রতিমূর্ত্তি, ইফিসাস্ নগরের ডায়েনা দেবীর মন্দির, কেরিয়া প্রদেশের মসোলস রাজের মসোলিয়ম (সমাধি মন্দির), আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরস্থ লাইট-হাউস (আলোক মঞ্চ), সাইপ্রাস্ ও রোডস্ নগরের মধ্যস্থিত সমুদ্রের উপর ষ্ট্যাচিউ (পিত্তলের সুবৃহৎ মূর্ত্তি—পুত্তলিকা), ভারতে আগ্রা নগরের তাজমহল, কিনা সাজাঁহা পাতসাহের পত্নীর সমাধি-মন্দির, চীন দেশের বিখ্যাত প্রাচীর, ইংলণ্ডে টেমস্ টনেল্ (টেমস নদীর নিম্নে সুড়ঙ্গ পথ) এই সকল অসম্ভব কীর্ত্তি কি পুরুষকারের প্রমাণ নহে? অদৃষ্টবাদীরা যে পুরুষকারকে হেয় জ্ঞান করেন সেই পুরুষকারের কতই প্রভাব দেখুন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি অদৃষ্টবাদী বলিতে পারেন যে পুরুষকার কিছুই নহে?

যদি পুরুষকার স্বীকার না করা হয় অর্থাৎ পুরুষকার দ্বারা কোন ফল হয়না এরূপ বুঝা হয় এবং যদি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে মনুষ্যকে বন্য জন্তুর ন্যায় অরণ্য মধ্যে বাস করিতে হয়। কারণ, পুরুষকারকে ছাড়িয়া দিলে তাহার সহিত শিল্প প্রভৃত যাবত্ত বস্তুই ছাড়িয়া দিতে হয় এবং কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে জীবনযাপন করিতে হয়। যাহারা বন্যজাত পশু তাহারাও আহারার্থে চারিদিকে চেষ্টা করিয়া বেড়ায়, একটি গাছ—তলায় নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে না, তখন মানুষ যে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে চায় ইহা অতি আশ্চর্য্য। পুরুষকার পরিত্যাগ করিলে আমাদিগের জীবন যাত্রা কোন রূপেই নির্ব্বাহ হয় না। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইতে না হইতেই পুরুষকারের প্রয়োজন দেখিতে পাই। প্রথমতঃ নাল-

চ্ছেদ করিতে হইলে কোন না কোনরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন, অস্ত্রখানি প্রস্তুত করিবার জন্য পুরুষকারের আবশ্যক, যদি পুরুষকারে প্রয়োজন না হয় তবে নালচ্ছেদ হইল না। তৎপর অঙ্গপোষণ জন্য গো দুগ্ধের প্রয়োজন গৌকে দোহন না করিলে দুগ্ধ পাওয়া যায় না। অঙ্গের আবরণ জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন, বুনন না করিলে বস্ত্র পাওয়া যায় না। তাহা হইলে খাওয়া পরা সকলি গেল। ঐরূপ কৃষি কার্য্য না করিলে কোন ফসলই হইল না তাহা হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ঐরূপ কামারের কার্য্য, কুমরের কার্য্য, সেক্‌রার কার্য্য, রাজমিস্ত্রির কার্য্য, কাঁসারির কার্য্য, শাঁকারীর কার্য্য, মালাকারের কার্য্য, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি শিল্প বিষয়ক যত প্রকার কার্য্য আছে ও রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফনোগ্রাফ, ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রামওয়ে প্রভৃতি ও গাড়ি, পাল্‌কি, জাহাজ, শাল্‌তি ডিঙ্গি প্রভৃতি জান্ সকল পুরুষকার ব্যতিরেকে কখনই হইতে পারে না। এসমস্ত না হইলে মনুষ্যের সুখ সমৃদ্ধির আশা ভরসা কোথায়? পুরুষকার এসমস্ত প্রস্তুত না করিলে অদৃষ্ট আর মানুষকে কি দিবে? আর কি আছে?

অদৃষ্ট বিশ্বাস করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা যাহা কিছু করি তৎসমুদায় বিধির নির্ব্বন্ধ তাহা অবশ্য সম্পাদনীয় মানুষ তাহা না করিয়া কখনই থাকিতে পারে না, বিধি কর্ত্তৃক যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা মনুষ্য কর্ত্তৃক কখনই খণ্ডিত হইতে পারে না। মনুষ্য যদি অদৃষ্টাধীন হয় তাহা হইলে মানুষ কোন পদার্থই নহে। সে কেবল কলের পুত্তলিকা মাত্র। ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য মনুষ্য কেবল মাংসপিণ্ডাস্থী জড়িত এক একটী যন্ত্র স্বরূপ। যদি তাহাই হয়, তবে মনুষ্য যা কিছু করে সে সমস্তই ঈশ্বরের করা, সে কার্য্যের প্রশংসাও নাই নিন্দাও নাই দোষও নাই গৌরবও নাই। তাহা ন্যায়ও নহে অন্যায়ও নহে। তবে অদৃষ্ট মানিতে হইলে আমাদিগের ন্যায় অন্যায় জ্ঞান, হিতাহিত বোধ এবং সমুদায় ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়। যদি অদৃষ্টবাদ সত্য হইত এবং অদৃষ্ট জনিত কার্য্যকলাপ যদি ঈশ্বরের সংকল্পিত বিষয় হইত তাহা হইলে আমরা পাপ পুণ্য ভুগিয়া মরি কেন? আমরা পাপ করিলে কেননা তাহা ঈশ্বরের পাপরূপে গণ্য হয় এবং আমরা পুণ্য করিলে কেন না তাহা ঈশ্বরের পুণ্য বলিয়া গণ্য হয়। এ কথার উত্তর অদৃষ্টবাদী দিন্।

অদৃষ্টের প্রতি যাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস তাহারা যেমন পদে পদে দুঃখ ও বিপদ ভোগ করে এরূপ আর কেহই ভোগ করে না, তাহাদের দুঃখ মোচন ও উন্নতি হইবার আশা অতি অল্প। অদৃষ্টে থাকিলে অবশ্যই সুখ হইবে আমরা যদি এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হই তাহা হইলে আমাদিগের সুখের আশায় ত্বরায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। ইহ জগতে যথোপযোগী পরিশ্রম না করিয়া অতি অল্প সংখ্যক লোকই উন্নতির সোপানে উত্থিত হইয়াছেন। অদৃষ্ট যদি সত্য হইত তাহা হইলে ঈশ্বর আমাদিগের লোভ ও আকাঙ্খা (উচ্চাশা) প্রভৃতি বৃত্তি সকল প্রদান করিতেন না, তাহা হইলে পৃথিবীতে এত গোলযোগ, সংগ্রাম, রাজ্য-বিপ্লব, দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি বিষয় সকল সংঘটিত হইত না। মানব জাতি বহুকাল ধরিয়া প্রত্যেক্ সমাজের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যাহাকে অদৃষ্ট বলা যায় তাহা কেবল ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নহে। যদি অদৃষ্ট সত্য হইত তাহা হইলে পরীক্ষাতেও অবশ্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইত। ইহা কেবল কাপুরুষদিগের স্বকপোল কল্পিত বিষয় মাত্র। যাহারা অলস অকর্ম্মণ্য কার্য্যভীরু এবং মূর্খ তাহারাই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।'

বৈদেশিক পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল অদৃষ্টবাদ (Fatalism) অবস্থাবাদ (Doctrine of Circumstances) এবং স্বাধীন ইচ্ছাবাদের (Doctrine of Free will) বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব সকল সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন ছিল তাঁহার মনে এই তর্ক সমুদিত হইত যে, যদি যাহা অদৃষ্টে লেখা আছে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে এই মত সত্য হয় তাঁহা হইলে মানব ইচ্ছা যে স্বাধীন অর্থাৎ মনুষ্যের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে এইমত কিরূপে সত্য হইতে পারে? যদি মনুষ্য অবস্থার দাস হয় তাহা হইলেই বা মানব ইচ্ছা স্বাধীন এই মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? আর যদি যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে তাহা হইলে মনুষ্যের স্বভাব ও ব্যবহার অবস্থা সাপেক্ষ কেন হইবে? অর্থাৎ যখন কোন অবস্থা সংগঠিত হইবার পূর্ব্বেই যাহা ঘটিবে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তখন মনুষ্যের স্বভাব ও অবস্থা কি করিতে পারে? যাহা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ঘটিবেই। তিনি এই পরস্পর বিসম্বাদী মত সকলের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিতেন না, অথবা ইহাদিগের মধ্যে কোন মতটী সত্য কোনটী মিথ্যা তাহাও নির্ণয় করিতে পারিতেন না। তাঁহার মন সতত সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইত। মনুষ্য যে, সকল ঘটনার দাস,

তাহাদিগের উপর তাঁহার কোন প্রভুত্ব নাই, মনুষ্যের স্বভাব অদৃ-ষ্টের দ্বারা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের কার্য্যাবলী ও অদৃষ্টের দ্বারা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে এই সকল ভাব তাঁহার মনে যেই উত্থিত হইত অমনি তাঁহার মন হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিত। অমনি তিনি সমাজ সংস্কারক হইবেন তিনি জগতের হিত সাধন করিবেন এই সকল চিরারূঢ় আশালতা সমূলে উন্মূলিত হইত। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইত, তিনি ঐ সকল মত অগ্রাহ্য বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দেন কিন্তু তাহাও পারিতেন না। এই রূপে হতাশ্বাস হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তিনি এই বিষয়ের আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন—যেমন মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্র অবস্থা দ্বারা সংঘটিত হয়, সেইরূপ অবস্থা সকলও মনুষ্যের ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত বা রূপান্তরিত হইয়া থাকে সুতরাং এই দুইই সত্য, যেহেতু মনুষ্য অবস্থারও দাস এবং মনুষ্যের ইচ্ছাও স্বাধীন। এই সূক্ষ্ম অনুভূতি মিলের অন্তর হইতে গুরুতর সন্দেহ ভার অপনীত করিল। তাঁহার মনে আবার আশার সঞ্চার হইল যে, তিনি সমাজ সংস্কারক হইবেন, জগতের হিত সাধন করিবেন। এই সকল মত লইয়া তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শনের শেষ অধ্যায়ের স্বাধিনতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা নামক প্রস্তাব দ্বয় রচনা করেন। অতএব মিলের মত স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই সকলেই স্বাধীন ইচ্ছার আলোক দেখিতে পাইবেন। মিলের মত অস্মদ্দেশে অনেকেই সেই আলোকের দর্শনলাভ করিয়াছেন। যথা—শাস্ত্রে বলে যে,—

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥ ৩৬॥

অব—হিতোপদেশ।

উদ্যোগেতেই সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়, কেবল কার্য্য করিব বলিয়া মনে করিলে কিছুই হয় না। বস্তুতঃ নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগেরা আপনি আসিয়া কখনও প্রবেশ করে না অর্থাৎ সিংহকে চেষ্টা করিয়া ধরিয়া খাইতে হয়।

এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া অস্মদ্দেশের—কৃষ্ণপান্তী, কান্তমুদী, রাজা নবকৃষ্ণ, রাজা রামকৃষ্ণ, মহারাজ নন্দকুমার, রাজা রামমোহন রায়, টিপু-সুলতান, ওয়াজাদালী সা, টিকেন্দ্রজীৎ, পান্নার রাও রাজা, মতিলাল শীল, পিরীতরাম মাড়, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ভারত চন্দ্ররায় গুণাকর, মদনমোহন

তর্কালঙ্কার, রামদুলাল সরকার, গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, শ্যামাচরণ সরকার, ভূদেব মুখো, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ বল্লভ, প্যারিমোহন সরকার জগবন্ধু ডাক্তার, বর্ম্মার থিবো, বামাচরণ ভড়, ভগবানদাস বগলা, শিবচন্দ্র গুহ, চিন্তামণি দে, ডি গুপ্ত, জয়কৃষ্ণ মুখো,গুরুদাস বন্দ্যো—হাইকোর্টের জজ, দুর্গাচরণ লাহা, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যো, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার ইত্যাদি মহাত্মাগণ আপন আপন পুরুষকার বলে এরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া গিয়াছেন এবং হইয়াছেন। পুরুষকার প্রয়োগ না করিলে কথনই এরূপ হইতে পারিতেন না। আর অধিক কি বলিব ইহজগতে পুরুষকারই সব, অদৃষ্ট মিথ্যা। এক্ষণে পৃথিবী পাপ পূর্ণা, সকলই মনুষ্যই অলস, এজন্য অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বৃথা কষ্ট পায়। যথা—

বসুন্ধরা পাপ পূর্ণা প্রয়াতীব রসাতলম।
সর্ব্বে পাপরতাশ্চেষ্টা দূরং সিদ্ধিকরী গতা ॥ ১৬ ॥
অতো মূঢ়া নাস্তিকাশ্চ অদৃষ্ট বাদিনো জনাঃ।
দিনে দিনে গতাং বৃদ্ধি পৌরুষং প্রলয়ং গতঃ ॥ ১৭ ॥

৩ অ, আদিপুরাণম্।

এক্ষণে (কলিকালে) পৃথিবী পাপ ভারাক্রান্ত হইয়া রসাতলে গিয়াছে, সকল লোকেই পাপ কার্য্যে রত; সিদ্ধকরী যে উদ্যম (চেষ্টা) তাহা দূরে পলায়ন করিয়াছে। অদৃষ্টবাদী মূঢ় নাস্তিক লোক সকল ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে পুরুষকার প্রলয় গত হইয়াছে অর্থাৎ পুরুষকার লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুরুষকার খণ্ডন।

১। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে পুরুষকারবাদী ভ্রাতা বলিয়াছেন যে—"পাণ্ডবগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া রাজত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"। পাঠকগণ এই বিষয়ের বিচার দেখুন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

১অ, গীতা।

রাজা দুর্য্যোধনের পিতা ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়কে কহিলেন। হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী কুরুগণ ও পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন?

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধু্কামানবস্থিতান্ ॥ ২১ ॥

১ম অঃ গীতা।

অর্জ্জুন কহিলেন—হে অচ্যুত—শ্রীকৃষ্ণ! যাবৎ আমি যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত যোদ্ধৃগণকে অবলোকন না করি তাবৎ আমার রথ উভয় সেনার মধ্য স্থলে আমার রথ স্থাপনা কর।

সঞ্জয় উবাচ।

এব মুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

১ম অঃ গীতা।

সঞ্জয় কহিলেন। হে ভারত, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত

হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সেনাপতিগণও সমুদয় রাজগণের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া পার্থকে কহিলেন—"সমবেত কুরুগণকে দেখ"।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭॥
১ম অঃ গীতা।

সেই কুন্তীপুত্রে রণস্থলে আত্মীয় বন্ধুবর্গকে অবলোকন করিয়া অতিশয় কৃপাবিষ্ট ও বিষাদযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমবস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮॥
১ম অঃ গীতা।

তদনন্তর পার্থ কহিলেন—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছু এই স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে।

ন চ শ্রেয়োঽনু পশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১॥
১ম অঃ গীতা।

হে কেশব! এই যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না। আমি জয় চাহি না, রাজ্য সুখও চাহি না।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্ন মানসঃ॥ ৪৬॥
১ অঃ গীতা।

সঞ্জয় কহিলেন—অর্জ্জুন এই রূপ বলিয়া যুদ্ধ স্থলে সশর ধনুঃ ত্যাগ করিয়া শোকাকুল চিত্তে রথোপরি বসিয়া রহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ শোকাবিষ্ট দেখিয়া নানা প্রকার যোগের বিষয় বলিলেন, অনেক বুঝাইলেন, পরিশেষে আপনার বিরাটমূর্ত্তি পর্য্যন্ত দেখাইলেন এবং বলিলেন—

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

১১ অঃ, গীতা।

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও। যশোলাভ কর! শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর! ইহারা সকলে পূর্ব্বেই আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, হে সব্যসাচিন! তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।

পাঠক এই স্থলে বুঝিয়া দেখুন যে অর্জ্জুনের এই যুদ্ধে কিছুই পুরুকার নাই, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ভগবান অর্জ্জুনকে পূর্ব্বাহ্নে দেখাইয়া যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহা যুদ্ধে হত হইবে তাহা অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। যাহা অবশ্যম্ভাবী ছিল তাহাই ঘটিয়াছিল কারণ, এই অর্জ্জুনকে নিজমুখে বলিতে হইয়াছিল যে আমার কোন ক্ষমতা নাই দৈব প্রসন্ন না থাকিলে নিজে কেহই কিছু করিতে পারে না। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন।

অর্জ্জুনের যে কিছুমাত্র পুরুষকার ছিল না তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যাইবে। যথা—

শ্রীকৃষ্ণদেব মানব দেহ বিসর্জ্জন করিলে পর অর্জ্জুন তাঁহার সহস্র সহস্র পত্নীদিগকে, বজ্রকে এবং দ্বারকাবাসী জনগণকে লইয়া মথুরায় আসিতে ছিলেন পথিমধ্যে পঞ্চনদ (পাঞ্জাব) দেশে একদিন বিশ্রাম জন্য অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর কতকগুলি দস্যু দেখিতে পাইল যে অর্জ্জুন ভর্ত্তৃহীনা রমণী সকল লইয়া যাইতেছে। তখন তাহারা কামের বশবর্ত্তী হইয়া বলিল— "এই অর্জ্জুন, ভীষ্ম দ্রোণ, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া এই সকল রমণী কাড়িয়া লও। অনন্তর সেই দস্যুগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। তখন অর্জ্জুন তাহাদিগকে বলিলেন—"যদি তোমরা মৃত্যু কামনা না কর তবে নিবৃত্ত হও"। দস্যুরা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, অর্জ্জুনের সম্মুখেই কৃষ্ণের রমণীগণকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন অর্জ্জুন অক্ষয় দিব্য গাণ্ডীব ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন। কিন্তু তাহা শিথিল হইয়াগেল কোনরূপে তাহা আর ঠিক করিতে

পারিলেন না। তখন বিবেচনা করিলেন—আমি যে, শর দ্বারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় করিয়াছি তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই বলে। দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুনের সমস্ত বাণ ফুরাইয়া গেলে তিনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দস্যুগণ তাহাতে ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক, হাস্য করিতে লাগিল। অর্জ্জুন দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

ততঃ সুদুঃখিতো জিষ্ণুঃ কষ্টং কষ্টমিতি ব্রুবন্।
অহো! ভগবতা তেন মুষিতোঽস্মি রুরোদ হ ॥ ২৯ ॥

৩৮ অ, ৫ অং, বিঃপুঃ।

অনন্তর জিষ্ণু—অর্জ্জুন সাতিশয় দুঃখিত হইয়া হায় কি কষ্ট! হায় কি কষ্ট এই কথা বলিতে লাগিলেন, অহো! আমি ভগবান কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলাম! এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।
অর্জ্জুন আক্ষেপ করিয়া আরও বলিলেন—

অহোঽতি বলবদ্দৈবং বিনা তেন মহাত্মনা।
যদসামর্থ্যযুক্তেঽপি নীচবর্গে জয়প্রদম্ ॥ ৩১ ॥ ঐ ॥

অহো দৈব কি বলবান! এক্ষণে সেই মহাত্মা কৃষ্ণ না থাকাতে সামর্থ্যহীন নীচলোকেও জয়লাভ করিল।

মমার্জ্জুনত্বং ভীমস্য ভীমত্বং তৎকৃতং ধ্রুবম্।
বিনা তেন যদাভীরৈর্জিতোঽহং কথমন্যথা ॥ ৩৩ ॥ ঐ ॥

আমার অর্জ্জুনত্ব এবং ভীমের ভীমত্ব, এ সমুদায় কৃষ্ণ হইতেই হইয়াছিল। কারণ, এক্ষণে সেই কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আমি এই আভীরগণ কর্ত্তৃকও পরাজিত হইলাম।

যাহা হউক এইরূপে পরাজিত হইয়া অর্জ্জুন মথুরা পুরীতে উপস্থিত হইয়া যাদব নন্দন বজ্রকে সেই স্থানের অধিপতি করিলেন এবং বনমধ্যে ভগবান ব্যাসকে দেখিতে পাইয়া আপনার পরাভব বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তখন ব্যাসদেব বলিলেন—পার্থ! কালের প্রতিকে এরূপ হয়, যথা—

কালো ভবায় ভূতানামভবায় চ পাণ্ডব!।
কালমূলমিদং জ্ঞাত্বা ভব স্থৈর্য্যধরোঽর্জ্জুন! ॥ ৫৫ ॥ ঐ ॥

পাণ্ডু নন্দন! কালক্রমে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইতেছে, কালক্রমে প্রাণি বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব সমুদায়ই কাল মূলক। অর্জ্জুন! তুমি পর্য্যালোচনা করিয়া স্থৈর্য্য অবলম্বন কর।

ভবোদ্ভবে চ কৌন্তেয়! সহায়োঽভূজ্জনার্দ্দনঃ।
ভবান্তে ত্বদ্বিপক্ষান্তে কেশবেনাবলোকিতাঃ॥ ৬৭॥
৩৮ অঃ, ৫ অং বিঃ পুঃ।

হে কৌন্তেয়! যখন তোমার অদৃষ্ট বলবান ছিল, তখন ভগবান্ জনার্দ্দন তোমার সহায় ছিলেন। এক্ষণে তোমার অদৃষ্ট ক্ষয় হওয়াতে তিনি তোমার বিপক্ষগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন।

অনন্তর ব্যাসদেব কহিলেন—"কৃষ্ণ-রমণীগণকে যে দস্যুরা হরণ করি তাহা অবশ্যম্ভাবী। তুমি তাহা জ্ঞাত নহ সেই জন্য শোক করিতেছ দস্যুদিগের ইহাতে কিছুই পৌরুষ নাই, এইরূপ ঘটনা হইবে ইহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত ছিল। ইহার কারণ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।"

ব্যাস কহিলেন—
অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্রো জলবাসরতোঽভবৎ।
বহূন্ বর্ষগণান্ পার্থ! গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৭১॥ ঐ॥

হে পার্থ! পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র নামে মহর্ষি জলে বাস করিয়া বহু বৎসর সনাতন ব্রহ্মের স্তব করিতে ছিলেন।

এই সময় অসুরগণ পরাজিত হওয়াতে সুমেরু পর্ব্বতের উপরি একটী মহোৎসব হইয়াছিল। নিরুপম রূপবতী সুরাঙ্গনারা সেই মহোৎসবে গমন করিতে করিতে উক্ত মহর্ষি অষ্টাবক্রকে দেখিতে পাইলেন। রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি শত শত অপ্সরোগণ মহাত্মা অষ্টাবক্রকে প্রশংসা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি তুষ্ট হইয়া রমণীগণকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন রমণীগণ বলিল—

ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র! প্রসন্নো ভগবান্ যদি।
তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপ্রেন্দ্র পুরুষোত্তমম্॥ ৭৮॥ ঐ॥

কতকগুলি অপ্সরা বলিল—ভগবন্! আপনি যদি আমাদের প্রতি

হইয়া থাকেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, বিষ্ণু যেন আমাদের স্বামী হন।

মহর্ষি অষ্টাবক্র তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক জল হইতে উঠিলেন। অপ্সরাগণ তাঁহার অঙ্গ অষ্ট স্থানে বক্র ও অতীব কুৎসিত দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। তখন মহর্ষি কুপিত হইয়া শাপ প্রদান করিলেন। যথা—

মৎ প্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্।
মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বাঃ দস্যুহস্তং গমিষ্যথ॥ ৮২॥

৩৮ অঃ, ৫ অংশ, বিঃ পুঃ।

তোমরা আমার অনুগ্রহে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে পতিত্বে লাভ করিয়া পরে আমার শাপ অনুসারে সকলেই দস্যু হস্তে পতিত হইবে। অতএব অর্জ্জুন! তুমি এ বিষয়ে শোক করিও না। সংসারের নিয়মই এই যে—

জাতস্য নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোন্নতেঃ।
বিপ্র যোগাবসানশ্চ সংযোগঃ সঞ্চয়াৎ ক্ষয়ঃ॥ ৮৭॥ ঐ॥

যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে তাহার অবশ্যই মৃত্যু হয়, উন্নতি হইলেই তাহার পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ হয় এবং সঞ্চয় হইলে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে।

অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কাল সহকারে আপনিই ঘটে, তুমি যে কুরুক্ষেত্র জয় করিয়াছিলে তাহাতেও তোমার পৌরুষ নাই এবং এক্ষণে যে পরাজিত হইলে তাহাতেও তোমার নিন্দা নাই। পাঠক ঘটনাটী ভাল করিয়া বুঝিবেন।

২ পুরুষকারবাদী ভ্রাতা—"ললভন্তে বিনোদ্যোগং" শ্লোক দ্বারা দেবতাদিগের পুরুষকার প্রতিপ্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বিষয়টী ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, দেবতাদিগের কিছুমাত্র পুরুষকার ছিলনা বরং অসুরদিগের পুরুষকার ছিল বলিতে হইবে, অদৃষ্টে না থাকা জন্য অসুরগণ সুধাপানে বঞ্চিত হইয়াছিল। কারণ, দেবগণ ও দৈত্যগণ কর্ত্তৃক ক্ষীর সমুদ্র মথ্যমান হইলে শুক্ল বসনধারী ধন্বন্তরী স্বয়ং অমৃত পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিলেন। দৈত্যগণ পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই অমৃত পূর্ণ কমণ্ডলু বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিল। যথা—

ততস্তে জগৃহুর্দৈত্যা ধন্বন্তরিকরে স্থিতম।
কমণ্ডলুং মহাবীর্য্যা যত্রাস্তে তদ্ দ্বিজামৃতম ॥ ১০৭ ॥

৯ অ, প্র অং, বিঃপুঃ

তখন তাহারা ধন্বন্তরির হস্তস্থিত অমৃত পূর্ণ কমণ্ডলু দেখিয়া মহাবী প্রভাবে বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইল।

এই অমৃত দৈত্যাদিগের অদৃষ্টে না থাকা জন্য পুরুষকার প্রকাশ করিয় রক্ষা করিতে পারিল না। পরং বিষ্ণু ছলনা পূর্ব্বক ঐ অমৃত দৈত্য হ হইতে উদ্ধার করিয়া দেবগণকে দিয়াছিলেন। যথা—

মায়য়া লোভয়িত্বা তান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপসংস্থিতঃ ॥
দানবেভ্যস্তদাদায় দেবেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ॥ ১০৮ ॥

৯ অ, প্র অং, বিঃ পুঃ।

অনন্তর প্রভু বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি (স্ত্রীরূপ) ধারণ করিয়া মায়া দ্বা দৈত্যগণকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই অমৃত গ্রহ পূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন।

যদি বল দৈত্যাদিগের পুরুষকার বিফল কিন্তু বিষ্ণুর পুরুষকার ত সফ. হইল। না একথা বলিতে পার না কেন না ইহা অবশ্যম্ভাবী। যখনি সৃষ্টি হইবে তখনই সমুদ্র মন্থন হইবে এবং তখনই দানবগণ কর্ত্তৃক অমৃত হৃত হইবে এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে উহা উদ্ধৃত হইবে ইহা নির্দ্দিষ্ট। কল্প কল্পান্তে এই রূপই হইয়া থাকে। অর্থাৎ কল্পান্তে প্রলয় ও কল্পারম্ভে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথা—

স ভক্ষয়িত্বা ভূতানি জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
নাগ পর্য্যঙ্কশয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ ॥ ৫৯ ॥
প্রবুদ্ধশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং করোতি ব্রহ্মরূপধৃক্। ৬০ ॥

২ অ, প্রঃ অং বিঃ পুঃ।

অনন্তর সেই পরমেশ্বর সমস্ত চরাচর সংহার পূর্ব্বক জগৎ একার্ণব করিয়া নাগরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাকেন। পরে তিনি প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হইলে হিরণ্যগর্ভ রূপে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন।

৬। যদি বল ও সকল পৌরাণিক কথা, গল্পকথা মাত্র। না, একথা বলিতে পারি না কেননা বেদেতেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা—

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। ১ ॥

২ য়, ব্রাহ্মণ, ১ অ, বৃ আ। উপঃ।

যদি হি কিঞ্চিদপি নাসীৎ। যেনাব্রিয়তে যচ্চাব্রিয়তে তদা না বক্ষ্যন্ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমিতি। শঙ্কর ভাষ্য ॥

যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই না থাকিত, তবে মৃত্যু (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পুরুষ) কর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ আবৃত ছিল একথা শ্রুতিতে বলিত না।

সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। ৬ ॥

ঐ বৃআ। উপঃ।

সোঽকাময়তেত্যশ্বাশ্বমেধয়োর্নির্ব্বাচনার্থ মিদমাহ।—ভূয়সা মহতা যজ্ঞেন ভূয়: পুনরপি যজেয়েতি।—জন্মান্তর করণাপেক্ষয়া ভূয়ঃ শব্দঃ।—স প্রজাপতির্জ্জন্মান্তরেঽশ্বমেধেনাযজৎ।—স তদ্ভাব ভাবিত এব কল্পাদৌ ব্যাবর্ত্তত। শঙ্কর ভাষ্য ॥

সেই মৃত্যু—(প্রজাপতি) কামনা করিয়াছিলেন যে,পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় ইহ জন্মেও মহাযজ্ঞের অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।

প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই হেতু অশ্বমেধ যজ্ঞের বাসনা (সংস্কার) যুক্ত হইয়া এই কল্পে আবির্ভূত হইয়াছেন। পূর্ব্ব জন্ম কৃত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ শরীর ধারণ করিয়া কামনা করিয়াছিলেন যে, পুনর্ব্বার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিব। বেদে এইরূপ সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা প্রমাণীত হইল যে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ প্রতি কল্পেই আপন অদৃষ্ট বশতঃ এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। অতএব অদৃষ্ট সত্য।

৩। পুরুষকারবাদী ভ্রাতা ধ্রুবের পুরুষকার দেখাইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এই তপস্যায় ধ্রুবের কিছুমাত্র পুরুষকার নাই। কারণ, ধ্রুব পূর্ব্বজন্মে এইরূপ তপস্যা করিবার অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়াছিল। যথা—

যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং স্থানম্ এতৎ প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্।
ত্বয়াহং তোষিতঃ পূর্ব্বম্ অন্যজন্মনি বালক ॥ ৮৩ ॥

১২ অ, প্রঅং, বিঃপুঃ।

শ্রীভগবান কহিলেন—বালক (ধ্রুব)! তুমি পূর্ব্বে অন্য জন্মে আমাকে সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট করিয়াছিলে এই কারণে তুমি যে স্থান প্রার্থনা করিতেছ তা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে ধ্রুব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অদৃষ্ট বশংবদ ইহ জন্মে ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদি বল—পূর্ব্ব জন্মের পুরুষকার-হেতু ইহজন্মে উক্তলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। না তাহাও বলিতে পার না, কেন না তাহা হইলে পুনরাবৃত্তি দোষ হইবে। পুনরাবৃত্তি দোষ কি? না তাহা হইলে গত জন্মের পূর্ব্ব জন্মে অদৃষ্ট সঞ্চয় ছিল বলিয়া গত জন্মে তপস্যা করিতে পারিয়াছিল—এই কথা বলিব, সুতরাং পুরুষকারবাদী যতই পুরুষকার দেখাইবেন বা বলিবেন আমি ততবারই জন্ম জন্মান্তরের অদৃষ্ট সঞ্চয়ের কথা বলিব। সুতরাং পুনরাবৃত্তি দোষ হইবে।

৪। আর এককথা বলিয়াছেন যে "আমাদিগের পুরাণাদি শাস্ত্রে পুরুষকারের বিষয় অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।"

উঃ—আমাদিগের পুরাণাদি-শাস্ত্রে পুরুষকারের বিষয় প্রমাণ করিতে গিয়া পাণ্ডবগণের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন, ও ধ্রুবের তপস্যার বিষয় বলা হইয়াছে। পাঠক! এই তিনটী বিষয়ের প্রতিবাদ উপরে লিখিত হইয়াছে।

৫। আবার বলা হইয়াছে "দীন দরিদ্র অক্ষম বিপদাপন্ন জরাগ্রস্থ ও স্ত্রীলোক মাত্রেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বৃথা কষ্ট পায়।"

উঃ। দীন দরিদ্র সম্বন্ধে—যদি পুরুষকার দ্বারা দরিদ্রতা নিবারণ করা যাইত তাহা হইলে বিদুরের দরিদ্রতা থাকিত না—লোকে কথায় বলে "বিদুরের খুদ" নারায়ণ দুর্য্যোধনের রাজ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের খুদ্ খাইয়াছিলেন। বিদুরের ভাগ্যে যদি ঐশ্বর্য্য ভোগ থাকিত তাহা হইলে তাহার পুরুষকার প্রয়োগের অভাব ছিল না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহায় তাহার পুরুষকারের ভাবনা কি? তাহার অদৃষ্টে ঐশ্বর্য্য ভোগ ছিল না বলিয়া দাসী পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ হইয়াছিল।

৬। উঃ।—অক্ষম সম্বন্ধে—ভরত রাজা এত তপস্যা করিয়া এবং এত জ্ঞানী হইয়াও অদৃষ্ট বশতঃ জড়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদা জড়ের ন্যায় অকর্ম্মা হইয়া থাকিতেন। তাঁহাকে এইরূপ জড়ভাবাপন্ন দেখিয়া দ্বারপালগণ শৌবীর রাজার শিবীকা বহনার্থে নিয়োজিত করিয়াছিল, শৌবীর রাজ জড়ভরতকে শিবীকা বহনে অসমর্থ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জড় ভরত যে তত্ত্বজ্ঞানের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাতে রাজাকে শিবীকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক জড়ভরতের পদপ্রান্তে পতিত হইতে হইয়াছিল। জড়ভরত জাতিস্মর ছিলেন এজন্য খুব অদৃষ্ট মানিয়া চলিতেন।

৭। উঃ—বিপদাপন্ন সম্বন্ধে।—

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারোভবেদ্ যদি।
তদা দুঃখৈর্নলিপ্যেরন্নলরাম যুধিষ্ঠিরাঃ॥ ১৫৫॥

৭ পরিচ্ছেদঃ পঞ্চদশী।

অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টের ফল খণ্ডনের যদি কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে নলরাজা, রাজা রামচন্দ্র, ও যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণকে এতদ্রূপ দুঃখে লিপ্ত হইতে হইত না।

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা।
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥ ৬॥

৬ অ, অ, কাণ্ড অধ্যাত্ম রামায়ণ।

ইহ জগতে এক ব্যক্তি অপরের সুখ বা দুঃখের কারণ হইতে পারে না যে হেতু পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম দ্বারা লোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। অমুক ব্যক্তি দ্বারা আমার সুখ বা দুঃখ হইতেছে এই প্রকার মনুষ্যদিগের বুদ্ধিকে কুবুদ্ধি বলে। আর আমি স্বয়ং দুঃখ বা সুখ জনক কার্য্য করিতেছি, এই প্রকার বুদ্ধিকে অভিমান বলে। যে হেতু লোক সকল কর্ম্ম সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। অর্থাৎ কাহারও কোন কার্য্যে স্বতঃ প্রভুত্ব নাই।

যে বিপদ অবশ্যম্ভাবী পুরুষকার কি তাহা নিবারণ করিতে পারে? পাঠক! রাবণের মত পুরুষকারবাদী তৎকালীন আর দ্বিতীয় কেহই ছিল

না। তিনি তাহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের সম্পত্তি দেখিয়া এবং মাতৃ দুর্ব্বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবন জয় করিয়াছিলেন, দেবতাদিগকে দাসত্বে আনয়ন করিয়াছিলেন। সীতাহরণের পর যখন বিভীষণ উপদেশ বাক্য দ্বারা সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে বলেন তখন তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন—

জানামি সীতা জনক দুহিতা
জানামি রাম মধুসূদনশ্চ।
অহঞ্চ জানামি রামস্য বধ্য
তথাপি সীতা ন সমর্পয়ামি॥

কিন্তু কৈ তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না অবশেষে সবংশে ধ্বংস হইলেন। এবম্প্রকারে ধ্বংস হওয়া শাস্ত্রের লিখনও অবশ্যম্ভাবী। পাঠক! একথা আরও এজন্য সত্য যে, রাম না হইতে রামায়ণ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশে কএকটী প্রচলিত গান আছে। যথা—

১। রাগিনী গারা ভৈরবী—তাল একতালা।

চিরদিন, কখন সমান না যায়। কভু বনে বনে রাখালের সনে, কভু বা রাজত্ব পায়।

অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষী দেখ মহারাজা নল, রাজ্যভ্রষ্ট হল দময়ন্তী হারাল গ্রহ দোষে কষ্ট পায়।

শুনহে ভারতী, অযোধ্যার পতি, রাজা হবেন রাম বনে হল গতি, পঞ্চবটী বনে দুষ্ট দশাননে সীতাসতী হরে লয়। পাণ্ডুপুত্র দেখ রাজা যুধিষ্ঠির, সসাগরা ধরা শাসে পঞ্চবীর, পাশা পণে হারি, সঙ্গে লয়ে নারী, অরণ্য করে আশ্রয়।

শুনেছি পুরাণে, হস্তিনা ভুবনে, পাশা খেলে পাণ্ডুপুত্র গেল বনে, অজ্ঞাতে রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায়। দেখ সুখ দুঃখ, সকলি প্রত্যক্ষ, যেন জলবিম্ব প্রায়॥

২। অন্যগান—রাগিনী গারা ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

আস্থাই।—সকলি কপালে করে, রাখাল ছিলে রাজা হলে এ মধুপুরে।
অন্তরা।—কুব্জা কংসের দাসী, তারে করে রাজ মহিষী, স্বর্ণলতা রাই রূপসী বিরহে মরে॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

ও মন! ভাবিলে বল আর কি হবে। ওরে যা আছে কপালে,
ফলবে কালে কালে, কর্ম্ম সূত্রের ফল আপনি ফলিবে॥
বিধি যা লিখেছেন কপাল উপরে, কার সাধ্য তাহা খণ্ডাইতে পারে,
বল বুদ্ধি বিদ্যা পৌরুষে কি করে, যা ঘটিবার তা ঘটিবে॥
আদ্যা শক্তি যেই জগদ্ধাত্রী, কটাক্ষেতে যাঁর হয় সৃষ্টিস্থিতি,
তাঁর পুত্রের করী শুণ্ড, পিতার অজা মুণ্ড, পাগল পতি কহে সবে॥
পাণ্ডুকুলোদ্ভব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি, যাঁদের রথে হন শ্রীকৃষ্ণ সারথি,
তাঁরা কর্ম্ম দোষে, গেল বনবাসে, রাখিতে নারে কেশবে॥
দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থিলে, যার যেমন ভাগ্য সেই তেমনি পেলে,
দেখ তার সাক্ষী, হরি পেলেন লক্ষ্মী, হর ভাগ্যে বিষ সম্ভবে॥
শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্ম সনাতন, তাঁর পত্নী সীতা হরে দশানন, স্বর্ণ লঙ্কা তার,
হলো ছার খার, হয় সবংশে নিধন—বিধির লিপি কে খণ্ডাবে।
কণ্ঠ কয় একবার ভাবরে অদৃষ্ট, অদৃষ্টের ফল মিলাবেন শ্রীকৃষ্ণ,
কর ঐ পদে মন ইষ্ট নিষ্ঠ, এ ভব যন্ত্রণা যাবে॥ নীলকণ্ঠ॥

অতএব অদৃষ্টই সব। পুরুষকার দ্বারা যে কিছুই হয় না তাহার প্রমাণ দেখাইতেছি। পাঠক! একটী শাস্ত্রীয় পুরুষকার দেখুন! একদা রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়া এক মৃগকে শরবিদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, মৃগ পলায়ন করিল; তিনি অন্বেষণার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শমীক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঋষিবর! আপনি আমার মৃগ দেখিয়াছেন? ঋষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন এজন্য কোন কথার উত্তর দিলেন না তখন রাজা পরীক্ষিৎ সেই ঋষির গলদেশে এক মৃত সর্প মালার আকারে স্থাপন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই ঋষির ... ম এক পুত্র ছিল। সেই শৃঙ্গী তাহার বন্ধু কৃশের নিকট শুনিল ...রাজা পরীক্ষিৎ তাহার পিতার গলদেশে এক মৃত সর্প দিয়াছেন। তখন শৃঙ্গী রাজা পরীক্ষিৎকে এই বলিয়া অভিসম্পাৎ করিলেন যে, অদ্য হইতে সপ্ত রাত্রির মধ্যেই রাজা বিষধর তক্ষক কর্ত্তৃক দংশিত হইবে। ঋষিবর শমীক পুত্রের এই অসদ্ব্যবহার দেখিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া গৌরমুখ নামক আপনকার এক শিষ্যকে রাজার নিকট, শাপ বিবরণ জ্ঞাতকরণ জন্য

পাঠাইয়া দিলেন। গৌরমুখ শমীকমুনি কর্ত্তৃক কথিত দারুণ কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে জ্ঞাত করিল। রাজা সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পাপ কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া অতিশয় সন্তাপযুক্ত হইলেন। গৌরমুখ চলিয়া গেলে পর রাজা উদ্বিগ্নমনাঃ হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এক স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন, পরে রক্ষার নিমিত্ত চিকিৎসক ও ঔষধ নিকটে রাখিলেন এবং মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন (ইহাই পরীক্ষিতের পুরুষকার করা হইল) এবং আদেশ দিলেন যে কেহই তাঁহার নিকট যাইতে পারিবে না।

সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে মহর্ষি কশ্যপ রাজাকে চিকিৎসা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এমন সময়ে তক্ষক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোথায় গমন করিতেছেন ? কশ্যপ কহিলেন আমি রাজা পরীক্ষিৎকে চিকিৎসা করিতে যাইতেছি। তক্ষক কহিল আপনি কিছুই করিতে পারিবেন না ফিরিয়া যাউন। কাশ্যপ কহিল আমি বিদ্যাবলে নির্ব্বিষ করিতে পারি। তক্ষক কহিল আমিই তক্ষক, আপনি যদি নির্ব্বিষ করিতে পারেন তবে আমি এই বট বৃক্ষকে দংশন করিতেছি আপনি নির্ব্বিষ করুন দেখি। কশ্যপ কহিলেন আচ্ছা তুমি দংশন কর আমি পুনর্জ্জীবিত করিব। তক্ষক বটবৃক্ষকে দংশন করিব মাত্র বিষে জর্জ্জরিত হইয়া বৃক্ষটী ভস্মীভূত হইল। তখন কশ্যপ মন্ত্রবলে সেই ভস্মাবশেষ বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক কহিল—আপনি কি অভিপ্রায়ে রাজাকে নির্ব্বিষ করিতে যাইতেছেন—আপনার বিদ্যা আছে স্বীকার করিলাম কিন্তু রাজার পরমায়ু নাই আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়া দংশন করিব। আপনি কতদূর সিদ্ধি লাভ করিবেন বলিতে পারি না, তখন কশ্যপ ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে যথার্থই পরীক্ষিতের আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। তখন কশ্যপকে তক্ষক কহিল ব্রহ্মণ্‌! আপনি নিবৃত্ত হউন আমি আপনাকে যথেষ্ট ধন দিতেছি। কশ্যপ তক্ষক হইতে অভিলষিত ধন প্রাপ্ত হইয়া যথা স্থানে গমন করিলেন।

তক্ষক রাজভবনে উপনিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে, রাজা বিষহর ঔষধ ও মন্ত্র দ্বারা পরিরক্ষিত হইতেছেন। তখন তক্ষক অনুচরগণকে তাপসরূপ ধারণ করিয়া রাজাকে ফলমূল দর্ভ ও উদক প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তাপস রূপধারী নাগগণ তাহাই করিল, রাজাও সেই সমস্ত ফল প্রতিগ্রহ

করিলেন। তাপসগণ চলিয়াগেলে মহারাজ পরীক্ষিৎ আমত্যগণকে কহিলেন তোমরা আমার সহিত এই ফল সমূহ ভক্ষণ কর। যে ফলের মধ্যে দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তক্ষক ছিল সেই ফলটী রাজা স্বয়ং লইলেন। রাজা ফল ভক্ষণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে অনু প্রমাণ হ্রস্ব,কৃষ্ণনয়ন ও তাম্রবর্ণ একটী কীট দেখিতে পাইলেন। পরীক্ষিৎ সেই কীটকে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীগণকে কহিলেন—দেখ সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছেন আর আমার বিষভয় নাই অতএব এই কীট তক্ষক প্রতিনিধি হইয়া আমাকে দংশন করুক তাহা হইলে সেই মুনির বাক্য সত্য হইবে এবং আমারও শাপের পরিহার হইবে। এই বলিয়া হাস্য করিতে করিতে আপন গ্রীবাদেশে কীটকে সংস্থাপন করিলেন। তখন তক্ষক নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন পূর্ব্বক দংশন করিল। রাজা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাজা পরীক্ষিত মহা পুরুষকার করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না।

পাঠক আরও একটী পুরুষকার দেখুন। বঙ্গদেশে প্রায় সকলই নখিন্দরের লোহার বাসরের কথা জ্ঞাত আছেন, সে পুরুষকার কিরূপ হইয়াছিল দেখুন। চম্পাই (চম্পক) নগরে চাঁদ সওদাগরের বাটী ছিল। চাঁদ বেনের সাত পুত্র কিন্তু তাহার একটীও বাঁচে নাই। না বাঁচিবার কারণ সর্পাঘাত। চাঁদবেনে মনসা দেবীকে বড়ই অবজ্ঞা করিত, এই কথা বলিত যে, চেঙ্গমুড়ী বেটীকে লোকে মনসা বলিয়া মানে। শিব-দুর্গা কালী গণেশ বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি এত দেবতা থাকিতে লোকে কিনা মনসা পূজা করে, কি আশ্চর্য্য। লোকের কি ভ্রম, বেদে পুরাণে যে দেবতা নাই লোকে তাকে দেবতা বলে, বেটী আবার মনসাদেবী—বেটী চেঙ্গমুড়ী আবার দেবী হয়ে বসেছেন ঘর ঘর পূজা খাচ্চেন বেটীর ঝাড় নিঝাড় করবো তবে ছাড়বো, এইরূপ উক্তি করিয়া চাঁদ সওদাগর মনসার সহিত বাদ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মনসার নাম কল্লে একেবারে জ্বলে যেত।

চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সনকা। একদা চাঁদ সনকাকে ডাকিয়া উত্তর পাওয়াতে বলিয়াছিল—বলি সনক শুনতে পাচ্চনা, চেঙ্গমুড়ী বেটীর পূজো চ নাকি। পূজা করবার আর ঠাকুর পেলে না, সাপের ঠাকুরের উপর ভক্তি হলো, আমার বাড়ীতে যদি ঐ মড়াপোড়ানীর নাম হবে তো সব ম্ খুন করবো। এই রূপ কথাতে সনকা বলিল—হ্যাঁগা, তোমার প্রাণে কিছুই দয়া মায়া নাই, আমি অভাগিনী, নিজের পাপে ছ ছটা ছেলে

খেলাম, আমার প্রাণে বিষের আগুণ জ্বলছে তার উপর আবার তুমি বাক্য যন্ত্রনা দিচ্চো। একটু চুপ করনা দেবতার সঙ্গে কি ওরূপ বাদ কত্তে আছে। ছি! ছি! ছি! এই কোন্দল প্রায় রোজই হইত।

চাঁদ যখন সফরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল তখন সনকা পঞ্চমাস গর্ভবতী ছিল। চাঁদ সপ্ততরী সহ যখন কালিদহে পৌঁছছিল তখন মনসাদেবী ঝড় উপস্থিত করিয়া সাতখানা তরী ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। তরী মগ্ন হইয়া গেলে চাঁদ প্রাণে বাঁচিয়াছিল ১৮ বৎসর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অতি কষ্টে বাটী আসিয়াছিল। ইতি মধ্যে চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের বয়ঃক্রম আঠার বৎসর হইয়াছিল। চাঁদ বাটী আসিয়াই লখিন্দরের বিবাহোদ্যোগ করিয়াছিল। নিছুনি নগরে সায় বণিকের কন্যা বেহুলার সহিত লখিন্দরের বিবাহ হয়। এই বিবাহে বাসর ঘরে লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল। সে ঘটনা এইরূপ—

একদা বেহুলা সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছিল। মনসাদেবী তথায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া উপস্থিত হন। বেহুলা স্নান করিয়া উঠিলে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশধারী মনসা বলিল—তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা আমার গায়ে গোড়ালীর জল দিলি—আমার শাপে বাসরে তোমার পতি সর্পাঘাতে মরিবে।* তবে লোহার কলাই সিদ্ধ করে পতিব্রতার পরিচয় দিতে পারিবে। এই বলিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই কথা ঘোষণা হইলে পর সায় বণিক লোহার বাসর ঘর নির্ম্মাণ করাইলেন (ইহাই সায় বণিকের পুরুষকার করা হইল) মনসা দেখিলেন আমার শাপ, ভ্রষ্ট হইবে তখন মনসা বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিয়া বলিলেন আমার সম্মান রাখিতে হইবে আমার অনুরোধ সায়বণিকের লোহার বাসর ঘরে একটী সূতার সঞ্চার সম ছিদ্র করিয়া দিবে। এই ছিদ্র দিয়া কাল নাগিনী বিষধর প্রবেশ করিয়া লখিন্দরকে বাসর ঘরে দংশন করিয়াছিল। লখিন্দর সোনার জাঁতি ছুড়িয়া মারিয়াছিল

* "বাসরে খাইবে পতি পাবে মনস্তাপ"।

চাঁদ সদাগর এ অভিশাপের কথা শুনিয়া সকোপে বলিল—

"কি করিবে চেঙ্গমুড়ি কাণী।
যেই দিন বিবাহ করিবে লখিন্দর।
তার তরে গড়াইব লোহার বাসর॥"

মনসার ভাসান।

বলিয়া নাগিনীর পুচ্ছ স্খলন হইয়াছিল এবং বেহুলা শ্বেত ও রক্ত চন্দনের বাটী ছুড়িয়া মারিয়া ছিল এজন্য কালনাগিনী সর্পের গাত্রে শ্বেত ও রক্ত বর্ণ দাগ হইয়াছে। পরিশেষে বেহুলা কলাগাছের মান্দাসোপরি মৃত পতি নখিন্দরকে ক্রোড়ে লইয়া জলে ভাসিতে ভাসিতে তমলুকে উঠিয়াছিল সেই স্থানে নখিন্দর বেহুলার সতীত্ব গুণে ও দেবতার কৃপায় পুনর্জ্জীবিত হয়। মতান্তরে বেহুলা ত্রিবেণীতে আসিয়া এক ধোবানীর অনুগ্রহে নখিন্দরকে পুনর্জ্জীবিত করেন।

৮। উঃ—জরাগ্রস্থ সম্বন্ধে।

মহারাজ যযাতি দেবযানীর পিতার নিকট বিস্তর পুরুষকার দেখাইয়া ছিলেন কিন্তু কিছুতেই জরার হাত এড়াইতে পারিলেন না। যখন দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার কথা শুক্রাচার্য্যকে বলিয়াদিল তখন শুক্রাচার্য্য যযাতিকে কহিলেন— "তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় দিয়াছ এজন্য জরা তোমাকে আক্রমণ করিবে"। তখন যযাতি কহিলেন—হে ভগবন্! দানবেন্দ্র সুতা শর্ম্মিষ্ঠা আমার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিল, উপযাচিকা হইয়াছিল বলিয়া আমি ধর্ম্মমত তাহার কামনা পূর্ণ করিয়াছি। আমি অধর্ম্ম করি নাই—গম্যা কামিনী সকামা হইয়া নির্জ্জনে উপযাচিকা হইলে যে পুরুষ তাহা পূর্ণ না করে পণ্ডিত গণ তাহাকে "ভ্রূণহা" বলিয়া থাকেন আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। মহারাজ যযাতি পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক অনেক কথাই বলিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতে ভার্গব তাহা শুনিলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করাতে বলিলেন যে এই জরা তুমি অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমণ করিতে পারিবে।

৯। উঃ—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে।

সীতাদেবীর কি পুরুষকার হইতে পারে? তিনি যে চীরজীবনটা কষ্ট করিলেন কি ইচ্ছা করিয়া? তিনি রাবণ কর্তৃক হৃত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে অরণ্যে বাস করাইয়া ছিলেন। তাঁহার কি পুরুষকার করা হয় নাই যেজন্য তিনি সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই?

১০। উন্নতি অবনতি হওয়া পুরুষকারের হাত।

উঃ। সাংসারিক আচর ব্যবহার পুরুষকার জন্য নহে। আর্য্যঋষিগণ সংসার বিচরণ করিবার যে সকল পথ প্রস্তুত করিয়াগিয়াছেন সেই গন্তব্য পথে গমন করিলেই পাপ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। তাহা হইলেই উন্নতি

হইল। পাপাচরণ করিলেই অবনতি হয়, অর্থাৎ—ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়া পুরুষকার দ্বারা যথেচ্ছাচারী হইলেই অবনতি হয়। সংসারের উন্নতি অবনতিতে পুরুষকারের কিছুই হাত নাই। কারণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যে সকল কার্য্য আছে তাহা স্বভাব গুণে আপনিই সিদ্ধ হয় পুরুষকার অবলম্বন করিতে হয় না, তুমি নিদ্রিত থাকিলে শ্বাস আপনিই বহিতে থাকে, নাড়ী আপনিই চলিতে থাকে, বাল্যে আপনিই মাতৃস্তন পান করে, ঐ রূপ পুরুষকার দ্বারা বাল্যের কার্য্য যৌবনে হয় না, যৌবনের কার্য্য বাল্যে হয় না। বার্দ্ধক্যের কার্য্য যৌবনে হইতে পারে না। বাল্যে বিদ্যাউপার্জ্জন, যৌবনে সন্তান উৎপাদন ও অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি কার্য্য সকল সাংসারিক নিয়ম বদ্ধ। ইহা প্রতিপালনে কিছুই পুরুষকার দেখা যায় না। যাহার সৌভাগ্য থাকে সেই ব্যক্তিই দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও সময়ে ধনবান হয়, দিব্য স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, দশজনকে প্রতিপালন করে, ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হয়। তাহা না হইলে আপনার পেটের অন্নও যুটাইতে পারে না। ইহজগতে এরূপ লক্ষ লক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। যিনি ঋষি প্রণীত নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সকল চক্ষু বুজাইয়া করিয়া যান তিনি দরিদ্র হইলেই বা কি? আর ধনবান হইলেই বা কি? তিনি দরিদ্র হইলেও সাধু, তিনি ধনবান হইলেও সাধু, তিনি মহা দরিদ্র হইলেও মহা পুন্যবান, সকলের আদরের মানুষ হন। তাহার দারিদ্রতাতে কিছু আগে যায় না। তিনি নিশ্চয়ই প্রাতঃ স্মরনীয় এবং যশস্বী হন। সৌভাগ্য না হইলে পুন্যবান হয় না। মহাধনাঢ্য হইয়া কৃপণ স্বভাব হইলে, দানধর্ম্ম না করিলে, কেবল যক্ষের ধন বহন করিলে, সে দরিদ্র অপেক্ষাও অধম হয়।

১১। মনুষ্য চিরকাল একভাবে থাকে না এজন্য স্বাধীন ইচ্ছা আছে।

উঃ। চিরকাল কিছুই একভাবে থাকে না, জগৎ নিজে পরিণাম শীল সুতরাং কিছুরই একভাবে থাকিবার যো নাই। জগতের তাবৎ পদার্থেরই ক্ষয় বৃদ্ধি আছে। এরূপ কিছুই দেখাইতে পারিবে না যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। পুরুষকারবাদী ভ্রাতা বলিবেন তাহা নহে—কুটীর হইতে অট্টালিকা হয়, দরিদ্র ধনাঢ্য হয়, রোগী আরোগ্য হয়, সুস্থকায় ব্যক্তি রুগ্ন হয় ইত্যাদি প্রকার হওয়াকে, একইভাব থাকে না বলা হইয়াছে এবং ইহাই স্বাধীন ইচ্ছার আদর্শ। না, একথা বলিতে পার না ইহাতে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের কিছুই নাই। ভাগ্যে থাকিলে কুটীর অট্টালিকা হয়, দরিদ্র ধনী

হয়, রোগী আরোগ্য হয়, না হইলে মরিয়া যায়, সুস্থকায় রোগী হয়, এরূপ প্রকার হওয়া অদৃষ্টের ফল বৈ আর কিছুই নহে। স্বাধীন ইচ্ছা কাহাকে বলে? না যিনি যোগী যিনি অষ্টসিদ্ধি (১) লাভ করিয়াছেন তাঁহারই স্বাধীন ইচ্ছা হইতে পারে, কেন না তিনি ইচ্ছা মাত্রেই সমস্ত করিতে পারেন। ঈশ্বর এবং সিদ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত স্বাধীন ইচ্ছা কাহারও নাই। হইতেও পারে না যদি হইত তাহা হইলে সংসারে জীবের এত কষ্ট হইত না। সকলেই ইন্দ্রত্ব পদ লাভ করিয়া বসিয়া থাকিত কাহারও কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকিত না। মূর্খ না হইলে "মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা আছে" এ কথা বলিতে পারে না কারণ, জীব মাত্রেই পরাধীন অষ্টপাশে (২)

---

(১) অষ্টসিদ্ধি।

অণিমা লঘিমা-চৈব মহিমা প্রাপ্তিরে ব চ।
প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্চ তথাপরং।
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতানথৈশ্বরান্॥

৯ অঃ যোগবল্লভঃ।

অণিমা—আয়তনে স্থূল হইয়াও অতি সূক্ষ্ম হওয়ার শক্তি।
লঘিমা—গুরু হইয়াও অতি লঘু হওয়ার শক্তি।
মহিমা—অতি ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহদকায় হইবার শক্তি।
প্রাপ্তি—ভূতলে থাকিয়া চন্দ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা।
প্রাকাম্য—ইচ্ছা শক্তির অব্যাঘাত, ভূমধ্যে কি পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার [ক্ষমতা।
বশিত্ব—যে শক্তি দ্বারা ভূত ও ভৌতিক পদার্থ বশীভূত থাকে।
ঈশিত্ব—ভৌতিক পদার্থের উপর কর্তৃত্ব করিবার সামর্থ্য।
কামাবশয়িত্ব—সত্য সঙ্কল্পতা। যাহা মনে করিবে তাহাই সত্য হইবে।

(২) অষ্টপাশ—

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জু...
কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ ...

ঘৃণা—তুচ্ছ, হেয়, শঙ্কা—মনে
লজ্জা—সম্ভ্রম নষ্ট হইলে যে ভাব হয়,
স্বভাব চরিত্র, মান—গর্ব্ব ও অভিমা...

বন্ধ পাশমুক্ত না হইলে স্বাধীন হওয়া যায় না। জীবের বন্ধন জন্য যেমন অষ্টপাশ মুক্তির জন্য সেমনি অষ্টসিদ্ধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

১২। প্রশ্ন—মনুষ্য যাহা করে তাহা যদি ঈশ্বরের করা হয় তবে আমরা পাপ পুণ্য ভুগি কেন? কেন না তাহা ঈশ্বরের পাপ পুণ্য রূপে গণ্য হয়।

পাঠক এ প্রশ্নের উত্তর এস্থলে দিব না কারণ তাহা হইলে এই স্থানেই এই পুস্তকের পরিসমাপ্তি হইবে। স্থানান্তরে মীমাংসা কালে এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবেন।

১৩। পুরুষকারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে সকল মহাত্মাদিগের নাম করা হইয়াছে তাঁহারা পুরুষকার বলে সিদ্ধ কাম হইয়াছেন কি অদৃষ্ট বলে হইয়াছেন তাহা দেখাইতেছি।

অদৃষ্টবাদ না মানিয়া পুরুষকারবাদী ভ্রাতা যে সকল মহাত্মা দিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অদৃষ্ট বশতঃ যে উন্নতিশীল হইয়াছিলেন তাহা বিচার করিলেন না তিনি কি জানেন না যে—

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতং বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতং ধনং।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥

শাস্ত্রবাক্যং।

পূর্ব্ব জন্মের উপার্জ্জিত বিদ্যা, পূর্ব্ব জন্মের উপার্জ্জিত ধন, এবং পূর্ব্ব জন্মের উপার্জ্জিত পুণ্য কথনই নষ্ট হয় না উহারা মনুষ্যের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয়, অর্থাৎ মনুষ্য যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সেই স্থানেই যাইয়া অগ্রে উপস্থিত হয়।

পুরুষকার বাদী ভ্রাতা যত মহাত্মাগণের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে কৃষ্ণপান্তীই অতিশয় দরিদ্রের সন্তান। ইনি নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী রাণাঘাট গ্রামে (১৭৪৯ খৃঃ) ১১৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিলি-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সহস্ররাম পান্তী, তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার পানের ব্যবসা ছিল। রাণাঘাটের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে গাংনাপুর গ্রামে একটী হাট বসিত, সহস্ররাম সেই হাটে পান বেচিতে যাইতেন, কৃষ্ণচন্দ্র বড় হইয়া পিতার সহিত হাটে যাইতেন সহস্ররামের পরলোক হইলে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং পানের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ব্যবসার প্রথম মূল ধন একটী মাত্র আধুলী, তাঁহার মাতা তাঁহাকে এই

মূলধন দিয়াছিলেন। ঐ আট আনার পান খরিদ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। পাঠক! যদি সৌভাগ্য কাহাকে বলে জানিতে চাও, যদি ছাই মুঠাটী ধরিলে সোনা মুঠাটী হয়, ইহার উদাহরণ দেখিতে চাও তবে কৃষ্ণ পান্তীকে দেখ। কৃষ্ণচন্দ্র পানের ব্যবসা ছাড়িয়া কিছুকাল চাউল ছোলা মটর যব গম সরিষা, ধানে ও ধন্তের কাষ্ঠের ব্যবসা করিয়া কিছু আয় বৃদ্ধি করিলেন। ১১৮৬ সালে (১৭৮০ খৃঃঅব্দে) কলিকাতা সহরে ছোলা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। মহাজনগণ চতুর্দ্দিকে ছোলার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। ঐ সকল মহাজনদিগের মধ্যে একজন নৌকাযোগে চূর্ণী নদীতে প্রবিষ্ট হন; রাণাঘাটের যে ঘাটে কৃষ্ণপান্তো স্নানাহ্নিক করিতেছিলেন সেই ঘাটে নৌকা বাঁধিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? প্রয়োজন কি? এবং কোথায় যাইবেন? মহাজন বলিল কলিকাতা হইতে আসিতেছি, আমার ছোলার আবশ্যক আছে। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন—"আপনি যদি আমাকে সওদাপত্র লেখা পড়া করিয়াদেন—আমি ছোলা আমদানী করিতে পারি।" মহাজন লেখা পড়া করিয়াদিলেন।

আড়ংঘাটায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক দেবালয় আছে। ঐ দেবালয়ে যুগল-কিশোর নামে দেববিগ্রহ আছেন। ঐ দেব গৃহের মোহান্ত, দেবতার টাকায় মহাজনী ও তেজারতী করিয়া আরও বিষয় বাড়াইতেন। ঐ মহান্তের চারি পাঁচ গোলা ছোলা ছিল, ঐ ছোলা পোকা লাগিয়া খোসা সার হইয়াছিল। মহান্ত অনুমান করিলেন উপরে কিছুই নাই, তলায় কিছু থাকিতে পারে সুতরাং আর রাখা যায়না যে দরে হয় বেচিয়া ফেলা যাউক। এই সময়ে কৃষ্ণপান্তী মোহান্তের কাছে উপস্থিত হইয়া ছোলার দর দিলেন। শস্যযুক্ত ভাল ছোলা দর প্রতি মণ ৮০ আর পোকাধরা খোসার দর প্রতি মণ ৵০ আনা। এই দর স্থির করিয়া দুই রকম নমুনা লইয়া মহাজনের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাজন তাহার তিন প্রকার মূল্য স্থির করিলেন। উত্তমের প্রতি মন্ ২৲ টাকা, মধ্যমের ১৷৷০ টাকা, এবং ভূষীর ৷৵০ আনা। এই দরে বায়নাপত্র লেখাপড়া করিয়া, বায়নার টাকা লইয়া মহাজনের সঙ্গে আড়ংঘাটায় উপস্থিত হইলেন। সমস্ত ছোলা মাপ করিয়া—

৩০০০ মন্ উত্তম ২৲ হিং = ৬০০০ টাকা
৫০০০ মন্ মধ্যম ১৷৷০ হিং = ৭৫০০ "
১০০০ মন্ ভূষী ৷৵০ হিং = ৩৭৫ "

মোট ১৩৮৭৫ টাকা হইল।

মোহান্তের প্রাপ্য	৬১২৫৲
কৃষ্ণপান্তীর লাভ	৭৭৫০৲ টাকা

মোহান্তের প্রাপ্য ৮০০০ মণ ৮০ হিঃ = ৬০০০

ভূষী ২০০০ মণ ৵০ হিঃ = ১২৫

৬১২৫৲ টাকা

এক দিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণপান্তী চূর্ণী নদীতে হাত মুখ ধুইতে গিয়াছিলেন। নদীর ধারে এক পরমা সুন্দরী কামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময়ে নদী বাহিয়া ৭ টী মুখবদ্ধ ঘড়া ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই কামিনী তাঁহাকে বলিলেন—"ঐ ঘড়াটী লও"। কৃষ্ণচন্দ্র নিকটে যাইবা মাত্র অপর ছয়টী ডুবিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট ঘড়াটী ডুবিল না। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ ঘড়াটী গৃহে আনিয়া দেখেন স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। একথা মিথ্যা হইতে পারে। কিন্তু আর একদিন কৃষ্ণপান্তী গাংনাপুরের হাটে যাইবেন বলিয়া প্রত্যূষে স্নান করিতে যাইতেছেন পথে একটী যুবতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—"বাপু কৃষ্ণপান্তীর বাড়ী কোথায়—আমি এবেলা সেই স্থানে অবস্থিতি করিব"। ইহাতে তিনি পরম আদরে তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়া দিয়া সত্বর স্নান করিয়া আসিলেন বাটীতে আসিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা—ঠাকুরাণীকে কোথায় বসিতে দিয়াছ?" তিনি তাঁহাকে যে ঘরে বসিতে দিয়াছিলেন, নির্দ্দেশ করিয়া বলিলে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই ঘরে গিয়া দেখিলেন তথায় কেহই নাই কেবল ধুনা গুগ্‌গুলাদির গন্ধে ঘর আমোদ করিয়াছে; ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া সেই ঘরে কোনরূপ অত্যাচার না হয় এবিষয়ে জননীকে অনুরোধ করিয়া হাটে গেলেন। তদবধিই তাঁহার উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়।

এই সময়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়া হাটখোলায় বাস করিলেন। ব্যবসাদারগণের নিকট শুনিলেন যে কোম্পানির গোলাতে লবণ ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হয়। তিনি ভাগে লবণের খামসা আরম্ভ করিলেন। অল্প দিন ব্যবসা করিয়া ৩০,০০০ হাজার টাকা লাভ করিলেন। সল্টবোর্ডের সাহেবের নিকট তাঁহার এত সম্মান হইল যে কৃষ্ণপান্তী অনুপস্থিত থাকিলে নিলাম বন্ধ থাকিত। ক্রমে ক্রমে তিনি

একজন বণিক্‌ সম্প্রদায়ের মস্তক স্বরূপ হইলেন। এমন কি লাট সাহেব পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইলেন যে, কৃষ্ণপান্তী এক জন প্রধান ধনী ও প্রধান বণিক। এই সময়ে তিনি মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের পরামর্শে বহুসংখ্যক তালুক ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার সল্টবোর্ডে যেরূপ সমাদর হইয়াছিল, রেভিনিউ বোর্ডেও সেইরূপ সমাদর হইয়াছিল। ১২০৬ সালে রাণাঘাট ক্রয় করা হয়। এই সময়ে তাঁহার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোশালে গোরু ইত্যাদি হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি একজন রাজা লোক হইয়াছিলেন। কলিকাতা সহরে তৎকালে এমন লোক ছিল না যে, কৃষ্ণপান্তীকে জানিত না। তাঁহার উন্নতির সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজারা তাঁহার নিকট টাকা কর্জ্জ করিতেন। এই উপকারের চিহ্ন স্বরূপ মহারাজ শিবচন্দ্র তাঁহাকে চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। শিবচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। শিবচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র গিরিশচন্দ্র রাজা হইলে ১৮০২ সালে অনেকগুলি পরগণা বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া যায়, কৃষ্ণপান্তী সেই সকল জমিদারী ক্রয় করেন। এজন্য সেই সময়কার গায়কগণ এই গীত বাঁধিয়া ছিলেন। যথা—

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

সকলই করিতে পার ওগো হর সুন্দরী।
কারো দেও ইন্দ্রত্ব পদ মা! কারো কর ভিখারী॥
নদের রাজা গিরিশচন্দ্র, তারে কল্লি লণ্ড ভণ্ড,
কৃষ্ণপান্তী পান বেচে খায় তারে দিলি জমিদারী।
তোমার বিচার এই বটে মা ওগো শ্যামা সুন্দরী॥ শারঃ* ॥

নিলামে যে সকল জমিদারী বিক্রয় হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ কৃষ্ণপান্তী খরিদ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে লর্ড ময়রা গভরণর জেনারেল মফঃস্বল বেড়াইতে বাহির হইয়া রাণাঘাটের নিকটে কয়েক দিন অবস্থিতি করেন কৃষ্ণপান্তী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গভরণর বাহাদুর তাহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার সম্মুখে

* জেলা ২৪ পরগণা, দক্ষিণ বারাসত, গ্রাম তসরালা নিবাসিনী শ্রীমতি শারদাসুন্দরী দেবী হইতে এই গানটী প্রাপ্ত।

বসিবার জন্য চৌকী দেন। এই সময়ে গভর্ণর বাহাদুর কৃষ্ণ পান্তীকে "রাজা" উপাধি দিতে চাহেন। তৎকালে দেশীয় রাজারাই দেশের প্রধান ছিলেন এবং ইংরাজ রাজের তাদৃশ সম্মান বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং কৃষ্ণ পান্তী রাজদত্ত "চৌধুরী" উপাধি অপেক্ষা "রাজা" উপাধি অধিক গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি বলিলেন যখন নবদ্বীপাধিপতি তাঁহাকে "চৌধুরী" উপাধি দিয়াছেন, তখন "রাজা" উপাধির প্রয়োজন কি? লর্ড বাহাদুর সেই জন্য জাতীয় উপাধি পাল শব্দ যোগ করিয়া "পাল চৌধুরী" করিয়া দিলেন। এবং রাজোচিত সম্মান দানের নিদর্শন স্বরূপ নহবৎ বাজান ও আশা সোটা ব্যবহারের আদেশ দিলেন।

কৃষ্ণপান্তী লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তিনি মনে মনে অনেক টাকার হিসাব কাবতে পারিতেন। তিনি দেশের লোকের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপান্তীকে অপদস্থ করিবার জন্য কতকগুলি বড় মানুষ লোক সাঁতোর পরগণা নিলামের সময় তাঁহারা ডাক বাড়াইয়া দেন, কৃষ্ণপান্তী বলেন, যে যত ডাকিবেন তাহার উপর আমার ১০০০৲ টাকা ডাক বেশী থাকিল। সকল লোকে অবাক হইয়াছিল। কৃষ্ণপান্তী সত্যবাদী লোক ছিলেন, তিনি মুখে যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহা করিতেন। একদা তিনি নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে রাণাঘাটে যাইতেছিলেন, পথে ডাকাইতেরা নৌকা আক্রমণ করে, কৃষ্ণপান্তী তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এখানে আমার প্রতি উৎপাৎ করিও না আমার গদিতে যাইও খুসি করিব। তৎপরে ডাকাইতেরা তাহার গদিতে আসিলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম ভীরু অসাধারণ গুণ সম্পন্ন ও প্রাতঃ স্মরণীয় লোক হইয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যবসা করিয়া অদৃষ্ট বশতঃ বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখ তাঁহার পুরুষকার কোথায়, ৭ সাত ঘড়া ধন যে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহা কি তাঁহার অদৃষ্ট না পুরুষকার? সাক্ষাৎ কমলা যে তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পুরুষকার বলে, না অদৃষ্টবলে? পাঠক কি বলিবেন বলুন! হয় বলিতে হয় অদৃষ্ট না হয় বলিতে হয় [illegible]।

কাস্তমুদীর—অদৃষ্ট।

কাস্তমুদী পুরুষকার বলে বড়লোক হইয়াছিল কি অদৃষ্টবশতঃ হইয়াছিল তাহা দেখাইতেছি। কাস্তমুদীর কথা উত্থাপন করিতে হইলে তৎকালীন কলিকাতার গভর্ণরজেনারেল লর্ড হেষ্টিংসের বৃত্তান্ত বলিতে হয়। কারণ, হেষ্টিংস্ সাহেবই কাস্তমুদীর সৌভাগ্যের হেতু হইয়াছিলেন। হেষ্টিংসের জীবন বৃত্তান্তে অদৃষ্ট ও পুরুষকারের প্রমাণ পাওয়া যায়। অগ্রে হেষ্টিংসের জীবনী কিছু না বলিলে কাস্তমুদীকে পাওয়া যাইবে না। হেষ্টিংস্ সাহেব বিলাতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রদেশের অন্তঃপাতী ডেল্সফোর্ড নামক গ্রামে ১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে ৬ই ডিসেম্বরে (অগ্রহায়ণ মাসের শেষে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শৈশবাবস্থায় পিতৃ মাতৃ হীন হন। তৎকালে তাঁহার পিতামহ জীবিত ছিলেন, তিনি কোন প্রকারে হেষ্টিংসকে মানুষ মনুষ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিদ্যাভ্যাসের জন্য একটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। হেষ্টিংসের বিদ্যা উপার্জ্জনে যথেষ্ট যত্ন ছিল, কিন্তু দুরাদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার কিছুই হইল না, (এই স্থানে তাঁহার পুরুষকার হত হইল) বুঝিতে হইবে। কারণ, তিনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াও লেখাপড়া শিখিতে পারিলেন না। হেষ্টিংস্ অষ্টম বর্ষে উপনীত হইলে তাঁহার পিতৃব্য শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে লণ্ডন নগরের একটী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, কিন্তু সবই হইল বটে কিন্তু তিনি ভালমত আহার না পাওয়াতে তাঁহার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতে লাগিল। সেই জন্য তাহাকে দশমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বিদ্যালয়ে আসিতে হইল। তথায় বিশেষঃ পারদর্শিতা লাভ করায় স্বল্পকাল মধ্যে একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এমত সময়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার পিতৃব্যের পরলোক হইল। হেষ্টিংসের (পুরুষকার নষ্ট হইল) আশা ভরসা একেবারেই অন্তর্হিত হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার পিতৃব্য চিচ্‌উইক নামক একজন দূর কুটুম্বকে হেষ্টিংসের ভার সমর্পণ করিয়া যান। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের অন্যতম শিক্ষক ডাক্তার নিকল্‌স হেষ্টিংসকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি চিচ্‌উইককে অনুরোধ করিলেন যে, হেষ্টিংসকে বিশ্ব

বিদ্যালয়ে দেওয়া হউক এবং তাহার ব্যয় আমি দিব কিন্তু চিচ্‌উইক তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। হেষ্টিংস অগত্যা অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরাণীর কর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালায় আসিলেন।

হেষ্টিংস ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় আসিয়া সেক্রেটরি আফিসে কেরাণীগিরির কার্য্য করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর কর্ম্ম করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন এবং মুর্শীদাবাদ জেলার অন্তর্গতঃ কাশিম বাজারের ইংরাজদিগের রেশমের কুটীর ম্যানেজার (কার্য্যাধ্যক্ষ) হইয়া যান। চারি পাঁচ বৎসর কাল ম্যানেজারী কার্য্য করিয়া বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া মুরশিদাবাদে প্রেরিত হন। তথায় ওলন্দাজ কোম্পানীর বিশেষঃ অনুরোধ উপরোধে কোন অত্যাচার ভোগ করিতে হয় নাই। হেষ্টিংস বন্দী অবস্থাতে নবাবের কার্য্য বিবরণ ইংরাজদিগকে জ্ঞাত করেন। ইংরাজেরা তখন নবাবের ভয়ে পাল্‌তায় পলায়ন করেন। হেষ্টিংস: কৌশল করিয়া পলতায় নবাবের যথা বিবরণ জ্ঞাপন করেন এবং পলাইয়া আইসেন।

যখন প্রচার হইল যে, হেষ্টিংস সাহেব পলায়ন করিয়াছে তখন নবাব হিষ্টিংস্‌কে ধরিবার জন্য ঘোষণা করেন যে, যে কেহ হিষ্টিংস্‌কে ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে। তখন নবাবের সৈন্যেরা চারিদিকে হৈঃ হৈঃ শব্দে খুঁজিতে আরম্ভ করে। হেষ্টিংস্ প্রাণভয়ে একটী মুদীর দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া লুকাইয়া থাকেন। নবাব সৈন্যেরা চলিয়া যাইলে ঐ দোকানদারের সহিত হেষ্টিংসের আলাপ পরিচয় হয়, দোকানদার তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া যত্নসহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। এই সময়ের একটী কিম্বদন্তী আছে যে,—

হাথী পর হাওদা, ঘোড়ে পর জীন।
জল্‌দি চল্, জল্‌দি চল্ ওয়ারেণ হেষ্টিং ॥

হেষ্টিংস সাহেব যে দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই দোকানদারের নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী, তাই লোকে তাঁহাকে অদ্যাবধি কান্তমুদী বলিয়া সম্ভাষণ করে। তৎপরে হেষ্টিংস সুযোগ ক্রমে পলায়ন পূর্ব্বক পল্‌তায় আসিয়া ইংরেজ দিগের সহিত যোগদান করেন। তৎপরে লর্ড ক্লাইভ নবাবকে আক্রমণ করিবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে সসৈন্যে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলে

হেষ্টিংস্ সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন কারণ সেই সময়ে তিনি বেকার-অবস্থায় ছিলেন। যুদ্ধাবসানে ক্লাইভ মীরজাফরকে বঙ্গের নবাব করিয়া তাঁহার দরবারে হেষ্টিংসকে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস এই পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর কাল মুরশীদাবাদে কালাতিপাত করেন পরে ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে কাউন্সিলের মেম্বর (মন্ত্রী সভার সভ্য) হইয়া কলিকাতায় আইসেন, তাহার তিন বৎসর পরে বিলাতে প্রত্যাগমন করেন।

দেশে যাইয়া হেষ্টিংস চারিবৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করেন। এই চারিবৎসর কাল তিনি বিদ্যানুশীলন ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত আলাপ ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই। সুতরাং চারিবৎসর কাল তাঁহাকে পুঁজী ভাঙ্গিয়া খাইতে হইয়াছিল। সমস্ত ধন নিঃশেষিত হইলে তিনি ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তিনি তখন কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া ভারতের ডিরেক্টর সভায় দরখাস্ত করিলেন। তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হইল এবং মাস্ত্রাজ কাউন্সিলের অন্যতম মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৭০ খৃঃঅব্দে ভারতে পুনরাগমন করিলেন। তৎপরে ১৭৭২ খৃঃঅব্দে বাঙ্গালার গভর্ণরী (শাসন কর্ত্তার) পদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তিনি যখন গভর্ণর-জেনারেল্ হইয়া কলিকাতায় আসিলেন তখন তাঁহার মনে কৃষ্ণকান্ত নন্দীর আতিথেয়তার বিষয় জাগরিত হইল। তিনি কৃষ্ণকান্তকে কলিকাতার লাটসাহেবের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। না, আসিলে তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইবে এইরূপ কড়া হুকুম পাঠান হইল। কৃষ্ণকান্ত ভয়ে জড়সড় হইয়া শ্রীমধুসূদন করিতে করিতে গভর্ণমেণ্ট হাউসে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণকান্তের সেই মুদীর বেশ, হাঁটুর উপরে কাপড় পরা রুক্ষ মাথা, গায়ে সামান্য দোছোট, অতি হীন বেশ। সকলে মনে করিল না জানি এই ব্যক্তি কি অপরাধই করিয়াছে। যখন সকলে দেখিলেন যে, গভর্ণর জেনারেল তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় সমাদর করিয়া ঘরে তুলিলেন তখন, সকলের মোহ ভঙ্গ হইল। তিনি কৃষ্ণকান্তকে সাদর সম্ভাষণে বলিলেন— কান্ত! আমি এক্ষণে লাটসাহেব হইয়াছি তোমার কি উপকার সাধন করিব বল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন প্রভু! আপনি যাহা করিয়া সন্তোষলাভ করেন তাহাই করুন। হেষ্টিংস বলিলেন—"আমি তোমাকে তোমার দেশের রাজা করিতে চাহি"। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—"প্রভু আমি সামান্য মুদী পাকালী

লোক আমি রাজা হইলে লোকে হাস্যাস্পদ করিবে সুতরাং আমি উহা চাহিনা"। হেষ্টিংস বলিলেন—"না তোমাকে রাজা হইতে হইবে আমি ছাড়িবনা"। তখন কৃষ্ণকান্ত নিরুপায় হইয়া বলিলেন—"প্রভু যদি নিতান্তই রাজা করিবেন তবে আমার পুত্র পৌত্র দিগকে রাজা করুন" হেষ্টিংস তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন এবং রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত বাহারবন্দ পরগণা অর্পণ করিয়া তাঁহাকে আপনার খাস দেওয়ান রূপে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার পুত্র লোকনাথ নন্দী রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং বহরমপুর মহকুমা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। লোক নাথের পুত্র হরিনাথ নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়া তদীয় পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথকে রাজ্যার্পণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণনাথ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

কৃষ্ণনাথ ক এক বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া কোন কারণ বশতঃ অবৈধাচরণ জন্য বৃটিষ গভর্ণমেণ্টের নিকট দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে অপমান ভয়ে স্বয়ং পিস্তলের গুলি খাইয়া আত্মহত্যা করেন,, তাহার বিধবা পত্নী মহানুভাবা মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার প্রিয়তম দেওয়ান রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের সৎপরামর্শে অশেষ দান পুণ্যাদি কার্য্য করিয়া আজ অল্পদিন হইল সুখ্যাতির সহিত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী শ্রীমান্ মণীন্দ্রকৃষ্ণ নন্দী সুখে সচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করিতেছেন।

পাঠক! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন কৃষ্ণকান্তের কি পুরুষকার ছিল? তিনি রাজা হইবার আশয়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে আশ্রয় প্রদান করেন নাই, ওয়ারেন হেষ্টিংস ও জানিতেননা যে তিনি বঙ্গের গভর্ণর জেনারেল হইবেন এবং কৃষ্ণকান্তকে রাজা করিবেন; তবে কৃষ্ণকান্ত যে রাজ্যভোগে অধিকারী হইয়াছিলেন ইহা কি তাঁহার সৌভাগ্য জন্য নহে?

হেষ্টিংসকে নিকলস সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়িবার খরচা যোগাইতে চাহিলেন তথাপি যে তাঁহার পড়া হইল না ইহা কি হেষ্টিংসের পুরুষকার না দুরাদৃষ্ট? তারপর তিনি যে গভর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার পুরুষকার না শুভাদৃষ্ট?

মহারাজ নন্দকুমারের—অদৃষ্ট।

মহারাজা নন্দকুমার বীরভূম জেলার অন্তর্গত—গ্রামে আমিন পদ্মনাভ রায়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। নন্দকুমার বাল্যকালে পারসীক ও সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কার্য্যক্ষম বিবেচনা করিয়া আপন অধীনে একটী নায়েবের কার্য্য প্রদান করেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে কার্য্যপটু বিবেচনা করিয়া হিজ্‌লী ও মহিষাদলের আমিন নিযুক্ত করেন। সিরাজদ্দৌলার সময়ে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন। নবাব মিরজাফর তাঁহাকে আপনার খাস দেওয়ান করিয়া রাখিয়াছিলেন মীরজাফর যখন দ্বিতীয়বার নবাবী পদ প্রাপ্ত হন তখন দেওয়ান নন্দকুমার দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১১৭৬ সালে ইং ১৭৭০ খৃঃব্দে বঙ্গদেশে ভয়ানক মন্বন্তর ও মহামারী উপস্থিত হইয়া দেশকে উচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এই দুর্ব্বৎসরে রাজস্ব আদায় জন্য পাটনায় একটী কলেক্টরী ও মুরশীদাবাদে একটী কলেক্টরী সংস্থাপিত হয়। মহম্মদ রেজা খাঁ মুরশীদাবাদের নায়েব দেওয়ান ও রাজা সীতাবরায় পাটনার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হন। মহম্মদ রেজা খাঁ এই দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী তহবিল তছরূপ করিয়া বাজারের সমস্ত চাউল খরিদ করতঃ একচেটিয়া করিয়াছিলেন। এবং উচ্চ দরে বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পাটনার সেতাব রায় ও উক্তদোষে দোষী হইয়াছিলেন। মহারাজা নন্দকুমার ব্যতীত আর কেহই প্রজাবৃন্দের মুখ চাহিবার লোক ছিল না। তিনি দেখিলেন যে রেজা খাঁ দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তিনি অরাজকতার কাহিনী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর দিগের কর্ণগোচর করিবার জন্য নিজ ব্যয়ে বিলাতে এজেণ্ট (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিলেন। ডাইরেক্টর সভা প্রজাগণের হিতের জন্য নন্দকুমারের অভিযোগ মঞ্জুর করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের উপর বিচারের ভার দিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃঃব্দে ১৩ই এপ্রেল বাঙ্গালার গভর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আসিয়াই রেজাখাঁ ও সিতাবরায়কে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করিলেন। ডাইরেক্টরদিগের আদেশ মত মহারাজ নন্দকুমারের উপর প্রমাণ সংগ্রহ করিবার ভার অর্পণ করা হয়। এই সময় ছোট বড় সকলেই রেজাখাঁ ও সেতাবরায়ের বিপক্ষে সাক্ষী দিবার

জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মোকদ্দমার স্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রভূত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও হেষ্টিংসের বিচারে রেজাখাঁ ও সেতাবরায় খালাস প্রাপ্ত হইলেন। এজন্য সকল লোকে হেষ্টিংসের উপর উৎকোচ গ্রহণের সন্দেহ করিয়াছিল। পরে যখন উৎকোচ গ্রহণের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন হেষ্টিংস সাহেব নন্দকুমারের বিপক্ষে নিতর নিন্দা করিয়া বিলাতে রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন। নন্দকুমার হেষ্টিংসের এরূপ অন্যায় রিপোর্টে বিরক্ত হইয়া ১৭৭৫ খৃঃঅব্দে ১১ মার্চ্চ তারিখে হেষ্টিংসের বিপক্ষে নিম্ন লিখিত দোষগুলি কৌন্সিলের মেম্বরগণের সম্মুখে সংস্থাপন করিলেন।

১। হেষ্টিংস সাহেব ৩ লক্ষ টাকা মণিবেগমের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া আমার পুত্র গুরুদাসকে নবাব সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

২। প্রমাণ পাইয়াও রেজাখাঁকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল কেন ?

৩। কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত কেরা যাওয়া ও বিজয়নগর প্রভৃতি অনেক স্থান নিজ জমিদারী ভুক্ত করিয়া লন হেষ্টিংস তাহা উদ্ধার করিলেন না কেন ?

৪। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বাহারবন্দ পরগণা পূর্ব্বে রাণী ভবানী ও রাণীসত্যবতীর দখল বেদখল করিয়া আপন দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে দেওয়া হইল কেন ?

৫। দিল্লীর বাদসাহ সাহআলম আমাকে যে সকল দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন তাহা আমি পাইলাম না কেন ?

৬। এই সকল বিষয় ছাড়া মহারাজ চেৎসিংহের সর্ব্বনাশ, নির্দ্দোষী রোহিলাদিগের উচ্ছেদ ও নিরপরাধিনী অসহায়া বেগমদিগের সর্ব্বস্বহরণ কেন করিয়াছেন তাহা হেষ্টিংস আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিন।

হেষ্টিংস আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া নন্দকুমারের বিপক্ষে এক জাল মোকদ্দমা উত্থাপন করাইয়া দিলেন। সেই মোকদ্দমা এই রূপ—বোলাকীদাস শেটী নামক একজন জহুরীর নিকট নন্দকুমার ৪৮ হাজার টাকার জহরত বিক্রয়ার্থ প্রদান করেন। এই সময়ে নবাব মীরকাশীমের সহিত ইংরাজ দিগের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সৈন্যগণ মুর্শীদাবাদ লুট করে ঐ সঙ্গে বোলাকীদাসের কুটীও লুট হইয়া যায়, সুতরাং, নন্দকুমারের দ্রব্যাদিও লুট হইয়াছিল। এজন্য বোলাকীদাস নন্দকুমারকে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। তাহাতে বোলাকীদাসের সই থাকে। বোলাকীদাসের মৃত্যু

হইলে তাহার বিধবা পত্নী পোষ্য পুত্রগণের তত্ত্বাবধারণ জন্য মোহন প্রসাদ নামক এক ব্যক্তিকে কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করেন। মোহন প্রসাদ নন্দকুমারের শত্রু ছিলেন। তিনি মেয়র কোর্টে বলিয়াছিলেন—"যে, অঙ্গীকার পত্রে বোলাকীদাসের ও কমলউদ্দীন আলীখাঁর শীলমোহর আছে তাহা প্রকৃত নহে জাল মাত্র।"

মেয়র কোর্ট তাহার বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দেয়। তাহার কিছুদিন পরে সুপ্রীম কোর্ট সংস্থাপিত হইলে হেষ্টিংস সাহেব পুনরায় মোহন প্রসাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া চক্রান্তানুসারে সুপ্রীম কোর্টে মোহন প্রসাদকে ফরিয়াদি খাড়া করিয়া জাল অঙ্গীকার পত্রের পুনর্ব্বিচারের জন্য অভিযোগ আনয়ন করেন। মেয়র কোর্টের সেই পুরাতন মোকর্দ্দমাটী আবার নূতন করিয়া তুলিয়া নূতন বিচারকগণের সম্মুখে ধরা হইল। নন্দকুমার দৈব প্রতিকূলতায় এই ভীষণ চক্রান্তে জড়িত হইয়া জাল অপরাধে পুনরায় অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে নন্দকুমারকে দোষী বিবেচনা করিয়া ইম্পিসাহেব প্রধান বিচারপতি, পাছে নন্দকুমার পলাতক হন এই ভয়ে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য কলিকাতার তদানীন্তন সেরিফ ম্যাকরেবি সাহেবকে এক শীল মোহর যুক্ত পরওয়ানা প্রেরণ করেন। এই সময় এটর্ণী সাহেব জজদিগকে বলেন—"মহারাজ নন্দকুমার একজন উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণ তিনি সাধারণ কারাগারে থাকিলে জাতি পাত হইবে, অতএব স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হউক।" কিন্তু জজেরা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। সাধারণ কারাগারে থাকিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। মহারাজ নন্দকুমার ১৭৭৫ খৃঃঅব্দে ৬ই মে শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় জজেদের আজ্ঞানুসারে সহসা কারানিক্ষিপ্ত হইলেন।

কুমার গুরুদাস, জামাতা রায় রাধাচরণ, ফাউক সাহেব ও তাঁহার পুত্র এবং অন্যান্য বন্ধুগণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কারাগারে বসিয়া রহিলেন। নন্দকুমার বলিলেন—এই কারাগার হইতে উদ্ধার কামনায় কতলোক আমার শরণাপন্ন হইয়াছে আজ আমাকে সেই কারাগারে থাকিতে হইল। সকলই অদৃষ্ট লিপি। তৎপরে ৮ই জুন হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত বিচার চলিল, ১২ই জুন গণ্যমান্য জুরী বসিলেন। ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে নন্দকুমার দণ্ডনীয় হইলেন। তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইল। মহারাজ

নন্দকুমার বলিলেন "সকলই অদৃষ্ট সাপেক্ষ, অদৃষ্টলিপি কখনও খণ্ডন হয় না।"

পাঠক! মহারাজ নন্দকুমার নিজ প্রাণ রক্ষার্থে যে কোনরূপ পুরুষকার প্রদর্শন করেন নাই এরূপ হইতে পারে না, কিন্তু সকলই বিফল হইল, "যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্" হইল, অদৃষ্টলিপি খণ্ডন হইল না। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন যে, "অদৃষ্টলিপি কখনও খণ্ডন হয় না"। তিনি একজন সামান্য লোক ছিলেন না, জ্ঞানী মানী ধনী এবং পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং এদিকে একজন কালী সাধক ছিলেন। তাহা তাঁহার কৃত বা রচিত কতিপয় গীত দ্বারা প্রকাশ পাওয়া যায়।

রাগিণী মুলতান তাল—একতালা।

কালীপদ সরোজ রাজে সহস্র ভৃঙ্গ হও না মন।
পদে মত্ত হও মকরন্দে মজে সদানন্দে রওনা মন॥
মধুরধারা বহিছে তাতে চরণে স্মরণ লওনারে মন।
পদে লিপ্ত হও ত্বরায় খাও উদর পুরিয়া খাওনা মন॥
শিরসি পদ্মে পাদপদ্মে পদ্ম বিকসিত।
তাহে রিপু ছ জন করি চরণ ষটপদ হও ত্বরিত॥
উড়িতে শক্তি নাই যদ্যপি তত্বপণে ধাওন্যারে মন।
ঈষৎ উড়ে উড়ে মায়ের পদে পড়ে গুন্ গুন্ গুণ গাওনা মন॥
সুধাপদ্ম ত্যজিয়ে বদ্ধ মায়া কেতকী ফুলেতে।
তাতে কেবল ধবদ্ধ গন্ধ মাত্র অন্ধ তার রেণুতে॥
জড়িত পক্ষ কণ্টকে মন তথায় বিরস হওনা রে মন।
কি সুখে রও নীরস পুষ্পে কি রস পাও কও না মন॥
বিষয় শিমুল মুকুলে মন ব্যাকুল চিত্ত,
হয়েছে ব্যর্থ অর্থ চিন্তা সতত নিত্য অর্থ ভুলেচ।
কুমার বলে ওরে ভৃঙ্গ দুরাশা ভঙ্গ হও না,
মায়ের পাদপদ্মে আশা বাসা কর ত যাওনা মন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবন মোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণা বাদ্য বিনাদিনী॥
শরীরে শারীরী যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে।
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চরিণী॥
আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর।
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃৎপ্রকাশিনী॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল স্বরে কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে।
তাল মান লয় স্বরে ত্রিসপ্ত স্বর ভেদিনী॥
মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে।
তত্ত্বলয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী॥
শ্রীনন্দকুমার কয় তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখে আচ্ছাদিনী॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ভাবরে বসে মদনান্তক রমণী মন মানসে।
না হয় নাই পর্য্যটন শ্রম, প্রেমগন্ধ ভাব কুসুম॥
তেজ ধূপ দীপ প্রাণ আছেরে তব পাশে।
সহস্রারামৃতে পাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন॥
ভাবরূপ নৈবেদ্য কররে অর্পণ।
কাম আদি ছয় জন বলির এই নিরূপণ,
জ্ঞান কৃপাণ ছেদন কর অনায়াসে॥
হোম কুণ্ড কর শ্রদ্ধা সমাধি,
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বাল তায় মন এই বিধি।
হোতা হও ত্যজে কর্ম্ম দাতা ঘৃতে রাখি মর্ম্ম,
আহুতি দেও ধর্ম্মাধর্ম্ম মনরে হেসে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে॥

উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব ত্যাজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব।
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনে আপনে ॥
জ্ঞান তত্ত্ব ক্রিয়া তত্ত্বে, পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ অপানে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে ॥
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চ ময় তঞ্চ,
পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ ক্ষরিত সুধার সনে ॥
মূলাধারে বরাসনে ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার ক্ষমাদে হরি নিস্তার।
পার হবে দ্বার শিব শক্তি আরাধনে ॥

পাঠক। দেখুন মহারাজ নন্দকুমার কতদূর জ্ঞানী সাধক ছিলেন। তিনি নিজে যখন অদৃষ্টের দোহাই দিয়াছেন তখন অদৃষ্টবাদ কখনই মিথ্যা বাদ নহে।

রাজা নবকৃষ্ণ ও দেওয়ান রামচন্দ্রের অদৃষ্ট।

সিংহাসনাধিকারের পর মীরজাফর সিরাজুদ্দৌলার ধনভাণ্ডার অধিকার করেন। ধনভাণ্ডার অধিকার কালে ওয়াটস্ সাহেব, দেওয়ান রামচাঁদ এবং মুন্সি নবকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। ধন ভাণ্ডারে ছিল—এককোটী সত্তর লক্ষ টাকা, দুই কোটী ত্রিশলক্ষ মোহর, দুই সিন্দুক সোণার বাট, চারি সিন্দুক মণিখচিত অলঙ্কার এবং দুই সিন্দুক মণি-মুক্তা। ইহা হইল, বাহিরের ধন ভাণ্ডারের সম্পত্তি। কথিত আছে, অন্দর মহলের ধন ভাণ্ডারে আটকোটী টাকা ছিল। মুতাক্ষরীণ অনুবাদক বলেন, *—মীরজাফর, আমীর বেগখাঁ,

---

* অনুবাদক নিজে বলিয়াছেন যে,—তিনি ১৭৫৮ সালে ক্লাইভের দ্বিভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি বলেন, রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ প্রত্যেকেই ৫০ টাকা

রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ এই টাকা সংগোপনে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ ক্লাইভের লোক। তাঁহারা অন্দর মহলের ধনভাণ্ডারের কথা জানিতেন। পাছে তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দেন বলিয়া মীরজাফর তাঁহাদিগকে ভাগ দিয়াছিলেন।

দেওয়ান রামচাঁদ মৃত্যুকালে এককোটী টাকা রাখিয়া যান। যে ব্যক্তি ৫০ টাকা মাহিনার চাকরি করিত সে ব্যক্তি এক কোটী টাকা কোথায় পায়? তাহার অদৃষ্ট তাহাকে দেয়, না পুরুষকার দ্বারা পায়? রাজা নবকৃষ্ণও ঐরূপ। নবকৃষ্ণ ৫০ টাকা মাহিনার মুন্সি ছিলেন তিনিইবা এত টাকা কোথায় পান, শ্রুতি আছে তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কতটাকার সম্পত্তি হইলে তবে সাতলক্ষ টাকা ব্যয় করা যায়? এত টাকা উপায় করিতে কি পুরুষকারের আবশ্যক হইয়াছিল, না ভাগ্য বশতঃ পাইয়াছিলেন? যে সময়ে নবাবের ভাণ্ডার লুট হয় সে সময়ে লুট করিবার অনেক লোকছিল, কিন্তু কৈ এতটাকা কে পাইয়াছে? লর্ডক্লাইভ যে কলিকাতার অন্তর্গত সুতানটী পরগণা নবকৃষ্ণকে জায়গীর দিয়াছিলেন, তাহাতে নবকৃষ্ণের কি পুরুষকার হইয়াছিল? ৫০ টাকা মাহিনার মুন্সি যে রাজা খেতাব প্রাপ্ত হয় এবং পরগণা জায়গীর পায়, সে তাহার ভাগ্যেতেই পায়। ইহাঁরা ইংরেজের চাকর ছিলেন, ইংরেজের জয় হইয়াছিল বলিয়া খুসি হইয়া চাকরকে জায়গীর দান করা হইয়াছিল। ইহাতে কিছুই পুরুষকার দেখা যায় না বরং সৌভাগ্যই দেখা যায়। রাজা নবকৃষ্ণ কি দেওয়ান রামচাঁদ ইংরেজের জয়ের প্রতিকারণ নহে, সুতরাং ইহাঁদের পুরুষকার সম্ভব কিরূপে হইবে? সুতরাং অদৃষ্ট বৈ আর কি বলিব। ইহারা ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন, সেই জন্যই ইংরেজের চাকরি পাইয়াছিলেন এবং সেই চাকরি হইতে এত ধন সম্পত্তির

করিয়া বেতন পাইতেন। রামচাঁদ কিন্তু দশবৎসর পরে মৃত্যুকালে বাহাত্তর লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। এতদুপরি ৮০ টা চৌবাচ্চা পূর্ণ সোণা, এবং ৩২০ টা চৌবাচ্চাতে রূপা, আশীলক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি এবং ২০ লক্ষ টাকার অলঙ্কার মজুত ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ কোটী টাকার সম্পত্তি ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে সাতলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই নবকৃষ্ণ কলিকাতার শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ইংরাজের জয়নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

সংঘটন হইয়াছিল, নচেৎ কোনরূপেই এত ধনবান হইবার কথা ছিলনা। ইহাদের কোষ্ঠীতে নিশ্চই রাজযোগ ছিল। ইহার বিশেষঃ তত্ত্বাবধান করিলেই জানিতে পারা যায়।

নবাব সিরাজুদ্দৌলার অদৃষ্ট।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা যে দিন মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করেন, তাহার আট দিন পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীবেশে মুরশিদাবাদে পুনরানীত হন। হায়! যদি আর দিনকতক সিরাজুদ্দৌলা বন্দী না হইতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইত। ফরাসি সৈনিক ল সাহেব তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন। রাজমহলে আসিয়া তিনি শুনিলেন, নবাব বন্দী হইয়াছেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া, পলায়ন করেন। তিনি পলাইয়া, সিরাজুদ্দৌলার রাজ্যের সীমান্ত পারে বক্সার হইতে বহুদূরে গিয়া আশ্রয় লয়েন।

আবাল্য সুখলালিত বিংশ বর্ষীয় যুবক নবাবের বন্দী, ভিক্ষারীর বেশ দেখিয়া মুরশিদাবাদবাসীরা ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া অনেকেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অনেক নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারী সিরাজের সে দারুণ দুর্দ্দশা এবং সে ভীষণ নির্য্যাতন যাতনা অসহ্য ভাবিয়া তদুদ্ধারে কৃতসংকল্প হয়। কিন্তু তাহাদের ধন প্রলুব্ধ কর্ত্তৃপক্ষ তখন মীরজাফরের সম্পূর্ণ বশীভূত। তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদের সংকল্পে প্রতি- রোধ করিলেন। নবাবের উদ্ধার হইল না।

সিরাজুদ্দৌলাকে দেখিয়া মীরজাফরের পাষাণ হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহে এবং করুণায় মীরজাফরের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁ ভাবিতেন, মীরজাফর তাঁহার দৌহিত্রের প্রতি সতত সস্নেহ দৃষ্টি রাখিয়া এবং বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিবেন। সেই ঋণের পরিশোধ হইল,—মর্ম্মভেদিনী বিশ্বাস- ঘাতকতা! মীরজাফরকে দেখিবামাত্র সিরাজুদ্দৌলা ভূমিতলে পতিত হইয়া, সভয় চিত্তে সজলনয়নে বলিলেন,—"আমায় প্রাণভিক্ষা দাও"। দুরাচার নৃশংস পামর মীরণ কিন্তু সেই দণ্ডেই সিরাজুদ্দৌলার প্রাণবধ করিবার জন্য পিতাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে। মীরজাফর সেই সময় সিরাজুদ্দৌলাকে

আপনার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। মীরণের ইঙ্গিতে কিন্তু উপস্থিত রক্ষিবৃন্দ সিরাজুদ্দৌলাকে তথা হইতে লইয়াগিয়া একটী জঘন্য গৃহে বন্দীকরিয়া রাখিল এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞাজন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। যে সব লোক সেই সময় মীরজাফরের নিকট উপস্থিত ছিলেন মীরজাফর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করা কর্ত্তব্য"। তাঁহাদের অনেকেই সিরাজুদ্দৌলাকে বন্দী করিয়া রাখিবার পরামর্শ দিলেন। এই সময় পাপমতি মীরণ মীরজাফরকে বলিল—আপনি এখন অন্তঃপুরে যাউন, আমি বন্দীর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিব।

মীরজাফর পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সিরাজুদ্দৌলাকে বন্দী করিয়াও দুরাচার মীরণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সিরাজুদ্দৌলার প্রাণবিনাশের সংকল্প হইল। তাহার সে সংকল্পে কিন্তু তাহার কোন সহচরই সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। বরং অনেকেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।

সংকল্প হইল, কিন্তু সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যাকরিতে কেহই সম্মত হইল না। মণিমণ্ডিত মসনদে বসিয়া প্রবল প্রতাপে যিনি একদিন বিস্তৃত বঙ্গের শাসন দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন, সেই বিপন্ন মলিন দীনহীন নবাবকে কে হত্যা করিতে সাহস করিবে? কিন্তু এজগতে কবে কোন্ দুষ্কর্ম্ম সাধনের লোকাভাব হইয়াছে? মহম্মদবেগ নামক একব্যক্তি নৃশংস মীরণের দুরভি-সন্ধি, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বয়ং সম্মতি প্রকাশ করিল। এই মহম্মদ খাঁ পূর্ব্বে সিরাজুদ্দৌলার পিতৃগৃহে প্রতি-পালিত হইয়াছিল। পরে আলিবর্দ্দী মহিষী স্বয়ং ইহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ একটী অনাথিনী কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিল। আলিবর্দ্দী মহিষী তাহাকে সতত সযতনে নানা শিক্ষা প্রদান করিতেন। এই কৃতঘ্ন কুকুরাধম মহম্মদ খাঁ সহস্তে সিরাজুদ্দৌলার প্রাণ বিনাশের ভার লইল।

দুই তিন ঘণ্টা পরে মহম্মদবেগ সিরাজুদ্দৌলার প্রাণ বিনাশার্থ সুতীক্ষ্ণ তরবারী হস্তে বন্দিগৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র সিরাজুদ্দৌলা জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি কি আমাকে কাটিতে আসিয়াছ?" মৃত্যু বিভীষিকার বীকট নাদে উত্তর হইল, "হাঁ"। নবাব বুঝিলেন, তাহার পরমায়ু শেষ! বুঝিলেন, ইহ জগতের সাধ ফুরাইল! মরণকালে পবিত্র

চিত্তে একবার, ভগবানের প্রার্থনা করিবার প্রত্যাশায় তিনি হস্তপদ প্রক্ষালনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, অনুমতি পাইলেন না, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক, কাতর কণ্ঠে জল চাহিলেন, তাহাও মিলিল না। তখন একবার ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"দয়াময় ভগবান্! অপরাধ ক্ষমা কর, পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক; আমায় ক্ষমা কর।

এইরূপ তৃষিত কণ্ঠে, জড়িত জিহ্বায়, কাতরবাক্যে ভগবানের করুণা ভীক্ষা করিয়া সিরাজুদ্দৌলা আর একবার সেই অন্নদাস নিমক মহম্মদ বেগের দিকে নিরাশ নির্নিমেষ কটাক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—তবে তাহারা,—তবে তাহারা আমাকে বঙ্গের একপার্শ্বে এক বিন্দুও স্থান দিবে না—আমাকে যৎকিঞ্চিৎ ও মাসহারা দিবে না—তাহাতেও তাহাদের তৃপ্তি নাই।" এই কথা বলিয়া সিরাজুদ্দৌলা একটু নীরব হইলেন, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন কি একটা স্মরণ করিয়া চমকিয়া বলিলেন—"না,—তাহারা তাহাতে তৃপ্ত নহে,—আমি অবশ্য মরিব—হোসেন কুলীখাঁর হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" দেখিতে দেখিতে চকিতে নরাধম অন্নদাসের সেই তীক্ষ্ণধার অসি বিদ্যুৎবেগে সিরাজুদ্দৌলার মস্তকে নিপতিত হইল। যখন তরবারির সেই নিদারুণ সাজ্যাতিক আঘাত সিরাজুদ্দৌলার সেই সুন্দর মুখ খানির উপর আসিয়া পতিত হইল, তখন সিরাজুদ্দৌলা ঘন গভীর দীর্ঘশ্বাসে,—"যথেষ্ট আমি মরিলাম—কুলীখাঁর হত্যার প্রতিশোধ হই", এই কথা বলিতে বলিতে ভূমিতে লুঠাইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তে প্রাণ বায়ু নিঃসৃত হইল। ইহার পর মহম্মদবেগ মৃত নবাবের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটী হস্তীর পৃষ্ঠে চাপাইয়া দেয়। হস্তি চালক সেই হস্তী লইয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। শুনা যায়, কোনরূপ নিয়োগ নির্দ্দেশ না থাকিলেও হস্তী সহসা হোসেন কুলীখাঁর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে স্থানে কুলীখাঁ হত হয়, ঠিক সেই স্থানে সিরাজুদ্দৌলার খণ্ডিত দেহ হইতে কয়েক বিন্দু শোণিত পাত হইয়াছিল। সহর প্রদক্ষিণ কালে হস্তী সিরাজুদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগমের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে একটা ঘোরতর শোকময় কোলাহল উথিত হইয়াছিল। এদিকে এতকাণ্ড হইয়াগিয়াছে, প্রাণের পুতলী সর্ব্বস্বধন সিরাজ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছে, হতভাগিনী আমিনা তাহা কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি দ্বারদেশে গোলযোগ শুনিয়া "জিজ্ঞাসা করিলেন কিসের গোল?" প্রকৃত উত্তর পাইয়া তখনই

সেই হতভাগিনী আমিনা বেগম দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান শূন্যা হইয়া, লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া, উন্মাদিনী বেশে, এলোকেশে, অনাবৃত পদে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। অনেকগুলি অন্তঃপুর সহচরী ও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। হস্তীর উপর প্রিয় পুত্রের খণ্ড খণ্ড মাংস পিণ্ড দেখিয়া, হতভাগিনী বেগম ভূতলে পড়িয়া, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উন্মত্ত শোক ভাব অবলোকন করিয়া উপস্থিত দর্শকগণও হাহাকার রবে ক্রন্দন করিয়াছিল। সে সময়ে যে শোকোচ্ছ্বাস,—সে শোক দৃশ্য বর্ণনাতীত। হস্তি পরিচালক সে দৃশ্যে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহার ইঙ্গিতে হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, হস্তী ও মুহূর্ত্তের মধ্যে বসিয়া পড়িল। উপস্থিত দর্শকগণ হস্তীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। হতভাগিনী আমিনা বেগমও বিদ্যুদ্বেগে দৌড়িয়া গিয়া, পুত্রের খণ্ডিত মাংসপিণ্ডের উপর পতিত হইয়া, বিকৃত বদন মণ্ডলে মুহুর্মুহু চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় মীরজাফরের অনুগত সহচর খাদম হোসেন খাঁ আপন প্রাসাদের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সিরাজুদ্দৌলার মৃত দেহে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। উপস্থিত লোকবৃন্দ অধীর হইয়াছে দেখিয়া, অনর্থ এবং উত্তেজনার আশঙ্কায়, তিনি তখনই কতকগুলি লোক পাঠাইয়া দেন। এই সব লোক আমিনা বেগম ও তাঁহার সহচরীগণকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যায়।

সিরাজুদ্দৌলার পুরুষকারের কিছু কমী ছিল না। কিন্তু কৈ কি কাজে আসিল। প্রশান্ত রক্তে জীবন দিতে হইল। ইহা কি উহার দুরাদৃষ্ট নহে?

মহারাজা রামকৃষ্ণের অদৃষ্ট।

মহারাজা রামকৃষ্ণ দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে—ললাটদেশে রাজদণ্ড ছিল বলিয়া রাণী ভবানীর (নাটোরের) দত্তক পুত্র হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই পুরুষকার ছিল না। অদৃষ্টে রাজভোগ থাকিলে এই রূপই হয়। জন্ম দরিদ্রের ঘরে হইল, ভোগ হইল রাজার ঘরে। ইহা কি পুরুষকারে হইল, না, অদৃষ্টে ছিল বলিয়া হইল? কি বলিতে হইবে? ইনি কেবল রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র বলিয়া রাজা হইয়াছিলেন তাহা

নহে। ইনি দিল্লীর পাতসাহ সাহ-আলামের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক দশ সালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য না হওয়াতে রাজত্বের উপর আর তাঁহার আস্থা থাকিল না। তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঐশ্বরীক চিন্তায় জীবন যাপন করিয়া ছিলেন। "নিলামে তাঁহার জমীদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে"—এই সংবাদ তাঁহার নিকট আমলারা আনিয়া দিলে বলিতেন—"জয়—কালীদেবীর ভোগ দেও।" তাঁহার জমীদারী নিলামে ক্রয় করিয়া অনেকগুলি প্রধান প্রধান জমীদার উৎপন্ন হইয়াছিল। যথা—কালী শঙ্কর রায়—সাকিম নড়াল, দয়ারাম রায়—সাকিম দিগাপতি, কেনারাম মুখোপাধ্যায় —সাকিম গোবরডাঙ্গা, গোপিমোহন ঠাকুর সাকিম কলিকাতা। ইহাঁরা সকলেই রাণী ভবানীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

মহারাণী ভবানী রাজত্বের এরূপ দুর্গতি দেখিয়া পুনরায় সহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে চাহিলে ইংরাজ রাজ—সরকার তাহা না মঞ্জুর করিয়াছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ ১৭৯৫ খৃঃ দে দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অদৃষ্টবাদী লোক ছিলেন, তিনি জানিতেন যে তাঁহার পিতামাতা গরিব, গরিবের ঘরে তাঁহার জন্ম কিন্তু এমনি জোর কপাল যে মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। তিনি যে একজন অদৃষ্টবাদী সাধক লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাহা তাঁহার গানেই জানিতে পারা যায়। যথা—

রাগিণী জঙ্গলা—তাল একতালা।

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে চলে,
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গা জলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে,
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি থাট কি আছে কপালে॥

রাজা রামকৃষ্ণ রায়।

রাজা রামমোহনরায়ের অদৃষ্ট।

রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ১১৮১ সালে (ইং ১৮৭৪ খৃঃব্দে) হুগলী জেলার অন্তর্গত থানাকুল কৃষ্ণনগর মহকুমার মধ্যে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা রামকান্ত রায় মুর্শীদাবাদের নবাব সরকারের নয় লক্ষ টাকার ইজারদার ছিলেন। রামকান্তের পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শীদাবাদের নবাব সরকারে তহশীলদারের কর্ম্মকরিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন সেইজন্য অদ্যাপি ইহাঁরা রায়বংশীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। নচেৎ ইহাঁরা রাঢ়ীশ্রেণীয় বন্দিঘাটী নৈকুষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ। রামমোহন বাল্যাবস্থায় গ্রাম্য পাঠশালায় সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। গুরুমহাশয় তাহাকে মেধাবী বালক বলিয়া জানিতেন। রামমোহন মেধাবী হইবার একটী বিশেষ কারণ ছিল, তাহা এই যে,—রামমোহনের মাতামহ শ্রীরামপুরের শ্যাম ভট্টাচার্য্য ঘোর শাক্ত এবং অভিষিক্ত কৌল ছিলেন এবং তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ব্রজবিনোদ অন্তিম কালে ভাগীরথী-তীরস্থ হইলে পর উক্ত কৌলবংশীয় শ্যাম ভট্টাচার্য্য তাহার বাদন্যতা ও কৌলীন্যের পরিচয় পাইয়া তদীয় অন্তিমশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। এবং একটী ভিক্ষা প্রার্থী হইয়া অগ্রেই প্রতিশ্রুত করিয়া লন। তাহা এই যে, একটী পুত্রের সহিত ভট্টাচার্য্যের কন্যার বিবাহ হয়। সরলমতি-বিষ্ণুপরায়ণ ব্রজবিনোদ—একজন শাক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত ভঙ্গকুলীনের কথায় কিরূপ বিষম বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন—নিরুপায়! জাহ্নবী সমীপে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, বিষম সমস্যা! কি করেন কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া সাত পুত্রকে সম্মুখে ডাকিলেন এবং বিষম বিপদের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন; তাহাতে ছয়পুত্র জন্মের মত কুলধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতে অস্বীকৃত হইল। পঞ্চম পুত্র রামকান্ত পিতৃ-সত্য পালনে স্বীকৃত হইলেন। এই রামকান্তের ঔরসে ভট্টাচার্য্য কন্যা তারিণীদেবীর গর্ভে মহানুভব রাজা রামমোহনের জন্ম হয়।

তারিণীদেবী সচরাচর ফুলঠাকুরাণী নামে খ্যাত ছিলেন। পঞ্চম পুত্রের স্ত্রী বলিয়া সকলে তাঁহাকে "ফুল বউ" বলিয়া ডাকিত। রামকান্তের ফুলবৌ ব্যতীত আরও দুইটী পত্নী ছিল, জগমোহন ও রামমোহন দুই সহোদর এবং রামলোচন নামে তাঁহাদের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। রামমোহন সর্ব্ব-

কনিষ্ঠ ছিলেন এজন্য তাঁহার মাতা পিত্রালয়ে গমন করিলে তিনি মায়ের সঙ্গে যাইতেন। একদা কোন উৎসব উপলক্ষে ফুলবৌ রামমোহনকে লইয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। যদিও ফুলবৌ শাক্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন তথাপি পতি গৃহে আসিয়াই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

ফুলবৌ পিত্রালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা শ্যামভট্টাচার্য্য পূর্ণাভিষেকী কৌল, নিত্যক্রিয়া করণান্তে দেবীপূজা সমাপন করিয়া নির্ম্মাল্য (সংপূজিত বিল্বদল) গ্রহণ পূর্ব্বক দৌহিত্র রামমোহনকে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামমোহন ঐ বিল্বপত্র মুখে পুরিয়া চর্ব্বণ করিতেছেন এমত সময় ফুলঠাকুরুণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রামমোহনকে বৈষ্ণব ঘৃণিত বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং মহা-কুপিতা হইয়া পিতাকে বলিলেন—"একি অন্যায় আপনি বিষ্ণুপদ মন্ত্রপূত পবিত্র তুলসীর পরিবর্ত্তে কিনা রামমোহনকে বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতে দিয়াছেন? আশ্চর্য্য! মাতামহ হইয়া অবোধ বালকের প্রতি কিরূপে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন? ফুলঠাকুরুণের এবম্প্রকার তিরস্কার শুনিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য রাগান্বিত হইয়া কন্যাকে বলিলেন—"দেখ্! তুই গর্ব্বকরিয়া আমার মন্ত্রপূত বিল্বপত্র ঘৃণা করিয়া যেমন প্রক্ষেপ করিলি ইহাতে নিশ্চয় জানিবি যে তোর এই পুত্র কালে বিধর্ম্মী হইবে এবং তুই কখনও এই পুত্র লইয়া সুখী হইবি না। জননী হৃদয়ে এই অভিশাপ শেল সদৃশ বাজিল, ফুলঠাকুরাণী পিতৃচরণে লুটাইয়া পড়িলেন কিন্তু তেজস্বী কৌলের বাক্য টলিবার নহে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন সুতরাং তাঁহার বাক্য অটল কাযেই শাপান্তের আর উপায় ছিল না, কিন্তু ফুলঠাকুরাণী এই কঠোর শাপ হইতে নিষ্কৃতি লালসায় পিতৃপদে লুণ্ঠিত হইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"আমার বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে যা বলিয়াছি তা হইবে তবে আমি এই পর্য্যন্ত করিব যে উত্তর কালে তোমার রামমোহন অসাধারণ গুণ সম্পন্ন হইবে, রাজা হইবে এবং পৃথিবীতে উহার যশরাশী চিরস্মরনীয় হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার পর দৌহিত্রের সৌভাগ্যের জন্য নয়টী পুরশ্চরণ করেন। সেইজন্য রামমোহন আরবিক, পারসিক, সংস্কৃত, ইংরাজি, তিব্বৎ, বাঙ্গালা, হিন্দি, হিব্রু লাটীন ও ফরাসী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ১২১৭ সালে তিনি ইংরাজরাজের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দশবৎসর কাল

ভাগলপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি জজ্-আদালতে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিয়া যশস্বী ও একজন জমীদার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ১২৩০ সালে তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং ১২৩৮ সালে দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তৎপরে ফরাসী রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া অসুস্থ হওয়ায় ১২৫১সালে ব্রিষ্টল নগরে প্রত্যাগমন করেন, তথায় জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ইং ১৮৩৩ খৃঃঅব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতবাসীকে শোক সাগরে ডুবাইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। ব্রিষ্টলে অদ্যাপি তাঁহার সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে।

রামমোহন মাতামহের অভিশাপ অনুযায়ী স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বাক্য সব ফলিয়াছে। ইহাতে রামমোহনের কিছুই পুরুষকার দেখা যায় না। বরং তাঁহার অদৃষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার ভাগ্যে এইরূপ অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদ ছিল সেই জন্য ঘটনা চক্রও তদ্রূপ হইয়াছিল। রামমোহনের ব্রাহ্ম সংগীত অতি সুন্দর ও জ্ঞানগর্ভে পরিপূর্ণ; শুনিলেই মন মোহিত হইয়া যায়। যথা—

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে তুমি দেখিছ স্বপন॥
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা (কেবল সেই) সত্য নিরঞ্জন॥
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে যায় নানা স্থান।
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পালাবে তারা, কে করে বারণ॥
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব, প্রাণ প্রিয়জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন, জেনেকি তা জাননা॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে একবার ভাবিলে না।
অতএব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তম গুণ,
ভাবিলেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না॥

পুরুষকারবাদী ভ্রাতা যে সকল মহাত্মাদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে রাজপুরুষদিগের ও জমীদারদিগের অদৃষ্টের বিষয় বর্ণিত হইল। এক্ষণে যে সকল সাধারণ লোকের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদিগের বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে এই গ্রন্থ মহাভারত সদৃশ ও জীবনী গ্রন্থ হইবে, সুতরাং বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত হইতে হইল। তবে তাঁহাদের নামোল্লেখ মাত্র থাকিল, প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে অনেকেই বলিতে পারিবেন। কারণ,তাঁহারা সাম্প্রতিক লোক; এজন্য অনেকেই তাঁহাদের বিষয় জ্ঞাত আছেন। অদৃষ্টবাদী এইরূপ বলিয়া তুষ্টিমভাব অবলম্বন করিলেন।

স্বামীজী পুরুষকারবাদী ও অদৃষ্টবাদীকে নিরস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"তোমাদের বলিবার আর কিছু আছে"? উত্তর—না। তখন স্বামীজী বলিলেন—"আমি অগ্রে তোমাদিগকে একটী সত্য ঘটনা বলিব, তাহাতে অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারবাদের বিষয় বিস্তর উপদেশ আছে তাহা শ্রুত হইলে পর অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে বিচার স্থলে অনেক প্রমাণ ও কঠিন কঠিন মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে।

প্রথম স্তবক সম্পূর্ণ।

অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার।

দ্বিতীয় স্তবক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থা।

অদৃষ্টবাদী ও পুরুষকারবাদীর কথা সমাপন হইলে স্বামীজী বলিলেন— "আমি পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা শুনিয়াছি তাহা তোমাদিগের নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত ভ্রম অপনীত হইবে।"

স্বামীজী বলিলেন—

পূর্ব্বে নবাবী আমলে মুরশীদাবাদ জেলার অন্তর্গত নসীপুর গ্রামে বিশ্বনাথ চূড়ামণি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, সংসার ভরণ-পোষণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ব্রাহ্মণের বিষয়ের মধ্যে চারি পাঁচ বিঘা ধান জমী ও ভদ্রাসনের প্রান্তভাগে একটী তেঁতুল গাছ মাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ নিজে শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁহার সামান্য একটী চতুষ্পাঠী ছিল এবং চারি পাঁচজন ছাত্রও ছিল। কেহ ব্যাকরণ, কেহ স্মৃতি, কেহ ন্যায়, কেহ বেদান্ত, এইরূপ পঠন পাঠন হইত। সংসারে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিলনা, তিনি নিজে পণ্ডিতলোক ছিলেন, তিনি জানিতেন যে, এ সংসারে সকলই অনিত্য (১) এবং অতি অল্প দিনের জন্য এসংসারে বাস করা মাত্র। সুতরাং সংসারের উন্নতি বা অবনতির প্রতি

---

(১) কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদংভ্রাতঃ ॥২॥

মোহমুদ্গর।

তোমার স্ত্রীইবা কে, আর তোমার পুত্রইবা কে? এই সংসার ধর্ম্ম অতি বিচিত্র, অর্থাৎ এই সংসারের মায়া কিছুই বুঝা যায় না। তুমিই বা কার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? হে ভ্রাতঃ এই যে নিগূঢ় তত্ত্ব তাহা চিন্তা কর।

তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। চাট্টিখানি তেঁতুলপাতা সিদ্ধ ভাত হইলেই তাহার সন্তোষ হইত। সংসার বিষয়ে তাঁহার অনাশক্তি থাকিলেও তিনি অনাশ্রমী ছিলেন না। তিনি গৃহী ছিলেন এবং তাঁহার গৃহিণীও ছিল। এজন্য তিনি গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন। তিনি জানিতেন যে কেবল মাত্র চতুষ্পাঠী অবলম্বন করিয়া থাকিলে তাহাকে গৃহী বলেনা, গৃহিণী থাকিলেই গৃহী হয়। যথা—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

শাস্ত্রবাক্যং।

চতুঃশালা বিশিষ্ট গৃহকে পণ্ডিতগণ গৃহ বলেন না। গৃহিণীকে গৃহ বলেন। কারণ, গৃহিগণ গৃহিণীর সহিত সমস্ত প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম অর্থ ও কামনা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করেন।

অপিচ—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যংতেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥ উদ্ভট্॥

যে মাতৃহীন, যাহার স্ত্রী অপ্রিয়-বাদিনী অর্থাৎ কটু ভাষিণী তাহার অরণ্যে গমন করা উচিত কারণ, তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ তুল্য কথা।

ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইলেও অসুখী ছিলেন না। তাঁহার সাধ্বীসতী স্ত্রীর প্রভাবে এক রকম সুখীই ছিলেন। তবে হাজার হউক ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতি অতিশয় অলঙ্কার প্রিয়, প্রায় প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে জ্বালাতন করিতে ছাড়িতেন না—বলিতেন এ জন্মে রুলি শাঁখা আর ঘুচলনা, চির জীবনটা কেবল হা হা করেই মলেম্ কপার পৈঁচে চুড়ি আর কবে হবে? ব্রাহ্মণ কি করেন এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া—

অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥ উদ্ভট্॥

অতিথি, বালক, রাজা ও ভার্য্যা, ইহারা লোকের অভাব বুঝে না, তোমার কিছু থাকুক বা না থাকুক কেবল পুনঃ পুনঃ দাও দাও শব্দ করে।

বলিতেন পৈঁচে পরে আর কি হবে? হাতের নো ক্ষয় গেলেই ভাল। এইরূপ কথায় ব্রাহ্মণী হতাশ্বাস হইয়া আর কিছু বলিতেন না।

ন তদ্‌গৃহং যত্র ন বালকধ্বনির্ন তদ্ গৃহং যত্র নবা কুটুম্বিনী।
দূরস্থিতানাতিথয়ঃ স্মরন্তিযৎ হিরণ্ময়স্বেপি ন তদ্ গৃহং গৃহং॥

যে গৃহেতে বালকের ধ্বনি নাই, যে গৃহেতে স্ত্রীলোক নাই, দূরস্থিত অতিথিগণ যে গৃহকে স্মরণ না করে, স্বর্ণময় গৃহ হইলেও সে গৃহ গৃহ নয়।

এ ব্রাহ্মণের তাহার কিছুরই অভাব ছিলনা অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব প্রভৃতি সকলই ছিল, তবে ব্রাহ্মণ বড় গরীব। ব্রাহ্মণীর গর্ভে তিনটী কন্যা ও একটী মাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের অর্থ কষ্ট দেখিয়া যদি ব্রাহ্মণী অর্থোপার্জ্জনের জন্য কিছু বলিতেন তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বলিতেন—

অর্থমনর্থং ভাবয়নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধন ভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা কথিতানীতিঃ॥

অর্থই অনর্থের মূল উহাতে কিছুমাত্র সুখনাই কিন্তু লোকে কেবল তাহারই চিন্তা করে। ধনীদিগের পুত্র হইতেও ভয়ের সঞ্চার দেখা যায়, সর্ব্বত্রেই এই নীতি কথিত হইয়া থাকে।

অতএব ব্রাহ্মণী। অর্থের প্রয়াগ করিও না, উহা সংসারের সমস্ত দুঃখ আনয়ন করে, চোরের সমাগম হয়, লোকে হিংসা করে এবং পাপমতি জন্মাইয়া দেয় সুতরাং এমন অর্থের প্রয়োজন কি?

তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হাজার দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের ঘরে ফলটা পাকড়টা দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রায়ই থাকিত। এজন্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খাবার অভাব ছিল না। যাহার বাটীতে কিছুই না থাকিত তাহার প্রতিবাসীদিগের দ্বারা সে অভাব পূরণ হইত। এই ভাবে কায়ঃ ক্লেশে ব্রাহ্মণের দিনপাত হইত। ব্রাহ্মণ নিজে জ্ঞানী এবং পণ্ডিত লোক ছিলেন সুতরাং সাংসারিক কষ্টকে তিনি কষ্টমধ্যে গণ্য করিতেন না, যেন তেন প্রকারেণ দিন কাটিয়া গেলেই চলিত।

এক দিবস পাড়াতে এক আচার্য্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দৈবজ্ঞ বা গণৎকার আসিয়া যুটিল, পাড়ার মেয়েরা সকলেই গণক ঠাকুরের কাছে হাত দেখাইতে

লাগিল। ঐ সময়ে আমাদের ব্রাহ্মণীর খোকাটীও সেই স্থানে ছিল। গণক ঠাকুর ক্ষণিক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছেলেটী কার ?" মেয়েরা বলিল—"এ ছেলেটী চূড়ামণি মশায়ের।" গণক বলিল—"এ ছেলেটী ভবিষ্যতে বড়লোক হইবে।" মেয়েরা বলিল—"খোকা! ও খোকা!! যা যা যা তোর মাকে ডেকে আন্‌গে যা।" খোকা অমনি এক—দৌড়ে মাকে ডাকিয়া আনিল। ব্রাহ্মণী আসিয়া গণক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! কি বলিতেছিলেন ?" গণক কহিল—"মা! এই পুত্রটী তোমার বড়ই ভাগ্যবান পুরুষ হইবে, লক্ষপতি হইবে, রাজ সম্মান পাইবে, ইহার সুখের সীমা থাকিবে না, আপনি বড়লোকের মা হইয়া কালক্ষেপণ করিবেন। ব্রাহ্মণী বলিল—"বাবা কবে হবে।" "মা! এই ষোল সতের বৎসর হইলেই হবে।" ব্রাহ্মণী খুসি হইয়া গণককে কি দিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটী পুরাতন রেঁদো পড়া চুম্‌কি ঘটী আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন—"বাবা! আপনি এই ঘটিটী করিয়া জল খাইবেন।" গণক বলিল—"মা! আমি কিছুই লইব না, আমার লইবার সময় আসিলে সোণার ঘটী লইব, আপনি স্বীকার করুন যে, আপনার পুত্র সোণার ঘটী দিবার পাত্র হইলে আপনি সোণার ঘটী দিবেন ? ব্রাহ্মণী বলিলেন দিব। গণক জিজ্ঞাসা করিল পুত্রটীর নাম কি ? ব্রাহ্মণী বলিলেন চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। পিতার নাম কি ? প্রতিবাসীরা বলিল বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য উপাধি চূড়ামণি। গণক ঠাকুর সমস্ত লিখিত পঠিত করিয়া লইলেন। এবং বলিলেন—"মা আমি ১৫ পণের বৎসর বাদে আসিব।" এই বলিয়া গণক ঠাকুর বিদায় হইলেন।

চন্দ্রনাথের বয়স এক্ষণে পাঁচ বৎসর তাহা হইলে চন্দ্রনাথ যখন বিংশ বৎসরের হইবে তখন গণক ঠাকুর সোণার ঘটী লইতে আসিবেন। চন্দ্রের মা সমস্ত কথা চূড়ামণি মহাশয়কে বলিলেন, চূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত লোক ছিলেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, চন্দ্রনাথ লক্ষণযুক্ত পুত্র; তবে রাজা হবে কি উজীর হবে তা জানিতেন না। ব্রাহ্মণীর কথায় চূড়ামণি মহাশয়ের বিশ্বাস হইল। পুত্র এক্ষণে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে দেখিয়া চূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—ব্রাহ্মণী! তোমার চন্দ্রনাথের 'বিদ্যা' ভ্যাসের সময় হইয়াছে কারণ শাস্ত্রে বলে যে—

সম্প্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে অপ্রসুপ্তে জনার্দ্দনে।
ষষ্ঠীং প্রতি পদঞ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা তথাষ্টমীং ॥
রিক্তাং পঞ্চদশীঞ্চৈব সৌরি ভৌম দিনং তথা।
এবং সুনিশ্চিতে কালে বিদ্যারম্ভন্তু কারয়েৎ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

শিশু পঞ্চম বর্ষ প্রাপ্ত হইলে, যদি নারায়ণের শয়ান কাল না হয় তাহা হইলে ষষ্ঠী প্রতিপদ অষ্টমী রিক্তা পূর্ণিমা ত্রয়োদশী প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বিদ্যারম্ভ করিবে।

বিদ্যারম্ভে গুরুঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমৌ ভৃগুভাস্করৌ।
মরণং শনি ভৌমাভ্যামবিদ্যা বুধ সোমযোঃ ॥
মদন পারিজাতে।

বিদ্যারম্ভে বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ, শুক্র ও রবিবার মধ্যম, শনিবারে ও মঙ্গলবারে বিদ্যারম্ভ হইলে বালকের মৃত্যু হয়, বুধ ও সোমবারে হইলে বিদ্যা হয় না।

এই সকল কথা বলিয়া, বলিলেন যে, সময় ঠিক হইয়াছে আর বিলম্বে নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণী। তবে দিন দেখিয়া কার্য্য শেষ করা যাউক। এইরূপ চূড়ামণি মহাশয় দিন দেখিয়া শুভলগ্নে ও শুভক্ষণে চন্দ্রনাথের হাতে খড়ী দিলেন এবং নিজ পল্লিস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। চন্দ্রনাথ পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া নিজ দক্ষতানুসারে গুরুমহাশয়কে সন্তোষ করিতে লাগিলেন। বৎসর মধ্যে চন্দ্রনাথ বানান্ সকল শেষ করিয়া সমস্ত নাম ও শব্দ বিন্যাস করিতে শিখিলেন। এক বৎসরের মধ্যে অঙ্ক বিদ্যায় এরূপ পরিপক্ক হইলেন যে পাঠশালার অন্যান্য ছাত্রেরা আর কেহই তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না। গণিতাঙ্কের দ্বিতীয় বৎসরে গুরুমহাশয় চন্দ্রনাথকে কাঠাকালী, বিঘাকালী, পুষ্করিণীকালী, নৌকাকালী, সোণাকষা, মনকষা, ও ক্রমে ক্রমে আমীনদারী ও জরিপের কাজকর্ম্ম সকলই শিক্ষা দিলেন। তৃতীয় বৎসরে মহাজনী হিসাব পত্র ও জমীদারী বিষয়ক কাজকর্ম্ম ও দলীল দস্তবেজ প্রভৃতি লিখন প্রণালী শিক্ষা দিয়া গুরুমহাশয় চন্দ্রনাথকে দশবৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সর্দ্দপ্রধান ছাত্র করিয়া দিলেন। একাদশ

বর্ষ বয়ঃক্রমে চন্দ্রনাথের গ্রাম্য পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইল। তখন চূড়ামণি মহাশয় সন্তোষ হইয়া সংস্কৃত শিক্ষাদিবার জন্য চন্দ্রনাথকে দিগম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের টোলে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সাহিত্য এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাবাগীশ চন্দ্রনাথকে মেধাবী বালক দেখিয়া পাণিনী সূত্র কণ্ঠস্থ করিতে আদেশ দিলেন, চন্দ্রনাথ সেইমত দুই বৎসর কাল ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া সমস্ত সূত্র কণ্ঠস্থ করিলেন। তখন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত পস্পাসাহ্নিক ভাষ্য সহিত চন্দ্রনাথকে সূত্র ব্যাখ্যা শিখাইতে লাগিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তিন বৎসর কাল ব্যাখ্যা করিয়া চন্দ্রনাথকে একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈয়াকরণ করিয়া দিলেন। এক্ষণে চন্দ্রনাথ গুরুদেবের সহিত তদ্ধীত লইয়া ব্যাকরণের ফাঁকি করিতে লাগিলেন। বিদ্যাবাগীশ বালকের মেধা দেখিয়া বলিলেন—"চন্দ্র! তুমি এক্ষণে ভট্টিকাব্য পড়িতে আরম্ভ কর। চন্দ্রনাথ এই ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ভট্টি এবং পিতার কাছে বাটীতে রঘু, মাঘ ও ভারবী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রনাথ এপর্য্যন্ত কাব্যশাস্ত্র মোটেই পড়েন নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যাকরণ বোধ হওয়াতে অতি আনন্দের সহিত কাব্যশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এই সময় তাহার পিতা চন্দ্রনাথের জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া যাহাতে তাঁহার বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ হয় এরূপ গুটিকতক শ্লোক চন্দ্রনাথকে উপদেশের স্বরূপ বলিলেন। যথা—

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীত মেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥ উদ্ভট্॥

দুর্জ্জন ব্যক্তির লেখাপড়া শেখা কেবল পরের সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন্য তাহার ধন হওয়া কেবল গর্ব্ব করিবার জন্য এবং তাহার প্রভুত্ব হওয়া কেবল পরকে পীড়ন করিবার জন্য। কিন্তু সাধু ব্যক্তির পক্ষে তাহার বিপরীত ফল, যথা—তাঁহার বিদ্যালাভ জ্ঞানোদয়ের জন্য, তাঁহার ধন হওয়া দরিদ্রকে দান করিবার জন্য এবং তাঁহার ক্ষমতা হওয়া বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধারের জন্য।

বিদ্বান্ প্রশস্যতে লোকে বিদ্বান্ সর্ব্বত্র গৌরবম্।
বিদ্যয়ালভতে সর্ব্বং বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥ ২০ ॥

৮অঃ চা, নী, দর্পণ।

ইহলোকে বিদ্বানেরই প্রশংসা, কারণ, বিদ্বানই সর্ব্বত্রে গৌরবপ্রাপ্ত হয়। বিদ্যা হইতে সমস্তই লাভ হয়, এবং বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বস্থানে পূজা পাওয়া যায়।

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জন পরিশ্রমম্।
নহি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্ব্বীং প্রসব বেদনাম্ ॥ ১০ ॥

উদ্ভট্।

বিদ্বান ব্যক্তিই বিদ্যা উপার্জ্জনের পরিশ্রম জ্ঞাত আছেন, অন্যে জ্ঞাত নহে, যেমন বন্ধ্যা স্ত্রী ঘোর প্রসব যন্ত্রণা জ্ঞাত নহে, সেইরূপ।

রূপ যৌবন সম্পন্না বিশাল কুল সম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥

যে ব্যক্তি কুলীন এবং সুন্দর যুবা পুরুষ অথচ বিদ্যাহীন সে কেবল কিংশুক পুষ্পের ন্যায় নির্গন্ধ। অর্থাৎ বিদ্যাহীন লোকের শোভা নাই।

বিদ্যানাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্ন গুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃ শুভকরী বিদ্যাগুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং।
বিদ্যারাজসু পূজ্যতে নহিধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥ ১৫৭ ॥

কবিতারত্নাকর।

বিদ্যাই মনুষ্যের অধিক রূপ, বিদ্যাই মনুষ্যের গুপ্তধন স্বরূপ, বিদ্যাই ভোগদায়িনী, বিদ্যাই যশকরী এবং বিদ্যাই মনুষ্যের মঙ্গল কারিণী। বিদ্যা গুরুদেবেরও গুরু, বিদ্যা বিদেশে বন্ধু স্বরূপ, বিদ্যা পরমদৈবত, বিদ্যা রাজগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয়, কিন্তু যে ব্যক্তি মূর্খ সে পশুর সমান।

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥

চাণক্য।

বিদ্বান ও রাজা পরস্পর কখনই তুল্য নহে। কারণ রাজা আপনার রাজ্যেই পূজনীয় কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজনীয় হয়।

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাট পটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে ॥

দূর হইতে মূর্খকে দেখিতে ভাল কারণ, বেস পরিষ্কার ধোবদস্ত কাপড় পরা, ভাল জামা গায়ে, তাহার উপর শালের জোড়া, পায়ে ভাল জুতা পরা, সুতরাং দূর হইতে দেখিতে ভাল। কিন্তু সে শোভা কতক্ষণ? যতক্ষণ না কথা কয়। কথা কহিলেই ধরা পড়িয়া যায় তখন তাহাকে লোকে বলে এ লোকটা মূর্খ।

ন চ বিদ্যা সমো বন্ধুর্নচ ব্যাধি সমো রিপুঃ।
ন চাপত্য সমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎপরং বলং ॥
উদ্ভট্।

এই পৃথিবীতে বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, রোগের তুল্য শত্রু নাই, অপত্য স্নেহ তুল্য স্নেহ নাই এবং দৈবের তুল্য আর বল নাই।

অতএব চন্দ্রনাথ। ইহাই বুঝিয়া ইহ সংসারে যথাসাধ্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে আর অধিক কি বলিব তোমার এক্ষণে জ্ঞান হইয়াছে আপনি বুঝিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ কর, যাহাতে লোকে তোমাকে মূর্খ না বলে ইহাই করিবে।

চন্দ্রনাথ পিতৃ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লেখাপড়ায় গাঢ় মনোনিবেশ করিলেন এবং সপ্তদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শেষ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথের বিবাহ।

পাটকা বাড়ী নিবাসী ইন্দ্রনারায়ণ মিশ্র একজন ধনী, সম্ভ্রান্ত, ব্যবসায়ী এবং জমীদার লোক। তাঁহার তিনটী পুত্র এবং একটি কন্যা। কন্যাটির নাম প্রফুল্লময়ী। একদিন মিশ্র মহাশয় আহার করিতে বসিয়াছেন এমত সময়ে গৃহিণী আসিয়া কাছে বসিলেন এবং একথা ও কথা পাঁচ কথা কহিয়া বলিলেন—"মেয়েটী সাত পেরোবে এই সময় একটু চেষ্টা বেষ্টা করিলে হয় না? সেই ত বিবাহ দিতেই হবে তবে আর বৃথা কাল বিলম্বের দরকার কি? একটী বই মেয়ে নয়, গৌরী দানের ফলটা মিছামিছি যায় কেন?" মিশ্র মশায় বলিলেন—"প্রফুল্লর বয়েস কুয়ো সাত বছর, আমি মনে করেছিলুম আট গিয়ে নয়ে পড়বে" গৃহিণী বলিলেন—"না না বাড়ন্ত গড়ন সেই জন্য এরূপ দেখায়—তা এই বেলা চেষ্টা করা হোক।" মিশ্র মহাশয় বলিলেন—"আচ্ছা ঘটক ডাকাই তার পর যা হয় কচ্চি।" মিশ্র মহাশয়ের ভগ্নীর বাড়ী নসীপুর তিনি এই সব কথা বার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন—বৌ! তুমি কি এখনি প্রফুল্লর বে দেবে না কি? হাঁ ঠাকুরঝি! এই সময় হয়ে গেলেই ভাল হয় না? ছেলে মানুষ জামাই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবো না? সেই ত বে দিতেই হবে, তা এই বেলা হয়ে গেলেই ভাল। তবে এক কাজ কর না, দাদাকে বল যে নসীপুরে বিশ্বনাথ চূড়ামণি মহাশয়ের একটী ছেলে আছে, ছেলেটি হীরের টুক্‌রা ও ছেলে মানুষ আর বিদ্যার জাহাজ, আমি এখন তার মাকে বলে কয়ে রাজি কত্তে পারি, বৌ বলিলেন—তবে করে দেওনা ঠাকুরঝি। তবে তুমি দাদাকে বল, তাঁহার মত হয় ত আমি যাইয়া ঠিক করিব।

মিশ্র মহাশয় কাছারী বাড়ীতে আসিয়া একজন আমলাকে বলিলেন—"পঞ্চানন ভাটকে একবার আমার সহিত দেখা করিতে বলিয়া আইস।" আমলা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। মিশ্র মহাশয় সারাদিন কাজ কর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার সময়ে আহ্নিক করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যোপাসনা করিয়া যেমন বাহিরে আসিবেন সেই সময়ে গৃহিণী বলিলেন—"ঠাকুরঝিদের বাটীর কাছে একটী খুব ভাল ছেলে আছে তা আপনি একবার কথা কহিবেন

কি ?” মিশ্র মহাশয় বলিলেন “ক্ষতি কি ? আনন্দময়ীকে ডাক-দিগি, কি বলে শুনি”। আনন্দময়ী আসিলেন, বলিলেন—“দাদা আমাদের বাটীর কাছে খুব একটী ভাল ছেলে আছে—আপনি দিগম্বর ভট্টাচার্য্যীর নাম শুনেছেন তাঁর মুখে আমি শুনেছি যে, বিশ্বনাথ চূড়ামণি মহাশয়ের ছেলেটি নাকি খুব বিদ্বান হয়েছে আর ছেলেমানুষ সবে এই ১৬৷১৭ বছরেরটী হয়েছে তা প্রফুল্লর সঙ্গে বেশ সাজ্‌বে, আর ছেলেটী ভাল, (নিকোষ কুলীন)। মিশ্র মহাশয় বলিলেন ওঁরা কি ? উঃ—ওঁরা বাঁড়ুজ্যে ঘর। আচ্ছা আমি ঘটক পাঠাচ্চি।

মিশ্র মহাশয় বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলে পর খানিক পরে পঞ্চানন আসিয়া উপস্থিত হইল। মিশ্র মহাশয় ভগ্নীর মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন তৎ সমুদায় পঞ্চানন ঠাকুরের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলেন, পঞ্চানন ঠাকুর সমস্ত ব্যাওরা লিখিয়া লইলেন এবং নসীপুর যাইবার জন্য পাথেয় খরচা স্বরূপ কিছু লইলেন, এমত সময়ে মিশ্র মহাশয়ের পুরোহিত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইলেন। মিশ্র মহাশয় বলিলেন—“ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, প্রফুল্লময়ীর উদ্বাহের কথা এই পঞ্চানন ঠাকুর মহাশয়কে বলিতেছি ও নসীপুরে একটী ছেলের সন্ধান পাইয়াছি এজন্য ইহাকে সেই স্থানে পাঠাইতেছি।” ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “বেশ বেশ ভালই হয়েছে মেয়েছেলে চিরকাল কি আর পিতৃ অধীনে থাকে ? বিবাহ দিতে হবে বৈকি। শাস্ত্রে বলে—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে কালে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা॥

বাল্যকালে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীনে স্ত্রীলোকদিগকে থাকিতে হয়, এজন্য স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কোন কালেই নাই।”

প্রফুল্ল কত বড়টী হল ? উঃ—এই অষ্টমে পা দিবে। বেশ ! বেশ ! এই সময়েই বিবাহ দেওয়া উচিত কারণ, তাহা হইলেই গৌরীদানের ফল হইবে। যথা—

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ স্মৃতিঃ।

কন্যা অষ্টম বর্ষের হইলে তাহাকে গৌরী বলে, নবম বর্ষের হইলে রোহিণী, দশম বর্ষের হইলেই কাল্যাকাল হইল, তদপেক্ষা বেশী হইলেই রজস্বলা বলা যায়।

এজন্য কন্যা কাল প্রাপ্ত হইবার মধ্যেই কন্যা দান করিতে হয়। আর কন্যাদানের তুল্য দান নাই যথা—

"কন্যাদানন্তু সর্ব্বেষাং দানানামুত্তমং স্মৃতং"।

অর্থাৎ অন্যান্য সকল প্রকার দানাপেক্ষা কন্যাদানই উত্তম। আর আট নয় দশ এই তিন রকম বয়সের মধ্যেই কন্যাদান করিতে হয়। তাহা না হইলে—

প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥ ২২॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ২৩॥

যম সংহিতা।

যাহা হউক প্রফুল্ল এখন সাত বৎসরের ত হয়েছে তা হলে গর্ভে অষ্টম করিয়া বিবাহ দিলেই গৌরী দানের ফল হইবে। দেখুন একটী সৎপাত্র পেলেই ভাল হয়। মিশ্র মহাশয় বলিলেন "এই সেদিন পিতৃ শ্রাদ্ধে এত টাকা ব্যয় হইয়া গেল আবার এই এক দায় উপস্থিত হচ্চে, সংসারে আর নিস্তার নাই"। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"সংসারোঽয়মতীববিচিত্র" অর্থাৎ এই সংসারের ব্যাপার অতি বিচিত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর অন্যান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় হইলেন।

পর দিবসে পঞ্চানন ভাট ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে চূড়ামণি মহাশয় এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দিবেন না, তিনি বলিলেন "এখন ছেলে মানুষ ছেলে, বিদ্যাভ্যাসের সময়, এখন বিবাহ দিলে লেখাপড়া কিছুই হবে না।" মিশ্র মহাশয় তাঁহার ভগী আনন্দময়ীকে ঐ সমস্ত কথা বলিলেন। আনন্দময়ী কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন আচ্ছা আমি আগে যাই তার পরে সব কথা হবে।

আনন্দময়ী স্বামী গৃহে আসিয়া চূড়ামণি মহাশয়ের বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন এবং পরে স্বয়ং যাইয়া ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

আনন্দময়ী বলিলেন—"আমার দাদা বড়লোক জমীদার এমন ঘরের মেয়ে কোথায় পাবে? তোমাদের একেবারে নেহাল করে দেবে, দেখবে কুটুম্ব লইয়া কত সুখ। কিছু কমযম করেও যদি দেয় ত পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে। আমার দাদার ক্রোরটাকার বিষয় আর ঐ মেয়ের মধ্যে একটী খুব খরচ করবে তুমি বলে কয়ে চূড়ামণি মশাইকে রাজী কর, বড়মানুষ হয়ে যাবে।" ব্রাহ্মণী ভাবিলেন যদি সত্য হয়, ত সেই গণকঠাকুরের কথাই বা ফল্‌বে। আনন্দময়ী ব্রাহ্মণীকে বিস্তর প্রলোভন দেখাইয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণী চূড়ামণি মহাশয়কে ছেলের বিয়ে দেও বিয়ে দেও করিয়া ব্যাঘ্রের পিছে যেমন ফেউ লাগে তেমনি লাগিলেন। চূড়ামণি মহাশয় জ্বালাতন হইয়া বলিলেন যা হয় করগে, আমি যোদ্ধা কিছুতেই নেই, দেখ্‌চ আমার কুঁড়ে ঘর, কোথায় রাখি, কোথায় বসাই কোথায় কি করি বল। তারা হল বড়লোক ঘরকন্না দেখিয়া হতশ্রদ্ধা করিবে সে কি ভাল? অত বড়ঘরের মেয়ে এনে কি হাস্যাস্পদ হব নাকি তুমি স্ত্রীলোক! তোমার বুদ্ধি শুনিলেই আমার দফা রফা। শাস্ত্রে বলে—"স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"।* তখন গৃহিণী রাগিয়া মাগিয়া বলিলেন—ঠাকুর তুমি নাকি পণ্ডিত! তুমিই না বলেছিলে—

গুরোশ্চ পুত্রে বরমাল্যদানে দিষ্ট্যা প্রদত্তং খলু কার্ত্তিকায়।
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥ উদ্ভট্।

গুরুপুত্রের গলে বরমাল্য অর্পণ করিতে গিয়া ভাগ্য নিবন্ধন সে মাল্য কার্ত্তিকের গলায় পড়িল। এতদ্দ্বারা এই জ্ঞাত হওয়া যায় যে পুরুষের অদৃষ্ট ও স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারাও বুঝিতে পারেন না তা মনুষ্যে কি বুঝিবে?

এখন চাঁদের বরাতে যদি হয়, কেউ কি তা বল্‌তে পারে? তুমি কিছু কর না কর একবার দাঁড়াতেও কি পারবে না? আমি সব করবোখন,

---

*আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী॥ ৯২॥
১১ অঃ বৃ নার পুঃ।

আপনার বুদ্ধি শুভদায়িকা, বিশেষতঃ গুরুবুদ্ধিও শুভ। পরবুদ্ধি কেবল বিনাশের কারণ হয়, অধিকন্তু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রলয়কারী হয়।

তুমি খালি একবার দাঁড়িয়ে বাপ পিতামহের নাম গুলো বলে দিও আর কিছু করতে হবে না।

ব্রাহ্মণ কি করেন ব্রাহ্মণীর মহাজেদ্ সুতরাং জেদ্ বজায় রাখিতেই হইল ব্রাহ্মণ অগত্যা রাজী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, তৎক্ষণাৎ আনন্দময়ীর বাটীতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, "তাহা-দের আগে পাত্র দেখিতে বল"। আনন্দময়ীর আনন্দ হইল, তিনি পাট্কা বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ সংবাদ পাইয়া পাড়ার দুই চার জন ভদ্রলোক, একটী চাকর ও পুরোহিত লইয়া যাত্রা করিলেন। তারপর চূড়ামনি মশায়ের বাড়ীতে আসিয়া সকলে উপস্থিত। চূড়ামণি মশায় দেখিয়া অবাক্ "ব্রাহ্মণী কয়ে কি ?" তৎপরে চূড়ামণি মশাই সসম্ভ্রমে উঠিয়া "আসুন ! আসুন ! আস্তে আজ্ঞা হোক ! আস্তে আজ্ঞা হোক ! বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের সেই চতুষ্পাঠীতে একখানি পাটী পাড়িয়া দিলেন সকলেই উপবেশন করিল। তাহার পর চন্দ্রনাথকে দেখান হইল ইন্দ্রনারায়ণ সেই রাজপুত্রের মত চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। পঞ্চানন পুরোহিত মহাশয় ছেলের বিদ্যা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন ইহাপেক্ষা সুপাত্র আর হইতে পারে না, চূড়ামণি মশায় আপনি আজ্ঞা করুন আমরা ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করি। তখন চূড়ামণি মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন আমার ইচ্ছা ছিল আর দিনকতক লেখাপড়া করিয়া লইলেই ভাল হইত। ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"লেখাপড়া ঘোড়ার ডিম কপাল মাত্র গোড়া।
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া॥"

তা ও সব কথা ছেড়ে দিন বিবাহ হইলে কি আর লেখা পড়া শিখিতে নাই ? ইচ্ছা থাকিলে চিরকালই লেখা পড়া করা যায়। তবে সংসারে আর একটা গলগ্রহ হবে তা কি করবেন ছেলের বে ত দিতেই হবে। আজ না হয় কাল দিতে হবে। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন বিবাহ না দিলে কি চলে।

চূড়ামণি মহাশয় ! আপনি সম্মত হউন। যদিও বিবাহ কার্য্য প্রজা-পতির নির্ব্বন্ধ বটে তথাপি পিতামাতা আত্মীয় স্বজন ইহারা নিমিত্ত কারণ হন্। জীবের জন্ম মৃত্যু বিবাহ যেখানে হইবার সেই খানেই হয় এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহা স্থিরীকৃত থাকে। সকলে বলে যে—"

"বিবাহ জন্ম মরণ যদা যত্র চ যেন চ।
তদা তত্র চ তেনৈব ভবিষ্যতি সুনিশ্চিতং॥"

বিবাহ জন্ম ও মরণ যে সময়ে, যে স্থানে ও যেরূপে হইবার ভবিতব্য থাকে; ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে এবং সেইরূপে নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। এজন্য মানুষে বলে যে "যার মরণ যেখানে, না ভাড়া করে যায় সেখানে ও "যার মাটি কেনা যেখানে সে মরে গিয়ে সেখানে" ইত্যাদি প্রচলিত কথা সকল লোকে বলিয়া থাকে। সুতরাং চূড়ামণি মহাশয় যা হবার তা তো হবেই তবুও লোক সমাজে পিতা মাতার একটা মতামত লইয়া থাকে, এজন্য বলিতেছি আপনি বাক্য দান করুন সুভালয় ভালয় কর্ম্মটি সম্পন্ন হইয়া যাগ্। বিবাহ সেই দিতেই হবে কারণ, শাস্ত্রে বলে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রে পিণ্ড প্রয়োজনং" পিতৃলোক এক গণ্ডুষ জল পাইবার জন্য পুত্রের কামনা করিয়া থাকে। আরও দেখুন পুত্রোৎপন্ন না করিলে পিতৃ ঋণ পরিশোধ হয় না। সুতরাং বিবাহের নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কারণ,—

আর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥

ভার্য্যাই পুরুষের অর্দ্ধ অঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল এবং ভার্য্যাই সংসার সাগর পার হইবার উপায়।

তখন চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—

কার্য্যেঽপি মন্ত্রী পত্নী স্যাৎ সখী স্যাৎ করণেষু চ।
স্নেহেষু ভার্য্যা মাতা স্যাদ্ বেশ্যা চ শয়নে শুভা॥ ৭॥

৬৪ অ, গ, পুঃ।

যে সৎপত্নী সে ভর্ত্তার বিষয় কার্য্যে মন্ত্রী স্বরূপ, প্রিয় সম্ভাষণে সখী স্বরূপা, মাতার ন্যায় স্নেহকারিণী এবং শয়নকালে বেশ্যাবৎ আচরণ করিয়া থাকে।

তবে চূড়ামণি মশায় আপনার বেলায় বুঝি পাঁচ কড়ায় গণ্ডা? আপনি বিবাহ করেছেন ছেলের বিবাহ দিবেন না। সকলের হো হো করিয়া হাস্য, চন্দ্রনাথের মাথা হেট্। তখন চূড়ামণি মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঘরে শঙ্খধ্বনি হইল ইন্দ্রনারায়ণ ধান দূর্ব্বার সহিত স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক

পাঁচথান আকবরি মোহর দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। চূড়ামণি মশায় বলিলেন মেয়েটী একবার দেখা হল না? ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন দেখবেন বই কি যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন মেয়ে ভাল না হয় আপনি বর ফিরিয়ে আনিবেন আমরা কি আর আপনার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌চি। তথন চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন বিবাহে মিথ্যা বলিলেও দোষ হয় না কারণ, শাস্ত্রে বলে—জজাতি রাজা যথন গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন তথন শর্ম্মিষ্ঠা বলিয়াছিলেন—

"ননর্ম্ম যুক্তং বচনং হিনস্তি।
ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে॥
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে।
পঞ্চানৃতা হ্যাহুরপাতকানি॥"

পরিহাস স্থলে, রতি সময়ে, বিবাহকালে, প্রাণ বিনাশ ভয়ে এবং সর্ব্বস্ব অপহরণ সময়ে মিথ্যা কথা বলিলে পাপ হয় না।

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "তবে আমি নিশ্চিন্ত"? পুরোহিত মশায় বলিলেন "তার আর কথা কি উনি স্বয়ং পণ্ডিত, পণ্ডিত লোকের কথা যদি টলে তা হলে আর পৃথিবী থাকে না। শাস্ত্রে বলে—

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে।
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি।
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥ উদ্ভট্।

যদি সূর্য্যদেব পশ্চিম দিকে উদয় হন, যদি পর্ব্বত শিখরে পদ্মফুল ফুটে, যদি পর্ব্বত সকল চলিয়া বেড়ায় আর অগ্নি যদি শীতলতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই সকল অসম্ভব যদি সম্ভব হয় তথাপি ইহ সংসারে সজ্জন লোকের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না।

চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—

দন্তিদন্ত সমানং হি মহতাং নিঃসরেৎ বচঃ।
কূর্ম্ম তুণ্ডেব নীচানাং নিঃসরেৎ প্রবিশেৎ পুনঃ॥ উদ্ভট্।

মহৎ লোকের বাক্য হস্তিদন্ত সদৃশ কারণ, উহা একবার বাহির হইলে আর ভিতরে যায় না, আর নীচ লোকের বাক্য কূর্ম্ম মুণ্ড তুল্য কারণ, উহা একবার বাহির হয় এবং পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করে।

কথা শুনিয়া সকলেই আপ্যায়িত হইলেন এবং "শুভস্য শীঘ্রং" এই রাবণ বাক্য অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ বিবাহের দিন দেখিতে বলিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের আর না বলিবার যো নাই সুতরাং দিন দেখা হইল। ১৫ই ফাল্গুন গাত্রে হরিদ্রা ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধায় এবং ১৮ই ফাল্গুন সোমবার তৃতীয়া রাত্রি ১১ দণ্ডের পর কৃত্তিকা নক্ষত্রে শুভ ধনু লগ্নে সুতহিবুক যোগে বিবাহ। বিবাহের দিন স্থির হইল, ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন তবে ১৫ই ফাল্গুন প্রাতে আপনি হরিদ্রা পাঠাইয়া দিবেন এবং ১৮ই ফাল্গুন পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং বরকে লইতে আসিবেন। আর দেনা পাওনার বিষয় এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তিন পুরুষ বসে খেতে পারে এরূপ যৌতুক দিব ইহা আমি আপনার কাছে স্বীকৃত হইলাম।

চূড়ামণি মহাশয়ের ব্রাহ্মণীর কি না চন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণীর আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। ব্রাহ্মণী বলিলেন—"কেমন ঘর যুটাইয়েছি? এমন ঘরও পরিত্যাগ করে, আমি উঠে পড়ে না লাগিলে কি হত? যা হোক এখন দুই হাত এক হয়ে গেলেই বাঁচি।"

এদিকে ইন্দ্রনারায়ণ বাটী পৌঁছিয়া গৃহিণীকে বলিলেন—হাঁ৷ ছেলে বটে বুকে রাখ্‌লে বুক জুড়িয়ে যায়, হিয়ের টুক্‌রা যে বলেছিল তা ঠিক। নাও এখন আয়োজন কর। পাট্‌কা বাড়ীর বাটীতে বিবাহের আয়োজনের ধুম পড়িয়া গেল। গৃহিণী বলিলেন "মা মঙ্গল চণ্ডী মঙ্গল করুন ভাল করে মায়ের পূজা দিব।" ইন্দ্রনারায়ণ গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আয়োজন কি রকম হবে?" গৃহিণী বলিলেন "আয়োজন আর বাড়াবাড়ী কি হবে যা কল্লে লোকে নিন্দা না করে তাই হউক। নিজ গ্রামে এক এক থাল সন্দেশ, এক একখানা দই, একটা করে মাছ একখানা করে লাল পেড়ে সাড়ী"। ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "না দই মাচ দেওয়া হবে না তা হলে অনেক মাচ মাবতে হয় তায় কায নাই, কেবল থাল সন্দেশ আর কাপড়ই ভাল"। গ্রামের বাসিন্দে প্রায় পনর শত ঘর, তাহা ছাড়া আত্মীয় কুটুম্ব ও অনাহূত, তাহার পর গরীব কাঙ্গাল আছে কাঙ্গালী প্রায় তিন হাজার যুটবে। সর্ব্ব শুদ্ধ পাঁচ হাজার লোকের আয়োজন কত্তে হবে। সদর বাটীর উঠানে দুই হাজার আন্দাজ লোক

ধরিতে পারে কারণ, সাত কুঠুরে দালান তদনুযায়ী উঠান। বাটীর সম্মুখে একটী মাঠ পড়ে আছে প্রায় বিশ বিঘে, সেইটে ঘেরাও কল্লে তবে হবে, তা না হলে এত লোক বস্‌বে কোথায় ? গৃহিণী বলিলেন তাই যা হয় করুন।

ইন্দ্রনারায়ণ সদর বাটীতে আসিয়া পঞ্চানন পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইলেন এবং রামহরি মণ্ডলকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। রামহরি দেশের মধ্যে একজন পাকা ঘরামী। সময়ক্রমে পুরোহিত মহাশয় ও রামহরি মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দ্রনারায়ণের আরও দুই চারজন প্রতিবাসী আসিয়া যুটিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ করিলে ভাল হয় তাহারই মন্ত্রণা হইতে লাগিল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, বাটীর সম্মুখস্থ জমী সমস্ত হোগ্‌লা দিয়া ঘেরা হবে, বাটীর সদর দ্বার হইতে সোজা জমীর সীমানার উপর একটী প্রকাণ্ড বাঁশের গেট হবে, গেটের একদিকে নহবৎখানা আর একদিকে রুসন-চৌকী। এই যে বিশ বিঘা জমী হোগ্‌লা দিয়ে ঘেরা হবে, তাহার কিনা বাটীর দক্ষিণদিকের দশ বিঘা জমীর উপর ভাণ্ডারঘর রন্ধনশালা ভিয়ানঘর ও জলের জালা রাখিবার চালাঘর হবে, সমস্ত ঘরই দরমা ও হোগ্‌লা-নির্ম্মিত হইবে। আর বাটীর বামদিকে যে দশ বিঘা জমি, তাহার উপর আটচালা বাঁধা হবে ঐ আটচালার মধ্যে কাঙ্গালী-ভোজন হইবে। আর সদর বাটীর উঠানে বর, বরযাত্রীয় ও কন্যাযাত্রীয়-দিগের বসিবার স্থান আর দালান দরদালান ও বৈটকখানা ঘর আহারের স্থান হইবে। এইত হইল আয়োজনের মূল ব্যাপার। তাহার পর বাঁশ কাটা সুরু হইল, হোগ্‌লা দিয়া ঘেরা হইল, গেট হইল, ভাণ্ডার-ঘর হইল, চালা হইল, আটচালা হইল। ভাণ্ডারঘরটী একটী বাটী বলিলেই হয়, কারণ একটী ভাণ্ডার ঘরের ভিতর প্রায় দুই বিঘা জমী ঘেরা, তাহার পর সারবন্দী কুটরী দ্বারা চৌবন্দী করা চক, প্রত্যেক কুটরী এক এক প্রকার দ্রব্য রাখিবার স্থান। ভাণ্ডারবাটীর বামদিকে কাঁচা দ্রব্য (ঘি, ময়দা, চিনি, সুজি, গুড়, দোলো, চাল, ডাল, তেল, নুন, মালমশলা, ফলমূল, তরীতরকারী ইত্যাদি রাখিবার জন্য এক একটী দ্রব্যের এক একটী কামরা) রাখিবার স্থান এবং দক্ষিণ দিকে পাকা দ্রব্য (লুচী, পুরী, রাঁধা—তরকারী, কচুরী, পাঁপর, নিম্‌কি, সিঙ্গাড়া, বেগুনী, ফুলরী, চিঁড়ে, মুড়কী, মুড়ী, হড়্‌মভাজা, খৈচ, খাজা, গজা, পানতুয়া, মোহনভোগ, ক্ষীরমোহন, মালপোয়া, গোলাবজাম, জিলিপী, অমৃতী, নিখুঁতি, মতিচুর, মনোহরা, গোলাবীপ্যাড়া,

লাড্ডু, বরফী, ছানার মুড়কী, ছানাবড়া, রসগোল্লা, সরভাজা, মুগের লাড়ু, খেজুরা, ঘিওর, বুঁদিয়া, গুঁজিয়া, দধি, ক্ষীর ও সন্দেশ ইত্যাদি) রাখিবার স্থান। এক এক দিকে অর্থাৎ কাঁচা দ্রব্যের দিকে চার জন প্রহরী ও চারি জন সর্দ্দার ও এক জন কবিয়া সরকার এবং পাকা দ্রব্যের দিকেও ঐরূপ ব্যবস্থা। প্রহরীর কার্য্য চৌকী দেওয়া মাল না চুরী যায়, সর্দ্দারের কার্য্য দ্রব্যাদি কত আছে না আছে তাহা সরকারকে জানান্‌ দেওয়া এবং সরকারের কার্য্য মাল আমদানী করা। ভেয়ানকার ও পাচক শতাধিক নিযুক্ত হইল। বিবাহের দিন পাকা মাল এবং বিবাহের পরদিন অন্নক্ষেত্র হইবে এই ব্যবস্থা হইল। বিশ ত্রিশ মন মৎস্যের বায়না দেওয়া হইল। ডাল, স্বক্ত, মোচার ও শাকের ঘণ্ট, মাচের ঝোল, অম্ল, পায়েস রাখিবার জন্য বড় বড় গামলা স্থাপিত হইল, জলের জালায় জল ধরা হইল, বস্তা বস্তা কলাপাতা, ডাব নারিকেল ইত্যাদি সকল রাখা হইল। থরে থরে চিড়া মুড়কী ও বাতাসার মাল্‌সা সাজান হইল। বিয়ে বাড়ী ক্রমে ক্রমে জমজমা হইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্ব, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ শূদ্র ও ইতর জাতী সবই নিমন্ত্রিত হইল। গাত্র-হরিদ্রার আগের দিন হইতে বিদেশস্থ আত্মীয়-কুটুম্ব সব আসিয়া যুটীতে লাগিল, লোকজনে বাটী পুরিয়া গেল, চারিদিকে হাঁক ডাক পড়িয়া গেল, ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ী হইতে আরম্ভ হইল, হুড়ামুড়ী হুড়াহুড়ীর সাপটে পৃথিবী যেন রসাতলে যাইতে লাগিল।

ইন্দ্রনারায়ণ বুদ্ধিমান, চতুর, কারবারী এবং গ্রামের জমিদারলোক তিনি চিন্তিত হইলেন, গৃহিনীকে বলিলেন আমি ত এক রকম যাহোক কল্লাম, কিন্তু ও ব্রাহ্মণের ত কিছুই নাই যে গায়ে হলুদের তত্ব পাঠাইবে, লোকে বলিবে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিলে, ঠুক্‌করে একটী হলুদের বাটী আনিবে সেটা ত ভাল দেখায় না কি করা যায়? গৃহিণী বলিলেন—"আপনি কি করিতে চান"? ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "গায়ে হলুদের তত্বর মত কিছু জিনিস পত্র কিনিয়া আজ পাঠাইয়া দিই কাল প্রাতে সেই সকল লোকই সেই সমস্ত জিনিস আনিয়া সকলের সমক্ষে আনিয়া নামাইয়া দিবে, তাহা হইলে দেখিতে ভাল দেখাবে"। গৃহিনী বলিলেন "তাহাই করুন"। ইন্দ্র-নারায়ণ সমস্ত আয়োজন ও লোক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। রাত্রি ৬ দণ্ড থাকিতে চুপি চুপি প্রায় ২৫।৩০ জন লোক দিয়া জিনিস পত্র চন্দ্রনাথের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন, এবং এক হাজার টাকার তোড়ার সঙ্গে পাইক,

বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল সব সঙ্গে করিয়া ঘেরোয়া করিয়া লইয়া গেল। প্রভাত হইলে পর দ্রব্যাদি লইয়া সকলে চন্দ্রনাথের বাটীতে পঁহুছিল। পুরোহিত পঞ্চানন ঠাকুর সঙ্গে গিয়াছিলেন তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে সমস্ত ব্যাওরা বুঝাইয়া দিয়া সেই হাজার টাকার তোড়াটী চুপি চুপি দিয়া বলিয়া গেলেন যে আপনি খরচ পত্র করুন আমি বিবাহের দিন আসিয়া বরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

পূর্ব্ব রাত্রিতে ব্রাহ্মণী চূড়ামণি মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন রাত্রি প্রভাত হইলেই চাঁদের আমার গায়ে হলুদ, তা ঘরে হলুদের হ নাই বিকাল বেলা বোসেদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে ৪ চারখানা হলুদ চেয়ে এনেছি তাই এখন যেন বেটে দেব এখন, তেলের কি করব? চূড়ামণি মহাশয় নিরুত্তর। খানিক বাদে বিড় বিড় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" বলি তোমাকে এ জঞ্জাল ঘটাতে কে বল্লে? যার পরামর্শে নেচেছ তার ঠেঙ্গে তেলের দাম চাওগে, আমার কাছে কি আছে না আছে তুমি কি তা জান না, ক্রমাগত "দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ" আমি যত ঝঞ্ঝট ভাল বাসী না তুমি ততই ঘোট পাকাও, কি বিধাতার কার্য্য কিছুই বুঝিতে পারি না, তারা যে রকম কথা বার্ত্তা বলে গেল তাতে বোধ হল যে তারাই সব করে কর্ম্মে নেবে, আমাকে যে তেল এনে দিতে হবে তা জানি না। এই নাও তিনটা পয়সা পুঁজী আছে সংসার চালাও আর তোমার তেল আনাও, ঐ মাকালেকে বল এনে দিক। ব্রাহ্মণী ভয়ে জড়সড় তবুও বলিলেন কদিন ধরে আনচো তাকি কিছুই যোগাড় কত্তে নেই সত্যি সত্যি কি তিন পয়সার তেল মানুষের বাড়ী মানুষ পাঠায়? আর তোমার ছেলের বে দিয়ে কাজ নাই তুমি টোলে চুপ করে গিয়ে বসে থাক। ছেলের বরাতে বিয়ে থাকে ত আপনি হবে, না হয় যাগ্‌গে। ব্রাহ্মণী ভোর বেলা বোসেদের বৌয়ের কাছে একটী টাকা ধার করিতে গেলেন, বোসেদের বৌ বলিল দিদি এত সকালে কেমন করে দিই, টাকা ত বাইরে নাই একটু বেলা হলে দোবখন। ব্রাহ্মণী আশ্বাসিত হইয়া বাটী ফিরিতেছেন, দেখিলেন একদল লোক তাঁহাদের বাটীর দিকে আসিতেছে, ব্যাপারটা কি? জানিবার জন্য বাড়ী ঢুকিয়াই চূড়ামণি মশায়কে বলিলেন কর্ত্তা! দেখুন দেখি আমাদের বাড়ীর দিকে অনেক লোক আসিতেছে কি কাণ্ডটী দেখুন দেখি। কর্ত্তা বাড়ীর আগড় খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই একদল লোক জিনিস

পত্র লইয়া কর্ত্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, অগ্রেই পঞ্চানন পুরোহিত, পঞ্চাননকে দেখিয়া চূড়ামণি মশায় চিনিতে পারিলেন এবং সমাদরপূর্ব্বক সকলকে বাড়ীর ভিতর আসিতে বলিলেন, কিন্তু বাড়ীর ভিতর এত স্থান ছিল না যে ২৫।৩০ জন লোক ধরে সুতরাং কতক অন্দরে কতক সদোরে কতক রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল। পাড়ার লোক সব চারিদিক দিয়া আসিতে আরম্ভ করিল, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "তোমরা কোথা হইতে কাহার বাটী আসিয়াছ" দাস দাসীরা বলিল আমরা এখান হইতে যাইতেছি পাটকা-বাড়ীর জমীদার বাবু ইন্দ্রনারায়ণ মিশ্র মশায়ের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে চূড়ামণি মশায়ের বাড়ী থেকে গায়ে হলুদের তত্ব লইয়া যাইতেছি" সকলে অবাক ব্রাহ্মণের কি এমন সমাবেশ আছে যে এরূপ জাঁক জমকের তত্ব করিতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিল "তোমরা সত্য বল ব্যাপার কি? তা না হলে সব জিনিস পত্র আমরা কাড়িয়া লইব। তখন একজন পাইক বলিল যাও যাও এখানে গোলমাল কর না, একজন বলিয়া উঠিল তুই বেটা কে? পাইক বলিল আমি তোর বাবা, তখন সকলে খেপিয়া উঠিল, এই দেখিয়া পাইক লেঠিয়াল বরগন্দাজ সকলে কাতার দিয়া দাঁড়াইল, একজন পাইক রেরে রেরে করিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল "কোন ব্যাটার মাথা আছে আয়" তখন সকলে বলিল না বাপু তুমি অমন করিতেছ কেন? আমরা তোমাদের সঙ্গে দাঙ্গা করিতে আসি নাই। এইরূপ কোলাহল হইতেছে এমন সময় চূড়ামণি মহাশয় বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে বিষম বিপদ, তখন সকলকে অনুনয় বিনয় করিয়া এক রকম ঠাণ্ডা করিলেন। অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ফিরিবার কালীন বলিতে বলিতে যাইতেছে যে, বামুন কি চাপালোক? বামুনের টাকা আছে, পাছে লোকে জান্তে পারে এজন্য ইহ জন্মে একটা কাজ কর্ম্ম করে দশজন লোককে প্রসাদ দিলে না, আর এত বড় কাণ্ড কায তা আমরা গ্রামের লোক কিছুই জান্তে পাল্লেম্ না। লোক সকলে সমান নহে কেউ সুবিদে কেউ কুবিদে, যাহারা বদ্‌মায়েস তাহারা বলিল ব্যাটা বামুনকে একবার দেখে নেবো। এই বলিয়া কতক মতক লোক চলিয়া গেল এবং কতক লোক সেই খানেই থাকিল।

চূড়ামণি মশায় পঞ্চানন পুরোহিতের কথানুযায়ী সর্ব্ব প্রথমেই বলিলেন ব্রাহ্মণী! আর তোমায় ভাবিতে হইবে না, ব্যস্ত হইতে হইবে না, এই নাও হাজার টাকার তোড়া, তোমার বেই তোমাকে পাঠাইয়ে দিয়েছে। ব্রাহ্মণী

বলিলেন।বল কি' হাজার টা আ কা আ ওগো একেই বলে অদৃষ্টে থাকিলে কাগে এনে দেয় এর এক দণ্ড আগে একটী টাকার জন্যে মাথা খুঁড়ে এলুম তা একটা পয়সা পেলুম না আর একেবারে হাজার টাকা আ, বাবে কপাল, এই জন্য লোকে বলে ভাবলে কি হবে অদৃষ্টে যে দিনকার যা সে দিনকার তা হবেই হবে তা নৈলে দেখ দেখি কি কাণ্ড। তার এখন কি কত্তে হবে? চূড়ামণি মশায় বলিলেন এখন চন্দ্রনাথের কপালে শীঘ্র একটু হরিদ্রা ঠেকাইয়া পাঠাইয়া দেও আর, না আর কিছুই তোমাকে করিতে হবে না, তোমার যা করবার তা এর পরে কোরো। ব্রাহ্মণী সেই চেয়ে আনা হলুদ চারিখানি তাড়াতাড়ী বাটীতে বসিলেন এবং বলিয়া দিলেন—তবে পাড়ার পাঁচজন এয়োকে ডেকে দাও তারা হলুদ ছোঁয়াইয়া দিয়া যাক্। পাটকাবাড়ীর দাস দাসী যারা আসিয়াছিল তারা বরের ঘরের হাল দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, হাঁগা মিশ্র মশাই কি দেখিয়া মেয়ের বিয়ে দিচ্চেন্ তাঁর আর কি আর পাত্র জুটলো না? দূর তুই জানিস না কুল শীল দেখে দিচ্চে আর একজন বলচে না না বরের চেহারা দেখে দিচ্চে, অপর জন বলিতেছে না না ছেলেটী খুব বিদ্বান জাতি কুল ভাল, দেখতে সুশ্রী তবে গরীব তা না হলে এমন বর কি মেলে? মিশ্র মশাই কি এতই আহাম্মুক যে আমরা যা বুঝি তিনি কি তা বুঝেন না। অপর জন বলিতেছে থাক্ থাক্ আমাদের কথায় কায কি? যে যা বোঝে সে তা করে আমরা মজুরদার মানুষ মজুরী পেলেই হল। তখন বাটীর দাসী গৃহিণীকে বলিল মা! একটু শীগ্‌গির করে নিন্ বেলা হয়ে পল্ল একটু হলুদ ছুঁইয়ে দিলেই আমরা চলে যাই। গৃহিণী বলিলেন এই যে মা! এই যে মা হল বলে, কর্ত্তা এলেই এখনি হয়ে যাবে। এমন সময়ে কর্ত্তা পাড়ার পাঁচটী এয়ো ডাকিয়া আনিলেন, তাহারা আসিয়াই চন্দ্রনাথকে একখানি পিঁড়ের উপরে বসাইয়া মঙ্গলধ্বনি (হলুধ্বনি) ও শঙ্খবাদন পূর্ব্বক মা মঙ্গল চণ্ডীকে স্মরণ পূর্ব্বক চন্দ্রনাথের কপালে তিনবার হলুদ ছোঁয়াইয়া সে হলুদ কনের বাড়ীর হলুদের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। তখন দাস দাসীরা মা আমরা তবে বিদায় হই বলিয়া বলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণী দশ টাকা কখনও এক সঙ্গে চোক্ষে দেখেন নাই একেবারে হাজার টাকা পাইয়া কি করিবেন কোথায় রাখিবেন, কি খরচ করিবেন, পাড়ার পাঁচটী এয়ো খাওয়াইতে হয় পাঁচটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় আবুর্দ্ধা

উপলক্ষে পাঁচটী সমবয়েসী ছেলে খাওয়াইতে হয়। এ গুলা ত করিতে হয়ই তারপর যার যেমন সাধ্য সে তেমি করে, এখন এক কর্ম্ম কর, যে পাঁচটী এয়ো ডেকে এনেছিলে তাদের এইখানে খেতে বলে আসুন তারা যেন ছেলে পিলেদের নিয়ে খেতে আসে, আর জনকতক ব্রাহ্মণ বলে আসুন চন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে বসে খাবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া বকর বকর কত্তে কত্তে সমস্ত হুকুম জারি করিলেন এবং কে করে কে কর্ম্মায় তার ঠিকানা নাই, আগে থাকতে যাককে, কোন যোগাড় নাই, একেবারেই "ওট ছুঁড়ী তোর বিয়ে" এ রকম করে কি মানুষ কাজ কর্ম্ম করে? ভগবান স্ত্রীলোকদের কি একটু বুদ্ধি দেননি? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। চূড়ামণি মশায় এইরূপ বক্ বক্ কত্তেছেন এমন সময় বিদ্যাবাগীশ মশায় ও শিরোমণি মশায় দুইজনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত— বলি কারে বক্‌চেন? আরে ভাই মাগীর জ্বালায় অস্থির—কেন—কি হয়েছে? হবে আর কি আমার মাথা মুণ্ড, বলি মাগীর কি একটু আক্কেল নাই এই বেলা হয়েচে এখন কি কোন যোগাড় কত্তে পারা যায়? কিসের যোগাড়? তা বুঝি জানেন না চন্দ্রের যে বে। ওঃ বটে বটে তাই পাড়ায় হৈ হৈ শব্দ পড়ে গেছে যে চূড়ামণি মশয়ের বাটীতে ডাকাতী হচ্চে, আমরা ভাবলুম সে কি রকম কথা হল? চূড়ামণি মশায়ের ত কিছুই নাই, কি ডাকাতি করবে? এই ভাবিয়া আমরা তাড়াতাড়ি দেখতে আস্‌চি। তা বেশ চন্দ্রনাথের বিবাহ কোথায় স্থির হল? চূড়ামণি মশাই বলিলেন পাট্‌কাবাড়ীর জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ মিশ্র মশায়ের কন্যার সঙ্গে। বল কি! তিনি যে একজন রাজা-লোক সে দিন তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে আমরা সব বিদায় লইয়া আসিলাম্ এক জোড় কাপড় একটা করে ঘড়া আর পাঁচ পাঁচ টাকা নগদ্। তা বেশ হয়েছে তাতে আপনি রাগ কচ্চেন কেন? আপনারা জানেন, আমি ও সব ঝঞ্ঝট ভালবাসিনী, আমি যেমন গরিব সেই রকম গরিব হলেই ভাল হইত। সে কি কথা চূড়ামণি মশায়? আপনি পণ্ডিত হয়ে এরূপ কথা বলচেন যে? জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনটী বিধাতার হাত। শাস্ত্রে যথা—

বিবাহ জন্ম মরণং যদা যত্র চ যেন চ।
তদা তত্র চ তেনৈব ভবিষ্যতি সুনিশ্চিতং॥ স্মৃতিঃ॥

আচ্ছা ভাই তবে তোমরা আমাকে একটু সাহায্য কর। পাঁচটী এয়ো

খাওয়াইতে হবে আর আপনা আপনি জনকতক ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলেই চন্দ্রনাথের আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যর্থ কার্য্যটা সুসম্পন্ন হয়। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন "এর আর কথা কি আছে আপনি এখনি টাকা দিন আমরা সব যোগাড় করে দিচ্চি"। তখন চূড়ামণি মশাই বাটীর ভিতর যাইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন "তোমার নেমতন্ন ত সব করা হল এখন কি কি আস্তে দিতে হবে বল"। ব্রাহ্মণী বলিলেন "ঘরে কিছুই নাই সবই আস্তে হবে, রন্ধন কাঠ, চাউল বিশ কাঠা, দাউল দুই পসুরী, তৈল আড়াই সের, লবণ পাঁচ সের, ঝাল মশলা সব রকম, তরি তরকারী উচ্ছে, বেগুণ, কাঁচাকলা, সীম, কড়াই সুঁটি, থোড়, মোচা, শাক, লাউ, সজনা খাড়া, চুবড়ী আলু (তখন গোলআলু ছিল না) রাঙ্গা আলু, পাকা আমড়া, দেশী কুমুড়া ঐ দাঁটা (পাকা তেঁতুল ঘরে আছে) গুড় আর দুগ্ধ সের পাঁচ ছয়, তারপর কিছু পোনা মাচ্ বাস তা হলেই বেশ এক রকম হবে এখন।" চূড়ামণি মশাই বলিলেন "তবে টাকা দাও"। ব্রাহ্মণী বলিলেন "ক টাকা দিব চূড়ামণি মশাই বলিলেন "গোটা কুড়িক দেও না"। ব্রাহ্মণী কুড়িটী টাকা বাহির করিয়া দিলেন। চূড়ামণি মশাই টাকা গুলি লইয়া বিদ্যাবাগীশ মশায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন যা যা আস্তে হবে সব শুনেছত আমায় আর কিছু বলতে হবে না—হাঁ, কলাপাতা চাট্টি চাই। শিরোমণি মশাই বলিলেন কলাপাতা এর ওর তার বাগান থেকে হবে, এখন বিদ্যাবাগীশ ও শিরোমণি মশাই টাকা লইয়া বাজারে গেলেন আর চূড়ামণি মশাই কলাপাতার যোগাড় কত্তে গেলেন। যে বাগানে ঢুকেন তাহার মালিকেরা জিজ্ঞাসা করে চূড়ামণি মশাই! কলাপাতা কি হবে"। চূড়ামণি মশাই বল্লেন আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ হবে"। তবে আমরা প্রসাদ পাব? হ্যাঁ তা পাবে বৈকি। তবে দুপুর বেলা আমরা সব যাবখন। এদিকে ব্রাহ্মণী পাড়ার পাঁচজন গিন্নী, বউড়ী, ঝিউড়ীকে রন্ধন কার্য্যের জন্য ডাকিয়া আনিলেন।

ব্রাহ্মণী মনে করিয়াছিলেন যে, পাড়ার পাঁচটী এয়ো ও জন কতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া চন্দ্রনাথের আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যর্থ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন কিন্তু এ সেই কশ্যপ পুত্র বামন দেবের উপনয়ন কার্য্যের মত হল। যখন শিরোমণি মশাই ও বিদ্যাবাগীশ মশাই বাজার করেন তখন সকলকেই কৈফিয়াৎ দিতে হইয়াছে যে কিসের বাজার সুতরাং সকলেই জানিল যে চূড়ামণি মশায়ের ছেলের বিবাহ। ব্রাহ্মণের বাটীতে কোন কাযকর্ম্ম হলে ছোট লোকদের আর নেমন্তন্ন কর্‌তে

হয় না, সকলেই জোরের সহিত আসিয়া প্রসাদ পাইয়া যায় ; এক্ষেত্রেও তাই হইল। দুই প্রহর অতীত হইতে না হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও জনকতক এয়ো ছাড়া, অনাহুত পাড়াপ্রতিবাসী এবং ক্রমে গ্রামস্থ সকলেই এক এক বার এসে জিজ্ঞাসা করে যাচ্চে, হাঁ মা! আপনাকাদের বাড়ী আজ কি? চন্দ্রনাথের মা সকলকেই বল্‌চেন "কিছুই না বাপের আমার বিয়ে" তারা বল্‌চে ও বাবা! আজও তোমার বাবার বিয়ে হয় নি? সে কিরকম কথা গো, তোমার বাবার যদি বিয়ে না হল, তবে তুমি কোথেকে হলে! ওরে তা নয় চাঁদের আমার বিয়ে আমার ছেলের ছেলের। তাই বল মাঠাকরুণ তবে আমরা পেসাদ পাবোখন। তা পাবে। এই "পাবে" কথাটী বল্‌তে গ্রামের আর কোন লোক বাকি থাকিল না। তিলী, তাম্লী, কলু, জেলে, মালী, পোদ, দুলে, বাগ্দী, কাওরা, হাড়ী, মুচী মুর্দাফরাস আর কেউ বাকি থাকিল না, সকলেই হাতে এক এক কলাপাত লইয়া ব্রাহ্মণের বাটী ছুটিতেছে। "বামুন বাড়ী ভাত কপালে মার হাত", চতুর্দ্দিকে "মাঠাকরুন প্রসাদ দিন" এই চিৎকার শব্দ। চূড়ামণি মশাই দেখলেন যে ভারি বিপদ। মনে ভাবলেন এক হল আর একি কাণ্ড? একাণ্ড কে ঘটায়? ক্ষণিক এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন—

অচিন্তিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ॥১৭৬॥

মিত্রঃ হিঃ উপঃ।

অর্থাৎ জীবের অচিন্তিত দুঃখও যেমন যাতায়াত করিতেছে তেমনি সুখেরও ঘটনা হইতেছে, ইহাতে মনুষ্যের কিছু হাত নাই সকলই দৈব, কি না অদৃষ্ট।

পাছে অপমান হইতে হয় এই ভয়ে ব্রাহ্মণ জড়সড় হয়ে ব্রাহ্মণীকে বলি-লেন—"ব্রাহ্মণী! এক্ষণে উপায় কি?" ব্রাহ্মণী বলিলেন উপায় আর কি? ব্রাহ্মণের বাড়ী কি নেমন্তন্ন আছে জোর করে বসে গেলেই হল, পাত পাড়লেই ভাত দিতে হয়। আজকের দিনে আর রাগারাগী করো না সকলকে পরিতোষ করে খাওয়াও ভগবান ত তার উপায় করে দিয়েছেন, ভয় কি। আজ কাকুইকে ফিরিও না, আজ আমাদের কি শুভ দিন বল দেখি? ব্রাহ্মণীর বুক আঁটা আছে হাতে হাজার টাকার তোড়া

তিনি ক্রমাগত ..নিসপত্র আনাইতেছেন, শিরোমণির ও বিদ্যাবাগীশের বাজার করার শেষ নাই, কেবল বল্‌চেন কি ঝকমারি করে এখানে এসেছিলুম হে। প্রাণ যে আর বাঁচে না। চূড়ামণি মশায় দেখিয়া শুনিয়া অবাক, চতুর্দ্দিকে কেবল হৈঃ হৈঃ শব্দ আর "প্রসাদ, প্রসাদ" করিয়া চিৎকারে কান ফেটে যাচ্চে। তখন শিরোমণি মশায় বল্‌চেন "চূড়ামণি মশায় কি ভাবচেন্" ? ভাব্‌চি এই যে, এ কি কাণ্ড হচ্চে ? শিরোমণি মশায় বলিলেন এ কারু দোষ নয়—

অপরাধঃ স দৈবস্য ন পুনর্ম্মন্ত্রিণাময়ম্।
কার্য্যং সুঘটিতং যত্নাদ্ দৈবযোগাদ্ বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

সন্ধি, হিঃ উপঃ।

অনেক যত্ন করিয়াও যে কার্য্য বিধির বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা না হয় তাহাতে মন্ত্রণা দাতার কোন দোষ নাই সে দোষ দৈবের কিনা অদৃষ্টের।

তখন বিদ্যাবাগীশ মশায় বলিলেন—

বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষাংস্তু নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ ॥ ৩ ॥

সন্ধি, হিঃ উপঃ।

মনুষ্যগণ বিষম বিপদে পড়িলেই দৈবের দোষ দেয় কিন্তু আপনার কর্ম্মদোষে যে সমস্ত ঘটনা হয় অপণ্ডিত (মূঢ়) ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে না।

যাহা হউক বেলা দুই প্রহর হইতে চারি দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলিয়া নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। সকলেই আনন্দের সহিত নিমন্ত্রণ খাইয়া চন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণীর মনের সাধ পূর্ণ হল।

এদিকে পাট্‌কা বাড়ীতে তত্ত্ব পৌছিলে মহা ধুম পড়িয়া গেল। নহবৎ বাজিতে লাগিল, রশুনচৌকী বাজিতে লাগিল, ঢাক্, ঢোল, কাড়ানাগরা, জগঝম্প, শানাই, কাঁসী, মাদল ইত্যাদি বাজনার চোটে যেন আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। লোকজন সব চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতে করিতে কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিকানা নাই। এই সমারোহ ব্যাপার সবে আরম্ভ হইল তাহার পর বিবাহ আছে। আজ ১৫ই ফাল্গুন শুভক্ষণে জীবিত পুত্রের মাতা

পাঁচজন এয়োস্ত্রী একত্রিত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিতে করিতে প্রফুল্লময়ীর কপালে হরিদ্রা দেওয়া হইল। পাড়া প্রতিবাসী ইত্যাদি স্ত্রীলোকে বাড়ী পুরিয়া গেল, এ ছাড়া আত্মীয় কুটুম্বদিগের ত কথাই নাই। ইন্দ্রনারায়ণের জিনিসের অভাব নাই আলী হুকুম যে যত পার খাও আবার বেঁধে নিয়ে যাও বারণ নাই। বেলা দুই প্রহর হইতে দশ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত যে কত লোক কত মেয়ে, কত ছেলে, কত বুড়, কত বুড়ী খেয়ে গেল তাহার আর সংখ্যা নাই। তিন দিবস এইরূপ চলিল।

আজ ১৮ই ফাল্গুণ শুভ দিন সকলেই স্ব স্ব ব্যস্ত। প্রাতঃকাল হইতেই দেওয়ান বাড়ীতে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাঙ্গালীদের জন্য স্তূপাকার চিঁড়ে মুড়কির মালশা সাজান হইল। এমন এক হাজার হুঁকায় জল ফেরান হইল। সদর বাটীর সমস্ত থামে দেবদারু পাতা দিয়া সাজান হইল, তাহাতে আবার দেয়ালগিরী আটা হইল, উঠানে দরমা পাতা হইল, তার উপরে সপ, তার উপর জাজিম তার উপর শুভ্র বর্ণের চাদর পাতা হইল। উপরে বড় বড় ঝাড় লাণ্ঠান খাটান হইল। বারাণ্ডায় গোলক লাণ্ঠান ঝুলান হইল। উপর নীচে চতুর্দ্দিকে একেবারে সুসজ্জিত করা হইল। বহির্দ্দেশে ত এসব কাণ্ড হইতে লাগিল। অন্দরে কনে সাজাইবার ধুম দেখে কে? বোধ হয় দুযুড়ী চারযুড়ী মণি মাণিক গঠিত স্বর্ণালঙ্কার ঢালা হইয়াছে। পাকা পাকা গিন্নীরা সব প্রফুল্লময়ীকে ঘেরিয়া বোসেছে। নানাপ্রকার অলকা তিলকা পরাণ হইতেছে, যে অঙ্গের যে অলঙ্কার যেখানে যেটী সাজে তাহার আর কিছুই বাকি রাখা হইল না। সাজান এরূপ সুন্দর হইল যে দূর থেকে দেখিলেই যেন একখানি জীবত লক্ষ্মী প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর বিবাহের উদ্যোগ—কেহ পিঁড়ের উপর আলপানা দিচ্চে, কেহ শ্রী গড়িতেছে, কেহ বরণডালা সাজাইতেছে, কেহ মুগলী হাঁড়ী ঠিক করিতেছে, কেহ ধুস্তর (ধুদুরা) ফল কাটিয়া কাটিয়া প্রদীপ তৈয়ারি করিতেছে, কেহ বা রাশীকৃত শলিতা বা পলিতা তৈয়ারি করিতেছে, কেহ রাত জাগিবে বলিয়া ঘুমাইতেছে, কেহ আপন আপন বন্দোবস্ত করিতেছে এইরূপ হুল স্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। মালাকারদিগের বাটীতে কত শত ফুলের তোড়া ও ফুলের মালা গাঁথা হইতেছে। ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া আসিল, কুলীন পুরোহিত বর আনিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। হাতীর উপর হাওদা, ঘোড় সওয়ার, গাড়ী, পাল্কী, থাসগেলাস, সোলার পাহাড়, বাঁকারির

গৌরপঙ্খী, নহবৎখানা দুটা, মধ্যে এক প্রকাণ্ড গেট্, আর আশাসোটাধারী ঘরকন্দাজ, আর প্রভৃত বাদ্যভাণ্ড লইয়া পঞ্চানন পুরোহিত বর এবং বরযাত্রীর দিগকে আনিতে চলিলেন। বর হাওদায় আসিবে, বরের পিতা, পুরোহিত ও অন্যান্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পালকিতেই আসিবেন, বরযাত্রীয়েরা গাড়িতে আসিবে ও অন্যান্য ইতর জাতিরা পদব্রজে আসিবে এরূপ বন্দোবস্ত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালীন লোকজন সমস্ত নসীপুরে যাইয়া পৌঁছিল। তখন বরের বাটীর উঠানে ধুম দেখে কে।

পঞ্চানন পুরোহিত বরের পোষাক লইয়া গিয়াছিলেন, সেই পোষাক চন্দ্রনাথকে পরাইতে লাগিলেন যখন শীর পাঁচ কল্কা ওয়ালা তাজ চন্দ্রনাথের মস্তকে পরাণ হইল, হারের গুচ্ছ গলায় পরাণ হইল, হাতে কঙ্কন দেওয়া হইল তখন ঠিক যেন জীবন্ত কার্ত্তিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলেই অনিমিষ নয়নে চন্দ্রনাথের দিগে চাহিয়া রহিল, চন্দ্রনাথের মাতা আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। চূড়ামণি মহাশয় হাঁ করিয়া একদৃষ্টে চন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—চন্দ্রনাথ! তুমি ধন্য কত পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য তোমার সঞ্চয় ছিল আজ সেই ভাগ্যবলে তুমি রাজ পরিচ্ছদ পরিলে। পাড়া প্রতিবাসী, ও গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকল লোকেই চন্দ্রনাথের বিবাহে যোগদান করিল। সর্ব্ব সাকেৎ প্রায় পাঁচশত জন লোক বরযাত্রীয় হইল। চূড়ামণি মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—আমি কাহাকেও নিমন্ত্রণ করি নাই, কোন বিষয়ের উদ্যোগ করি নাই কিন্তু এ কোথা হইতে কি হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, ইহাতে চন্দ্রনাথের অদৃষ্ট ব্যতীত আর কোন কথা খাটে না, সুতরাং অদৃষ্টই সকল, এই বুঝিতে হইতেছে; তদ্ভিন্ন আর কি বলিব।

বর বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল, চন্দ্রনাথ রাজ পুত্রের মত দেখাইতে লাগিলেন, তাঁহার জননী চাঁদের চাঁদমুখ দেখিয়া আর পরিতৃপ্ত হইতেছেন না, ভাবে পদ্মফুল ফুটিয়াছে জননীর আনন্দ রাখিতে আর জায়গা নাই। পাড়া প্রতিবাসী সকলেই আনন্দে মাতয়ারা হইল। খাস গেলাস সমস্ত জালা হইল, যে সকল আসবাব আসিয়াছে তাহা দস্তর মত সাজান হইল। কেতাবন্দী আশাসোটা খাড়া হইল, রাস্তা ঘাটে আলোক মালায় কুণ্ডটি হইল। চন্দ্রনাথ কণকাঞ্জলী দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং যথা সময়ে শুভক্ষণে শুভ মুহূর্ত্তে মাতৃদেবীকে অঞ্জলি দিয়া, সর্ব্বাগ্রে জননীর

চরণধূলি মাথিয়া ঐকান্তিক মনে মাতা পিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণিপাত করিলেন। পুরোহিত মহাশয় এই চন্দ্রনাথকে হাওদার উপরে উঠাইয়া লইলেন। তখন দুই পক্ষের বাদ্যভাণ্ডে মেদিনী কাঁপাইয়া দিল। চূড়ামণি মশায়ের বাদ্যভাণ্ড অবৈতনিক, তাহা হইলেও তাহারা পরমাহ্লাদের সহিত বাজাইতে বাজাইতে বর লইয়া চলিল। বরযাত্রীয়েরা যে যার বন্দোবস্ত ছিল সে সেই রকম চলিল। বর বিদায় হইল।

নবাবী আমলে মুর্শিবাদের সমস্ত গৃহস্থেরা বিষ্ণুপুরের মত ঘর ঘর সংগীত আলোচনা করে এমন কি স্ত্রীলোকেরাও গাওনা বাজনা বুঝে অভ্যাস করে এবং সংগীতকে স্বর্গীয় পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করে। এই প্রফুল্লময়ীর বিবাহ উপলক্ষে বাসর ঘরে অনেক কুলবধু গান করিয়াছিল তা ছাড়া সদরের জন্য বড় বড় ওস্তাদ, বাইজী ও খেমটাওয়ালী রাখা হইয়াছিল। ধ্রুপদী—মসনদ আলি খাঁ, পিয়ার খাঁ, গোলাম খাঁ ও মুরাদ আলী খাঁ; খেয়ালী—ছোটে খাঁ, পীর মহম্মদ, আহম্মদ খাঁ ও বক্স এলাহী; টপ্পাবাজ—হোসেন বক্স ও পিরু, বাইজী ওমরাও বেগম, এলাহিজান, ফতেমা ও ফেরোজা; খেমটাওয়ালী সুভাষিণী ও বিলাসিনী। মৃদঙ্গী—লালা কেবল কিষণ, ও গোলাম অব্বাস। বীণকার—মদনমোহন, সেতারী—মহবৎ খাঁ, রবাবী—গোলাব সীং ইহা ব্যতীত সারিঙ্গী তবলজী এবং অন্যান্য সংগীতগন্ধর্বীয় পারিষদ অনেক ছিল। আনন্দ করিবার জন্য ইন্দ্রনারায়ণ কিছুই ত্রুটি করেন নাই, বিবাহের আসর ইন্দ্রপুরী বা অমরাবতী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত গাওনার জন্য চারিদিকে চারিটী আসর বা মযফেল্ হইয়াছিল। বরের সম্মুখে ধ্রুপদী বীণকার ও রবাবী—আসর লইয়াছিল, পূর্ব্বদিকের ঘরে খেয়ালী ও সেতারী, দক্ষিণ দিকের ঘরে দুই জন বাইজী ও পশ্চিম দিকের ঘরে দুই জন বাইজী। খেমটাওয়ালী দুই জন বাসর ঘরের জন্য মোতায়েন হইল। গাওনার জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

সন্ধ্যা হইবামাত্র ঝাড় লাণ্ঠান দেয়ালগিরি গোলক, বাহিরে চতুর্দ্দিকে মশাল, ছাদের কার্নিসে চতুর্দ্দিকে সারবন্দী তেলের প্রদীপ জ্বালাইল সে আলোকমালার যে কি শোভা হইয়াছিল তাহা বলিবার যো নাই। ইহা ব্যতীত প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত বাঁধা রোসনাই; মধ্যে মধ্যে বড় বড় মালশার মত তুবড়ী ছোড়া হইতেছে, হাউই ছোড়া হইতেছে, ব্যোম ছোড়া হইতেছে, সে ধুম কাণ্ড কারখানা দেখে কে? বাটী হইতে এক ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত

লোকে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলিয়া আসা দায়, শরীর একেবারে চেপটাইয়া যায়। এই মহতী ভীড়ের মধ্য দিয়া পঞ্চানন পুরোহিত বর লইয়া বাটী আসিয়া পৌছিলেন—বাটীর চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। বাটীর বারাণ্ডা, উপরের ছাদ স্ত্রীলোকে পুরিয়া গেল, সকলে যেন কি আশ্চর্য্য দেখিবে। দেখিবে কি? না বর, এই বর দেখিবার জন্য মেয়ে মহলে গুঁতাগুঁতি, হুড়ামুড়ী, ঠেলাঠেলী অবশেষে ঝগড়া লাগিয়া গেল। কে কারে থামায় এবং কেই বা কার কথা শুনে তাহার ঠিকানা নাই সকলে বর দেখিবার জন্য ব্যস্ত।

বর আসরে নাবিবামাত্র গাইকদিগের গান আরম্ভ হইল। বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে—আড়ানা, কানাড়া, সুহা, সুঘরাই, সুহিনী, সাহানাদি রাগ রাগিনী সকল আলাপ হইয়া থাকে। এই আসরে ধ্রুপদী মসনদ্ আলী খাঁ গাইতে আরম্ভ করিলেন—

রাগিণী দরবারী কানাড়া—তাল চৌতাল।

আস্থায়ী—শুভ নচ্ছত্র গায়েন গোহি সাধ শুভ লগন সকল ভুয়া রাজটিকো দয়ে শোভন চঞ্চক ধনে সঙ্গে প্রভাবিত বিভা ধায়ে ও।

অন্তরা—উমা গে চোপা বেয়া চঢ়ায়া চতুর দলে সঙ্গে বরাত বনায়ে আনন্দে দুন্দুভি বাজায়ে শীনা বাজায়ে নওরঙ্গ মাচোয় লাহোর নগর লায়ে সহর ধন লগ মাহদি কর রঙ্গ রচায় লায়ে ও॥

সঞ্চারী—শুভ নখত বলি বখত তখত বৈঠায়ে। ছত্র সমান ছায়ে ও লাজ সাজ বিছাওনা বিছায়ে নৌখণ্ড দেশ দহে জমে দেখায়ে জগমঙ্গল গায়ে ভেঁহু পুরা আনন্দ ভয়ে ও॥

আভোগ—কুট জগন চিরঞ্জীব রহো সাহে সাহে সাহে আল্লা মহুহেলো যা প্রভো দিল্লি দুলাহান বেয়া হোগেই তোমা সঙ্গে ছাব লাই জগমন ইহো সুফল ভই তব গুণী নেকী নেকী নেতা মরাতব আপনো পায়ে দুঃখ দরিদ্র গায়ে ও॥

এই গানের সঙ্গে বীণ, রবার ও মৃদঙ্গ সঙ্গত হইতে লাগিল শতসহস্র লোক এক চিত্ত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিকের ঘরে খেয়ালী ছোটে খাঁ গাইতেছেন—

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

আস্থাই—আচনি কি বানে শোলে ভাঁনা বানেরা। বানেরি দেখো শোলে ভানা বানেরা॥

অন্তরা—সুন্দর ছলা ; সুন্দরী ছলে হাঁনা, ঘনগে চন্দ ছিপানা ; খাজা কুতবদ্দীন বেহানা আইয়ে, গাওয়েতে রাগ সাহানা ॥

দক্ষিণ দিকের ঘরে দুইজন বাইজী গাইতেছে—

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা।

আস্থাই—নয়না পিয়ারোঁয়া মোহে আনে মিলাও, যার সনে আটকে উলঝে গেরো।

অন্তরা—হাত দেওঙ্গী যায় করেকো কঙ্গনয়াঁ, আর বট কর বট পিয়ে নাহি চায় না পিয়ারোয়াঁ ॥

পশ্চিমদিকের ঘরে দুইজন বাইজী গাইতেছে—

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা।

আস্থায়ী—উধে লারে মালিনীয়া ফুলন্দ সহর, বাণি বানাও কো মোবারক হুঁয়ে।

অন্তরা—ওয়াজন বিজন কঙ্গণ বাধায়া, স্থরে উপাটন অঙ্গে লাগায়া, তাজকো লা শিরে ছত্র ধরায়া ॥

এইরূপ চতুর্দ্দিকে সংগীতের রোল উত্থাপিত হইয়া ইন্দ্রনারায়ণের ইন্দ্রপুরী যেন গন্ধর্ব্ব ভবন হইল। ভাল ভাল সমজদার লোক সকল মনে মনে তাল দিতেছেন, মাথা হেলাইতেছেন এবং মনের সুখে "হাঁ" দিতেছেন। এইরূপ কাণ্ড কারখানা চলিতেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে বলাবলি হইতেছে—

শিশুর্ব্বেত্তি পশুর্ব্বেত্তি বেত্তি গীতি রসং ফণী।
হরির্ব্বেত্তি হরো বেত্তি নারদো বেত্তি বা ন বা ॥ স্বর শাস্ত্রং ॥

সঙ্গীত রস যে কি ? তাহা শিশু জানে, পশু জানে, বিষধর ফণী জানে, হরি জানেন এবং হরও জানেন কিন্তু নারদ জানিতেও পারেন নাও জানিতে পারেন।

ত্রিবর্গ ফলদাঃ সর্ব্বে দানযজ্ঞ জপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ সঙ্গীতশাস্ত্রং ॥

দান যজ্ঞ ও জপাদি কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মার্থ কামরূপ ত্রিবর্গ ফললাভ হইতে পারে কিন্তু একমাত্র সঙ্গীত সাধন দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হইয়া থাকে।

সংগীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
মনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ॥
সঙ্গীতশাস্ত্রং।

রমণীয় সঙ্গীত দ্বারা যাহার চিত্তরঞ্জন না হয় সে মনুষ্য হইলেও তাহাকে ষাঁড় কহে। সে বিধি কর্ত্তৃক ঐ রসে বঞ্চিত হয়।

শিবশক্তি ময়ো রাগঃ পরম প্রেমসাগরঃ,
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরার্দ্রতরোঽভবৎ।
তেনৈব গঙ্গাসম্ভূতা জগত্ত্রিতয়তারিণী॥ সঙ্গীতশাস্ত্রং।

রাগ, কিনা স্বরগ্রামের চিত্তরঞ্জনকারিণী ক্ষমতা শিবশক্তিময় ও প্রেমের সাগর যাহা শ্রবণ করিবা মাত্র জগৎ পাতা বিষ্ণু দ্রবীভূত হইয়া ত্রিভুবন তারিণী গঙ্গারূপে সমুদ্ভূতা হয়েন।

এরূপ সংগীত রসের আস্বাদন যে জানে না তাহার জন্ম কেবল বিড়ম্বনা মাত্র এবং সে ব্যক্তি দ্বিপদ পশু তাহার আর সন্দেহ নাই। ইন্দ্রপুরীতে আজ সেই সঙ্গীত রসের ছড়াছড়ী।

কন্যাদানের সময় হইয়াছে। বরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। কন্যা দাতা ইন্দ্রনারায়ণ উত্তরাস্য হইয়া বসিলেন এবং বর পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিল, অমনি এক ভট্টাচার্য্য মশাই বলিলেন কন্যা দান করিতে বসিবার ও নিয়ম নয়, আর একজন বলিল কি নিয়ম? ভট্টাচার্য্য বলিলেন—

সর্ব্বত্রপ্রাঙ্মুখো দাতা গৃহীতা চ উদঙ্মুখ।
এস এব বিধির্দানে বিবাহে চ ব্যতিক্রম॥ স্মৃতিঃ॥

তৎপরে বরকে অর্চ্চনা করা হইল। বর অর্চ্চিত হইয়া স্ত্রী আচারের জন্য অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। ঐ স্ত্রী আচারের সময় একটু কৌতুক জন্য যাহারা বিদ্রূপ করিতে পারে তাহারা বাটীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একত্রিত করিয়া সমস্বরে গাইবার জন্য একটী গান সকলকে অভ্যাস করান হইয়াছিল। বর যেমন বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বরণ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল অমনি সেই সকল ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সমস্বরে গাইতে লাগিল—

তাল খেমটা।

জামাইটির বয়েস অধিক নয় অতি দুধের ছেলে।
বয়েস হবে বছর আশি বেরিয়েছে এই পেটের কোলে॥
সকলেতে দিচ্চে হুলুই, গায়েতে তার সাপ গোটা দুই,
মেয়েটার মা হয়ে তুই হাত পা বেঁধে দিলি জলে॥

অমনি চতুর্দ্দিকে হাসি আর হুলুধ্বনি আর সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাততালি দিয়া গান ও নৃত্যের কেতা যে কি সুন্দর দেখাইতে লাগিল তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে আর সাধ মিটে না। স্ত্রীআচার হইয়া গেল। স্ত্রীআচার প্রথা শাস্ত্রে নাই, কিন্তু চারি যুগেই ইহার ব্যবহার আছে ইহা পাত্র ও পাত্রী এতদুভয়ের প্রথম শুভ দৃষ্টি বা মিলন জন্য একটী আয়োজন, এই সময়ে সমস্ত কুলবধুরা বরকে আপ্যায়িত করিবার জন্য একত্রিত হইয়া আনন্দের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া থাকে, কেহ বা তামাসা করিয়া কান-মলাটা আষ্টাও দিয়া থাকে। এই শুভ মিলন কালীন যদি কোন পাষণ্ড পামর পামরী এই শুভ পরিণয়ে বাদ সাধিতে চাহে তজ্জন্য তাহাদিগকে সেই মঙ্গলময় স্থান হইতে সরাইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট গালাগালী, কটূক্তি ও অভিসম্পাত দেওয়া হয়। এই শুভ মিলন শুভ হইলেই চিরজীবনের মত লোক সকল সুখী হয়। তাহা না হইলে দুঃখের অবধি থাকে না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পরস্পর কষ্ট এবং দুইপক্ষের পিতামাতাদেরও কষ্ট হয়।

স্ত্রীআচারের পর কন্যা সম্প্রদান হইল মঙ্গলধ্বনি পূর্ব্বক স্ত্রীলোকেরা বরকে সাদরে বাসরঘরে পুরিল।

এই বিবাহের বরযাত্রীয় ও কন্যাযাত্রীয় দিগের আহারের জন্য যেরূপ আয়োজন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রথমে দুই পক্ষেরই ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ হইল এমনি সুবন্দোবস্ত যে, একেবারে সমস্তই প্রস্তুত এত সামগ্রী দিয়া পাত সাজান হইয়াছে যে, কাহারও কিছু আর চাহিবার আবশ্যক নাই, দুইজনের খোরাক এক এক পাতে সাজান হইয়াছে। পাতা দেখিয়াই একটী ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—ওঃ এঃ করেছে কি, এযে যথার্থই "মিষ্টান্নমিতরেজনা" হয়েছে। পার্শ্বস্থ একজন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি রকম ভট্টাচার্য্য মহাশয়? ভট্টাচার্য্য বলিলেন—

কন্যা বরয়তিরূপং মাতা বিত্তং পিতাশ্রুতম্।
বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরেজনা ॥

অর্থাৎ কন্যা যিনি তিনি রূপ ইচ্ছা করেন অর্থাৎ বেশ সুন্দর বর হউক, মাতা ইচ্ছা করেন জামাই খুব রোজকারী হউক আমার মেয়েকে গা ভরে গহনা দিক, পিতা ইচ্ছা করেন যে জামাই খুব বিদ্বান হউক, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ ইচ্ছা করে কুল শীল খুব ভাল হয় আর অন্যান্য লোক সকল ইচ্ছা করে যে, ভাল করে মিষ্টান্ন ভোজন হলেই হল। যেমন আমরা।

আহার সামগ্রী চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি গুরুতর আহার করিয়া হাজার হাজার লোক ইন্দ্রনারায়ণকে ধন্যবাদ দিতে দিতে যাইতেছে। ব্রাহ্মণের পর শূদ্র, শূদ্রের পর অন্যান্য জাতি, পরে কাঙ্গালী গরীব ইত্যাদি সকল ভোজন করিয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই সমারোহ ব্যাপার সম্পন্ন হইতে রাত্রি দুই প্রহরেরও অধিক হইল।

এদিকে বাসর ঘরে স্ত্রীলোকদিগের বর লইয়া যে আমোদ, তাহা আর বলা যায় না। প্রথমতঃ বর ঘরে ঢুকিবা মাত্র সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সমস্বরে একটী গান ধরিল—

রাগিনী সুহিনী—তাল জৎ।

আজি কি আনন্দ সখী কব দুঃখ মিটিল।
বহু দিনের মন আশা এত দিনে পুরিল ॥
উভয় রূপের তুল, নাহি ত্রিজগতে তুল।
মজে অভাগার কুল, বিধি একি গড়িল ॥
দেখে শোভা রতি পতি, হইয়ে মোহিত অতি,
রতি সহ অদ্যাবধি দাস হয়ে রহিল ॥

ছেলেদের গান হইয়া গেলে যে দুই জন খেমটাওয়ালী, সুভাষিণী ও বিলাষিণী আসিয়াছিল তাহারা বাসর ঘরে গান করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল। তাহাদিগের সঙ্গে মেয়ে বাজীয়ে ছিল, মেয়ে বেয়ালাদার ছিল, মেয়ে দোহার ছিল, সুতরাং মেয়ে যাত্রা বলিলেই হয়। তাহারা গাওনা আরম্ভ করিল—

রাগিনী ঝিঝিট—তাল একতালা।

মরি কি সুন্দর নটবর বর, বাসর ঘর করেছে আলো।
তেমি কনে ঘোমটা টেনে যেন শ্যামের বামে রাই বসিল ॥

লজ্জাভরে আড়নয়নে, বরে হেরে সুযতনে, ব্যাঙ্গ করে
সখীগণে (কত সাধ উঠে মনে) মনে মনে মান করিল।
আসি যত কুল নারী, কত মত বেশ ধরি, রহে বর কন্যা
ঘেরি (যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী) মহিপরে উত্তরিলো॥
অপার আনন্দ ভরে, বাস করে বাসর ঘরে,
রসাভায় পরস্পরে শ্রবণে শ্রবণ জুড়ালো॥
রাগিনী খাম্বাজ—তাল খেমটা।
নব নাগর নাগরী কিবা সাজলো রে।
যেন চাঁদের কোলে চকোরিণী বসলো রে॥
যত কুল কামিনী, নব নব সোহাগিনী
নব প্রেমের প্রেমাধিনী, নবরসে মাতলো রে।
মন্মথমোহিনী, আমোদে উন্মাদিনী, তারকার
হার জিনি, যেন চাঁদে ঘেরলো রে॥
কত রঙ্গ ভঙ্গী করে, গান করে মৃদু স্বরে,
কতই আনন্দ ভরে, সবে সুখে ভাসলো রে॥

বাসর ঘরে আমোদ করিবার জন্য যুবতী যুবতী সম্পর্কীয় শাশুড়ীরা সব শালী শালাজ সেজেছে। বাসর ঘরে যত মেয়ে ঢুকেছে সবই তামাসার লোক, ভদ্র সমাজে এরূপ করিবার নিয়ম আছে তাহাতে দোষ হয় না। বরকে লইয়া আমোদ করিবার জন্য এ প্রথা দোষাবহ নহে। অনেক সময়ে অনেক শাশুড়ী ধরা পড়িয়া যান, পাকা পাকা দোজবরে বরেরা প্রায় সব মুখ চিনিয়া রাখে। প্রাতঃকাল হইলে নমস্কারের বেলা বলিয়া থাকে যে, কাল মেজ শালাজ হইয়াছিলেন এবং আজকে যে পিষাশুড়ী হইলেন এ কি রকম? যুবতীগণ বলেন ও ঐ রকমই হয়। চন্দ্রনাথের বাসরে ঐরূপ অনেক ছিল। চন্দ্রনাথ ভাল ছেলে ও সব কিছু মনেই করেনি কেবল ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। সকলে আমোদ করিতেছে কিন্তু চন্দ্রনাথ চোরের মত নিম্নদৃষ্টি করিয়াছিল। কেহ বলিতেছে বর কথা কওনা গো, কেহ বলিতেছে বর বোবা, কেহ বলিতেছে বর হইলেই চোর হয় তাই চুপ করে আছে, দেখছে কোথায় কি আছে বাগেপেলেই নিয়ে পালাবে। আর একজন বলছে দুর তা নয় বোধ হয় কনেকে মনে ধরেনি তাই আমড়ার আঁটি মুখে দিয়ে বসে আছে। এক বৃদ্ধা ঠানদিদী ছিলেন (তিনি ইন্দ্রনারায়ণের শাশুড়ী) তিনি বলিলেন, ছি

ও কথা কি বলতে আছে। প্রফুল্লর মত মেয়ে আর কি আছে, আমার যেমন দিদী তেমনি দাদা হয়েছে, তোরা সব ছুঁড়ী গুলো চুপ কর আমি দাদাকে কথা কহাছি। দিদীমা প্রফুল্লময়ীর মুখের ঘোমটা খুলিয়া চন্দ্রনাথকে বলিলেন ভাই একবার আমার নাতনীর মুখখানি দেখ দেখি, সেই জড়োয়া সিঁতি পরান কপাল নাকে গালে অলকা তিলকা পরান, মুখখানি যেন মা লক্ষ্মী কি সরস্বতীর মত, দেখিলে ভক্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তির উদ্রেক হয় না, সেই দিদীমা দেখাইতেছেন আর চন্দ্রনাথ আড়নয়নে মন ভরিয়া দেখিতেছেন। দিদীমা বলিলেন দাদা দেখছে? চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন করিলেন, দিদীমা সন্তোষ হইলেন। তখন অন্যান্য মেয়েরা বলিল দিদীমা আপনি সন্তোষ হইলেন কিন্তু বর ত আমাদিগকে সন্তোষ করিলেন না, তখন চন্দ্রনাথ আর থাকিতে পারিলেন না তিনি বলিলেন—"আমি গান জানি না কবিতা জানি, বলি শুন—

রাধে ত্বং পরিমুঞ্চ নীলবসনং চোথায়নাবং মম।
বাতোবারিদ সম্ভ্রমাদ্ যদিবহেন্মগ্নাভবেন্নৌরিয়ং॥"

হে রাধে! তুমি যে নীল বসন পরিয়া আছ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নৌকায় আরোহন কর। কারণ, মেঘের উদয় হইলেই বায়ু বহিতে থাকে। যদি বায়ুদেব মেঘ ভ্রমে তোমার নীল বসন দেখিয়া বহিতে থাকেন তাহা হইলে আমার এই তরণী সরিৎ প্রবাহে নিশ্চয় জলমগ্ন হইবে, অতএব তুমি নীল বসন পরিত্যাগ কর। এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা বলিলেন—

সত্যং তদ্বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ ত্বয়া সংবপুঃ।
শ্যামং শ্যামনবীন নীরদবপুস্তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাং॥

তদুত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন—হাঁ তুমি যা বলিলে তা সত্য বটে আমি এখনি বস্ত্রান্তর পরিধান করিতেছি কিন্তু শ্যাম! তোমার যে নবীন মেঘের মত শ্যাম বপু (দেহ) তাহা রূপান্তর করা উচিত। কারণ, ঐ রূপকে মেঘ বলিয়া পবন দেবের ভ্রম হইতে পারে, এই বলিয়া শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণের গায়ে দধি ঢালিয়া দিলেন। অর্থাৎ তোমার অঙ্গ অগ্রে শ্বেতবর্ণ হউক পরে আমি কাপড় ছাড়িব। ঐই বলিয়া দধি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদন করিলেন।

তখন মেয়েরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, সকলেরই হাস্য করিয়া নাড়ী ছিঁড়িয়া গেল। চন্দ্রনাথ খুব বাহাদুরী পাইলেন। তখন

মেয়েরা বুঝিল যে বর রসিক চূড়ামণি বটে, তবে অবশ্য গান জানে, সকলেই গান গাইবার জন্য পীড়াপিড়ী করিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বলিল আমি গান জানি না। সকলে বলিল আজ আমোদের দিন যা জান তাই গাও। চন্দ্রনাথ বলিল আমি মোটে গান জানি না, কিন্তু সে কথা কে শুনে? চন্দ্রনাথ বলিলেন আমায় ক্ষমা করুন, আমি জানলে গাইতাম, আপনারা গান করুন। তখন মেয়েরা বলিল তবে একটা শ্লোক বল। চন্দ্রনাথ বলিলেন—

অরসিকজন সম্ভাষণতো রসিক জনৈর্বাক্ কলহোপি শ্রেয়ঃ।
লম্বীকুচালিঙ্গনতো নিবিড়কুচা পাদতাড়নমপি শ্রেয়ঃ॥ উদ্ভট্॥

যে ব্যক্তি অরসিক তাহার সহিত ভাল কথার সম্ভাষণও ভাল নহে আর রসিক ব্যক্তির সহিত কলহও ভাল, যেমন লম্বী স্তনীর সহিত আলিঙ্গনও ভাল নহে, পীনস্তনীর পদাঘাতও ভাল।

এই শ্লোকে ঘরের ভিতরে যে সকল বৃদ্ধারা ছিলেন তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হইলেন না কিন্তু যুবতীদিগের মান বাড়িয়া গেল। তাঁহারা পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন আর একটা শ্লোক বল। চন্দ্রনাথ বলিলেন তিনটা শ্লোক বলিলাম আর কেন? না—তিনটা বলতে নাই এক গণ্ডা পুরো করে দাও।

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃত যো বাতাম্বুপর্ণাশনা,
স্তেপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বা হি মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সুঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা,
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহোয়দি ভবেদ্বঙ্কস্তরেৎ সাগরং॥ উদ্ভট্।

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি যে মুনিগণ, যাঁহারা জল বায়ু সেবন করিয়া তপস্যা করেন তাঁহারাও স্ত্রীলোকের মুখপদ্ম দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হন। আর যে সকল মনুষ্য ঘৃত দুগ্ধ ও উত্তম শালি অন্ন ভোজন করে তাহাদের যদি ইন্দ্রিয় বশ হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোক দেখিয়া যদি উন্মত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের গলায় শীলা বান্ধিয়া সাগরের জলে ডুবিয়া মরা উচিত।

এবার সকলেই সন্তুষ্ট হইল, সকলেরই মুখে হি হি করিয়া হাস্য ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন একজন যুবতী গান গাইলেন—

টোড়ী—তেওট।

রণে মত্ত দিগম্বরী, নাচিছে শবোপরি, হি হি অট্ট হাসি,
আমরি মরি। এলোকেশী, ভালে শশী, অসিধারিণী,
বাজে ডগ, ডগ, ডগ, ডগ, ডগ, ডগ, ডগ, তুরি ভেরী॥

আর একজন গাইল—

রাগিনী মোল্লার—তাল কাওয়ালী।

কেরে অঞ্জন গঞ্জন বরণী, কেরে বামা নিরূপমা মোহিনী।
প্রমোদিত খঞ্জন, গৌরব ভঞ্জন, ত্রিভুবন তারণ নিত্য পরায়ণী॥
কেরে এলোকেশী, ভালে শশী মুখে মৃদু হাসি,
তিমির নাশিছে বামা চপলা প্রকাশি;
কৃপাণ কমল করে, বৈরী শিরচ্ছেদ করে,
আশুতোষ হৃদি পরে রমণীর শিরোমণি॥

আর একজন গাইল—

রাগিনী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

মন ভাব নিত্য তত্ত্ব সে তত্ত্বময়ীরে।
সত্বরে কেন অনর্থ অর্থ প্রেম তরে॥
শুদ্ধ আত্ম সত্য মিথ্যা হারা ঐরে॥
হয়ে সংসারাভাব, মিছে সংসারাভাব,
ভাবে শঙ্কর পতিত যে পদেরে॥
পদ সম্পদ সদত বিতরে রে॥
এই রিপু বপু পুরী, মিছে মানসে ঘুরি ফিরি;
মানস অলস হয়ো নারে, স্মর স্মর হর রমণীরে॥
স্মরণে কোথা মরণ, আচরণে পাচরণ,
ত্যজে ঘোর ভব বিচরণরে—শ্যামা তারিণী সে ভববারিণীরে॥

একজন বলিল—

"দিদী ও সব বারমেসে গান। আজকে আমোদের দিন ছটো আমোদের গান গাও, এমন দিন কালকে আর থাকবে না"। কি গাইব লো? উঃ—ভাল প্রণয়ের গান গাও। সব গানইত প্রণয়ের। তা নয়, ঠাকরুণ বিয়ের গান বাসরঘরে কে শুনবে? পিরীতের গান গাও। ও বাবা। তোমার বুঝি এসব গান ভাল লাগ্‌লো না। উঃ—না। আচ্ছা তবে শোন—

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

প্রাণপণে যারে প্রাণ সঁপে শেষে প্রাণ হবে বুঝি নারী।
শুনে মন্ত্রণা তার, কুমন্ত্র পাশার, যন্ত্রনা সহিতে না পারি॥

সঙ্গিনীগণে যত, বুঝাইছে অবিরত, মন তত ব্যাকুল আমারি।
সেই অপরিচিত জনেরি প্রেমে কেন চিত্ত চাহে হইতে ভীখারি ॥
চঞ্চল রহিল মন জীবন, বিনা দরশন পুন তারি।
মনভঙ্গ হল, তারি সঙ্গ বিনে, লোকে রঙ্গ করে, দেখে ব্যাঙ্গ ভারি ॥
কি ক্ষণে হেরিলাম তায়, ভুলিলে না ভোলা যায়, মদনমোহন রূপধারী।
একে চিত্ত জ্বলে, লোকে মন্দ বলে, জলে ডুবিয়ে জ্বালা, জলে নিবারি ॥
গুরুজনে গরজে, গরজে হৃদি কম্পিত, কুল মান রাখিতে না পারি।
কবি কহে বটে বটে, যেই দিন প্রেম ঘটে, অভিমত ঐরূপ হয়ত সবারী ॥

একটী ঝিউড়ী অনেক তোষামদ বরামদ করে দিদীমাকে বলিল—"দিদীমা! আপনি একটা গান বলুন, আপনার গান শুনতে বড় ভাল লাগে"। দিদীমা বলিলেন দূর ছুঁড়ী আমি বুড়ী হয়েছি আমার কি আর গান টান মনে আছে? ঝিউড়ী বলিলেন—"এই যে আপনি কালকে বলেছিলেন যে, বাসরে আমি একটী গান গাইব তোরা শুনলে পাগল হয়ে যাবি, সেই গানটী গান"। সকলেই দিদীমা বুড়ীকে পীড়াপিড়ী করিয়া ধরিল, তখন দিদীমা আর কি করেন কাজেই গাইতে হইল। দিদীমা গাইলেন—

আপন মাগ্‌কে করো না ভাই অযতন।
ও যে শশুর দত্ত নিত্য ধন ॥
মাগ সংসারের সার, মাগ সর্ব্ব মূলাধার,
জান না ভাই শক্তি বিনে মুক্তি নাইকো আর;
কর ভজন পূজন ঐ শ্রীচরণ দোঁহে কর এক মন।
ও যার গৃহ শূন্য হয়, ও তার বাঁচা ভাল নয়,
মাগ পদার্থ পরম তত্ব, শয্যা গুরু কয়;
আবার মেগের লেগে ভেবে ভেবে পাগল হলেন ত্রিলোচন ॥
বৃন্দাবনে মান বাড়াতে, কোটালী কল্লেন অসি হাতে,
আবার অযোধ্যাতে রামের বাবা মেগের কথায় হয় পতন ॥

বা! বা! বা! দিদীমা বেস্ বেস্ ভাল ভাল আর একটী হোগ্। দিদীমা কি করেন ফের একটী গাইলেন—

মুলতান—ঢিমে তেতালা।
বলি শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কেন দেওনা।
আমি কি রূপসী ছার, আমা হতে আছে আর।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না॥
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আসি, কাটাইলে সারানিশি,
এখন এসেছ বুঝি দিতে মনে বেদনা।
বা (প্রভাতে এসেছ বুঝি দিতে মনে বেদনা॥)
কত কোটী চন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখে,
তব চাঁদ মুখে তুলনা পায় না,—
সে চাঁদ চকোর হয়ে, আছে ভূমে লুটাইয়ে,
ছি ছি তা দেখিয়ে, লাজ কি পাও না।
সীমন্তিনীর সিঁতের সিঁদুর, তব শিরে চিহ্ন দেখিতে কি পাও না,—
হে নাগর! তোমায় বলি, ঐ চিহ্নে লাগবে ধুলি,
ছি ছি শ্রীহাত তুলিয়ে কেন লও না

দিদীমার গাওনাও শেষ হল ঐ সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিরও অবসান হইল। চারিদিকে কাক কোকিল পাপিয়া ডাকিতে লাগিল। রমণীগণ আপন আপন কার্য্যে যাইবার জন্য ব্যাস্ত হইল, কচি কচি মেয়ে ছেলেরা কান্না ও বায়নার চোটে বাসরঘর গরম করিয়া তুলিল। তখন দুর হইতে ক্ষীণস্বরে খঞ্জনী বাদনের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকটে আসিল। তখন শুনা যাইতে লাগিল, যে একটী বৈরাগী মধুস্বরে গান করিতে করিতে ও খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া যাইতেছেন। গানটী এই—

রাগ ভৈরব—তাল টিমা তেতালা। *

ভোর ভই যসমতী বোলায়ে উঠত নন্দ লালা জী।
উঠতে লালা, নন্দ দুলালা, মোহন বেশ বানাওয়ে জী॥
কোই কোই উঠত, কোই মুখ পুঁছত, কোই অরুণ পানে চাওয়ে জী।
কোই কোই ব্রজনারী, কাঁকে কুম্ভ করি, কোই যমুনা চলি যাওয়ে জী॥

---

*রাগভৈরোঁ—তাল একতালা।
সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরায়ী।
ভজরে গোবিন্দরাম আওর কোই নাই॥
রসনা রস নাম লেত, সন্তনকো দরশ দেত
ঈষৎ মুখ চন্দ বিন্দ, সুন্দর সুখদায়ী।

হে ব্রজবাসী, গোকুল নিবাসী, জাগাওয়ে নন্দ কানাইয়া জী।
প্রাতঃ সময় কালে, কোকিল বোলত ডালে, খঞ্জন আঙ্গিনা, ব্রাওয়ে জী॥
হে নারায়ণ, হে মধুসূদন, হে গোবর্দ্ধন ধারী জী।
ত্বং সদানন্দ, সদ্‌গুণধারী, সাক্ষী ভৃগুপদ চিহ্ন জী॥
জয় যদুনন্দন, জগত জীবন, ত্বং হি অটল বিহারী জী।
ধেনু চরাওয়ে, বেনু বাজায়ে, সাথে লিয়ে ব্রজবালা জী।
কুঞ্জে কুঞ্জে শব্দ ফুকারে রাধে রাধে কৃষ্ণ জী॥

সে যে কি মধুর শুনাইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। সারারাত্রি জাগরণের পর এই সুমধুর স্বর যেন কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর অরুণদেব ব্রহ্মমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন, সকলেই যে যার প্রাতঃক্রিয়ার জন্য স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বাসর ঘরের শয্যা তুলিবার জন্য ইন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং স্বহস্তে বুড়ী দিদীমার হাতে ১০০৲ নগদ একশত টাকা অর্পণ করিয়া বরকে সদর বাটীতে আনয়ন করিলেন এবং বর কন্যা বিদায় করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

বর কনে প্রস্তুত হইলে যথারীত্যনুসারে শুভক্ষণে ইন্দ্রনারায়ণ কন্যাকে রীতিমত উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিলেন। চন্দ্রনাথ এই বিবাহে যেন অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যে প্রাপ্ত হইলেন। বিবাহের ধুম মিটিয়া গেল।

কেশর কো তিলক ভাল, মানোরবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণে কুণ্ডল ঝিল মিলাতি, রবি পথ ছব ছায়ী॥
মোতিয়ন কি কণ্ঠমাল, তারাগণ অতি বিশাল,
মানো গিরি শিখর ফোড়, সুর সর চলি আয়ী।
সখা সহিত সরযূতীর, বিহরত রঘুবংশ বীর,
হরখ নিরখ তুলসীদাস, চরণন্ রজপায়ী॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথের অভ্যুদয়।

বিবাহের পর ইন্দ্রনারায়ণ চূড়ামণি মহাশয়কে বলিলেন যে, "চন্দ্রনাথ আমার একমাত্র জামাতা এবং আমার বিস্তর ঋণট এ কারণ চন্দ্রনাথ আমার ভার কিয়দংশ গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হই। আমার জমীদারী আছে, তেজারতি আছে, ধান্যের ব্যবসা আছে, তা আমার ইচ্ছা যে, ধান্যের ব্যবসাটী চন্দ্রনাথ দেখে ব্যবসার ভার চন্দ্রনাথের উপর থাকিল, আজ হইতে উক্ত ব্যবসার গদীর মালিক চন্দ্রনাথ হইল। আমরা আর উক্ত কার্য্য দেখিব না। চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—"আমার ইচ্ছা ছিল যে চন্দ্রনাথ নৈয়ায়ীক হইবে, বৈদান্তিক হইবে, স্মার্ত হইবে কিন্তু ব্যবসায় যাইলে কি হইবে?" ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—আর বিদ্যার আবশ্যক নাই যাহা হইয়াছে ঢের হইয়াছে এক্ষণে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক, অর্থ হইলে সবই হয়, আর অর্থ না হইলে সংসারে তাহাকে কেহই দেখিতে পারে না। যথা*—

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপ মাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয় শৃণু সখে চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥"

কবিতারত্নাকর।

অর্থহীন হইলে মা যিনি, তিনি নিন্দা করেন, পিতা স্নেহ করেন না, ভ্রাতা কথা বলেন না, ভৃত্য কুপিত হয়, পুত্র নিকটে আইসে না, স্ত্রী আলিঙ্গন করেন না, পাছে অর্থ প্রার্থনা করে এই ভয়ে বন্ধুগণ আলাপ করেন

---

* যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, কোঽপি ন বার্ত্তাং পৃচ্ছতি গেহে॥ মোহমুদ্গর।

তুমি যে পর্য্যন্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে সেই পর্য্যন্ত তোমার পরিবার তোমাতে অনুরক্ত থাকিবে। অনন্তর অপটু জরাগ্রস্থ ও অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইলে তোমায় কেহ জিজ্ঞাসাও করিবে না।

না, অতএব হে সখে! অর্থ উপার্জ্জন কর। কারণ, অর্থের দ্বারা সকলেই বশীভূত হয়।

চূড়ামণি মশাই বলিলেন—"তা ঠিক বটে কিন্তু বিদ্যার এক মান স্বতন্ত্র

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—যে পিতামহ! আপনি আমাদিগকে এত ভাল বাসেন কিন্তু যুদ্ধের সময় আপনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিলেন কেন? একথার উত্তরে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন—পাণ্ডব! আমি উহাদের পয়সা খাইয়াছি, উহারা আমাকে চিরকাল অর্থ সাহায্য করিয়াছে সুতরাং যাহার নুন খাইতে হয় তাহার গুণ গাইতে হয়, তোমরা চিরকাল বনবাসী ও অর্থ হীন আমাকে ভরণ পোষণ করিবার তোমাদের ক্ষমতা নাই। পুরুষ অর্থের দাস কাজে কাজেই অর্থের জন্য আমাকে কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিতে হইয়াছে অতএব হে রাজন্!—

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধশ্চার্থে চ কৌরবৈঃ॥ ভীষ্মপর্ব্ব মহাভাঃ।

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কদাচ কাহারও দাস নহে। হে মহারাজ! এই বাক্য অতীব সত্য। অর্থ দ্বারাই কৌরবগণ আমাকে বদ্ধ করিয়াছে।

অতএব চূড়ামণি মশাই! অর্থ না হইলে সংসারে সুখ হয় না, এজন্য ভীষ্মদেব আরও বলিয়াছেন—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ, প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা, ষড় জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥
ভীষ্মপর্ব্ব মহাভাঃ।

প্রতিদিন অর্থের আগমন, অরোগিতা, প্রিয়তমা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা বশীভূত পুত্র আর অর্থকরী বিদ্যা, হে রাজন্! এই ছয়টা সংসারের সুখের প্রতি কারণ জানিবে।

আর— কষ্টা বৃত্তিঃ পরাধীনা কষ্টো বাসো নিরাশ্রয়ঃ।
নির্ধনো ব্যবসায়শ্চ সর্ব্বকষ্টা দরিদ্রতা॥

পরাধীন বৃত্তি কিনা পরের চাকরি করা, নিরাশ্রয়ে বাস করা, ধনহীন ব্যবসা করা আর দরিদ্রতা, এই গুলি সংসারের কষ্টের প্রতি কারণ।

অর্থ না হইলে ধর্ম্ম হয় না, কোন কর্ম্ম হয় না, পরের উপকার করা

যায় না। কাহাকেও সন্তুষ্ট রাখা যায় না, কোন কার্য্যই হয় না, এজন্য দরিদ্র ব্যক্তির মনসাধ পুরে না। দরিদ্র হওয়া যে কি কষ্ট ? তাহা আপনার অবিদিত নাই সেই জন্য আমি বলিতেছি যে আমি সব করে কর্ম্মে দিচ্চি, কেবল চালিয়ে খেতে পাল্লেই হবে সুতরাং হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলবার দরকার কি হচ্চে ? আপনি পণ্ডিতলোক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন এ কার্য্য ভাল কি মন্দ। চূড়ামণি মহাশয় নির্ধনের কষ্ট বিলক্ষণ অবগত ছিলেন সুতরাং আর অমত করিবার ইচ্ছা হইল না। তখন "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" হইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রনাথ এইবার গদিতে বসিয়া মহাজনী আয় ব্যয় বুঝিতে লাগিলেন। ব্যবসা বুঝিলেন এবং ক্রমাগত চারি বৎসর কাল কার্য্য কর্ম্ম করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। এক বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে চন্দ্রনাথ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। এই নবীন বয়সে ও দরিদ্রের সন্তান হইয়া এত ধন সঞ্চয় হইলে প্রায়ই লোকের মতি গতি খারাপ হইয়া যায়, ধরাকে সরাখানা দেখে, দম্ভে মাটীতে পা পড়ে না, মানীলোকের মান ইজ্জৎ নষ্ট করে এবং বহুবিধ অনিষ্টের কারণ হয়, যেহেতু শাস্ত্রে বলে যে—

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্ ॥২১॥
৭ অ, খঃ নার, পুঃ।

যৌবন বিষম কাল এই কালে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত হয় সুতরাং এ সময়ে সৎপথে থাকা বড়ই কঠিন, তাহার উপর যদি ধন থাকে ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সোণায় সোহাগা, অর্থাৎ তাহার দ্বারা হেন দুষ্ক্রিয়া নাই যে হয় না। তাহার উপর যদি আবার মূর্খ হয় তাহলে ত কথাই নাই, সে হাতে মাথা কাটে। ইহার এক একটীই অনর্থের কারণ কিন্তু এই চারিটীকে একত্রে যে পায় সে না জানি কি করিতে পারে।

চন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে তিনটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাহার যৌবনও হইয়াছিল এবং ধন প্রভুত্বও হইয়াছিল কিন্তু মূর্খ ছিলেন না, এজন্য এই তিনটীতে তাহাকে কুপথে লইয়া যাইতে পারে নাই। তিনি সংসার ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ও বিশেষ সমাবেশ সংস্থাপনা করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার দাস দাসী গাড়ি ঘোড়া চাকর (খানসামা) দারবান ইত্যাদি ছিল। তাঁহার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে একজন

বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী লোক বলিয়া বোধ হইত। লোকে ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে একজন সাস্ত্রান্ত ও ধনী লোক বলিয়া জ্ঞাত হইল। তাঁহার নিকটে অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণ আসিলে কেহই রিক্ত হস্তে ফিরিত না, যে যেমন লোক, যে যেমন দায়গ্রস্ত তাহার তেমনি বৃত্তি তিনি প্রদান করিতেন। ক্রমে তিনি একজন দরিদ্রদিগের প্রাতঃস্মরণীয় লোক হইয়া দাঁড়াইলেন। কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে লাগিল। এতাবৎ সময়ের মধ্যে তাঁহার দুই একটী সন্তান সন্ততিও হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ নিজে একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন এবং তাঁহার দান ধর্ম্ম ছিল এজন্য তাঁহার নিকট অনেকানেক অধ্যাপক, পণ্ডিত, জ্যোতিষী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানি গণের প্রায়ই সমাগম হইত। বহুবিধ বিষয়ের তর্ক বিতর্ক এবং মীমাংসাদিও হইত। সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে নবাব হুজুর দরবারেও যাইতে হইত এজন্য তিনি দেশমধ্যে একজন মহামাননীয় ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম এক্ষণে দ্বাবিংশ বৎসর মাত্র, ১৬ ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে যে গণৎকার চন্দ্রনাথের মাকে বলিয়াছিল যে চন্দ্রনাথ বড় লোক হইবে এবং আমি ১৫ পনর বৎসর পরে আসিয়া সোনার ঘটী লইব সেই গণৎকার আজ চন্দ্রনাথের বাটীতে উপস্থিত। চন্দ্রনাথের মনে না থাকিতে পারে কিন্তু চন্দ্রনাথের মায়ের মনে একথা জাগরূক ছিল। গণৎকার আসিয়াছে শুনিবামাত্র চন্দ্রনাথের মা অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারবানকে বলিলেন যে গণৎকারকে আমার নিকট লইয়া আইস, দ্বারবান তৎক্ষণাৎ গণকঠাকুরকে লইয়া মায়ের নিকট উপস্থিত করিল। মা দেখিলেন যে এ সেই গণৎকার। ব্রাহ্মণী নিজে সেই আচার্য্যের পদধৌত করিয়া দিলেন এবং অনিমিষ নয়নে তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে গণক বলিল "মা আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সকলই হইয়াছে কিনা বলুন।" মা বলিলেন হাঁ বাবা হইয়াছে। তখন গণক ঠাকুর বলিলেন "মা তবে এইবার আমার সোণার ঘটী চাই" মা বলিলেন "হাঁ বাবা চাই বৈকি, আমি সোণার ঘটী দিব, না দিতে পারি মূল্য ধরিয়া দিব।" সোণার ঘটী প্রস্তুত ছিল না সুতরাং ব্রাহ্মণী চন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া বলিলেন "বাবা এই ঘটীটীর* ওজনে একটী সোণার ঘটীর মূল্য কত হয় তাহা দিয়া এই গণকঠাকুরকে সন্তোষ

*সেই পুরাতন এঁদোপড়া ঘটী।

কর"। চন্দ্রনাথ মাতৃ আজ্ঞা পালনে বিমুখ হইলেন না সেই ঘটীর ওজনে সোণা আনিয়া মায়ের চরণতলে রাখিলেন। মা সেই পুরাতন ঘটীটী ও তৎ ওজনের সোণা সেই গণক ঠাকুরের নিকট রাখিয়া বলিলেন "প্রভু! আমি আপনার কথায় অতিশয় বাধ্য আছি, আপনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন হইয়াছে এজন্য আপনাকে আমি প্রতিশ্রুত বাক্যানুসারে ঐ মূল্যের সোণার ঘটী দিতেছি আর আপনার মনোবাঞ্ছা কি আছে বলুন আমি এখনি তাহা সম্পাদন করিব।" তখন গণকঠাকুর বলিলেন—"মা আমি আর কিছুই চাহিনা, আপনি যদি এই সোণার ঘটী না দিতেন তাহলে আমি আপনার কি করিতে পারিতাম আপনি যা দিয়াছেন তাই আমার লাকটাকা হইয়াছে"। তখন ব্রাহ্মণী গণকের সেবার জন্য লোক বন্দোবস্ত করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গণকঠাকুর সময়ানুসারে আপনার কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া চন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বাবা চন্দ্রনাথ! তোমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কি জন্য সোণার ঘটী দিলেন তাহা তুমি কি জ্ঞাত আছ?" চন্দ্রনাথ বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ আমি মাতাঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়াছি যে আপনি পূর্ব্বে গণনা করিয়া আমার সৌভাগ্যের কথা বলিয়াছিলেন। আমারও অতি অল্প মনে পড়ে যে, মা আপনাকে এই ঘটীটা দিয়াছিলেন আপনি উহা তখন লয়েন নাই।" চন্দ্রনাথ এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তা কহিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু! আপনি যে গণনা করিয়া আমার সৌভাগ্যের কথা বলিয়াছিলেন তাহা তো সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে পারেন?" গণৎকার বলিল "যখন সৌভাগ্যের কথা বলিতে পারা যায় তখন দুর্ভাগ্যের কথাও বলিতে পারা যায়। কারণ, আমরা গ্রহ নক্ষত্র গণনা করিয়া বলি, গ্রহগণই মনুষ্য জীবনের সুখ দুঃখের জ্ঞাপক।" শ্রীরামচন্দ্র বনগমন কালীন যখন সীতা দেবীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন না তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনার সহিত আমি বনবাসিনী হইব ইহা আমি পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত আছি। কারণ;—

বাল্যে মাং বীক্ষ্য কশ্চিদ্বৈ জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদঃ।
প্রাহতে বিপিনে বাসঃ পত্যাসহ ভবিষ্যতি।
সত্যবাদী দ্বিজো ভূয়াদগমিষ্যামি ত্বয়া সহ॥ ৭৬॥

৪ অ, অযোধ্যাকাণ্ড রামায়ণ।

অর্থাৎ একজন জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ, বাল্যকালে পিতৃ ভবনে

আমাকে দর্শন করিয়া সহসা কহিলেন যে, এই কন্যাটীর স্বামী সহ বনে বাস হইবে অতএব সেই ব্রাহ্মণকে সত্যবাদী করুন আমি আপনার সঙ্গে যাইব।

অতএব আমরা গ্রহগণের বলাবল দেখিয়া সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সকলই বলিতে পারি। তখন চন্দ্রনাথ বলিলেন—"তবে আপনি গণনা করিয়া আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় বলুন। গণৎকার তখন চন্দ্রনাথের কোষ্ঠী লইয়া রাশীচক্র বিন্যাস করিলেন এবং লগ্ন মতে দশা, অন্তর দশা গণনা করিয়া ফলাফল বলিতে আরম্ভ করিলেন। যথা—

ষট্ সূর্য্যস্য দশা প্রোক্তা শশিনো দশ পঞ্চ চ।
অষ্টাবঙ্গারকে প্রোক্তা বুধে সপ্তদশ স্মৃতাঃ॥
শনৈশ্চরে দশ প্রোক্তা গুরোরেকোনবিংশতিঃ।
রাহোর্দ্বাদশবর্ষাণি ভৃগোরপ্যেকবিংশতিঃ॥

জ্যোতিষশাস্ত্র।

সূর্য্যের দশায় ৬ ছয় বৎসর ভোগ, চন্দ্রের ১৫ পনর বৎসর, মঙ্গলের ৮ আট বৎসর, বুধের ১৭ সতর বৎসর, শনির ১০ দশ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ উনিশ বৎসর, রাহুর ১২ বার বৎসর, শুক্রের ২১ একুশ বৎসর দশা ভোগ কাল নির্দ্ধারিত আছে। এই সমস্ত দশার আবার অন্তর দশা আছে অর্থাৎ মনে কর রবির দশা ৬ ছয় বৎসর, এই ৬ ছয় বৎসরের ভিতরে যে নবগ্রহের ভোগ কাল নিরূপণ আছে তাহার নাম অন্তরদশা। আবার অন্তরদশার অন্তরে যে নবগ্রহের ভোগ কাল তাহার নাম প্রত্যন্তর দশা। এক্ষণে আপনার সোমের অন্তর রবির দশা চলিতেছে, উহা দশমাস থাকিবে। উহার ফল যথা,—

ভূপপ্রসাদ সৌখ্যঞ্চ ঐশ্বর্য্যমতুলং ভবেৎ।
করোতি ধনসম্পত্তিং চন্দ্রস্যান্তর্গতো রবিঃ॥
ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ ব্যাধিনাশমরিক্ষয়ং।
নৃপতেজো রবি কুর্য্যাৎ বিধোঃ পাক দশাংগতঃ॥

জ্যোতিষশাস্ত্রং।

সোমের অন্তর রবির দশায় অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজপ্রসাদ, প্রভুত সুখ, ধন সম্পত্তি লাভ, ব্যাধিনাশ, শত্রুক্ষয় এবং রাজপূজা লাভ হইয়া থাকে।

এই অন্তর দশা, দশমাস কাল চলিবে, এবং আপনি ২১ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া ২২ বৎসরে যেমন পদার্পণ করিবেন অমনি মঙ্গলের দশা প্রাপ্ত হইবেন। মঙ্গল স্বদশায় ফল শুভ দেন না, উহা ৭ মাস, ৩ দিবস থাকিবে। তৎপরে বুধের অন্তর দশায় শুভাশুভ দুই হইবে, উহা এক বৎসর ৩ দিন কাল থাকিবে। পরে মঙ্গলের দশায় শনির অন্তর দশায় কষ্ট উপস্থিত হইবে। তাহার ফল যথা—

ধননাশো মনস্তাপো হৃদিপীড়াদিকং ভবেৎ।
করোতি বিবিধং দুঃখং কুজস্যান্তর্গতঃ শনিঃ॥
রিপুচৌরাগ্নিভীতিশ্চ রোগমন্তরমন্তরং।
মহাজনকৃতোদ্বেগং কুজস্যান্তর্গতে শনৌ॥

জ্যোতিষশাস্ত্রং।

এই সময় ধন নাশ, মনস্তাপ, হৃদ্‌রোগ, চৌরভয়, অগ্নিভয়, পুনঃ পুনঃ পীড়া ও মহাজনগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইতে হইবে।

এইরূপ অবস্থা ৮ মাস ২৬ ছাব্বিস দিন পর্য্যন্ত চলিবে। তাহার পর বৃহস্পতির অন্তর দশা ১ বৎসর ৪ চারি মাস ২৬ ছাব্বিশ দিন চলিবে ঐ সময়ে বৈরাগ্য, দেশভ্রমণ, তীর্থ সেবা ও দেব সেবায় মন হইবে। তৎপরে রাহুর অন্তর দশায় ভয়ানক কষ্ট হইবে। উহা ১০ দশ মাস, ২০ বিশ দিন থাকিবে, পরে শুক্রের অন্তরদশায় দৈহিক পীড়াদি অর্থনাশ ও রাজভয়াদি হইবে। এখন হইতে দশ মাস গতে ৬ ছয় বৎসর ৫ পাঁচ মাস ৯ নয় দিন কষ্টে যাইবে। তৎপরে রবির অন্তর্দ্দশায় পুনরায় শুভ হইবে। তাহার ফল এই—

প্রচণ্ডৈশ্বর্য্যমতুলং নৃপপূজাদিকং ভবেৎ।
স্ত্রীলাভঃ পদবীবৃদ্ধিঃ কুজস্যান্তর্গতে রবৌ॥
নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভমথাপি বা।
নৃপপূজামবাপ্নোতি কুজস্যান্তর্গতে রবৌ॥

জ্যোতিষশাস্ত্রং।

মঙ্গলের দশায় রবির অন্তর দশায় অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজ পূজা, স্ত্রীলাভ, পদ-বৃদ্ধি, নানা রত্ন লাভ, নানাবিধ সুখসম্ভোগ এবং ভূমি লাভ হয়।

অতএব ২৭।২৮ বৎসর বয়সে পুনরায় শুভ হইবেন, চন্দ্রনাথ! এই পর্য্যন্ত

জানিয়াই ক্ষান্ত হও, আর জানিবার আবশ্যক নাই পরে পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে ইহার পর গণনা করিব। এই কথায় চন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইলেন না। কারণ, বিশেষ করিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্যের বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা ছিল, তিনি বলিলেন "প্রভু দুর্ভাগ্য ঘটনা কিরূপ হইবে তাহা আমি সবিশেষ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি"। গণৎকার বলিল তাহা আর বিশেষ করিয়া শুনিবার আবশ্যক নাই কারণ, গ্রহ, নক্ষত্র যখন যেরূপ ভাবে থাকে সেইরূপ হয় উহা আর বিশেষ করিয়া জানিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। যখন তোমার সেই সময় আসিবে তখন আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গ্রহ বৈগুণ্য কাটাইয়া দিব, এক্ষণে উহা চিন্তা করিবার কি আবশ্যক? সময় কালে সমস্ত হইবে। এই বলিয়া গণক ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ দুর্ভাবনায় পড়িলেন, কি করিবেন কি না করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপ বিমর্ষাবস্থায় কয়েক দিন কাটিল। তাহার পিতা চূড়ামণি মহাশয় চন্দ্রনাথকে বিমর্ষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এরূপ হইয়া যাইতেছ কেন? চন্দ্রনাথ বলিলেন "গণকঠাকুর বলিয়া গেলেন প্রায় এক বৎসর পরে এ সমস্ত বৈভব থাকিবে না" সেই জন্য চিন্তিতাছি। চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন এ সমস্ত বৈভব কি পূর্ব্বে ছিল? যে এত ভাবনা করিতেছ? সংসার চক্র এইরূপই জানিবে তাহাতে আবার ভাবনা কি?

> সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
> চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ, জগতে সুখ ও দুঃখ এইরূপ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন হইতেছে।

আমরা চিরদরিদ্র দরিদ্রতাতে আমাদের ভয় কি? আমার সেই তেঁতুল গাছ আজও আছে, যদি সব যায় তো তেঁতুল গাছ যাবে না, কোন কালে বৈভব ছিল না ভাবনাও ছিল না এখন বৈভব হইয়াছে বলিয়া ভাবনাও হইয়াছে এজন্য আমি তখনই ব্রাহ্মণীকে বলিয়াছিলাম যে ও সব জঞ্জাল যুটাইও না, তা তিনি শুনিলেন না যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভুগিতেই হইবে তাহার আর ভাবনা করিলে কি হইবে? তোমার এই বৈভব প্রাপ্তি হইবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই আপনিই আসিয়া যুটিয়াছে আবার আপনিই যাইবে তাহাতে দোষই বা কাহার আর গুণই বা কার? তোমার ভাগ্যে এই সুখভোগ

ছিল তাই হইয়াছে, ভোগ ফুরাইলে আপনিই সমস্ত চলিয়া যাইবে মহা চেষ্টা করিয়াও রাখিতে পারিবে না তখন আর ভাবনা করিয়া ফল কি? যা হবার তাই হবে। পিতার এই কথা শুনিয়া চন্দ্রনাথ বলিলেন—

"অনাগত বিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিস্তথা।
দ্বাবেতৌ সুখমেধেতে যদ্ভবিষ্যো বিনশ্যতি"॥ ৭॥

১৩ অ, চাণক্য।

আগত দুঃখের পূর্ব্বেই উপায় অবলম্বন এবং উপস্থিত দুঃখ নিবারণার্থে প্রত্যুৎপন্ন মতি এই উভয়ই ভবিষ্যৎ সুখ বৃদ্ধির কারণ, আর যে ব্যক্তি অদৃষ্টানুসারে যা হইবার তাই হইবে বলিয়া বিবেচনা করে সে ব্যক্তি বিনষ্ট হয়।

চূড়ামণি মহাশয় এই কথার উত্তরে বলিলেন "বেশ কথা, কিন্তু আগত দুঃখ কিরূপ ভাবে ঘটিবে যদি পূর্ব্বে জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা হইলে তাহার উপায় জন্য চেষ্টা করা যায়, আর যদি ঘটনা সংঘটনের অবস্থা না জানিতে পারা যায় তাহা হইলে কি করিয়া উপায় অবলম্বন করিবে? এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে এমত সময়ে সারদা তর্কালঙ্কার, দিগম্বর বিদ্যাবাগীশ ও আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পিতা পুত্রের কথা বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। উভয়েরি অভিপ্রায় বুঝিয়া সারদা তর্কালঙ্কার বলিলেন—

দৈবাধীনং জগৎসর্ব্বং জন্মকর্ম্মশুভাবহম্।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥ ৩॥

১৬ অ, গ-খণ্ড, ব্রবৈপুঃ।

জগৎ ও শুভাবহ জন্ম কর্ম্ম সমস্তই দৈবাধীন, দৈব প্রভাবেই সমস্ত বস্তুর পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হয়, অতএব দৈবই সর্ব্ব প্রকারে বলবৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

অতএব যা ঘটিবার তা ঘটিবে কেহই রাখিতে পারিবে না তজ্জন্য চিন্তাকুল হইলে কি হইবে? আর দৈব ঘটনার কথা কি বলা যায়। তাহার * প্রমাণ দেখ—

---

* প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে একজন কর্ণধার (মাঝী) এক জঙ্গলের ধারে নৌকা লাগাইয়া শৌচকার্য্য করিতেছিল। এমত সময়ে জল হইতে

কান্তং ব্যক্তি কপোতিকাকুল তয়া নাথান্তকালোঽধুনা।
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপ শাণিত শরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি ॥

একটা বৃহদাকার কুম্ভীর ঐ মাজীকে লক্ষ্য করিল এবং ঝোপের ভিতর হইতে একটা ব্যাঘ্রও ঐ মাজীকে লক্ষ্য করিল। মাজী ইহার বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহে। ব্যাঘ্র ঝোপ হইতে এক লম্ফে যেমন ঐ মাজীর উপরে পড়িল কুম্ভীরও তৎক্ষণাৎ ঐ মাজীকে না ধরিয়া ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পদদ্বয় কামড়াইয়া ধরিল। ব্যাঘ্র মাজীকে ছাড়িয়া আপনার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ইত্যবসরে মাজী পলায়ন করিয়া আপনার নৌকায় যাইয়া এই ব্যাঘ্রও কুম্ভীরের যুদ্ধ দেখিয়া অবাক হইয়া আপনার অদৃষ্টের (দৈবের) বিষয় ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

আর একটী ঘটনা ঐরূপ—একটী স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত কলহ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার অভিলাষে একগাছি দড়ি লইয়া পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এমন সময়ে এক ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। স্ত্রীলোকটী ঢাকীকে দেখিয়া বলিল দেখ ঢাকী! আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব, তুমি যদি আমাকে কিরূপে গলায় দড়ি দিতে হয় দেখাইয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার গাত্রের সমস্ত অলঙ্কার গুলি দিব। ঢাকী গহনার লোভে সেই স্ত্রীলোকটীকে একটা গাছতলায় লইয়া গেল। গাছের ডালে দড়ি খাটাইয়া আপনার ঢাকটী জমীতে রাখিয়া ঢাকের উপরে উঠিল, উঠিয়া স্ত্রীলোকটীকে বলিল দেখ এই যে ফাঁস করিলাম এই ফাঁসটী এইরূপে গলায় পরাইয়া (দেখাইবার জন্য আপনার গলায় দিয়া) পা দিয়া ঢাকটী এইরূপে গড়াইয়া দিবে বলিয়া যেমন ঢাকীর পা নড়িল ঢাকটী অমনি গড়াইয়া গেল এবং ঢাকী ফাঁসির দড়িতে তৎক্ষণাৎ ঝুলিয়া পড়াতে এক হাত জিব বাহির হইয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটী এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল।

এই স্থলে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে মাজীকে কে বাঁচাইল এবং ঢাকীকে কে মারিল। এস্থলে স্ব ইচ্ছায় কেহ চেষ্টা করিয়া বাঁচে নাই এবং স্ব ইচ্ছায় কেহ ফাঁসিতে ঝুলে নাই সুতরাং এস্থলে কাহারও পুরুষকার আদৌ নাই।

ইত্থং স স্বহিনামদষ্ট ইষুণা শ্যেনোপি তেনাহতঃ।
তূর্ণং তৌতু যমালয়ং প্রতিগতৌ দৈবী বিচিত্রাগতিঃ ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মবিবেক।

অর্থাৎ দৈবের কি আশ্চর্য্য গতি দেখ নিম্নভাগে ব্যাধ ধনুকে শর যোজনা করিয়া রহিয়াছে, উপরিভাগে শ্যেন পক্ষী পরিভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং স্বামীর অন্তকাল দেখিয়া কপোতিকা আকুল হইয়া স্বামীকে কহিতেছে হে নাথ! অধুনা অন্তকাল উপস্থিত। এমত সময়ে একটী সর্প আসিয়া ব্যাধকে দংশন করিল এবং ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা শ্যেন পক্ষী আহত হইয়া শীঘ্র দুইজনে যমালয়ে প্রস্থান করিল। অতএব দৈবের গতি অতীব চমৎকারিণী। আরও দেখ—

দৈবেন প্রভুণা স্বয়ং জগতি যৎ যস্য প্রমাণীকৃতং,
তৎ তস্যোপনয়েন্মনাগপি মহান্নৈবাশ্রয়ঃ কারণম্।
সর্ব্বাশা পরিপূরকে জলধরে বর্ষত্যপি প্রত্যহং,
সূক্ষ্মা এব পতন্তি চাতকমুখেদ্বিত্রাঃ পয়ো বিন্দবঃ ॥৯৯॥

নীতিশতকম্।

মনুষ্যাদি জীবের অদৃষ্ট স্বরূপ প্রভু (দৈব) এই জগন্মণ্ডলে স্বয়ং যাহার প্রতি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাই সেই ব্যক্তির তদনুরূপ ফলে পরিণত হইতেছে, অতএব অতি মহৎ আশ্রয় ও মানবাদির সুখ সম্ভোগ ফলের প্রতি অতি অল্পমাত্রও কারণ হইতে পারে না কেন না, কৃষকাদি সমস্ত ব্যক্তিরই আশানুরূপ সমস্ত ফল প্রদাতা জলধর প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিলেও হতভাগ্য চাতকের মুখাভ্যন্তরে তাহার অতি সূক্ষ্ম দুই তিন বিন্দু মাত্র জল পতিত হইয়া থাকে।

অতএব দৈবের (অদৃষ্টের) উপর ত কাহারও হাত নাই তখন তজ্জন্য ভাবনা করিয়া আর কি হইবে? যখন ঘটিবে তখন দেখা যাইবে পূর্ব্ব হইতে কি চেষ্টা করিবে? কিরূপ অবস্থায় পড়িবে কোথায় যাইতে হইবে কি না হইবে তাহার ত কোন স্থিরতা নাই, তখন কিরূপে কি রক্ষা করিবে? বিধি লিপি কার্য্য অবশ্যই ভুগিতে হইবে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। কিরূপ অবস্থায় কি ঘটিবে যদি পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারা

যায় তাহা হইলে বরং একদিন চেষ্টা চলিতে পারে, কিন্তু যখন ঘটনারই স্থিরতা নাই তখন কোনরূপ চেষ্টা হইতে পারে না।

চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—

যদ্ভবেত্তদ্ভবত্যেব ভবিতা যদ্ভবিষ্যতি।
সত্যং নৈষেকিকং কর্ম্মঃ নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥ ৫৬ ॥

২৭অ, গণ খঃ ব্রবৈ পুঃ।

যাহা ঘটিবার হয়, তাহা অবশ্যই ঘটিয়া থাকে. আর যাহা ঘটিবে, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। বিধি কৃত কর্ম্মের নিত্যতা আছে। অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের কেহই নিবারণ করিতে পারে না।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যৎকৃষ্ণেন নিরূপিতং।
নিরূপিতং যৎ তৎ কর্ম্ম কেন বৎস নিবার্য্যতে ॥ ৫৭ ॥ ঐ ॥

সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান যাহা যাহা নিরূপণ করিয়াছেন তত্তদ্বিষয়ই ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। তৎকৃত কর্ম্ম নিবারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন—

মজ্জত্বম্ভসি যাতুমেরুশিখরং শত্রুং জয়ত্বাহবে।
বানিজ্যং কৃষিসেবনাদি সকলাবিদ্যাঃ কলাঃ শিক্ষু ॥
আকাশং বিপুলং প্রয়াতু খগবৎ কৃত্বা প্রযত্নম্পরং
নাভাব্যম্ভবতীহ কর্ম্মবশতো, ভাবস্য নাশঃ কুতঃ ॥ ৫৭ ॥

নীতিশতকম্।

মনুষ্যেরা জলমধ্যে মগ্ন হইয়াই দেখুক, আর সুমেরু শিখরেই আরোহণ করুক, অথবা সমর ভূমিতে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া আসুক এবং লাভ প্রত্যাশায় বাণিজ্য ব্যবসায় করুক; কিম্বা কৃষিকার্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নিরত থাকুক অথবা সকলা বিদ্যা ও কলাবিদ্যা শিক্ষাই করুক, অন্ততঃ কোন যত্ন কৌশলের বলে চেষ্টা করিয়া অনন্ত আকাশ মণ্ডল পক্ষবৎ উড্ডীন হইয়া (চরিয়া ফিরিয়া) দেখুক; কর্ম্ম বশীকৃত ব্যক্তিদিগের, ইহার কিছুতেই অভাব্য বিষয়ের (যাহা না হইবার) ভবতিত্ব ঘটিবেক না। কিন্তু ভাব্য বিষয়ের (যাহা হইবার) বিনাশ কে করিতে পারে।

দিগম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলিলেন ও সব ভাবনা ছাড়িয়া দেও ভাগ্যা-ভাগ্য দেখিবার আবশ্যক নাই। পুরুষকার আশ্রয় কর সর্ব্ব বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। শাস্ত্রে একটা কথা বলে যে—

উদ্যোগং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়্বিধে যস্য উৎসাহস্তস্য দেবোপি শঙ্ক্যতে ॥ ৩৩ ॥

১১১ অ, গ পুঃ।

উদ্যোগ (চেষ্টা), সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধিঃ, শক্তি ও পরাক্রম এই ষড়্বিধ কার্য্যে যাহার উৎসাহ আছে সে ব্যক্তিকে দেবগণও ভয় করে।

উদ্যোগেন কৃতে কার্য্যে সিদ্ধির্য্যস্য ন বিদ্যতে।
দৈবং তস্য প্রমাণং হি কর্ত্তব্যং পৌরুষং সদা ॥ ৩৪ ॥

১১১ অ, গ পুঃ।

যে ব্যক্তি উদ্যোগ করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয় না তার দৈব প্রতিকুল জানিবে, সেই সময়ে পুরুষকার করা কর্ত্তব্য।

অতএব চন্দ্রনাথ। পুরুষত্ব ছাড়িও না, নিশ্চেষ্ট হইও না কারণ—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী,
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্যকুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা,
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোত্র দোষঃ ॥

উদ্যোগী পুরুষসিংহকে লক্ষ্মী আশ্রয় করেন, কিন্তু দৈব বা অদৃষ্ট প্রযুক্ত মনুষ্য লক্ষ্মীবন্ত হয়" এমন কথা কেবল কাপুরুষগণই বলিয়া থাকে। অতএব দৈবকে হতাদর করিয়া আত্ম শক্ত্যানুসারে পুরুষার্থ সাধন করা বিধেয়, যত্ন করিলেও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহাতে দোষ কি ?।

আরও দেখ—

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্যত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি ॥

দৈবের বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়। কারণ, বিনা যত্নে তিল হইতে তৈল বাহির হয় না। অতএব পুরুষকার করা কর্ত্তব্য।

এই কথার উত্তরে সারদা তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—

"বলবান বিধিরেবাত্রে পুং প্রযত্নো হি দুর্ব্বলঃ"।

৫অ, অযোধ্যাকাঃ, রামায়ণ।

অর্থাৎ বিধাতার ইচ্ছাই বলবতী, পুরুষের প্রযত্ন কোন কার্য্যকর হয় না। বিধিলিপি কার্য্য কি কখন লঙ্ঘন হয়? কোথাও এরূপ দেখেছেন কি?

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলিলেন—

ন লভন্তে বিনোদ্যোগং জন্তবঃ সম্পদাং পদং।
সুরাঃক্ষীরোদবিক্ষোভমনুভূয়ামৃতং পপুঃ॥ ৩৬॥

দৃষ্টান্তশতকম্।

কোন প্রাণী উদ্যোগ ব্যতীত সম্পদ লাভ করিতে পারে না। ইহার নিদর্শন দেবতারা সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনজনিত ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে অমৃতপান করিতে পাইয়াছিলেন।

এই কথা শুনিয়া সারদা তর্কলঙ্কার মহাশয় বলিলেন "ওসব বাজে কথা কেন না অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় পুরুষকার প্রয়োগ করা যায় না। সমুদ্র মন্থন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। প্রতি কল্পান্তে সমুদ্র মন্থন হইয়া থাকে তাহাতে আবার পুরুষকার কি? একটা বচন আছে—

নেতা যত্র বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রং সুরাঃ সৈনিকাঃ।
স্বর্গো দুর্গমনুগ্রহঃ খলুহরেরৈরাবতো বাহনম্॥
ইত্যৈশ্বর্য্য সমন্বিতোঽপি বলভিদ্ভগ্নঃ পরিঃ সঙ্গরে।
তদ্যুক্তং ননু দৈবমেব শরণং ধিক্ ধিক্ বৃথাপৌরুষম্॥৫৯॥"

নীতিশতকম্।

যে স্থলে স্বয়ং বৃহস্পতি নেতা—সৈনাধ্যক্ষ, বজ্র যে স্থলে অস্ত্র, দেবগণ যেখানে সেনা, স্বর্গ সেখানে দুর্গ (কেল্লা), স্বয়ং হরি যাঁহাদের সহায়, ঐরাবত হস্তী যেখানে বাহন, এমন অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য (সরঞ্জাম) সত্ত্বেও যখন বলহন্তা দেবেন্দ্র যুদ্ধস্থলে অসুর শত্রু কর্ত্তৃক ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন তখন একমাত্র দৈবই যে জীবের শরণ স্বরূপ ইহাই যুক্তি সঙ্গত কথা, বৃথা পুরুষকারকে ধিক্ ধিক্।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলিলেন—

তর্কালঙ্কার মশাই ! আপনি পুরুষকারকে ধিক বলিতেছেন কিন্তু বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে কি বলিয়াছিলেন জানেন ? তিনি বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে ॥৮॥

৪ সর্গ, মুমু প্রঃ, যো বা।

হে রঘুনন্দন ! ইহ সংসারে যথাযথরূপ পুরুষকার প্রয়োগ করিলে সকলেই সর্ব্বদা সকল বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে।

পৌরুষং স্পন্দফলবদ্দৃষ্টং প্রত্যক্ষতো ন যৎ।
কল্পিতং মোহিতৈর্মন্দৈর্দৈবং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ ১০ ॥

৪র্থ সর্গ, মুমু প্র, যো বা।

পুরুষকার যে গমন ভোজনাদি ক্রিয়া দ্বারা দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তি বা তৃপ্তি লাভাদি সম্পাদন করে, তাহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, মন্দবুদ্ধি জনেরাই দৈব বলিয়া থাকে। বাস্তবিক দৈব নামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই।

দৈবং সংপ্রেরয়তি মামিতি দগ্ধধিয়াং মুখম্।
অদৃষ্ট শ্রেষ্ঠদৃষ্টীনাং দৃষ্টা লক্ষ্মীর্নিবর্ত্ততে ॥ ২০ ॥

৪র্থ সর্গ, মুমু প্র, যো বা।

"আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই সংঘটিত হইবে" এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক যে সকল মূঢ় পুরুষেরা পুরুষকার প্রয়োগে বিমুখ হয়, লক্ষ্মী দেবী তাদৃশ পুরুষকার হীন অদৃষ্ট মাত্র বাদী পুরুষগণের মুখাবলোকন করেন না।

সারদা তর্কলঙ্কার মহাশয় একথা শুনিয়া বলিলেন—

বশিষ্ঠদেব যে মুখে বলিয়াছেন দৈব কিছুই নয়, আবার সেই মুখেই বলিয়াছেন যে এই জগৎ দৈবেরই অধীন। যথা—

স্বকর্ম্ম ফলভোগানাং হেতুমাত্রা হি জন্তবঃ।
কর্ম্মাণি দৈবমূলানি দৈবাধীনমিদং জগৎ ॥ ৫৭ ॥

৮অ, বৃঃ নারদীয় পুঃ।

যখন সগর রাজা (বশিষ্ঠের শরণাগত) পিতৃ শত্রুদিগকে বধ করিতে

চাহিলেন তখন বশিষ্ঠ দেব বলিলেন—জন্তুগণ নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগের হেতু মাত্র, দৈবই কর্ম্মের মূল কারণ এবং এই জগৎ সেই দৈবের অধীন।

তস্মাদ্দৈবং হি সাধূনাং রক্ষিতা দুষ্টশিক্ষিতা।
ততো নরৈর স্বতন্ত্রৈঃ কিং কার্য্যং সাধ্যতে বদ ॥ ৫৮ ॥
৮অ, বৃঃ নারদীয় পুঃ।

দৈবই শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন কর্ত্তা, স্বয়ং মনুষ্যের কার্য্য করিবার কি ক্ষমতা আছে বল ?

তাহলেই বশিষ্ঠদেব যেন বলিতে চাহিলেন যে, মনুষ্যের নিজের কোন হাত নাই, দৈব যা করায় মনুষ্য তাহাই করে এই কথাই বুঝাইল। তা ও সব কথা ছাড়িয়া দিন, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে অনুমানের প্রয়োজন কি ?

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলিলেন বাশিষ্ঠ মতে পুরুষকারই দৈব। যথা—

সিদ্ধস্য পৌরুষেণেহ ফলস্য ফলশালিনা।
শুভাশুভার্থ সম্পত্তির্দ্দৈব শব্দেন কথ্যতে ॥ ৪ ॥
৯ সর্গ, মুমু প্র, যো বা।

ফলবান পুরুষকার প্রয়োগ করিলে, তাহাতে যে শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যগণ তাহাকেই দৈব নামে অবিহিত করে।

সারদা তর্কলঙ্কার বলিলেন—

মুখে ত সবই বলিতেছেন। প্রমাণ কিছু আছে ? কেবল পুরুষকার পুরুষকার বলিয়া চিৎকার করিলে কি হইবে ? প্রমাণ দিন তাহলে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ যা বলেছেন তা সত্য।

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলিলেন—

যথা মৃৎপিণ্ডিতঃ কর্ত্তাকুরুতে যদ্ যদি গচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্মপুরুষঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪ ॥
কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥ ৩৬ ॥

অব, হিতোপদেশ।

কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা পিণ্ড লইয়া ইচ্ছামত বিচিত্র আকৃতি সকল গঠন করে, পুরুষ তেমনি আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া আপনিই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়। কাকতালীয়বৎ কি না হঠাৎ যদি কেহ সম্মুখে মণিরত্ন পড়িয়া আছে দেখিতে পায় এবং সে যদি তাহা নিজ হস্ত দ্বারা কুড়াইয়া না লয়, তাহলে কি বিধি আসিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দেয়? পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। উদ্যোগের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হয়, কেবল কার্য্য করিব বলিয়া মনে করিলে কিছুই হয় না; যেমন নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগেরা আপনি আসিয়া প্রবেশ করে না সেইরূপ।

সারদা তর্কালঙ্কার বলিলেন—

ও সব কথা কে না জানে। ও সব কথা কি পুরুষকারের প্রমাণ হল? অবশ্যম্ভাবী ঘটনা যাহা ঘটিবেই তাহা যদি চেষ্টার দ্বারা রহিত করা যায় তাহা হইলে তাহাকে পুরুষকার বলা যায় তদ্ব্যতীত আহার বিহারাদি স্বাভাবিক কার্য্য করাকে পুরুষকার বলে না। এ সকল কার্য্যকে যদি পুরুষকার বলিতে হয় তাহা হইলে নিদ্রা যাওয়া ও পুরুষকার। ওরূপ পুরুষকার অদৃষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা বিবাদী হইতে পারে না। ওরূপ পুরুষকার অবশ্যম্ভাবী ঘটনার বা অদৃষ্টের অধীন। কেন না—এত বড় প্রতাপান্বিত রাজা যে রাবণ, যাহার ভয়ে দেবতারা সর্ব্বদা শশঙ্কিত এবং এত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও কেবল দৈব বল দুর্ব্বল জন্য কিছুতেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিল না, সবংশে নিপাতিত হইল। যথা—

জাতো ব্রহ্মকুলাগ্রজো ধনপতি র্যঃ কুম্ভকর্ণানুজঃ।
পুত্রঃ শক্রজিতঃ স্বয়ং দশশিরঃ পূর্ণা ভুজা বিংশতিঃ ॥
দৈত্যঃ কামচরঃ বরোঽস্য বিজয়ী মধ্যং সমুদ্রং গৃহং।
সর্ব্বং নিষ্ফলিতং তথৈব বিধিনা দৈবে বলে দুর্ব্বলে ॥

শাস্ত্রবাক্যং।

ব্রহ্মকুলাগ্রগণ্য ধনপতি কুবের যার অগ্রজ, কুম্ভকর্ণ যার অনুজ, পুত্র ইন্দ্রজিত, স্বয়ং দশশির ও বিংশতি হস্ত, যাহার দূত কামচর মারীচ এবং "সর্ব্বত্র বিশিষ্ট জয়প্রাপ্তি হইবে" এই বর যাহাকে ব্রহ্মা দিয়াছেন ও

বাসস্থান যাহার সমুদ্র মধ্যস্থলে, এমন রাবণেরও দৈব বল দুর্ব্বল জন্য এই সম্পদ্ সমুদয় নিষ্ফল হইল।

আরও দেখুন—

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ,
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃ স্বয়ং,
রামো যেন বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥

ধর্ম্মবিবেক।

সূর্য্যকুলে যাঁর জন্ম, যিনি নৃপতির অগ্রগণ্য, যিনি দশরথের পুত্র, যাঁহার প্রণয়িনী সত্য পরায়ণা সীতা, যাঁহার অনুজ লক্ষণের সমান বীর আর পৃথিবীতে নাই এবং স্বয়ং বিষ্ণুরূপে রাম অবতীর্ণ, সেই রামচন্দ্রও বিধি কর্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন তা অন্যে পরে কা কথা। অর্থাৎ অপরের কথা আর কি বলিব।

বিদ্যাবাগীশ মশাই! যা তা বলে বুঝাইলে চলিবে না। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া "পুরুষকার" বজায় করুন! একটা কুম্ভকারের দৃষ্টান্তে "পুরুষকার" বজায় হয় না। যিনি বিশ্বপতি, মৃত্যুঞ্জয়, দেবাদিদেব, মহাদেব তিনিও দৈবের দোহাই দিয়া থাকেন। যথা—

দৈবাদজ্ঞাত দোষস্য শান্তিং মে কর্ত্তুমর্হসি।
ত্বয়া যুক্তঃ শিবোহঞ্চ সর্ব্বেষাং শিবদায়কঃ॥ ১০॥

২অ, গণখণ্ড, ব্রবৈপুঃ।

মহাদেব কহিলেন, প্রিয়তমে! দৈব বশে যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে শান্তি প্রদান কর, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমি শিবনাম ধারণ করিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকি।

বামন দেবের প্রতি—বলি রাজার উক্তি।

ন দদাতি বিধিস্তস্য যস্য ভাগ্য বিপর্য্যয়ঃ।
ময়ি দাতরি যশ্চায়ং যাচতে চ ক্রমত্রয়ং॥ ১১॥

৯২অ, বামন পুঃ।

দান গ্রহণ করিবার জন্য মণি মাণিক্যাদি থাকিতে এই বামনদেব কিনা আমার নিকট ত্রিপাদ মাত্র ভূমি চাহিতেছেন, কি আশ্চর্য্য। যাহার ভাগ্য

বিপর্য্যয় হয় বিধাতা তাহাকে কিছুই দেন না। যে হেতু আমি দাতা, যাজ্ঞা করিলে সকলই দিতে পারি কিন্তু বামনের এমতি দুর্ভাগ্য যে কেবল ক্রমত্রয় মাত্র যাজ্ঞা করিতেছেন।

অতএব বিদ্যাবাগীশ মশাই সত্য ত্রেতা দাপর কলি এই চারি যুগেই ভাগ্যের প্রাধান্য উক্ত হইয়া আসিতেছে আপনি পুরুষকার কথা কোথা পাইলেন?

বড় বড় কবিগণও রহস্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধাঃ স্যুর্বিধাতরি বিরোধিনি।
দগ্ধসম্বুকচূর্ণানি দহ্যন্তে সলিলৈরপি॥ কবি।

বিধাতা বিরুদ্ধ হইলে, অবিরুদ্ধ যে সেও বিরুদ্ধ হয়। তাহার প্রমাণ যেরূপ দগ্ধ সম্বুকচূর্ণকে সলিল (জল) যে, সেও দগ্ধ করে।

আরও দেখুন—

অবিদলন্মুকুলে বকুলে যয়া পদমধায়ি কদাপি ন তৃষ্ণয়া।
অহহ সা সহসা বিধুরে বিধৌ মধুকরী বদরীমনুবর্ত্ততে॥ ৫॥

নীতিপ্রদীপঃ।

যে মধুকরী প্রফুল্ল বকুলকুসুমে পদক্ষেপণ করিতে অভিলাষী হয় নাই, দুঃখের বিষয় বিধি বাম হওয়ায় সেই মধুকরী বদরী কুসুমের অনুবর্ত্তন করিতেছে অতএব বিধিই বলবান।

অপি চ—

শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নং গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনং।
মতিমতাঞ্চ বিলোক্য দরিদ্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥৪॥

নীতিপ্রদীপঃ।

চন্দ্র এবং সূর্য্যের রাহু কর্ত্তৃক পীড়ন, হস্তী এবং সর্পের বন্ধন, এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের দরিদ্রতা দেখিয়া বোধ হয় যে, বিধিই (অদৃষ্টই) বলবান।

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় এতাবৎ কাল উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন ওরূপ বাগ্বিতণ্ডার আবশ্যক নাই ও দুইই হয়। যথা—

আবদ্ধা মানুষাঃ সর্ব্বে নিবদ্ধাঃ কর্ম্মণোর্দ্বয়োঃ।
দৈবে পুরুষকারে চ পরং তাভ্যাং ন বিদ্যতে॥ ৯॥

ন হি দৈব ন সিদ্ধন্তি কার্য্যাণেকেন সত্তম।
ন চাপি কর্ম্মণেকেন দ্বাভ্যাং সিদ্ধিস্তু যোগতঃ ॥ ১০ ॥

অযোধ্যাকাণ্ড।

মনুষ্যেরা দৈব ও পুরুষকার সাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর বলবান কিছুই নাই। একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। এতদুভয়ের একত্র সমাবেশ হইলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

ভগবতী বলিয়াছেন—

দৈবং পুরুষকারশ্চ মাননীয়াবিমৌ নৃভিঃ।
উদ্যমেন বিনা কার্য্যসিদ্ধিঃ সঞ্জায়তে কথম্ ॥ ৩৬ ॥

১৪ অ, ৭স্ক, দেবী-ভগবত।

দৈব এবং পুরুষকার এই উভয়ই মানবের মাননীয়। সুতরাং উত্তম না করিলে কি প্রকারে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে ?

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্ ॥ ৩৪৮ ॥
কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাদ্বা কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৪৯ ॥
যথাহ্যেকেন চক্রেণ রথস্য ন গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিণা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৩৫০ ॥

১ অ, যাজ্ঞবল্ক্য।

কার্য্য সিদ্ধি দৈব, পুরুষকারের অধীন। সুতরাং দৈব ও পুরুষকার এতদুভয়ের যোগ হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। পূর্ব্ব দেহের সমুপার্জ্জিত পুরুষকারই ইহদেহে দৈব বা অদৃষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। কেহ বলেন কার্য্য সিদ্ধির একমাত্র দৈবই কারণ। কেহ বলেন স্বভাবতই কার্য্য সিদ্ধি হয়। কেহ বলেন পুরুষকার প্রয়োগ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। কিন্তু কোন কোন কুশল বুদ্ধি অর্থাৎ মনু প্রভৃতি মহাত্মারা দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিনের সংযোগকেই কার্য্য সিদ্ধির কারণ বলিয়া থাকেন। অতএব দৈব ও কাল বিনা, পুরুষকার সিদ্ধ হয় না। যেমন একখানি চক্রের দ্বারা রথের গতি হয় না,

সেইরূপ পুরুষকার ব্যতীত কেবলমাত্র এক দৈবের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না।

যদিও স্মৃতি অপেক্ষা, বেদ ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র বলবান নহে তথাপি সারদা তর্কালঙ্কার বলিতে ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন—

যদ্ধাত্রা নিজভালপট্টেলিখিতং স্তোকং মহদ্বা ফলং,
তৎপ্রাপ্নোতি মরুস্থলেঽপি নিয়তং মেরৌ চ নাতোঽধিকম্।
তদ্‌ধীরোভব, বিত্তবৎসুকৃপণাং বৃত্তিং বৃথামাকৃথাঃ,
কূপে পশ্য পয়োনিধা বপি ঘটা গৃহ্নন্তি তুল্যং জলম্॥ ৭০ ॥

নীতিশতকম্।

বিধাতা নিজের ললাট দেশে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অল্পই হউক আর অধিকই হউক, কি মরুভূমি, কি মেরুর উপরিস্থল সর্ব্বত্রেই সেই ফলমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহার অতিরিক্ত কিছুমাত্র প্রাপ্ত হন না। অতএব হে মানবগণ তোমরা ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ স্থির হইয়া থাক, বৃথা ধনবান দিগের নিকটে উপাসনা পর হইয়া কদর্য্য বৃত্তি আশ্রয় করিও না। তোমরা দেখ! সামান্য কূপই হউক আর মহা সমুদ্রই হউক, কুম্ভ (জলের কলস) সকল ঐ উভয় জলাশয় হইতে তুল্য রূপেই জল গ্রহণ করিয়া থাকে।

শিরোমণি মশাই বলিলেন "তা হোক, তথাপি হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার উপদেশ ঐ নীতিশতকেই উক্ত হইয়াছে। যথা—

কর্ম্মায়ত্তং ফলং পুংসাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী।
তথাপি সুধিয়াভাব্যং সুবিচার্য্যৈব কুর্ব্বতা॥ ৬০ ॥

নীতিশতকম্।

পুরুষগণ কর্ত্তৃক যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার ফল প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীন এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিদায়িনী বুদ্ধি সেই কর্ম্মেরই অনুসরণ করে। কিন্তু তা হইলেও সুধীগণের ন্যায় অন্যায় অর্থাৎ শুভাশুভ ও ফলাফল বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

সারদা তর্কালঙ্কার বলিলেন—

অলং হর্ষবিষাদাভ্যাং শুভাশুভফলোদয়ে।
বিধাত্রাবিহিতং যস্তু তদলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ॥ ১১ ॥

• ৬ম, অযোধ্যাকাণ্ড।

শুভাশুভ ফল হইলে হর্ষ বা বিষাদ করা অনুচিত। বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেবতা বা অসুর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না।

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলিলেন—

সারদা। তুমি যে কেবল দৈব, দৈব, বলিতেছ। সে দৈব কি? তাহা তুমি কিছু দেখিতেছ না। দৈব কোথা হইতে আসিল সেটা দেখ।

সারদা তর্কালঙ্কার বলিলেন, কোথা হৈতে আসিল বলুন না।

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলিলেন—

পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্ দৈবমিতি কথ্যতে।

তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

অব, হিতোপদেশঃ।

অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মকেই কি না পুরুষকারকেই দৈব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অতএব আলস্য রহিত হইয়া পুরুষকারেরই যত্ন করা উচিত। তখন দৈবাপেক্ষা পুরুষকার যে প্রবল তাহার আর সন্দেহ কি আছে?

সারদা তর্কালঙ্কার বলিলেন আচ্ছা বেশ—

তবে পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা হইয়াছিল (কিনা যে সকল পুরুষকার করা হইয়াছিল) যাহার ফলাফল ইহ জন্মের দৈব বা অদৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই সকল কর্ম্ম বা পুরুষকার, পূর্ব্ব জন্মে, কার প্রেরণায় করা হইয়াছিল?

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলিলেন—তার পূর্ব্ব জন্মের পুরুষকারের প্রেরণায়।

সারদা তর্কলঙ্কার বলিলেন—

তবে পূর্ব্ব জন্মেরও পূর্ব্ব জন্ম ধরিতে হইল। এইরূপ করিয়া ধরিয়া যাইলে অবশ্য কোন না কোন স্থলে যাইয়া উহার মূল পাওয়া যাইবে। দৈব ও পুরুষকার যদি বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে অঙ্কুরাপেক্ষা বীজই বলবান। কারণ, বীজ না হইলে অঙ্কুর হইতে পারে না। অঙ্কুর হইতে পরে বীজ হয় সত্য কথা বটে, কিন্তু আদিতে অঙ্কুর হয় না। বীজ হইতেই আদি আরম্ভ হয়। পিতা হইতে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র যেমন পিতার পিতা হইতে পারে না সেইরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, সেই অঙ্কুর বীজের (যে বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিয়াছে) পূর্ব্ব অঙ্কুর হইতে পারে না। এজন্য আদিতে অঙ্কুর নাই বীজই থাকে। যথা—

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

১৪ অ, গীতা।

হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতিই সেই সমস্তের যোনি (উৎপত্তি স্থান) এবং আমিই (পুরুষ) বীজপ্রদ পিতা। এজন্য বীজই আগে, পরে অঙ্কুর হয়।

পূর্ব্ব জন্মের পূর্ব্ব জন্ম ধরিতে গেলে আদিতে দৈবই থাকে পুরুষকার থাকে না। যদি পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্ম বা পুরুষকার ইহ জন্মের অদৃষ্ট বা দৈব হয় তবে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম করণ জন্য বা পুরুষকার জন্য তার পূর্ব্ব জন্ম দৈব বা অদৃষ্ট সঞ্চয় ছিল বলিতে হইবে। যদি বীজ ও অঙ্কুর মধ্যে বীজ অগ্রে হওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে অদৃষ্ট বা দৈবও অগ্রে হওয়া সম্ভব হইবে। আর অঙ্কুর অগ্রে হওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে কর্ম্ম বা পুরুষকার অগ্রে হওয়া সম্ভব হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে কোনটী অগ্রে হওয়া সম্ভব। আর যদি উভয়েই অনাদি হয়? তাহা হইলে কর্ম্ম বা পুরুষকার এবং অদৃষ্ট বা দৈব উভয়েই অনাদি হইবে। সে স্থলে আপনি পুরুষকারের পক্ষপাতী কেন হইতেছেন? বরং সম্ভবমত অদৃষ্টের বা দৈবের পক্ষপাতী হওয়া উচিত।

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলিলেন—

আমি এই নিমিত্ত পুরুষকারের পক্ষপাতী হইতেছি যে পুরুষকার দৈবকে খণ্ডন করিতে পারে। যথা—

দোষঃ শাম্যত্যসন্দেহং প্রাক্তনোহদ্যতনৈর্গুণৈঃ।
দৃষ্টান্তোঽত্রহ্যস্তনস্য দোষস্যাদ্যগুণৈঃ ক্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥

৫ সর্গ, মুমু প্র, যো বা।

যেমন এতদ্দিবসীয় লঙ্ঘনাদি দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসীয় অজীর্ণাদি দোষ সকল প্রশমিত হয়, তদ্রূপ অদ্যতন পৌরুষ দ্বারা পূর্ব্বতন প্রাক্তন (অদৃষ্ট) দোষও খণ্ডিত হইতে পারে। সুতরাং পুরুষকার করাই উচিত, অদৃষ্টে যা আছে এই বলিয়া অলস হওয়া উচিত নহে। কারণ, অজীর্ণের উপর যেমন লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। সেই মত পুরুষকার করা উচিত।

তর্কালঙ্কার মশাই বলিলেন—

তবে চন্দ্রনাথের এখন কি করা উচিত? বিদ্যাবাগীশ মশাই বলিলেন

পুরুষকার করা উচিত। তর্কলঙ্কার—কি পুরুষকার করিবে? বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলিলেন শান্তি, সস্ত্যয়ন, মন্ত্র জপ, ইত্যাদি।

তর্কালঙ্কার মশাই বলিলেন—

ন মন্ত্র বলবীর্য্যেন প্রাজ্ঞয়া পৌরুষেন চ।

অলভ্যং লভতে মর্ত্ত্য স্তত্রকা পরিবেদনা॥ ৪৪॥

১১৩ অ, পৃখণ্ড, গপুঃ।

কোন মনুষ্য মন্ত্র, বল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার দ্বারা অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। যাহার যে বস্তু লাভের অদৃষ্ট নাই, তাহার সেই বস্তু লাভ না হইলেও কোনরূপ মনস্তাপ করিবে না। এইত শাস্ত্রের বচন। আর এক কথা শান্তি সস্ত্যয়ন করা দৈব না পুরুষকার?

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলিলেন—

উহা অবশ্য পুরুষকার। কারণ পুরুষকার দুই প্রকার। যথা—

প্রাক্তনঞ্চৈহিকঞ্চেতি দ্বিবিধং বিদ্ধি পৌরুষম্।

প্রাক্তনোদ্যতনেনাশু পুরুষার্থেন জীয়তে॥ ১৭॥

৪ সঃ, মুমু প্রঃ, যো বা।

বশিষ্টদেব বলিলেন হে রাঘব! এই যে পুরুষকারের কথা কহিলাম তাহা দুই প্রকার। প্রাক্তন পুরুষকার ও ঐহিক পুরুষকার। এই দ্বিবিধ পুরুষকারের মধ্যে ঐহিক পুরুষকারের দ্বারা প্রাক্তন পুরুষকারকে অতি শীঘ্রই অভিভূত করিতে পারা যায়।

শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত পৌরুষপরমা পুরুষস্য পুরুষতা যা স্যাৎ।

অভিমতফলরসিদ্ধৌ ভবতি হি সৈবান্যথাত্বনর্থায়॥ ১৯॥

৪ সর্গ, মুমু প্রঃ, যো বা।

যে সকল পুরুষেরা শাস্ত্র শাসিত পৌরুষ সাধনে তৎপর হয়, তাহাদিগের পুরুষকারই অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। অন্যথা শাস্ত্র গর্হিত পুরুষকার অনর্থের মূল মাত্র।

অতএব এই যে শান্তি স্বস্ত্যয়ন আদি কার্য্য, উহা শাস্ত্রীয় পুরুষকার। মনুষ্যেরা ভ্রম বশতঃ ঐ সকল কার্য্যকে দৈব বলিয়া উক্ত করে মাত্র।

সারদা তর্কালঙ্কার বলিলেন—

চন্দ্রনাথের এক্ষণে অদৃষ্ট বা দৈব এবং শাস্ত্রীয় কার্য্য করণ বা পুরুষকার এই দুইই উপস্থিত, দেখা যাউক কি হয়। অতএব চন্দ্রনাথ তুমি বিদ্যাবাগীশ মশাইএর পরামর্শ মত পুরুষকার কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথের অধঃপতন।

যাবদেব কমলা কৃপান্বিতা তাবদেব ভবনং বধু সুখং।
পৌরুষান্বিত তনুর্জনাদরো নাস্তি চেৎ প্রথমবর্ণবর্জ্জিত॥ উদ্ভট্।

যে পর্য্যন্ত কমলা দেবীর কৃপা থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ভবন, বধু, সুখ, জনসমাজে মান্য ও মনুষ্যগণের অবস্থা আদরণীয় থাকে। সেই কমলা কৃপাহীন হইলে প্রথম বর্ণ বর্জ্জিত হয়। অর্থাৎ কমলার "ক" বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র "মলা" শব্দটী থাকে।

ক্রমশঃ চন্দ্রনাথের দুর্দ্দিনের সময় ঘুনাইয়া আসিল। চন্দ্রনাথ গ্রহবৈগুণ্য শান্তি ও সন্ত্যয়নাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন এবং কি অনিষ্ট ঘটিবে তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন যদি কোনরূপে বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন কিন্তু বিধাতার কলম অখণ্ডনীয় অল্প দিবসের মধ্যেই চন্দ্রনাথকে সর্ব্বশান্ত হইতে হইল।

চন্দ্রনাথ ইতি পূর্ব্বে মহাজনদিগের সহিত ধান্য সরবরাহের একরার করিয়াছিলেন এবং চাষীদিগকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা দাদন দিয়াছিলেন সে সমস্ত টাকা ডুবিয়া গেল সে বৎসর অনাবৃষ্টি জন্য ফসল মোটে হইল না, চন্দ্রনাথ দায়গ্রস্ত হইলেন। মহাজনেরা চন্দ্রনাথকে ছাড়িল না তাহাদের মুনফার টাকা সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় দিতে হইল এবং দাদনের টাকা এক কপর্দ্দকও আদায় হইল না। চন্দ্রনাথ সর্ব্বশান্ত হইলেন এমন কি বসৎবাটী পর্য্যন্ত দেনার দায়ে ছাড়িয়া দিতে হইল। সংসার নির্ব্বাহের জন্য সঞ্চিত ধনও কিছুই থাকিল না, পরিবার প্রতিপালন করা তাঁহার দায় হইয়া উঠিল। পাওনাদারদিগকে মিটাইয়া দিলেন, দাদনের টাকা আদায় করিতে পারিলেন না বিষম সঙ্কটে ও কষ্টে পড়িলেন। গণক ঠাকুরের কথা তাঁহার স্মৃতি পথে আসিতে লাগিল, তিনি গ্রহশান্তি করিলেন, দৈবকার্য্য করিলেন, পুরুষকার দ্বারা যতদূর চেষ্টা করিতে হয় তাহা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন গণকঠাকুরের কথাই বিশ্বাস ভূমি হইল, বিদ্যাবাগীশ মশাই-য়ের পুরুষকারের কথায় তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিল। গ্রহ বৈগুণ্য ও দৈব বলকে তিনি এক অর্থে লইলেন। তাঁহার সমস্ত পুরুষকার সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার

মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেল, কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলেন না। চন্দ্রনাথ হতাশ হইলেন তথাপি তাঁহার মনে আশার সঞ্চার থাকিল কারণ, গণক ঠাকুর বলিয়াছেন যে, পুনরায় ভাল হইবে।

তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, মনুষ্য আপন ইচ্ছামত কিছুই লাভ করিতে পারে না তখন কি করা উচিত? তিনি পড়িয়াছিলেন—

ইপ্সিতং মনসঃ সর্ব্বং কস্য সংপদ্যতে সুখম্।
দৈবায়ত্তং যতঃ সর্ব্বং তস্মাৎ সন্তোষমাশ্রয়েৎ॥ চাণক্য।

মনের অভিলষিত সুখ কোন্ ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়? যেহেতু সমস্তই দৈবের বশ। এই বিবেচনায় দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সন্তোষ থাকা উচিত।

একথা পড়িতে ভাল, লোককে বলিতে ভাল, শুনিতে ভাল কিন্তু নিজে ভুগিতে ভাল লাগে কৈ? আমি ত এ কথায় আস্থা প্রদান করিতে পারিতেছি না। কৈ আমিত সন্তোষকে আনিতে পারিতেছি না। আমি কত চেষ্টা করিলাম, লোকের হাতে ধরিলাম, পায়ে পড়িলাম আর কি করিব? কিন্তু কেহই ত আমাকে দয়া করিল না। আমার সমস্ত পুরুষকারই ব্যর্থ হইল, কোন ফল হইল না। আর কি রকম করিয়া পুরুষকার করিব বুঝিতে পারিতেছি না। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন আদি কার্য্য সকল, তাও করা হইয়াছে কিন্তু কৈ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ত নিবারণ হইল না। গণক ঠাকুর যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার কিছুই কম হইল না এবং পরে ভাল হইবে বলিয়াগিয়াছেন, তাহা ত কোনরূপ চেষ্টা বা পুরুষকার না করিলেও হইবে। তাহা হইলে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা আপনা আপনিই সিদ্ধ হইবে এই কথা বুঝিতে হয়। পুরুষকারের বলাবল এতই অসিদ্ধ, দুর্ব্বল, অন্ধ, অনিশ্চিত এবং অনাস্থায়ী যে, সাহস করিয়া কেহ বলিতে পারে না যে, এই করিলে ইহা নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। তৎপরিবর্ত্তে বলা হইল কি? না—"যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" এ কথায় কি পুরুষকারের উপর শ্রদ্ধা থাকে? আর অদৃষ্টের বেলা গর্ব্ব করিয়া বলা হইয়াছে—

"ললাটে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠিজাগরবাসরে।
ন হরি শঙ্করো ব্রহ্মা নান্যথৈব কদাচন॥" শাস্ত্রবাক্যং।

জাত শিশুর ষষ্ঠ রাত্রিতে ললাট দেশে বিধাতা কর্ত্তৃক যাহা লিখিত হয় তাঁহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও তাহার অন্যথা করিতে পারেন না।

এই বচনাপেক্ষা "যত্নে কৃতে" বচন অতিশয় দুর্ব্বল। তখন অদৃষ্টই সত্য, পুরুষকার কেবল বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্বাসিত করিবার জন্য কাল্পনিক বচন মাত্র। আমিত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তখন অন্যের কথায় প্রয়োজন কি? তিনি এইরূপ বিষম চিন্তায় পতিত হইলেন।

চন্দ্রনাথের বন্ধু বান্ধবেরা সকলেই আশ্বাস বাক্য দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন তাঁহারা বলিলেন—

বনে রণে শত্রু জলাগ্নিমধ্যে,
মহার্ণবে পর্ব্বত মস্তকে বা।
সুপ্তং প্রমত্তং বিষমস্থিতং বা,
রক্ষন্তি পুণ্যানি পুরাকৃতানি ॥ ৫৪ ॥

নীতিশতকম্।

মানবেরা বনের মধ্যেই নিদ্রিত থাকুক, অথবা রণমদে প্রবৃত্ত হউক কিম্বা শত্রু, জল, অগ্নি, মহাসাগর ও পর্ব্বতের উপরিভাগে যে কোন স্থানে বিষম সঙ্কটাপন্ন ভাব ভজনা করুক, তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত পুণ্য বল থাকিলে তৎকর্ত্তৃকই রক্ষনীয় হইবে।

অতএব অদৃষ্টে যা আছে তাহাই হইবে, তাহার কখনও অন্যথা হইবে না তুমি কি করিবে তোমার হাতে কিছুই নাই। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনা বর্ত্তমানে অদৃশ্য থাকা জন্য উহাকে অদৃষ্ট বলে, অর্থাৎ যাহা দৃষ্ট নহে তাহাই অদৃষ্ট। ভাবী জীবনের ঘটনা ভবিষ্য গর্ভে লুক্কাইত থাকে তাহা দেখা যায় না। চন্দ্রনাথ বলিলেন—"দেখা যায় না কেমন করে, এইত দেখা গিয়াছে, চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গণক ঠাকুর গণনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে ঘটিতেছে, আর কি রকম করিয়া দেখিতে হয়?" এই তর্ক বিতর্ক হইতেছে এমত সময়ে সার্ব্বভৌম মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় গ্রামের অধ্যাপক, তাঁহার রীতিমত চতুষ্পাটী আছে, বিশ পঁচিশ জন ছাত্রও আছে। সার্ব্বভৌম মহাশয় বহু বিদ্যায় পারদর্শী। তৎকালীন তাঁহার মত শাস্ত্রবেত্তা আর কেহই ছিলেন না।. চূড়ামণি মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন সার্ব্বভৌম মহাশয় চন্দ্রনাথকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, তিনি শুনিয়াছিলেন যে, চন্দ্রনাথ সর্ব্বশান্ত হইয়াছে; এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় আছে তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন

তিনি আসিয়াছেন দেখিয়া সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরো! আপনি বালককাল হইতে আমাকে স্নেহ করেন, আমার আদি অন্ত সকলই পরিজ্ঞাত আছেন। আপনি আমার দুঃখের কাল দেখিয়াছিলেন, সুখের কালও দেখিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই দুঃসময়ও দেখিতেছেন এবং পরে যে কি হইবে তাহা ঈশ্বর জানেন অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এই সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন কিরূপে সিদ্ধ হয়?

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

বিপত্তৌ কিং বিষাদেন সম্পত্তৌ হর্ষণে ন কিম্।
ভবিতব্যং ভবত্যেব কর্ম্মণামীদৃশী দশা॥ শাস্ত্রবাক্যং।

বিপদের সময় দুঃখ করিলে কি হইবে আর সম্পদের সময়ে আনন্দ করিয়াই বা কি ফল? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই কর্ম্মের দশাই এই প্রকার। অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল তাহাতে আর সুখ বা দুঃখ বোধ করিবার প্রয়োজন কি?

তুমি যদি মহাজনদিগের সহিত একরার না করিতে এবং চাষাদিগকে দাদন না দিতে তাহা হইলে তুমি সর্ব্বশান্ত হইতে না। যেরূপ কার্য্য করিয়াছ তাহার ফলভোগ করিতেছ।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—"এইরূপ পাঁচ সাত বৎসর করিয়াই ত এত বৈভব করিয়াছিলাম এবং এইরূপ করিয়াই সর্ব্বশান্ত হইলাম। তখন এইরূপ কার্য্য করা যে দোষাবহ হইয়াছে কেমন করিয়া বলিব। দেবতা যদি জল প্রদান করিতেন (বৃষ্টি হইত) তাহা হইলে কখনই এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম না"।

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—"বেশ কথা, এক্ষণে বিবেচনা কর এক বৃষ্টিই যদি তোমার ক্ষতির প্রতি কারণ হয় তাহা হইলে সকলেরই ক্ষতির প্রতিকারণ হইবে, দেখ এই বৃষ্টি না হইবার জন্য তোমার ক্ষতি হইয়াছে, মহাজনদিগের লাভ হইয়াছে এবং চাষাদিগের ঋণ হইয়াছে। অনাবৃষ্টি যদি কেবল ক্ষতিরই কারণ হইত তাহা হইলে মহাজনেরা কিজন্য লভ্য পায়? এবং চাষারা কিজন্য ঋণগ্রস্ত হয়? যখন একটী কারণে তিনটী বিসদৃশ ফল দেখা যাইতেছে তখন বৃষ্টি তোমার ক্ষতির প্রতি কারণ নহে। তোমার ক্ষতির প্রতি কারণ তোমার কর্ম্ম, মহাজনদিগের লভ্যের প্রতি কারণ তাহাদিগের কর্ম্ম এবং

চাষাদিগের ঋণ হইবার কারণও তাহাদিগের কর্ম্ম। চাষাদিগের কর্ম্ম এবং তোমার কর্ম্ম দ্বারা শাস্ত্রোপদেশ উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে সেই জন্য তোমাদিগের ক্ষতি হইয়াছে"।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি কিরূপে শাস্ত্রোপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়াছি এবং চাষারাই বা কি অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়াছে এবং মহাজনেরাই বা কিরূপে শাস্ত্রোপদেশ পালন করিয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতেছি না। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—আচ্ছা আমি বুঝাইয়া দিতেছি, প্রথমতঃ আমাদিগের কর্ত্তব্য বা করণীয় কি? তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিত কারন, কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে আর কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। সুতরাং কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে আমাদিগকে সাধারণ উপদেশ এই দেন যে—

ত্যজ দুর্জ্জন সংসর্গ ভজ সাধু সমাগমং।
কুরুপুণ্যমহোরাত্রং স্মরনিত্যমনিত্যতাং ॥ ২৭ ॥

১৮০ অ, পূর্ব্বখণ্ড, গ পুঃ।

দুর্জ্জন সংসর্গ—দুষ্টলোকের সহিত সহবাস পরিত্যাগ কর, সর্ব্বদা সাধু সমাগমে কি না ধার্ম্মিকলোকের সহিত সঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হও, দিবা রাত্র পুণ্য সঞ্চয় কর এবং সর্ব্বদা এই জগতের অনিত্যতা স্মরণ কর। অপিচ—বিশেষ উপদেশ এই যে—

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার বিহিতং কর্ম্ম কেবলং।
সেবিতব্যং চতুর্ব্বর্ণৈর্ভক্তিঃ কেশবং সদা ॥

১৭ অ, উত্তরখণ্ড, পদ্ম পুঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ বিশিষ্ট মানবগণ কেবল শ্রুত্যুক্ত (বেদোক্ত ১), স্মৃত্যুক্ত (ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ২), সদাচার বিহিত কর্ম্ম সকল করিবে এবং কেশবের (বিষ্ণুর) সেবা করিবে।

বেদসম্বন্ধে—মৎস্য উবাচ।

(১)　তপশ্চচারপ্রথমমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতা স্ততো বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গপদোক্রমাঃ ॥
পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রানাং প্রথমং ব্রহ্মণাস্মৃতং।
অনন্তরঞ্চ বক্তে্ৰভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ ॥

৩ অ, মৎস্য পুঃ।

এই শ্রুতি স্মৃতি সম্মত কার্য্য তোমার করা হয় নাই, যেহেতু ধান্যের ব্যবসা করা ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে উহা বৈশ্যের কার্য্য—"কুসীদকৃষিবাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্" ॥ ১১৯॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ॥ অর্থাৎ পোদ্দারি করা (টাকার সুদ খাওয়া), বাণিজ্য (ব্যবসা) করা, কৃষি (চাষ করা) এবং পশু পালন করা এ সমস্ত বৈশ্যের কার্য্য। তুমি সেই বৈশ্যের কার্য্য করিয়াছ সেইজন্য তোমাকে সেই বৈশ্যের ভোগাভোগ ব্রাহ্মণ হইয়া ভুগিতে হইতেছে।

ব্রহ্মার উপদেশের নাম বেদ। এই বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় কারণ, বেদের কেহ কর্ত্তা নাই—"ন হি কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ"। ব্রহ্মা বেদের স্রষ্টা নহে, কেবল স্মর্ত্তা কি না স্মরণ কর্ত্তা। সৃষ্টিকালে পূর্ব্বাভ্যাস হেতু বেদ তাঁহার স্মৃতি পথে উদয় হইয়াছিল। বেদ অভ্রান্ত, সত্য নিত্য, অপৌরুষের এবং উপদেষ্টা। বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য যিনি করিবেন তিনি অভাগ্যের সঞ্চয় করিবেন।

স্মৃতিসম্বন্ধে—

(২) মন্বত্রি বিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতি ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥ ইতি স্মৃতিঃ।

স্মৃতিশাস্ত্রং।

তথৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্ত্রিগুণান্বিতাঃ।
সাত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসাঃ শুভদর্শনে ॥
বশিষ্ঠং চৈব হারীতং ব্যাসং পরাশরং তথা।
ভরদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্বিকামুক্তিদাঃ শুভাঃ ॥
চ্যাবনং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ আত্রেয়ং দাক্ষ মে বচ।
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদামতাঃ ॥
গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সম্বর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতং।
সাংখ্যং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্মৃতিষপি।
তামসা নরকায়ৈব বর্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ ॥

অন্যান্য বৈশ্যেরা যাহারা তোমার মত কার্য্য করিয়াছে তাহারাও যেরূপ ভুগিতেছে তুমিও সেইরূপ ভুগিতেছ। তুমি যদি স্বধর্ম্মে থাকিতে তাহা হইলে এ ভোগাভোগ তোমার হইত না। সেইজন্য বলিয়াছি যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। তুমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের কার্য্যে রত থাকিলে সেই কর্ম্মেরই ফলভোগ হইত। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম যথা—

কর্ম্ম বিপ্রস্য যজন দানমধ্যয়নং তপঃ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয় ॥ ১৩ ॥

অত্রিসংহিতা।

ব্রাহ্মণের কার্য্য যজ্ঞ করা দান করা ও অধ্যয়ণ করা, এই তিনটী কার্য্য

দর্শনশাস্ত্রং।

প্রথমং হি ময়া প্রোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃপরং ॥
কণাদেন চ সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন তু ॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতি গর্হিতং।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধিরূপিণা।
বৌদ্ধশাস্ত্রং তথা প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকং ॥

১ম, পটল, গন্ধর্ব্বতন্ত্র।

তন্ত্রশাস্ত্রং।

লম্বোদর মহাভাগ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইদং মহাস্ত্রসন্দর্ভং মম বক্ত্রাদ্বিনির্গতং ॥
নির্গতং পার্ব্বতীবক্ত্রাত্তন্ত্রং পরমদুর্লভং।
বিলিখ্য বহুযত্নেন গচ্ছসিদ্ধাশ্রমং সুত ॥
যত্র তিষ্ঠন্তিমুনয়ো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
অণিমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শীঘ্রং ত্বং ভব মে সুত ॥
ইত্যুক্তঃ শঙ্করেণাসৌ চাষ্টবাহুরভূত্ততঃ।
চতুর্ভির্হস্তৈঃ সংলিখ্য শিবায় বিনিবেদয়েৎ ॥
আগতং শিববক্ত্রেভ্যোঃ গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতশ্রী বাসুদেবস্য তেনাগম সমুচ্যতে ॥

তপস্যার জন্য। আর দান গ্রহণ করা, অধ্যাপনা করা (ছাত্র পড়ান) ও যাজন (পৌরহিত্য করা) করা জীবিকার জন্য।

তুমি জীবিকার জন্য বৈশ্যের কার্য্য অবলম্বন করিয়াছ সেই জন্য তাহা অশাস্ত্রীয় হইয়াছে। এই একটী কারণ, আর একটী কারণ অশাস্ত্রীয় হইয়াছে এই যে, তোমার অতিশয় লোভ হইয়াছিল। ধন পিপাসা তোমার এতই প্রবল যে লক্ষাধিক টাকা তুমি দাদন দিয়াছ। শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, অতি শব্দ পরিত্যাগ করিবে কারণ, কোন কার্য্যেরই অত্যান্তিকটা ভাল নয়। যথা—

অতিরূপেণ বৈ সীতা অতি গর্ব্বেণ রাবণঃ।
অতিদানাদ্বলির্বদ্ধো হ্যতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥ ১২॥

চাণক্যনীতিদর্পণ।

সীতা অতিশয় রূপবতী বলিয়া রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছিল। অতি গর্ব্বের জন্য রাবণ হত হইয়াছিল, অতিশয় দান শক্তির জন্য বলিরাজা বদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং "অতি" শব্দ পরিত্যাগ করিবে। অপিচ—

অতিদর্পে হতালঙ্কা অতিমানে চ কৌরবা।
অতিদানে বলির্ব্বদ্ধ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং॥ ৪৮॥ চাণক্য।

অতিশয় দর্প (অহংকার) জন্য রাবণ হত হইয়াছিল। অতি মানে কৌরবগণ নষ্ট হইয়াছিল। অতি দানে বলিরাজা বদ্ধ হইয়াছিল। এজন্য সকল বিষয়েরই অত্যন্ত কি না বাড়াবাড়ী ভাল নয়॥

শাস্ত্রের এই উপদেশ বাক্যগুলি তোমা কর্ত্তৃক অবহেলা করা হইয়াছে। সেই কর্ম্মের ফল তোমার ভোগ হইতেছে। এই সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রনাথ বলিলেন—চাষাদের ক্ষতি হইল কেন? সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—উহারাও অশাস্ত্র করিয়াছে। কারণ, দাদন দিবার বা নিবার রীতি নীতি শাস্ত্রে নাই। আর মহাজনেরা জাতীয় ব্যবসা করিয়াছে বলিয়া লাভ করিয়াছে। যে যেমন কার্য্য করিয়াছে, তাহার তদ্রূপ ফল হইয়াছে। এই তিন প্রকার ফলের কারণ তিন প্রকার কর্ম্ম। কর্ম্ম হইতেই ফল লাভ হয়। সেই ফল জীব ভোগ করিয়া, হয় সুখী না হয় দুঃখি হইয়া থাকে।

চন্দ্রনাথ বলিলেন যদি কর্ম্মের ফল জন্য ভোগাভোগ হয় তাহা হইলে অদৃষ্ট ও পুরুষকার কি কোন কার্য্য কারক নহে? গণক ঠাকুর তবে কিপ্রকারে ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল বলিতে পারিয়াছিলেন?।

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

কর্ম্ম, অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই তিনই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত বিষয়। আপাতত ইহারা দেখিতে ও শুনিতে পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু জ্ঞান হইলে সে পার্থক্য বা প্রভেদ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আর গণকঠাকুর ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিতে পারিবেন না কেন? সকলই যে প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়ম আলোচনা করিয়াইত জ্যোতিষ শাস্ত্র সংগঠিত হইয়াছে, তখন কেন বলা যাইবে না। সংসারে যাবদীয় ঘটনাবলী, সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত বিষয়।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রকৃতি কি এবং তাহার নিয়মই বা কিরূপ?

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণ
সমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ।

নিরালম্ব উপনিষদ।

ব্রহ্ম হইতে জগতের নানাবিধ বিচিত্র আকার নির্ম্মাণ সমর্থা বুদ্ধি রূপা ব্রহ্ম শক্তিকে প্রকৃতি বলা যায়।

তদ্‌ব্রহ্মশক্তিঃ প্রকৃতিঃ সর্ব্ববীজস্বরূপিণী।
যতস্তচ্ছক্তি সদ্‌ব্রহ্ম চেদং প্রকৃতিলক্ষণং ॥ ৩৬ ॥

২৮ অ, ব্রহ্মখণ্ড ব্রবৈপুঃ।

সকলের বীজ স্বরূপিণী যে প্রকৃতি তিনি পরব্রহ্মের শক্তি কারণ, উহা পরব্রহ্মেই বিলীন রহিয়াছে। এইরূপ প্রকৃতির প্রকৃত লক্ষণ। এই প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম নামে তিনটী গুণ আছে। যদ্বারা জীব চালিত হয়। যথা—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং ॥ ৫ ॥

১৪ অ, গীতা।

হে মহাবাহো! প্রকৃতি সম্ভব সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ দেহমধ্যে নির্ব্বিকার স্বরূপ দেহীরে অবলম্বন করিয়া আছে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃপ্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥
১৪ অ, গীতা।

হে ভারত! সত্ত্বগুণে জীবদিগকে সুখে মগ্ন করে, রজোগুণে কর্ম্মে সংসক্ত করে ও তমোগুণে জীবের জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদে বন্ধন করে।

প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তমো গুণের প্রক্রিয়া হইতে কর্ম্ম সকলের ফলোৎপত্তি হয়, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতি সত্ত্ব স্বাধীন কাহারও অনুরোধ উপরোধ রাখে না এবং এই জগৎ প্রকৃতির অধীন এজন্য প্রাকৃতিক নিয়মে এই জগৎ চলিতেছে। প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গিয়া কাহারও পলাইবার পথ নাই। তুমি যাই কিছু করনা কেন, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের ভিতরেই আসিবে, প্রকৃতি ছাড়া ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্ম নাই একারণ তুমি যাহা কিছু করিবে তাহাই প্রকৃতির নিয়মের ভিতর আসিয়া পড়িবে এজন্য ভগবান বলিয়াছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥
৩ অ, গীতা।

কর্ম্ম সকল প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয়গণ) দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাদিত হয়, কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ় চিত্ত ব্যক্তিগণ আমি কর্ত্তা এইরূপ মনে করে।

প্রকৃতিঃ কুরুতে কর্ম্ম শুভাশুভ ফলাত্মকম্।
প্রকৃতিশ্চ তদশ্নাতি ত্রিষু লোকেষু কামগা ॥ স্মৃতিঃ।

প্রকৃতিই শুভাশুভাত্মক কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সেই কামগামিনী প্রকৃতিই সেই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করে।

এই প্রকৃতিই সমস্ত জীবের অদৃষ্টের মূল কারণ। প্রকৃতির পরিণাম দ্বারা কর্ম্মসিদ্ধ হয় এবং সেই কর্ম্মের ফল সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে ইহাতে কাহারও কর্তৃত্ব নাই। মনুষ্য সেই কর্ম্মফল ভোগ করে। এইরূপ ভোগ করার নাম অদৃষ্ট। আর মনুষ্য অজ্ঞান বশতঃ প্রকৃতির কার্য্য আপনাতে আরোপ করিয়া আমি করিলাম বলিয়া যে অভিমান করে তাহারই নাম পুরুষকার। প্রকৃতির কার্য্য আছে, পুরুষের কোন কার্য্য নাই; পুরুষ নিজে নিষ্ক্রিয় মুক্ত স্বভাব এবং উদাসীন কেবল জবাকুসুম সান্নিধ্য স্ফটিক

মণির ন্যায় রঞ্জিত হওয়ার মত প্রকৃতির ক্রিয়ায় পুরুষ রঞ্জিত হইয়া যায় মাত্র, বাস্তবিক পুরুষের কোন ক্রিয়া নাই এজন্য পুরুষকার সত্য নহে অদৃষ্টই সত্য। অদৃষ্ট প্রকৃতির কার্য্য এজন্য উহা অবশ্যম্ভাবী উহা উল্টাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। মনে কর—চূর্ণ ও হরিদ্রা একত্র করিলেই লাল বর্ণ হয়, তা বৃদ্ধতেই একত্র করুক বা বালকেই করুক অথবা আপনা আপনি কোন গতিকে একত্র হউক উহা লালবর্ণ হইবে। এজন্য ঐ লাল বর্ণের উৎপাদক বৃদ্ধ বা বালক অথবা আপনা আপনি ইহার মধ্যে কেহই হইতে পারে না। প্রকৃতিই ইহার উৎপাদক এই সেই প্রকৃতিই তাবৎ জীবের অদৃষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়ম সকলে জ্ঞাত নহে বলিয়া অদৃষ্টে কি আছে না আছে তাহা জানা যায় না। জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রাকৃতিক নিয়ম যতদূর জ্ঞাত আছে তত দূরই গণনা করিতে পারে এবং বলিতে পারে। যত পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম জ্ঞাত হইবে তত পরিমাণে জ্ঞান হইবে এবং তত পরিমাণে অদৃষ্টের ফলাফল বলিতে ও বুঝিতে পারিবে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রাকৃতিক নিয়ম যে অদৃষ্ট উৎপন্ন করে তাহা মনুষ্য কিরূপে প্রাপ্ত হয়? তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন আমার বুদ্ধি জড়তাপূর্ণ, ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

প্রকৃতির যত প্রকার নিয়ম আছে সমস্ত গুলির সমষ্টিকে শাস্ত্রকারগণ তিন ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগের নাম আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় ভাগের নাম আধিভৌতিক এবং তৃতীয় ভাগের নাম আধিদৈবিক।

আধ্যাত্মিক নিয়ম।

আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি তদ্দুঃখং
আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি।

অর্থাৎ শরীরকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ ভোগ হয় তাহার নাম আধ্যাত্মিক। ইহা শরীর ও মানস ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে।

শারীর নিয়ম।

বীজ হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের শরীরও বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য প্রথমতঃ সেই বীজকে নির্দ্দোষ করা আবশ্যক। বীজকে নির্দ্দোষ করিতে হইলে তাহার সংস্কার করিতে হয়। বীজ সংস্কৃত না হইলে

তদুৎপন্ন শরীর নিরোগ ও সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত হয় না। বীজে দোষ থাকিয়া গেলে শরীর সতেজ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অল্প বয়সে অপক্ক বীজে বা পীড়িতাবস্থায় সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তানের শরীর রুগ্ন হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই জীর্ণ হইয়া যায়। ইহাই শরীরের ভিত্তি মূলক নিয়ম এবং এই নিয়ম অবশ্যম্ভাবী, এই নিয়মে সন্তানের অকাল মৃত্যু নিশ্চিৎ। শাস্ত্রকার-গণ এই অবশ্যম্ভাবীতা জ্ঞাত হইয়া তাহা নিবারণ জন্য সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে গর্ভ সংস্কার ও রেত সংস্কার করিবার বিধি দিয়া থাকেন তৎপরে শাস্ত্রবিহিত সদাচারে থাকিলে সমস্ত শারীরিক নিয়ম আপনা আপনি প্রতিপালন হইয়া যায়।

মনুষ্যের শরীর—অস্থি, মাংস, রক্ত, মর্জ্জা, বসা, ত্বক ও শুক্র এই কএকটী ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। যথা—

রক্তমাংস বসাদিগ্ধং স্নায়ু সন্ততি বেষ্টিতং।
স্থূলাস্থি কাষ্ঠসংবদ্ধং সুকুড্যং সুসমাহিতং ॥

যোবা, ৬।২৪।১৯।

যেরূপ জল, মৃত্তিকা ও গোময় প্রভৃতি দ্বারা গৃহের বিলেপন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দেহ গৃহ স্বরূপ। রক্ত মাংস ও বসাদ্বারা উপলিপ্ত, স্নায়ু (শিরা) রূপ রজ্জু দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং স্থূল অস্থিরূপ কাষ্ঠ সমূহ দ্বার দৃঢ় বদ্ধ; এই গৃহ সর্ব্বাংশে সুসমাহিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে।

অনিয়ম হইলে অর্থাৎ অপরিমিত পান ভোজন করিলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, রৌদ্রে ভ্রমণ করিলে এবং অনভ্যস্ত কার্য্য করিলে শরীর অসুস্থ হয় অর্থাৎ বাত পিত্তও শ্লেষ্মা রূপ ধাতুত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হইয়া জ্বরাদি রোগ জন্মে। এই রোগ জন্মিবার কারণ হইল অনিয়ম, এই অনিয়মকে নিয়ম করিবার উপায় অভ্যাস। প্রকৃতির এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে অভ্যাস দ্বারা নিয়ম অনিয়ম হয় এবং অনিয়ম নিয়ম হয়*।

---

*বিধাতা কর্ম্মসূত্রেণ কর্ম্মদাতা চ জীবিনাং।
কর্ম্মস্বভাব সাধ্যশ্চ স্বভাবোঽভ্যাসবীজকঃ॥ ১২৮॥

৪৭ অ, জন্মখণ্ড, ব্রবৈপুঃ।

বিধাতাও স্বীয় কর্ম্মসূত্রে জীবগণের কর্ম্মদাতা হইয়াছেন, কর্ম্মস্বভাব সাধ্য ও স্বভাব অভ্যাস বীজ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

নিয়ম অনিয়ম হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম। যেমন মনে কর—একজন বাবু একজন চাষা ও একজন ধীবর (জেলে) এই তিন জনের কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ কর বুঝিতে পারিবে যে, তিন জনেই মানুষ কিন্তু তিনজনের প্রকৃতি সমান নহে। বাবু কখনই চাষার মত রৌদ্রের সময় মাঠে থাকিতে পারিবে না, ধীবরের মত জলেও থাকিতে পারিবে না, থাকিলে অনিয়ম করা হইবে এবং অনিয়ম হইলেই রোগ হইবে, ইহা একেবারে সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ হইবেই। এই অপরিহার্য্য নিয়মের নামই অদৃষ্ট, কর্ম্মফল বা পুরুষকার। এ কথা কেন বলি? না এই প্রাকৃতিক নিয়মের অভ্যন্তরে অদৃষ্টও আছে, কর্ম্মফলও আছে এবং পুরুষকারও আছে। নিয়ম কার্য্যে পরিণত হইলেই এই তিনটীরই আবশ্যক হয়। এই তিনটী এক সঙ্গে জড়িত না হইলে ফল হয় না, এজন্য প্রাকৃতিক নিয়ম এই তিনটীরই সমষ্টি সুতরাং প্রকৃতিই অদৃষ্ট, প্রকৃতিই কর্ম্ম এবং প্রকৃতিই পুরুষকার।

প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে অদৃষ্ট কর্ম্মফল ও পুরুষকার এই তিন কথারই অর্থ এক। যেমন মনে কর—

জলমগ্নির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুদ্ব্যাধী পতনং গীরে।
নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাদ্য দেহী প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ॥

হিতোপদেশঃ।

জল, অগ্নি, বিষ, অস্ত্র, ক্ষুধা ব্যাধি ও গিরি হইতে পতন ইত্যাদি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র কারণ বশতঃ দেহীদিগের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কিন্তু অভ্যাস করিলে জলে বাস করিতে পারে, অগ্নি মধ্যে বাস করিতে, পারে, বিষ পান করিতে পারে, অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে, ক্ষুধার ও নিবৃত্তি করিতে পারে, ব্যাধিরও উপশম করিতে পারে, পর্ব্বত হইতেও পড়িতে পারে। যেমন পঞ্চতপাব্রতে তপস্বীগণ শীতকালে জলে বাস, গ্রীষ্মকালে অগ্নিমধ্যে বাস করিয়া থাকে। যাহারা আফিম খোর, গুলিখোর, চণ্ডুখোর তাহারা বিষ খাইলেও মরে না তাহাদিগকে সাপে কামড়াইলে সাপই মরিয়া যায় মানুষের কিছুই হয় না। যাহারা পাইক তাহারা ডাকাইতদিগের অস্ত্রে ভয় করে না, নিজ অস্ত্রের দ্বারা ডাকাইতদিগের অস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড করে। যোগানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুধা ও ব্যাধি নিবৃত্তি হইতে পারে। যেমন পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজত্ব কালে যোগীবর হরিদাস স্বামী ক্ষুধা ব্যাধি নিবৃত্তি

করিয়া ছয়মাস কাল ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিলেন। ব্যায়াম দ্বারা পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদান করিতে ভয় হয় না। অতএব অভ্যাস দ্বারা নিয়মকে অনিয়ম এবং অনিয়মকে নিয়ম করিয়া লওয়া যায়।

"শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াও তাই সয়"।

এই শরীর রোগাক্রান্ত হইলে জিহ্বায় ইক্ষুরস তিক্ত লাগে কিন্তু নিম্বরস মিষ্ট লাগে। চক্ষুতে শ্বেতবর্ণ হরিদ্রা দেখায়, কর্ণেতে সুমধুর বংশিধ্বনিও কর্কশ শুনায়। এই সমস্ত হইল প্রাকৃতিক নিয়ম। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানিতে হয়, সেই সকল বস্তু ব্যবহার করিতে হয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পরিমিতরূপ আহার করিতে হয়, নিদ্রা যাইতে হয়, জল বায়ু আলোক উপভোগ করিতে হয় ও সুখাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়। যেমন মনে কর—

শাকেন রোগবর্দ্ধন্তে পয়সা বর্দ্ধতে তনুঃ।
ঘৃতেন বর্দ্ধতে বীর্য্যং মাংসাম্মাংসং প্রবর্দ্ধতে ॥

আয়ুর্ব্বেদ।

শাক আহার করিলে রোগ বৃদ্ধি হয়, দুগ্ধ পান করিলে শরীর পুষ্টি হয়, ঘৃত সেবন করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং মাংস সেবন করিলে মাংস স্থূল হয়।

অন্নাদ্দশগুণং পিষ্টং পিষ্টাদ্দশগুণং পয়ঃ।
পয়সোঽষ্টগুণং মাংসং মাংসাদ্দশগুণং ঘৃতম্ ॥

আয়ুর্ব্বেদ।

অন্নাপেক্ষা আটার বা ময়দার দশগুণ বল, আটাপেক্ষা দুগ্ধের দশগুণ বল, দুগ্ধাপেক্ষা মাংসের আটগুণ বল এবং মাংসাপেক্ষা ঘৃতের দশগুণ বল বেশী।

এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিলে কস্মিনকালে রোগগ্রস্ত হইতে হইবে না দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইবে সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি জ্ঞাত হইয়া তাহা কর্ষণ করিলে তাহাতে জল সেচন করিলে প্রচুর ফল লাভ হয়। স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইতে পারে। গ্রীষ্মাতপে ছায়া, বর্ষা সলিলে আচ্ছাদন, শীতে বস্ত্র, বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝনা ও শীলা বৃষ্টিতে ও ঝটিকায় আশ্রয় আবশ্যক হইয়া থাকে। এই গুলিই শরীরের পক্ষে

প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া জানিবে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইলে পুরুষকার করিতে হয়। কারণ, ছায়া, আচ্ছাদন, বস্ত্র ও আশ্রয় এই গুলি সাধারণতঃ জীবের আবশ্যক, আবশ্যক হইলেই চেষ্টা করিতে হয়। যাহার আবশ্যক আছে সে আপনা হইতেই চেষ্টা করে আর যাহার কিছু প্রয়োজন নাই তাহার তদ্বিষয়ে চেষ্টাও নাই। যে যাহা কিছু করে, আপনার প্রয়োজন জন্যই করে, এজন্য পুরুষকার বা চেষ্টা অবস্থার দাস। তুমি তোমার অদৃষ্টানুসারে প্রাকৃতিক নিয়মে বাধ্য হইয়া যে অবস্থায় পড়িবে তোমার সেইরূপ প্রয়োজন হইবে এবং তোমার চেষ্টাও তদনুসারে আবশ্যক হইবে একারণ তুমি পুরুষকার না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এজন্য পুরুষকার প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত বিষয় নহে। তোমার প্রয়োজন পূরণ হইলেই পুরুষকার আর তিষ্টিতে পারিবে না। কিন্তু অদৃষ্ট তাহা নহে অদৃষ্ট প্রয়োজনীয় বস্তুর ভাল মন্দ তারতম্য উপভোগ করে। শীতে কেহ কন্থা ব্যবহার করে আবার কেহ শাল দোশালা ব্যবহার করে। প্রয়োজন উভয়েরি সমান উহার মধ্যে যাহার দুরাদৃষ্ট সে কন্থা পায় ও যাহার শুভাদৃষ্ট সে শাল দোশালা পায় এই মাত্র প্রভেদ। এজন্য এক প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালনের মধ্যে অদৃষ্টও আছে পুরুষকারও আছে প্রভেদ কেবল ভোগাভোগের তারতম্য। আর প্রভেদ এই যে পুরুষকার অবস্থার বাধ্য, অদৃষ্ট তাহা নহে। অদৃষ্ট স্বাধীন যাহা হইবার তাহা আপনি ঘটিবে, পুরুষকার তাহার নিবারণ করিতে পারিবে না। ঐরূপ আচ্ছাদন সম্বন্ধে কাহারও বা পর্ণকুটীর আবার কাহারও বা স্বর্ণ অট্টালিকা হইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অদৃষ্টকে মিথ্যা বলিতে পারা যায় না।

মানসিক নিয়ম।

কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপু দ্বারা মনুষ্যের মন চালিত হয়। মনুষ্যের মনে চিন্তা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ঈর্ষা, দ্বেষ, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, শোক তাপ, আশা, ভরসা, হতাশ, ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, অসূয়া, বিবিদীসা প্রভৃতি বৃত্তি সকল সময়ানুসারে, ঘটনানুসারে উদয় ও বিলয় হইয়া থাকে। সুবুদ্ধি কর্ত্তৃক চালিত হইলে ইহারা ধর্ম্মপথে লইয়া যায় এবং কুবুদ্ধি কর্ত্তৃক চালিত হইলে অধর্ম্ম পথে লইয়া যায়। তাহাতেই শুভাশুভ ফলোৎপত্তি হয় এবং তাহাই ভোগ করিয়া সুখ বা দুঃখ

বোধ করিতে হয়। মানসিক দুঃখ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ষড় রিপুর ব্যবহার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ ইহ সংসারে আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই ইষ্ট সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ দুঃখ ভোগ না করিয়া নিরন্তর আনন্দ রসাস্বাদনে জীবন যাপন করা যায়। আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? উত্তর—ধর্ম্ম পথাবলম্বী হইয়া চলা। ধর্ম্ম শাস্ত্রে যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের (নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য) বিধি দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে চলিলেই কখনই মানসিক তাপ সহ্য করিতে হয় না। মনে কর ধনোপার্জ্জন করা, পান ভোজন করা, পুত্রোৎপাদন করা ইত্যাদিকে কুপ্রবৃত্তি বলা যায় না। কিন্তু ধনোপার্জ্জন স্থলে—চুরি, ডাকাতি, ঋণ ও জুয়াচুরি করিলে কুপ্রবৃত্তি বলিতে হইবে, পান ভোজন স্থলে—কুখাদ্য গ্রহণ, অসময়ে ভোজন, অনিয়ম ভোজন ও অপরিমিত ভোজন ও মদ্য-পানাদি করিলে কুপ্রবৃত্তি হইবে। পুত্রোৎপাদন স্থলে—অনিয়ম সহবাস, পরদার গমন, বৃথা শরীর ক্ষয়করণ ইত্যাদি কার্য্য করিলে কুপ্রবৃত্তি বলিতে হইবে। সর্ব্বদা ন্যায় পথে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে কখনই মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইলে দুঃখের অবধি থাকে না। সত্য সত্য কাম ক্রোধাদি রিপু সকল নিন্দনীয় নহে, ইহাদিগের উৎপত্তি বৃথায় হয় নাই, মনুষ্যের অব্যবহার জন্য ইহারা দূষনীয় ও ঘৃণিত হইয়াছে যদি কাম রিপু পরদার গমনে বিরক্ত হইয়া পরোপকার সাধনে অনুরক্ত হয়, ক্রোধ যদি সদসৎ বিচার করিয়া কেবল গর্হিত কার্য্যের নিবারক হয়, লোভ যদি কেবল বিদ্যা উপার্জ্জনে ক্ষান্ত না হয়, মদ যদি শত্রু দমনে গর্ব্ব প্রকাশ করে, মোহ যদি জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মসাধনে মোহিত হয় এবং মাৎসর্য্য যদি আপনাকে সমস্ত সংসারচক্র হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্তপুরুষ হইয়া গর্ব্ব করিতে পারে, তাহা হইলে এই ষড়রিপু দুঃখের কারণ না হইয়া সুখের কারণ হয়। যদি বল মনুষ্য সকল জীবহিংসা, প্রতারণা, নরহত্যা, বলাৎকার ইত্যাদি কুৎসিৎ কার্য্যে রত হয় কেন? হিংসার সময় দয়া হয় না কেন? প্রতারণার সময় সত্য ধর্ম্ম কেন মনে আইসে না? বলাৎকার করিবার সময় ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ বাক্য কেন ভুলিয়া যাইতে হয়? চুরি করিবার সময় ধর্ম্মজ্ঞান কেন লোপপ্রাপ্ত হয়? এসকল প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় এই যে, এসমস্ত বৃত্তি স্বাভাবিক, অভ্যাস বা উপদেশ দ্বারা অপনীত হয় না। যথা—

দাতৃত্বং প্রিয়বক্তৃত্বং ধীরত্বমুচিতজ্ঞতা।
অভ্যাসেন ন লভ্যন্তে চত্বার সহজাগুণাঃ॥

শাস্ত্রবচন।

উদারতা, প্রিয় বক্তৃতা, ধীরতা ও উচিত জ্ঞান ইত্যাদি গুণ সকল অভ্যাস দ্বারা উপার্জ্জন করা যায় না। ঐ সকল আচার স্বাভাবিক গুণ, অর্থাৎ "প্রাক্তন" সুকৃতি অনুসারে স্বভাবতই হয়। কারণ—

শুভং বাপ্যশুভং কর্ম্মফলাফলমপেক্ষতে।
শরদ্যেব ফলত্যাশু শালির্নস্থরভৌ ক্বচিৎ॥ ৩১॥

দৃষ্টান্তশতক।

শুভাশুভ কর্ম্ম যথাসময়ে ফল প্রদান করে। যেমন শালিধান্য শরৎ কালেই ফলিয়া থাকে, বসন্ত কালে কখনই হয় না। সেইরূপ প্রাক্তন কি না পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সময় হইলেই ফল প্রসব করে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সকল সেই ফল জীবকে ভোগ করায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ অভ্যাস করা হইয়াছিল ইহজন্মে সেইরূপ প্রবৃত্তি জীবগণ প্রাপ্ত হয়। এবং সেইরূপ কর্ম্ম করে।

আধিভৌতিক নিয়ম।

ভূতমধিকৃত্য বর্ত্ততে ইত্যাধিভৌতিকং
ব্যাঘ্র তস্করাদি জন্যং দুঃখং।

চৌর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ জন্মে তাহাকে আধিভৌতিক নিয়ম বলে। পৃথিবীস্থ যাবদীয় পদার্থই ভৌতিক, অর্থাৎ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত হইতে জাত। স্বর্ণ রৌপ্য বৃক্ষ লতা মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি সমস্তই ভৌতিক দেহ অবলম্বন করিয়া আছে। এই সকল হইতে যে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম ভৌতিক নিয়ম। ভৌতিক সুখ যেমন ভূমি কর্ষণ করিলে উত্তম চাষ হয়, অগ্নিতে অন্নপাক হয়, জলে নৌকারোহণে দেশ দেশান্তর যাওয়া যায় ইত্যাদি। আর ভৌতিক অসুখ যেমন সর্প দংশন হওয়া, উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়া, অগ্নিতে পুড়িয়া মরা, জলে ডুবিয়া মরা, হিংস্রক জন্তু দ্বারা আহত হওয়া, বিষপানে মৃত্যু হওয়া, অস্ত্রাঘাতে মরা, গৃহ চাপা পড়া, ইত্যাদি ভৌতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে।

২৩

এই সমস্ত সুখ দুঃখ ভৌতিক নিয়মের অজ্ঞতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে। ভৌতি পদার্থের কার্য্য দেখিয়া ভৌতিক নিয়ম জ্ঞাত হইতে হয়। কি প্রকার স্থানে বাস, কিরূপ আহার সামগ্রীর আয়োজন, কিরূপ আচার ব্যবহারের আবশ্যক ইহা জ্ঞাত না হইলে ভৌতিক দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। পর্য্যাবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহ জগতে যাবদীয় জীব ও জড় পদার্থ আছে সমস্তই এক না এক প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। দেখ গো মেষ ছাগ বিড়াল কুক্কুর প্রভৃতি নম্র স্বভাবের পশু বলিয়া মনুষ্যগণ উহা-দিগকে পালন করিয়া থাকে এবং উহারা পোষ মানে। আর সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক সর্প প্রভৃতি হিংস্রক স্বভাব জন্য পরিত্যাগ করে এবং উহারা বনে বাস করে।

চন্দ্রনাথ এই স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন গুরো! ছাগ মেষাদির প্রকৃতি নম্র হইল কেন? এবং ব্যাঘ্রাদির স্বভাব এরূপ হিংস্রক হইল কেন?

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

যস্তু কর্ম্মণি যস্মিন স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ন্তেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃপুনঃ॥ ২৮॥

১ অ, মনু।

বিধাতা সৃষ্টিকালে যে জাতীয় জীবকে যাদৃশ প্রকৃতি দিয়াছিলেন সেই জাতীয় বংশ তদনুসারেই আচরণ করিতে লাগিল।

আধিদৈবিক নিয়ম।

দেবমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিদৈবিকং
দুঃখং অশনিপাতাদি জন্যং।

দেবতাকে অবলম্বন করিয়া কুলিশ (বজ্র) পাতাদি জন্য যে দুঃখ তাহার নাম আধিদৈবিক। ভয়ানক ঝড় হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ঘরে আগুণ লাগা, বন্যায় সমস্ত ভাসিয়া যাওয়া, অতি বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদিকে আধিদৈবিক নিয়ম বলে। আর গ্রহ নক্ষত্র দোষ জন্য ধন কষ্ট, মন কষ্ট, বৃত্তিনাশ, বন্ধু বিচ্ছেদ, ও আত্মীয়ের বিয়োগ ইত্যাদি দুঃখ প্রাপ্ত হওয়ার নাম ও আধিদৈবিক নিয়ম।

মনুষ্যগণকে এই তিন প্রকার নিয়মানুগত কর্ম্মভোগ ত করিতে হয়ই তদ্ভিন্ন আপন আপন ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে লোকাচার নিয়ম, কোথাও দেশাচার

নিয়মও কোথাও বা সামাজিক নিয়ম সকলেরও বাধ্য হইয়া চলিতে হয়। যেমন মনে কর শাস্ত্রের শাসন এই যে,—বিধবা স্ত্রীলোক ব্রহ্মচর্য্যাব্রতাবলম্বী হইয়া জীবন যাপন করিবে। কিন্তু বিধবা যদি তাহা প্রতিপালন না করিয়া গোপনে অপর পতি গ্রহণ পূর্ব্বক সধবার মত আচরণ করে, তাহা হইলে কি প্রাকৃতিক নিয়ম তাহাকে ক্ষমা করিবে তাহার প্রতি দয়া করিয়া কি জরায়ুর ক্রিয়া লোপ করিয়া দিবে ? কখনই না। বিধবা বলিয়া প্রকৃতি দেবী আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না সে গর্ভে সন্তান জন্মিবে। কিন্তু বিধবা স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করা সামাজিক নিয়ম নহে শাস্ত্রমতে উহা পাপাচরণ। যে ঐরূপ কার্য্য করিবে সে পাপী হইবে, লোকে তাহাকে কুলটা বলিবে। এইরূপ লৌকিক নিয়ম বা ব্যবহার দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যথা—

দেশাচার।

ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নে যোনৌ কলিঙ্গকে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে॥
দুহিতুর্মাতুলস্যাপি বিবাহে দ্রাবিড়ে তথা।
যস্মিন্‌দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে॥

মগধ দেশে সুরাপানে দোষ নাই, কলিঙ্গদেশে অন্নবিচার ও যোনি বিচার নাই। উড়িষ্যায় ভ্রাতৃবধূ উপভোগে দোষ হয় না, গৌড়দেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে মৎস্য ভোজনে দোষ নাই, দ্রাবিড় দেশে মাতুল কন্যা' বিবাহ করিতে পারে, অতএব যে দেশে যে আচার পরম্পরা সিদ্ধ সে দেশে সেইরূপ বিধান হইয়া থাকে।

দেশাচার লোকাচার শাস্ত্র সঙ্গত না হইলেও তাহা করণে দোষ হয় না, তাহা কুফল প্রসব করে না। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম সেরূপ নহে উহা কখনও পৃথক পৃথক হয় না, উহা সর্ব্বত্র সমান হয়। উহা যে তোমার বেলা এক প্রকার হইবে এবং আমার বেলা অন্য প্রকার হইবে তাহা নহে। হাত কাটিয়া গেলে বেদনা হয়, সে তোমারও হয় আমারও হয় পৃথিবীস্থ সকল জীবেরই হয় পুত্রোৎপাদন করিলে সধবাতেও হয় বিধবাতেও হয় সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বত্র সমান ফল প্রসব করে। প্রকৃতির অন্তর্গত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা অতীব জটিল ও দুরাক্রম্য এবং প্রকৃতির যোগ ও অপ্রতিরোধ্য। মনুষ্য কখনই প্রকৃতির গতি রোধ করিতে পারে না। এজন্য উহা অবশ্যম্ভাবী।

প্রাকৃতিক নিয়ম, সকল সময়েই মঙ্গলময় কিন্তু তবে যে অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা কেবল আপন আপন কর্ম্মফলে। মনে কর বিধবার গর্ভে সন্তান হইলে যেমন দুর্নাম, কলঙ্ক, অপমান মুখ কালিমায় সমাচ্ছন্ন, দুঃখ, ভয়, হৃদ্‌কম্প ও কুল, শীল, মান হত, সমস্তই হয়, কিন্তু সধবার গর্ভে সন্তান হইলে কি তা হয়? সেস্থলে আমোদ আহ্লাদ যশ সম্মান, সকলেই প্রফুল্ল বদন, সকলেই আমোদ করিয়া বলে "সন্তান হইয়াছে আমাদের খাওয়াও" সুখের সীমা নাই। সন্তানের জাতকর্ম্ম করিবার জন্য শত সহস্র ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ (যাহার যেরূপ সামর্থ) করিয়া পদধূলি গ্রহণ, মিষ্টান্ন বিতরণ, ইত্যাদি কত ঘটাঘটী হয়। দেখ প্রাকৃতিক নিয়ম সমান ফল প্রসব করিল বটে কিন্তু সেই ফল সধবার পক্ষে কি সুখের এবং বিধবার পক্ষে কি দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাহা আর বলিবার কথা নহে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, নিয়ম এক কর্ম্ম এক ফল এক কিন্তু ভাব বিসদৃশ সুতরাং বলিতে হইল—"সব সত্য ফলও এক কর্ম্মও এক এবং নিয়মও এক কিন্তু অবস্থা নিবন্ধন ভাগ্য এক নহে"। কাহারও ভাগ্যে যে কর্ম্মটী সুখের কাহারও ভাগ্যে সেই কর্ম্মটীই দুঃখের কারণ হয়, এজন্য একই প্রকার কর্ম্ম অবস্থাভেদে শুভাশুভ ফলভোগের হেতু হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম যে মঙ্গলময় তাহার আর ভুল নাই কারণ, যে নিয়মে অনন্ত আকাশে অপরিমেয় নক্ষত্রাদি নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, কেহ কাহারও গতির প্রতিরোধ করিতেছে না, কেহ কাহারও সজ্ঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া জগতের প্রলয় দশা আনয়ন করিতেছে না, কি আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা অদ্ভুত কৌশল কি বিচিত্র রচনা নৈপুণ্য ইহা ভাবিয়া দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। এই ভূমণ্ডলের অবিশ্রান্ত গতি যাহার বিরাম নাই যে গতি দ্বারা শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে যে, পরিবর্ত্তন দ্বারা নানাবিধ শস্য ফল মূলও পত্র পুষ্প সকল উৎপন্ন হইতেছে এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের শরীর পোষণ জন্য অন্ন পানীয় সকল প্রাপ্ত হইতেছি সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম যে মঙ্গলময় তাহাতে আর কথা কি আছে। যে নিয়ম আমাদিগকে বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ভোগ করাইতেছে, যে নিয়মে আমাদিগকে জন্ম মৃত্যু ও জীবন রূপ চক্রে ঘূর্ণায়মান করিতেছে, যে নিয়ম আমাদিগকে প্রতিদিবসীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে, সে নিয়ম অবশ্যই মঙ্গলময়। কিন্তু দেখ ভাগ্যের এমনি দোষ এবং ভাগ্যের এমনি গুণ যে, প্রকৃতি জাত সন্তান বিধবার কষ্টের কারণ হইতেছে এবং সধবার আনন্দের কারণ হইতেছে। এ মর্ম্মভেদ কে

বুঝিবে ? এ ভাল মন্দের ছবি কে দেখিবে ? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাইবে ? অবস্থাভেদে কর্ম্মফল। প্রাকৃতিক নিয়মে কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম হইতে ফল হয়, এই নিয়ম সর্ব্বত্র সমান; তাহার পর সেই ফল অবস্থাভেদে সু বা কু হইয়া পড়ে। অবস্থা কটাহে যখন ঐ ফল ভজ্জিত হয় তখন হয় ফুটিয়া গিয়া সুস্বাদু হয় না হয় চুঁইয়া গিয়া তিক্ত হইয়া যায়। এক্ষণে দেখিতে হইবে দোষ কার ? শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট জন্য দায়ী কে ? অবশ্য যে কর্ম্ম করে সেই দায়ী। আপন আপন অবস্থা বুঝিয়া যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে তেমনি ফলভোগ করিবে। এজন্য মানবের উচিত কি ? না মহতের ভাবানুসরণ করা, কিবল শাস্ত্রানুসরণ করিলে চলিবে না এজন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥" মহাভারত।

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতিও বিভিন্ন, যাঁহার মত ভেদ নাই এরূপ একজনও মুনি (ধর্ম্মোপদেষ্টা) নাই। অতএব ধর্ম্মের (প্রাকৃতিক নিয়মের*) যথার্থ স্বরূপ কি তাহা জানা দুঃসাধ্য ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব গুহার (বুদ্ধিরূপ গুহা) মধ্যে প্রচ্ছন্ন, কাযে কাযেই মহাজনের গন্তব্য পথই পথ, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মদর্শী মহাত্মাগণ যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথে চলাই উচিত।

এক্ষণে দেখিতে হইবে সেই মহাজন কে ? যাঁহার দ্বারা জগতের হিত-সাধন হয় তিনিই মহৎ। কি করিয়া জানা যাইবে যে এই ব্যক্তির দ্বারা হিত সাধন হয় ? সকলের সহিত ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন লাভ হয় না যে তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া জানিতে পারা যাইবে যে ইনিই মহাজন ? এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি ? না গ্রন্থ নিবদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ সকল গ্রহণ করা। মহাপুরুষের আবির্ভাব তৎসমকালীন ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সঙ্ঘটনে চরিতার্থ হয়েন এবং যাঁহারা তাঁহার পরবর্ত্তী লোক তাঁহারা সেই মহাপুরুষের উপদেশের অনুসরণ করিলেই শান্তি প্রাপ্ত হন। আমাদিগের

*প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সামাজিক আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য বিধানের নাম ধর্ম্মোপদেশ বা শাস্ত্র।

অপেক্ষা যাঁহারা ধীমান, কার্য্যক্ষম, ক্ষমতাবান, বলশালী, তেজস্বী, কৃতি ও বিদ্বান তাঁহাদিগকেই আমরা মহাপুরুষ বলি। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ আমরা যাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলি, তাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ নহেন। কারণ তাঁহাদেরও মহাপুরুষ ছিলেন এবং ঐরূপ তাঁহাদিগেরও আবার মহাপুরুষ ছিলেন। যেমন মনে কর শঙ্করের অবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য একজন মহাপুরুষ, শঙ্করের মহাপুরুষ গৌড়পাদ, গৌড়পাদের মহাপুরুষ গোবিন্দপাদ, গোবিন্দপাদের মহাপুরুষ শুকদেব, শুকদেবের মহাপুরুষ মহর্ষি জনকরাজা, জনকের মহাপুরুষ মহর্ষি অষ্টাবক্র, অষ্টাবক্রের মহাপুরুষ বেদব্যাস, বেদব্যাসের মহাপুরুষ মনু অত্রি শাতাতপঃ বৃহস্পতি ঋষিগণ। মনু প্রভৃতির মহাপুরুষ সনক সনন্দ সনাতন, সনক প্রভৃতির মহাপুরুষ ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মহাপুরুষ মহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণুর মহাপুরুষ সদাশিব, সদাশিবের মহাপুরুষ পরব্রহ্ম, পরব্রহ্ম হইতে শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত যে মহাপুরুষের গ্রন্থ নিবদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইবে তাহাই আচরণ করিয়া চলা উচিত। সেই পথে চলিলে কখনই দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হয় না।

যদি আমরা প্রকৃতির প্রেরণায় চক্ষু বুজাইয়া চলিয়া যাই অর্থাৎ অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে বলি তাহা হইলে আমরা ভবিষ্যদন্ধতা বশতঃ সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ ভোগ করি। কেবল তাহাই নহে, যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান শুভফল প্রসব করে, তাহারাও অবস্থা বিশেষে সুখ উৎপাদন করিতে পারে না। এজন্য মহাজনগণের উপদেশ শাস্ত্র মানিয়া চল। আমরা অন্ধ বলিয়াই শাস্ত্রের প্রয়োজন, শাস্ত্রই আমাদের চক্ষুস্বরূপ। চক্ষু না থাকা জন্য অন্ধ ব্যক্তি যেমন আপন পথ স্থির করিতে না পারিয়া বিপথে গিয়া পড়ে, আমরাও সেইরূপ শাস্ত্র জ্ঞান না থাকা জন্য ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলি অর্থাৎ এমন কর্ম্ম করিয়া ফেলি যাহাতে কুফল উৎপন্ন হয়। যেমন মনে কর জীবমাত্রেই রিপু পরতন্ত্র, রিপু দ্বারা চালিত হইয়া জীবগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু যদি পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অপাত্রে কার্য্যকে ন্যস্ত করা হয় হইলে কুফল উৎপন্ন হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হইয়া পত্নীর পরিবর্ত্তে যদি উপপত্নীতে উপগত হও তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র মতে সে গর্ভের সন্তান কোন কার্য্যে আসিবে না; সে সন্তান পিণ্ডাধিকারী বা পিতৃকার্য্য করিতে পারিবে না সুতরাং সে ফলটী সুফল না হইয়া কুফল বলিয়া গণ্য হইয়া গেল। ইহাতে প্রাকৃতিক নিয়ম কিছু লঙ্ঘন হইল না বটে কিন্তু শাস্ত্র সঙ্গত হইল না বলিয়া কুফল হইয়া দাঁড়াইল। এজন্য

আমাদিগের শাস্ত্র জ্ঞানের প্রয়োজন, যাহার শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিবে সে মহাত্মাগণের ভাবানুসরণ করিবে তাহা হইলে আর তাহাকে বিপথে যাইতে হইবে না। প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়াই ত সমস্ত জীবকে কর্ম্ম করিতে হয় এইরূপ কর্ম্ম করিবার প্রেরণার নামই অদৃষ্ট বা পুরুষকার। অদৃষ্ট মানেও যা আর পুরুষকার মানেও তাই। পুরুষকার ও অদৃষ্ট পরস্পর পৃথক্ নহে উহা প্রকৃতি পুরুষের মত চণকবৎ অর্থাৎ যেমন চনক (ছোলা) একটী অঙ্কুরে দুইখানি দাল লাগিয়া থাকে মধ্যে অঙ্কুরটী থাকে সেই মত। তাহা হইতে একটী দাল খসাইয়া লইলে যেমন আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না সেইরূপ অদৃষ্ট ব্যতীত পুরুষকাব হয় না। পুরুষকার ও অদৃষ্ট দুই একত্র হইলে তবে কার্য্য সিদ্ধি হয় তাহা না হইলে কিছুই হয় না। এই প্রকৃতিই পুরুষকার এবং এই প্রকৃতিই অদৃষ্ট এবং এই প্রকৃতিই কর্ম্মের প্রেরক।

প্রাকৃতিক নিয়মে কর্ম্ম আপনি সমাধা হয়। তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতি ছাড়া জগতে কিছু নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেই দিকেই প্রকৃতিব শোভা সন্দর্শন করিবে। সমুদ্র দর্শন করিলে প্রকৃতিকে জলময়ী বলিয়া বোধ হইবে, আবার শৈলবৃন্দ দর্শন করিলে তাঁহাকে পাষাণময়ী বলিয়া জ্ঞান হইবে, প্রবল ঝটিকা, বাত্যা বা মৃদু মন্দ বায়ু বহিতে থাকিলে বোধ হইবে যেন তিনি বায়ুময় তনু ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন, অগ্নিদাহ দর্শন করিলে বোধ হইবে যেন তিনি ক্রোধবশতঃ সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইবে যেন হীরক-খচিত নীলাম্বর পরিধান করত দিঙ্মণ্ডলে শোভা বিস্তারপূর্ব্বক চন্দ্রার্করূপ নয়ন উন্মিলিত করিয়া সমস্ত পৃথিবী পরিদর্শন করিতেছেন। অরণ্যানী দর্শন করিলে জ্ঞান হইবে যেন প্রকৃতি আর কোথাও নাই, এই স্থানেই মূর্ত্তিমান রহিয়াছে। ইনি অতি বিচিত্র ইহার গুণ বর্ণনা করিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও অক্ষম। ইনি উষাকালে অরুণ কলেবরে রক্তবর্ণা, ইনি নীলাকাশে নীলবর্ণা, ইনি নবীন দূর্ব্বাদলে শ্যামবর্ণা, ইনি পক্কপত্রে পীতবর্ণা, ইনি ইন্দ্রচাপে (রামধনুতে) সপ্তবর্ণা। ইনি চন্দ্রকিরণে সুধাময়ী, ইক্ষুতে রসময়ী, চন্দনে গন্ধময়ী, পুষ্পে আনন্দময়ী, বীর্য্যে বল, ভয়ে কাতরতা, দম্ভে মাৎসর্য্য, ক্রোধে অনল, কামে—ইষ্টানিষ্ট বাসনারূপিণী, লোভে—পাপরূপিণী। ইনি বিদ্যার্থীর বিদ্যা, ধনীর ধন, চাষীর আশা, আনন্দের সুখ, নিরানন্দের দুঃখ, ইনি যে নয় কি? তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইনি শাক্তের শক্তি, শৈবের শিব,

গাণপত্যের—গণেশ, বৈষ্ণবের—বিষ্ণু, এবং সৌরীর সূর্য্য। ইনি ভক্তির—ভগবান। ইনি যে স্থানে নাই সে স্থানে কিছুই নাই—"যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্নবিদ্যতে" অর্থাৎ যে স্থানে মহামায়ার অধিষ্ঠান নাই সেই স্থানে কিছুই নাই। "মহামায়া প্রভাবেন সংসারঃ স্থিতিকারিণঃ" মহামায়ার প্রভাবেই সংসারের স্থিতি হয়।

এই প্রকৃতি সম্বন্ধে দেবতাদিগের মতামত। যথা—

ব্রহ্মা বলিলেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥ ৬৩॥
১ অ, চণ্ডী।

এই পৃথিবীতে কোথাও যদি কিছুমাত্র সৎ বা অসৎ বস্তু থাকে ত তুমিই তাহাতে ব্যাপ্তা। তোমার শক্তি সর্ব্বত্র সমভাবে রহিয়াছে, অতএব আমি তোমার কি স্তব করিব।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিন জনে বলিয়াছিলেন—
ত্বং নিত্যা পরমাবিদ্যা জগচ্চৈতন্যরূপিণী।
পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবী স্বেচ্ছয়া ধৃতবিগ্রহা॥ ১॥
তাং ত্বমেবং বিধাং দেবীং অচিন্ত্য চরিতাকৃতিং।
কিং স্বল্পবুদ্ধয়স্তোতুং সমর্থাঃ স্তোবয়ং শিবে॥ ৫॥
মহাভাগবত পুঃ।

আপনি নিত্যা, উৎকৃষ্টা বিদ্যারূপিণী ও জগতের চৈতন্যরূপিণী সর্ব্বব্যাপিণী ও ব্রহ্মময়ী। আপনি আপন ইচ্ছায় দেহ ধারণ করিয়াছেন। আপনার স্বভাব ও আকৃতি চিন্তার অগম্য বা অলভ্য। তজ্জন্য হে শিবে! স্বল্পবুদ্ধি আমরা আপনার স্তুতি করিতে অক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

ত্বমেব সর্ব্বজননী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
ত্বমেবাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ স্বেচ্ছয়া ত্রিগুণাত্মিকা॥ ৭॥

হে দেবি! তুমি সর্ব্বজননী মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী, তুমি সৃষ্টি বিধান কালে আদ্যাশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাক। কেবল স্বেচ্ছাক্রমে তুমি ত্রিগুণাত্মিকা হও।

মহাকাল বলিয়াছেন—

অচিন্ত্যামিতাকার শক্তিস্বরূপা,
প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠান সত্ত্বৈক মূর্ত্তিঃ।
গুণাতীত নির্দ্বন্দ্ববোধৈক গম্যা,
ত্বমেকা পরং ব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ১ ॥

মহাকালসংহিতা।

আপনি চিন্তার অতীত, শক্তি স্বরূপা, প্রতি জীবে অধিষ্ঠিত, সত্ত্বমূর্ত্তি, গুণাতীত ও নির্দ্বন্দ্ব, জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়, সিদ্ধ স্বরূপিণী ও পর-ব্রহ্ম রূপিণী।

ন মীমাংসকা নৈব কানাদ তর্কা,
ন সাংখ্যা ন যোগা ন বেদান্তবাদাঃ।
ন বেদা বিদুস্তে নিরাকারভাবং,
ত্বমেকা পরং ব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ৫ ॥

মহাকালসংহিতা।

মীমাংসা দর্শন জৈমিনিকৃত, কনাদকৃত বৈশেষিক দর্শন, গৌতম কৃত তর্ক-শাস্ত্র ন্যায় দর্শন, কপিল কৃত সাংখ্য দর্শন, মহাদেব কৃত যোগ শাস্ত্র, ইঁহারা কেহই আপনার নিরাকার ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। অতএব আপনিই পরাৎপরা ও সিদ্ধ ব্রহ্ম রূপিণী।

মহাদেব বলিয়াছেন—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদে তৎ স চরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥　তন্ত্র ॥

আপনি পরমাত্ম রূপিণী, পর ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও শ্রেষ্ঠতমা। হে শিবে! আপনা হইতেই সমস্ত জগৎ জন্মিয়াছে বলিয়া আপনি জগজ্জননী। স্থূলতম পদার্থ হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত যে কিছু চরাচর আছে সমস্তই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এজন্য এ জগৎ আপনারই অধীন।

অপিচ—

ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামাস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র।

আপনি সকল বিদ্যার আদি, আমাদেরও জন্ম কারণ, আপনিই জগৎকে জানেন, কিন্তু আপনাকে কেহ জানে না।

প্রকৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রের মতামত। যথা—

শাস্ত্রাদিতে এই প্রকৃতি নানা প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিযাছি যে, ব্রহ্মা ভরদ্বাজ ঋষিকে বলিয়াছিলেন—

ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণ
সমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ।

নিরালম্বোপনিষৎ।

ব্রহ্ম হইতে জগতের নানাবিধ বিচিত্র আকার নির্ম্মাণঃসমর্থা বুদ্ধি রূপা ব্রহ্ম শক্তিকে প্রকৃতি বলে।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে মূল-প্রকৃতি পরব্রহ্মের শক্তি নহে। ইহা কাহা হইতে উদ্ভব হয় নাই। ইহা স্বয়ং নিত্য ও অব্যক্ত স্বভাবা ও অতি সূক্ষ্মা যথা—

সৌক্ষ্মাত্তদনুপলব্ধিঃ।

কঃ সূঃ ১।১০৯॥

প্রকৃতি এত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত যে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না। সেরূপ সূক্ষ্মতার দৃষ্টান্ত নাই। উহা ইন্দ্রিয় মাত্রের অগোচর এবং পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্রতানুসারে নহে, কেবলমাত্র কারণ স্বরূপ। কপিলদেব বলেন পরমাণু সকল প্রকৃতির চতুর্থ বিকার, অর্থাৎ প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহংতত্ত্ব তারপর তন্মাত্রা তত্ত্ব বা পরমাণু। পরমাণুর সূক্ষ্মতা কতক উপলব্ধি হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতির সূক্ষ্মতা বুঝান অতি দুরূহ, এজন্য সাংখ্য মতে উহাকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। পুরাণাদিতেও অব্যক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকং॥

বিষ্ণুপুরাণ।

যাহা অব্যক্ত ও জগতের কারণ স্বরূপ, ঋষিগণ তাহাকেই প্রধান প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করেন। এই প্রকৃতি অতি সূক্ষ্মা, নিত্যা কিনা ইহার নাশ নাই, ইনি সৎও বটে অসৎও বটে।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
কেচিৎ প্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ।
এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ॥

৩ অ, মৎস্য পুঃ।

সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাকে (যে অবস্থায় প্রকৃতির পরিণাম হয় না) প্রকৃতি বলা যায়। এই প্রকৃতিকে কেহ প্রধান, ও কেহ অব্যক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। ইনিই প্রজাদিগকে সৃষ্টি ও লয় করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরোবাচ।

অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণোজ্ঞানং সৃষ্টি সংহারবর্জ্জিতং॥

জ্ঞান সং তন্ত্র।

ঈশ্বর বলিলেন হে দেবি! অব্যক্ত হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাও অব্যক্ত।

বেদান্ত মতে এই প্রকৃতিকে পরমাত্মার মায়া বলে। সেই মায়া দ্বারাই এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মদেহঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়॥ ১২॥

২ প্র, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

আত্মা আপনার মায়া দ্বারা নিজের দেহ কল্পনা করেন। এক অদ্বিতীয়

আত্মাতেই সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয় এজন্য সেই আত্মাই সকলের ভেদ জ্ঞাত আছেন, ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
তাস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১০॥

৪ অঃ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

পরব্রহ্মের মায়াকেই প্রকৃতি বলা যায়, এই প্রকৃতিতে যখন পরব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন তখন তাঁহাকে মায়ী বলে। সেই মায়া বিশিষ্ট পরম পুরুষের অবয়ব হইতে সমস্ত বস্তু উদ্ভূত হইয়া জগৎরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুনতিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১॥

১৮ অ, গীতা।

অর্থাৎ যেরূপ সূত্রধার দারু যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর ভূত সকলের (জীব সকলের) হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন।

অহো ভগবতো মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতা পরে॥ ৩৫॥

৬ অ, তৃঃ স্কঃ, ভাগবত।

ভগবানের মায়া অতীব দুর্জ্ঞেয়, মায়াবিদিগকেও মুগ্ধ করে। ভগবান আপনিই আপনার মায়ার গতি জানিতে পারেন নাই। ইহাতে অপর ব্যক্তিরা কিরূপে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে?

উপনিষদাদিতে এই প্রকৃতিকে পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ"॥ ৩॥

১ অঃ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

ব্রহ্মের যে শক্তি সর্ব্বদা স্বীয়গুণে আচ্ছাদিত আছে সেই অনির্ব্বচনীয়

শক্তি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির প্রতি কারণ। তিনিই কাল স্বরূপ হইয়া সমস্ত জগৎকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তিনি ভিন্ন এরূপ শক্তি কাহাতেও সম্ভব হইতে পারে না সুতরাং এরূপ জগদুৎপাদিকা শক্তি কেবল সেই এক মাত্র পরব্রহ্মেরই বলিতে হইবে।

পরব্রহ্মের এই শক্তির নাম প্রকৃতি। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ ভেদে এই শক্তি তিন প্রকার। সত্বগুণে জ্ঞান শক্তি, রজগুণে ক্রিয়া শক্তি, এবং তমোগুণে ইচ্ছা শক্তির প্রস্ফুরণ হইয়া থাকে। সত্ত্ব গুণাত্মক জ্ঞান—শক্তি, রজোগুণাত্মক ক্রিয়া—শক্তি এবং তমোগুণাত্মক ইচ্ছা—শক্তি, প্রতি জীবেই সন্নিবিষ্ট আছে। প্রকৃত্যাত্মক জ্ঞান—শক্তিই জীবের প্রাণ, ইচ্ছা—শক্তিই জীবের অন্তঃকরণ। যথা—

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়া জ্ঞান বিভাগশঃ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়া শক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞান শক্তিতা॥ ৩০॥
২৬ অ, তৃঃ স্কঃ, ভাগবত।

ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। যথা কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ই তৈজস, অর্থাৎ রজো প্রধান অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। যেহেতু প্রাণের ক্রিয়া শক্তি ও বুদ্ধির জ্ঞান শক্তি আছে সুতরাং প্রাণ তৈজস হওয়াতে তদীয় ক্রিয়া শক্তি বিশিষ্ট কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলও তৈজস এবং বুদ্ধির তৈজসত্ব হেতু তদীয় জ্ঞান শক্তিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলেরও তৈজসত্ব আছে।

স্বত্ব গুণাত্মক জ্ঞান শক্তি বুদ্ধির ধর্ম্ম, বুদ্ধি তত্ত্বেই জ্ঞান শক্তি প্রস্ফুরিত হয়। বুদ্ধি দ্বারাই লোকে সদসৎ বিবেচনা করিয়া থাকে *। বিবেচনা করা, বিচার করা, তর্ক করা, মীমাংসা করা জ্ঞান দ্বারাই সম্পন্ন হয় এজন্য বুদ্ধিই

---

* বুদ্ধির্ব্বিবেচনা রূপা সা জ্ঞানদীপনী শ্রুতৌ।
বায়ু ভেদাশ্চ প্রাণাশ্চ বলরূপাশ্চ দেহিনাং॥ ১৮॥
২৫ অ, প্রকৃথ, ব্র বৈ পু।

বিবেচনাকেই বুদ্ধি বলে। শ্রুতিতে বুদ্ধিই জ্ঞানের দীপ্তি কারিণী বলিয়া উক্ত আছে। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যাণ ও উদান এই পঞ্চ বায়ুই দেহিগণের প্রাণ ও বলরূপে অভিহিত হয়।

জ্ঞান শক্তির আধার। সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান শক্তি রজগুণ দ্বারা পরিচালিত হইলেই তর্ক মীমাংসাদি করিয়া থাকে।

রজোগুণাত্মক ক্রিয়া শক্তি প্রাণের ধর্ম্ম, প্রাণবায়ু দ্বারাই ক্রিয়া শক্তি প্রকাশিত হয়। প্রাণ বায়ু পাঁচ প্রকার যথা—

"প্রাণোঽপান সমানশ্চোদান ব্যানৌ"

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বয়ুকে পঞ্চ প্রাণ বলে।

হৃদিপ্রাণো বহেন্নিত্যং অপানো গুদমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ॥
ব্যানোব্যাপ্য শরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চ বায়বঃ॥

ঘেরণ্ডসংহিতা।

হৃদয়ে প্রাণ বায়ুর স্থিতি, ঐরূপ গুহ্য দেশে অপান, নাভিদেশে সমান বায়ু কণ্ঠ দেশে উদান বায়ু এবং সর্ব্বাঙ্গে ব্যান বায়ুর স্থিতি। এই পঞ্চ বায়ু পঞ্চ প্রাণ বলিয়া বিখ্যাত।

এই পঞ্চ বায়ুর পাঁচটী পৃথক পৃথক কার্য্য আছে যথা—

"প্রাণস্থ বহির্গমনং"

প্রাণ বায়ুর কার্য্য বহির্গমর্ন অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি প্রাণ বায়ুর কার্য্য।

"মুখনাসিকয়োর্ম্মধ্যে প্রাণঃ সঞ্চরতে সদা।" উত্তর গীতা।

মুখ ও নাসিকার মধ্যে প্রাণ বায়ু সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে।

"অপানস্থাধো গমনং"।

অপান বায়ুর কার্য্য অধোগমন। অর্থাৎ মল মূত্রাদি ত্যাগ করণ।

"সমানস্থাশিত পীতাদীনাং সমুন্নয়নং।"

সমান বায়ুর কার্য্য ভুক্ত অন্নাদি সমতা করণ। অর্থাৎ ভুক্তান্ন প্রভৃতি জীর্ণ করণ, পরিপাক করণ।

"উদানস্থোর্দ্ধ গমনং"

উদান বায়ুর কার্য্য উর্দ্ধ গমন। অর্থাৎ উদ্গার করণ, জৃম্ভণ করণ।

"ব্যানস্থ ব্যায়নাকুঞ্চন প্রসারণাদীনি"

ব্যান বায়ুর কার্য্য সর্ব্বাঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসারণ করণ। এই পঞ্চ প্রাণের

কার্য্য দ্বারা শরীরের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জীব শরীরে ইহাই রজোগুণাত্মক ক্রিয়া শক্তির কার্য্য।

তমোগুণাত্মক ইচ্ছা শক্তি অহঙ্কারের ধর্ম্ম। অহঙ্কার হইতে মানস ক্ষেত্রেই ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই ইচ্ছাশক্তি হইতে জীবের কামনা বাসনা রুচি অরুচি প্রভৃতি হইয়া থাকে। অতএব এই তিন শক্তির দ্বারা জীবের কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়। জীব সেই কর্ম্ম ফলের ভোক্তা হয়। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে তম গুণাত্মক ইচ্ছা শক্তি স্বভাবতঃ আপনা আপনি জীব হৃদয়ে উদয় হয়। এইরূপ ইচ্ছা শক্তির উদয় হওয়াকে কর্ম্মসূত্র কহে। এই কর্ম্ম সূত্র বা কর্ম্ম বীজ কালে অখণ্ডনীয় অদৃষ্টকে উৎপন্ন করে। ইহাই হইল অদৃষ্টের সূচক, সূত্র বা বীজ। কালে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফল প্রসব করিলেই কর্ম্মভোগ হইয়া থাকে। লোকে তাহাকেই কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট বলে। যদি বল এই কর্ম্মসূত্র বা কর্ম্মবীজ অথবা বাসনা উৎপত্তি হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, উহা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতি পরিণাম শীলা, সে পরিণাম অকাট্য, হইবেই, কারণ, প্রকৃতির স্বভাবই তাই, এজন্য উহার (পরিণামের) রোধ হয় না। সুতরাং প্রকৃতি অহং—তত্ত্ব রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইলেই আমি ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে। আমি আমি জ্ঞান হইলেই পূর্ব্ব অভ্যাস হেতু বাসনা সকল উপস্থিত হয়। যদি বল বাসনার আবার পূর্ব্ব অভ্যাস কোথায়? শাস্ত্রকারগণ বলেন—পূর্ব্ব অভ্যাস আছে। এ জগতে পূর্ব্ব অভ্যাসের আদি নাই কারণ, প্রকৃতি স্বয়ং অনাদি এজন্য পূর্ব্বাভ্যাসও অনাদি। প্রলয়কালে যখন কিছুই থাকে না তখন বাসনা সকল প্রকৃতিতে লুক্কায়িত থাকে। প্রলয়ের নিয়ম এই যে,—

প্রত্যাহারে তু তাঃ সর্ব্বাঃ প্রবিশন্তি পরস্পরম্।
যেনেদমাবৃতং সর্ব্বমণ্ডমপ্সু প্রলীয়তে ॥ ৩০ ॥
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তলোকং স পর্ব্বতম্।
উদকাবরণং যত্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু তৎ ॥ ৩১ ॥

৪ অ, ৬ অংশ, বি পুঃ।

যে সময় মহা প্রলয় উপস্থিত হয় সে সময়ে এই সপ্ত প্রকৃতি (সপ্ত প্রকৃতি কি?—মহতত্ত্ব, অহং তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রাতত্ত্ব অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ,

শব্দ, এই সপ্ত প্রকৃতি স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। প্রথমতঃ ভূমণ্ডল জলে প্রলীন হয়। সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্তলোক, সপ্ত পর্ব্বত, এতৎ সমবেত জলাকরণ, তেজ পদার্থের আবরণে লীন হইয়া যায়।

> জ্যোতির্ব্বায়ৌ লয়ং যাতি যাত্যাকাশে সমীরণঃ।
> আকাশশ্চৈব ভূতাদিগ্র্সতে তং তদা মহান্॥ ৩২॥
> মহান্তমেভিঃ সহিতং প্রকৃতিগ্র্সতে দ্বিজ।
> গুণসাম্য মনুদ্রিক্ত মন্যূনঞ্চ মহামুনে॥ ৩৩॥ ঐ॥

৪ অ, ৬ অংশ, বি পুঃ।

পরে তেজ পদার্থ, স্বীয় কারণ ও আবরণ স্বরূপ বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে ঐ বায়ু আকাশে লীন হয়। পরে আকাশের আবরণ অহঙ্কার আকাশকে গ্রাস করে। অহঙ্কারও স্বীয় আবরণ মহত্তত্ত্বে লীন হয়। অনন্তর প্রকৃতি মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে। এই প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা রূপ চেষ্টা শূন্য হইয়া পরমাত্মা পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে।

আবার পুনরায় যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন পূর্ব্ববৎ স্বস্ব কারণ হইতে তত্ত্ব সকল প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। যথা—

> সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ,
> প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ
> পঞ্চ তন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ
> স্থূল ভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।

কঃ সূ ১। ৬১॥

সত্ত্ব রজতমো গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহতত্ত্ব। মহতত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রা তত্ত্ব। তন্মাত্রা তত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত। পঞ্চভূত হইতে এই জগৎ। ইহা ব্যতীত পুরুষ স্বতন্ত্র আছেন। সেই পুরুষের নাম আত্মা বা জীব।

এইরূপ প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার আদি নাই একারণ বাসনারও আদি নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেব যখন অর্জ্জুনকে সাংখ্যযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি আট প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ করিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

৭ অ, গীতা।

আমার মায়া স্বরূপ যে প্রকৃতি তাহা আট প্রকারে বিভক্ত। যথা—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার।

সাংখ্য মতে প্রকৃতির বিস্তার এইরূপ—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ। প্রকৃতিবিকৃতয় সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো। ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি।

মূল প্রকৃতি এক (ইনিই জগৎকর্ত্রী, আদ্যা, নিত্যা, ব্রহ্মশক্তি, চৈতন্যরূপিণী, জগজ্জননী, ভগবতী, মহাকালী নামে কথিত হন)। দ্বিতীয় প্রকৃতি—বিকৃতি সাত—প্রথম মহত্তত্ত্ব (এই মহত্তত্ত্ব=মন, মহৎ মতি, ব্রহ্মা, পুর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি, সংবিৎ এবং বিপুর অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি নামে কথিত হয়)। দ্বিতীয়—অহং তত্ত্ব=(ইহা অহংকার, অভিমান কর্ত্তা, অনুমন্তা, সংস্মৃত, আত্মা, প্রকৃত ও জীব ইত্যাদি নামে কথিত হয়। এই অহং তত্ত্বের সত্বাংশ হইতে মন, রজ অংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। তম অংশ ইহাতে পঞ্চ তন্মাত্রা তত্ত্ব উৎপন্ন হয়)। তন্মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্রা তত্ত্ব প্রকৃতি বিকৃতি। বিকার ষলটী—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও মন। আর যাহা প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয় তাহা পুরুষ অর্থাৎ আত্মা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব লইয়া জগতের সৃষ্টি।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, যদি জগতের সৃষ্টি প্রবাহ এই রূপেই সাধিত হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হয় তাহা হইলে ইহার আদি কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রলয়ান্তে সৃষ্টি এবং সৃষ্ট্যন্তে প্রলয়, এইরূপ প্রবাহ যখন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তখন ইহার আদি নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলেই বাসনারও আদি নাই এবং কর্ম্ম সূত্রেরও আদি নাই। আর যদি ধর ত প্রকৃতিই সকলের আদি। প্রকৃতি স্বয়ং অনাদি। ইহার পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে এজন্য ভগবান যখনই সৃষ্টি করেন তখনই পূর্ব্ববৎ করেন। যথা—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততোরাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতোবশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ সামবেদঃ।

ঋতং—ব্রহ্ম। চ—০। সত্যং—চিদানন্দ। চ—০। অভীদ্ধাৎ—লব্ধবৃত্তি, ফলোন্মুখ। তপসঃ=অদৃষ্ট বশতঃ=প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ। অধ্যজায়ত—উৎপন্ন হইল। ততঃ—তারপর। রাত্রিঃ—অন্ধকার।—অজায়ত—উৎপন্ন হইল। ততঃ—তারপর। সমুদ্র—রত্নাকর। অর্ণবঃ—জল। সমুদ্রাৎ—সমুদ্র হইতে। অর্ণবাৎ—জল হইতে। অধি—অব্যয়। অজায়ত—উৎপন্ন হইলেন। সংবৎসরঃ—সংবৎসর। অজায়ত—উৎপন্ন হইল। অহোরাত্রাণি—দিন ও রাত্রি। বিদধৎ—বিভাগ করতঃ। বিশ্বস্য—জগতের। মিষতঃ—প্রকাশমান। বশী—নির্ম্মাণে সমর্থ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ—সূর্য্য ও চন্দ্রকে। ধাতা—বিধাতা ব্রহ্মা। যথাপূর্ব্বং—পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ ছিল। অকল্পয়ৎ—সৃষ্টি করিলেন। দিবং—মহরাদি সপ্তলোক লোক। চ—০। পৃথিবীং—মর্ত্তলোক। চ—০। অন্তরিক্ষং—আকাশ। অথো—এবং। স্বঃ—স্বর্গলোক।

অর্থাৎ, মহাপ্রলয় সময়ে কেবল পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন এবং সমস্তই অন্ধকারময় ছিল। তারপর সর্ব্বতোভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্টের বলে (পূর্ব্ব কল্পিত জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে) জলময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই জলময় সমুদ্র হইতে প্রকাশ মান জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ বিধাতা উৎপন্ন হইলেন। তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রকে পূর্ব্বকল্পের মত সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দিন ও রাত্রি হইল। দিন ও রাত্রি হওয়ায় সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। পরে বিধাতা, পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন।

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনা মানসৈঃ সহ।
জায়তে জীব এবং হি যাবদাভূত সংপ্লবঃ॥ ২৫॥
২অ, ভগবতী গীতা।

সৃষ্টিকালে জীবাত্মা পূর্ব্বের অভিলষিত বাসনার সহিত পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ

করে। এই প্রকার সৃষ্টি হইতে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জীবাত্মা বার বার দেহ আশ্রয় করিয়া জন্ম—মৃত্যুরূপ সংসারে যাতায়াত করে। সৃষ্টিতত্ত্ব উপদেশকালে ভগবান কমলযোনি ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন—

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥ ২১ ॥

৫অ, ২স্ক, ভাগবত।

হে নারদ! আমার এবং সকলের ঈশ্বর স্বরূপ সেই মায়েশ ভগবান বিবিধ প্রকার হইতে ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির বাসনা করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা আপনাতে যদৃচ্ছা প্রাপ্ত কর্ম্ম অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং কাল ও স্বভাবকে গ্রহণ করেন।

সত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতি সর্গ নিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥ ১৮ ॥

৫অ, ২স্ক, ভাবগত।

হে পুত্র! সেই বিভু পরমেশ্বর নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় নিমিত্ত সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় স্বাতন্ত্র্যরূপ মায়া দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কালাদ্‌গুণ ব্যতিকর পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্মমহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ২২ ॥

৫অ, ২স্ক, ভাগবত।

সেই ভগবান কালে অধিষ্ঠিত হইলে ঐ কাল হইতে গুণক্ষোভ হয়, অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্য ভাব পরিত্যাগ হয়, তাহাতেই সৃষ্ট্যর্থ উন্মুখতা জন্মে। সেই ভগবান স্বভাবেতে অধিষ্ঠান করিলে রূপান্তরোৎপাদন হইতে থাকে। এবং জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে মহত্তত্বের উৎপত্তি হয়।

এইরূপ মহত্তত্ব হইতে ক্ষিতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি তাহা প্রাকৃতিক, যথা—

প্রসূতিঃ প্রকৃতের্যাতু সা স্থষ্টিঃ প্রাকৃতী স্মৃতা।
দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যান্তর প্রলয়াদমু ॥ ৪১ ॥
৭অ, ১অং, বিপুঃ।

মহাপ্রলয়াবসানে প্রকৃতি হইতে যে মহত্তত্ত্বাদির স্থষ্টি হয় তাহার নাম প্রাকৃতিক স্থষ্টি। আর খণ্ড প্রলয়াবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতি দিবসীয় যে স্থাবর জঙ্গমাদির স্থষ্টি হয় তাহাকে ব্রাহ্মী স্থষ্টি বলে। বালকবালিকারা যেমন জল মাটি লইয়া পুত্তলিকা প্রস্তুত করে ব্রহ্মাও সেইরূপ প্রাকৃতিক তত্ত্ব লইয়া স্থাবর জঙ্গম স্থষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মা ইচ্ছামত যেরূপ উদ্ভিদ, তির্য্যক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও মানবাদি স্থষ্টি করিয়াছেন এবং যাহাতে যেরূপ স্বভাব নিয়োজিত করিয়াছেন সেইরূপই চলিয়া আসিতেছে এজন্য বিধাতাই অদৃষ্টের ফলদাতা। ব্রহ্মা যাইকেন স্থষ্টি করুন না সকলেতেই প্রাকৃতিক তত্ত্ব সকল আছে এজন্য সেই সকল তত্ত্বের পরিণাম ফল ব্রহ্মার হাতে নাই এজন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ জীবের অদৃষ্ট উণ্টাইতে বা ফিরাইতে পারেন না। প্রকৃতির তত্ত্ব সকল প্রাকৃতিক নিয়মে বহমান হয় ব্রহ্মার তাহাতে কোনরূপে হস্তাক্ষেপ করিবার যো নাই তবে ব্রহ্মা যে যে বস্তু, যে যে পদার্থ বা তত্ত্বের দ্বারা গঠন করিয়াছেন সেই সেই বস্তু সেই সেই কর্ম্ম এবং সেই সেই স্বভাব প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মে কর্ম্ম সকলের যে ফলোৎপত্তি হয় তাহাই জীবের অদৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। তবে তুমি এক্ষণে বলিবে যে, জীব স্বভাবের বশ হইয়া যাহা করে তাহাতে জীবের দোষ নাই বিধাতারই দোষ। এ কথা মানবের পক্ষে নহে। মনুষ্য ব্যতীত ইতর প্রাণীর পক্ষে সে কথা। কিন্তু মানব স্বভাব বশতঃ কর্ম্ম করিবে বটে কিন্তু বেদ বিধি মানিয়া। বিধাতা জানেন যে, সকল জীবই স্বভাবের অধীন, সেই স্বাভাবিক গতিতে পাছে মনুষ্যকে কুপথে লইয়া যায় এজন্য বেদ বিধির স্থষ্টি করিয়াছেন। সেই বেদমার্গ অবহেলা করিলে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। এজন্য মনুষ্যের শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট আপন আপন কর্ম্ম ফলেই হয়।

প্রাকৃতিক নিয়ম সকল এই তিন প্রকার ভাবে চালিত হয় এবং সেই চলন জন্য প্রকৃতির যে স্রোত বহিতে থাকে সেই স্রোতের মুখে আপন কর্ম্মানুসারে যে, যে অবস্থায় পতিত হইবে সে সেই অবস্থার ফল ভোগ

করিবে কিছুতেই তাহার নিবারণ হইবে না। সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ফল তাহার অদৃষ্ট হইবে এবং তাহার পুরুষকারও হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। অন্যথা না হইবার কারণ এই যে, এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ অন্য নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা নিরাকৃত হয় না*। যেমন পরোপকার দ্বারা জ্বর রোগের শান্তি হয় না। পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিষপান করিলে মৃত্যু হইবে, তাঁহার পুণ্য তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিবে না। এক নিয়ম ভঙ্গের দুঃখ অন্য নিয়ম পালন দ্বারা খণ্ডিত হয় না। যেমন-ঔষধ সেবন দ্বারা শোক মনস্তাপের শান্তি হয় না। যদি কোন দুরাচার পাপী ব্যক্তি যথানিয়মে পান ভোজন করে সে নিশ্চয়ই রোগ শূন্য হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইবে, তাহার অধর্ম্ম তাহার শরীরকে রুগ্ন করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তিনি সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় হইলেও রোগ ভোগ করিতে হইবে। যদি কোন পারদর্শী ব্যক্তি কৃষি কিম্বা বাণিজ্যাদি করে সে বিপুল অর্থলাভ করিতে পারে, সে পরদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক হইলেও ভাগ্য লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যদি কোন ব্যক্তি বিষয় কার্য্যে অকর্ম্মণ্য হয় সে মহা ধর্ম্মপথাবলম্বী হইলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মোট কথা এই যে, যিনি শরীর প্রতিপালন করেন তিনি শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করেন এবং যিনি তাহা লঙ্ঘন করেন তিনি রোগ গ্রস্ত হন। যিনি ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করেন তিনি সমাজে সমাদৃত হন এবং যিনি তাহা লঙ্ঘন করেন তিনি লোকের অপ্রিয় ভাজন হন এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হন। যিনি যদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনি তদ্বিষয়ক সুখ প্রাপ্ত হন এবং যিনি যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করেন তিনি তদ্বিষয়ক দুঃখ প্রাপ্ত হন ইহার অন্যথা হয় না। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় ও অনতিক্রম্য এবং সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্ব সময়েই সমান এবং একই রকম। অপরিমিত পান ভোজন করিলে বঙ্গদেশে যে ফল, পাঞ্জাব প্রদেশেও সেই ফল এবং পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই সেই ফল।

---

* ন নষ্টং দুষ্কৃতং কর্ম্ম সুকৃতে ন চ কর্ম্মণা।
ন নষ্টং সুকৃতং কর্ম্ম কৃতেন দুষ্কৃতে ন চ॥
৪।৮৫।৩৯। ব্র, বৈ, পু।

সুকৃত কর্ম্ম দ্বারা দুষ্কৃত কর্ম্ম ও দুষ্কৃত কর্ম্ম দ্বারা সুকৃত কর্ম্ম কদাচ নষ্ট হয় না।

যদিও সকল প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, তথাপি পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ। অর্থাৎ এক প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিলে অন্য প্রকার নিয়মের সহায়তা করে এবং এক প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্য প্রকার নিয়মের ব্যাঘাৎ ঘটনা হয়। যেমন মনে কর তোমার সাবধান হইয়া পথ চলা উচিত কিন্তু তোমার অসবধানতা প্রযুক্ত গাড়ির ধাক্কা লাগিয়া তোমার পা ভাঙ্গিয়া গেল, তুমি কষ্ট পাইলে, তোমার শরীর নষ্ট হইল এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে মনোবিকার অপরিহার্য্য হইল। এ স্থলে এক ভৌতিক বিকার গাড়ির ধাক্কা দ্বারা শরীর ও মন উভয়কেই নষ্ট করিল। যদি সেই ভগ্ন পদ চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য লাভ হয় তাহা হইলে মনস্ফূর্ত্তি হইতে পারে শরীর অসুস্থ থাকিলে মনস্ফূর্ত্তি থাকে না, বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ থাকে না এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও স্ফূর্ত্তি পায় না। এজন্য শাস্ত্রে বলে—

মানসেন হি দুঃখেন শরীরমুপতপ্যতে।
অযঃ পিণ্ডেন তপ্তেন কুম্ভসংস্থমিবোদকম্॥ ২৫॥
মানসং শময়েৎ তস্মাজ্‌জ্ঞানেনাগ্নিমিবাম্বুনা।
প্রশান্তে মানসে হ্যস্য শরীরমুপশাম্যতি॥ ২৬॥

২অঃ, বন পর্ব্ব, মহাভাঃ।

যেমন অযঃ পিণ্ড পরিতপ্ত হইলে তদ্দ্বারা কুম্ভস্থিত জলও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে শরীরও পরিতাপিত হয়। যেমন জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয় সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিতে হয়। মনোব্যথা প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপিচ—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমং"

অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম মোক্ষের প্রতি এক আরোগ্য, কিনা স্বাস্থ্যই মূল কারণ। রুগ্ন ব্যক্তি ইহার কিছুই লাভ করিতে পারে না। এজন্য স্বাস্থ্যই সকলের মূল। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সুখের মূল কারণ। মানবপ্রকৃতির সহিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য আছে। আমরা নৌকা প্রস্তুত করিলে যদি জলে না ভাসিত তাহা হইলে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তাহার ঐক্য থাকিত না।

সুখ দুঃখের কার্য্য কারণ ভাবের কথা অর্থাৎ—জ্ঞানলাভ না হইলে মনোরথ পূর্ণ হয় না বা শান্তি স্থাপন হয় না। অজ্ঞ লোকে এই সকল বিষয়ে পূর্ব্বাদৃষ্ট, কাল ধর্ম্ম ও স্বভাব ইত্যাদি বলে। বৈদ্যকে রোগের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চিকিৎসা করিতে বলিবেন। দৈবজ্ঞ গ্রহ শান্তির পরামর্শ দিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বস্ত্যয়ন করিতে বলিবেন। বিজ্ঞ অধ্যাপক উক্ত সকল প্রকার বিধি দিবেন। কিন্তু রোগ শান্তির যথার্থ উপায় কি? বলিতে গেলে মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এই জ্ঞানেরই প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তর জগতের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলেই দুঃখ উপস্থিত হয়। সমস্ত দুঃখের কারণ অজ্ঞতা, অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি না থাকা। ভবিষ্যৎ চক্ষুর নাম জ্ঞান, জ্ঞান না থাকিলে দুঃখের অবধি থাকে না—অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত মনুষ্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে সে পর্য্যন্ত অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া অতিশয় নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিনা বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে। তৎকালীন তাহার হৃদয় কার্য্য কারণ ভাবের তত্ত্ব-জ্ঞান কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি পায় না। মনুষ্য যে যে বিষয়ে অজ্ঞ তদ্বিষয়ে তাহার দুঃখ বই সুখ হয় না, এজন্য উপদেষ্টার নিকট জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হয়। জ্ঞান হইলেই দিব্য চক্ষু লাভ হয়, তখন সে সমস্তই দেখিতে পায়। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, জগতের স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক) নিয়ম সকলই ঈশ্বরের সত্তা প্রকাশ করে, এজন্য বুদ্ধি দ্বারা স্বাভাবিক কার্য্য কারণ দ্বারা ঈশ্বরকে চিনিতে হয়। জ্ঞানোদয় হইলে পরিদৃশ্যমান জগৎকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া জ্ঞান হইবে এবং তদ্বিষয়ক নিয়ম সকলই যে ধর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত নিয়ম তাহা প্রত্যয় হইবে এবং তদনুযায়ী আচরণ করিলে সুখ লাভ হইবে, শাস্ত্র পালন করা হইবে এবং দেব গুরুতে বিশ্বাস হইবে এবং চির জীবনের মত শান্তি লাভ হইবে।

অতএব চন্দ্রনাথ আমি তোমাকে এই যথাযথ শাস্ত্রের উপদেশ মত প্রাকৃতিক নিয়ম সকল বলিলাম। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে লোক সকল কষ্ট পাইয়া থাকে। তোমার শোক অপনয়নের জন্য আরও কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা হইলে তোমার মনোকষ্ট একেবারে বিদূরিত হইবে। এ সংসারে যে কেবল তুমিই কষ্ট পাইলে তাহা নহে, পূর্ব্বাপর এইরূপই হইয়া আসিতেছে। রাজা যুধিষ্ঠির বনবাসী হইয়া যখন অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন তখন ঋষিগণ তাঁহার শোক সংবরণ জন্য অনেক

পৌরাণিক কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন তন্মধ্যে নলোপাখ্যানও ছিল। নলরাজা অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন। দময়ন্তী নল রাজার পত্নীও সঙ্গে গিয়াছিল। যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীকে নলরাজা পরিত্যাগ করিয়া যান তখন দময়ন্তী নিদ্রা ভঙ্গের পর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

অহো মমোপরি বিধেঃ সংরম্ভো দারুণো মহান্।
নানুবধ্নাতি কুশলং কস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্॥ ৩১॥
ন স্মরাম্যশুভং কিঞ্চিৎ কৃতং কস্য চিদপ্যপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা কস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্॥ ৩২॥

৬৫ অ, বনপর্ব্ব।

দময়ন্তী নলরাজা কর্ত্তৃক অরণ্যমধ্যে পরিত্যক্ত হইলে, আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—অহো—কিনা হায়! আমার উপর বিধাতার কি দারুণ কোপ জন্মিয়াছে! কোন বিষয়েই আমার মঙ্গল নাই, ইহা কোন কুকর্ম্মের ফল বলিতে পারি না। আমি কায়মনো বাক্যে কখনও কাহারও অণুমাত্র অনিষ্ঠাচরণ করি নাই, তবে কি নিমিত্ত এখন দারুণ দুর্ব্বিপাকে নিপতিত হইলাম? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে আমি পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপাচরণ করিয়াছি, তন্নিমিত্তই এই অপার বিপদসাগরে মগ্ন হইলাম।

ন হ্যদৈবকৃতং কিঞ্চিন্নরাণামিহ বিদ্যতে।
ন চ মে বালভাবেঽপি কিঞ্চিৎ পাপকৃতমকৃতম্॥ ৪০॥

৬৫ অ, বনপর্ব্ব।

মানবগণের সুখ দুঃখ ও শুভাশুভ ইত্যাদি অদৈব কিছুই নাই সকলই দৈবায়ত্ত (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ) তাহার সন্দেহ নাই। কারণ আমি বাল্যকালেও কখনও কায় মনো বাক্যে কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই। তবে কেন এমন দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইলাম?

এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এরূপ ঘটিতেছে।

বৃহদশ্ব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, নলরাজার এতাদৃশ দুঃখ ভোগ শ্রবণ করিয়া আপনি বিগত শোক হউন, কারণ নলরাজাপেক্ষা আপনার দুঃখ ভোগ বেশি নহে। সুতরাং ভবাদৃশ ব্যক্তির হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। যেহেতু—

অস্থিরত্বঞ্চ সঞ্চিন্ত্য পুরুষার্থস্য নিত্যদা।
তস্যাদয়ে ব্যয়ে চাপি ন চিন্তয়িতু মর্হসি ॥ ১২ ॥

৭৯ অ, বনপর্ব্ব।

মহারাজ! পুরুষার্থের অস্থিরত্ব জানিয়া তাহার অভ্যুদয় বা নাশের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া অনুচিত। কারণ,—

বিষমাবস্থিতে দৈবে পৌরুষেঽফলতাং গতে।
বিষাদয়ন্তি নাত্মানং সত্ত্বোপাশ্রয়িণো নরাঃ ॥ ১৪ ॥

৭৯ অ, বনপর্ব্ব।

দৈবের অপ্রতি কুলতা প্রযুক্ত পুরুষকার সকল নিস্ফল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ কদাচ বিষণ্ণ বা অভিভূত হয় না।

অতএব চন্দ্রনাথ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে এইরূপ কষ্ট পাইতেছ সুতরাং তজ্জন্য তোমার আক্ষেপ করা উচিত নয়। যদি তোমার শুভ কর্ম্ম কিছু সঞ্চিত থাকে ত আবার তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া যেন সর্ব্বশান্ত হইয়াছি কিন্তু আমি এমন কোন শুভ কার্য্য করি নাই যাহাতে আমার এই বৈভব হইয়াছিল। হে গুরো! ইহা আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

তুমি অবশ্য পূর্ব্বে ঐ বৈভব প্রাপ্তির কার্য্য করিয়াছ তাহা না হইলে তুমি কথনই উহা প্রাপ্ত হইতে না। যদি ইহজন্মে কিছু না করিয়া থাক তবে নিশ্চই তোমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি তোমাকে ঐ বৈভব দিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সকল পরজন্মে ফল প্রসব করে ইহা শাস্ত্রসঙ্গত কথা। যথা—শুক্রাচার্য্যের প্রতি বলিরাজার উক্তি—

পূর্ব্বাভ্যাসেন কর্ম্মাণি সং ভবন্তি নৃণাং স্ফুটং।
বাক্কায় মানসানীহ যোন্যন্তর গতান্যপি ॥ ১৯ ॥

৯১ অ, বামন পুঃ।

পূর্ব্বাভ্যাসবশেই লোকের কায়মনোবাক্যকৃত জন্মান্তরীণ কর্ম্ম সকল প্রকট ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়।

দানং তপো বাধ্যয়নং মহর্ষে,
স্তেয়ং মহাপাতকমগ্নিদাহঃ
জ্ঞানানি চৈবাভ্যসনাচ্চ, পূর্ব্ববৎ,
ভবন্তি ধর্ম্মার্থ যশাংসি নান্যথা ॥ ১১৪ ॥
৯২ অ, বামন, পুঃ।

দান, তপস্যা, অধ্যয়ন, মহাপাতক, চৌর্য্য, অগ্নিদাহ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, অর্থ ও যশঃ ইত্যাদি সমস্তই পূর্ব্বাভ্যাস বশেই সমুদ্ভুত হয়।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি ॥

যে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করা হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। ভোগ ব্যতীত শতকল্প কোটিকালেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম-শুভং বা শুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ ১০৯ ॥
১৪ উ, ম, নি, তন্ত্র।

যে পর্য্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত শতকল্পে ও মনুষ্যের মুক্তি হইতে পারে না।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরো! মনুষ্যগণ মরণান্তে কোথায় গিয়া জন্মগ্রহণ করিবে তাহার ত স্থিরতা নাই তবে কি প্রকারে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সকল পরজন্মে ফল প্রসব করে?

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি।
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো-বিন্দতি মাতরং ॥ ৫৪ ॥
১১৩অ, গ পুঃ।

পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছে সেই কর্ম্ম, কর্ত্তার অনুসরণ করে। যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্য হইতে বৎস সকল আপন মাতাকে চিনিয়া লয় সেইরূপ।

যত্র মৃত্যুর্যতোহন্তা যত্র শ্রীর্যত্র সম্পদঃ।
তত্র তত্র স্বয়ং যাতি প্রেয্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫৩ ॥

১১৩অ, গ পুঃ।

যাহার যেখানে মৃত্যু, ঘাতক, শ্রী ও সম্পদ নিয়ত আছে, সেই ব্যক্তি কর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে।

যথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্মকর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি।
এবং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্মশুভম্বা যদি বা শুভং ॥ ৫৬ ॥

১১৩অ, গ পুঃ।

যেহেতু কর্ত্তা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, এই নিমিত্ত ইহকালে কেহ সুখ ভোগ করে, কেহ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নগরে বা বনে বাপি সমুদ্রে পর্ব্বতেহপি বা।
যৎকৃতং জন্তুনা যেন তত্তোক্তব্যং ন সংশয় ॥ ৭৩ ॥

৭অ, ব্র না পুঃ।

নগরেই থাক বা বনেতেই থাক, সমুদ্র গর্ভেই বাস কর বা পর্ব্বতোপরি বাস কর, যেখানেই থাক না কেন? জীব যে যে কর্ম্ম করিবে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে _ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ॥ ৭৪ ॥

৭অ, ব্র না পুঃ।

দেহিদিগের দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও আপনা হইতে উপস্থিত হয় সুখও তেমনি আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে দৈবই কারণ।

যদ্ যৎ পুরাতনং কর্ম্ম তত্তদেবেহ ভুজ্যতে।
কারণং দৈবমেবাত্র নান্যোহন্তোপাধিকো জনঃ ॥ ৭৫ ॥

৭ অ, ব্র, না পুঃ।

পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্মের ফলভোগ ইহ জন্মে বা বর্ত্তমান দেহে হইয়া থাকে। দৈবই তদ্বিষয়ের কারণ, জীব কারণ নহে।

বালো যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভং।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি ॥ ৩০ ॥

১১৩ অ, গ পুঃ।

বাল্যকালে, যৌবনে, ও বার্দ্ধক্যে যে যে অবস্থাতে যে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করা যায়, সেই সেই অবস্থাতে জন্মে জন্মে সেই সকল কর্ম্মেরই ফলভোগ হইয়া থাকে।

অনিচ্ছমানোপি নরো বিদেশস্থোঽপি মানবঃ।
স্বকর্ম্মপোতবাতেন নীয়তে যত্র তৎফলং ॥ ৩১ ॥

১১৩ অ, গ পুঃ।

অনিচ্ছুক ও বিদেশস্থ ব্যক্তিকেও স্বীয় কর্ম্ম বায়ু দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া যায়। কর্ম্ম ফল ভোগে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কর্ম্ম ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় কোনরূপে তাহার অন্যথা হয় না। এই বিষয়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

৩ অ, গীতা।

হে শ্রীকৃষ্ণ! ইচ্ছা না থাকিলেও ধার্ম্মিক পুরুষও বল দ্বারা গৃহিতের ন্যায় যে, পাপাচরণ করেন তদ্বিষয়ের প্রবর্ত্তক কে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহা পাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিণং ॥ ৩৭ ॥

৩ অ, গীতা।

রজোগুণ সমুদ্ভুত শুভ নাশক মহদনিষ্ট জনক কামরিপু ও তৎপরিনামাত্মক ক্রোধ রিপুই পুরুষের প্রবর্ত্তক হয়। কেন না—

স্বভাব যেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুংনেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্য বশোঽপিতৎ ॥ ৬০ ॥

১৮ অ, গীতা।

হে অর্জ্জুন! যে কর্ম্ম করিতে তুমি অভিলাষ না কর, স্বভাবজাত স্বীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা কামক্রোধাদির বশীভুত হইয়াও তোমাকে করিতেই হইবে।

সর্পঃ কূপে গজঃ স্কন্ধে আখুর্বিলঞ্চ ধাবতি।
নর শীঘ্রতরাদেব কর্ম্মণঃ কঃ পলায়তি ॥ ৩৩ ॥

১১৩ অ, গ পুঃ।

সর্প কূপে, গজ আপন কটকে এবং মূষিক স্বীয় গর্ত্তে পলায়ন করে, কিন্তু মনুষ্য শীঘ্রগামী হইয়াও কর্ম্মের নিকট হইতে কোথায় পলায়ন করিবে? অর্থাৎ কেহই কর্ম্মের হাত এড়াইতে পারে না।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—কর্ম্ম করিলে যদি এমন বিপদ তবে ত কর্ম্ম না করিলেই আপদ মিটিয়া যায়। কর্ম্ম করা ত ইচ্ছাধীন না করিলেই হয়, তাহা হইলে আর এত ভোগা ভোগ ভুগিতে হয় না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

না তা হইতে পারে না। যাহার প্রেরণায় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে সূর্য্যদেব উদয় অস্ত হইতেছে, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদি ছুটা ছুটী করিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, জল চলিতেছে, বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, পৃথিবী শস্য উৎপাদন করিছে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ইত্যাদি ঋতু পরিবর্ত্তন হইতেছে, জীব জন্তু দিগের জন্ম মৃত্যু প্রবাহ চলিতেছে সেই প্রাকৃতিক নিয়মে তুমি বদ্ধ। সেই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রবাহিত হওয়ার নাম কর্ম্ম। সুতরাং তোমার নিষ্ক্রিয় হইবার উপায় কি? তুমি কর্ম্মপাশে বদ্ধ *।

---

*রাগিনী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে হবি পার এই সংসার পারা বার।
বিনে জ্ঞান তরণী বিবেক কর্ণধার ॥
শুনরে মন মানস, স্বীয়ে কলুষ কলস,
কর্ম্মগুণে বাঁধা সদা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম,
প্রকৃতি তরঙ্গে রঙ্গ উঠে বার বার ॥
নানা ভিমানের ধারা, বহে খর তর তারা,
কাম ক্রোধ লোভ তাহে জ্বালা দুর্নিবার।

বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১০৪ ॥

১৪ উঃ, মনি, তন্ত্র।

মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালমাত্রও থাকিতে পারে না। তাহারা কর্ম্ম করণে অনিচ্ছুক হইলেও বিবশ হইয়া কর্ম্মরূপ প্রবল বায়ু কর্তৃক পরিচালিত ও আকৃষ্ট হয়। ১০৪ ॥

ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

৩ অ, গীতা।

কোন ব্যক্তি কখন ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, ফলতঃ পুরুষ অনিচ্ছা করিলেও প্রকৃতির গুণ সমূহ দ্বারা তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

অতএব প্রাকৃতিক গুণে বা নিয়মে সকলকেই কর্ম্ম করিতে *হয়। তখন কর্ম্মের হাত হইতে কে কোথায় পলাইতে পারে? প্রকৃতি চক্রে ত্রিভুবন

মমতাবর্ত্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহ ব্যাল,
মাৎসর্য্য পাথার জাল, নাহি পারাবার ॥
কাল ধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল,
ধরে লবে প্রাণ মীন, নাহিক নিস্তার ॥

প্রসাদীসুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।
ভবের গাছে যুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত,
ও মা খুলে দেখা চোখের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয়পদ ॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি পশু পক্ষী আদি যত,
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত,
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার, তাড়িয়ে দেও জনমের মত ॥

পরিভ্রাম্যমান হইতেছে। প্রকৃতিই সকলের কার্য্য শক্তি, প্রকৃতি লুকায়িত হইলে সমস্ত জগৎ লোপ হইয়া যাইবে। প্রকৃতিকে ছাড়িয়া কেহ কখনও কোন কার্য্য করিতে পারে না। প্রকৃতি সকলের মূল। এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও প্রকৃতির নিয়মকে বাধা দিতে বা তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে পারেন না। এজন্য কর্ম্ম সকল অবশ্যম্ভাবী উহা করিতেই হয়, কর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই। যথা—

নমস্যামো দেবান্নন্ু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্ব্বন্দ্যং সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্বং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

শান্তিশতক।

শ্লিহন মিশ্র নামা জনৈক রাজপুত্র বেশ্যাসক্ত হইয়া বহুবিধ দুঃসাহসিক কার্য্য করাতে সেই বেশ্যা রাজাকে উপদেশ দিয়াছিল যে তুমি আমার জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছ এবং আমার প্রতি তোমার যেরূপ মন, এরূপ মন যদি তুমি ভগবানের উপর করিতে তাহা হইলে তোমার মোক্ষ ফললাভ হইত। এই উপদেশে তিনি সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থে বনে গমন করিলেন এবং স্বীয় চক্ষু দুইটী উৎপাঠিত করিয়া ফেলিলেন। তপস্যান্তে সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তাঁহার দিব্য্জ্ঞান উপস্থিত হইল তখন সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে "শান্তি শতক" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ লিখিতে হইলে প্রারম্ভ কালে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়। তিনি সেই মঙ্গলচরণে লিখিয়াছেন—"নমস্যামো," ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি দেবগণকে নমস্কার করি। না তাহা করা হইবে না। কারণ, তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই, যেহেতু তাঁহারা পোড়া বিধাতার বশ। তবে বিধিরই বন্দনা করি, না তাহাও করা হইবে না। যে হেতু তাহাতে কোন ফল দেখি না। কারণ, তিনি প্রতিনিয়ত কর্ম্মেরই ফল প্রদান করেন। ফল কর্ম্মেরই আয়ত্ত সুতরাং অমরগণকে বা বিধাতাকে নমস্কার করিয়া কি হইবে কারণ, আমি যেমন কর্ম্ম করিব তাঁহারা তদ্রূপ ফল দিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না, তবে আর তাঁহাদের নমস্কার করিয়া কি ফল। অতএব সেই "কর্ম্মকেই" নমস্কার করি

যেহেতু বিধাতা তাহার উপর প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন সুতরাং কর্ম্মকেই নমস্কার।

স্বকর্ম্মণা সুখী দুঃখী সেব্যঃ সেবক এব চ।
কর্ম্মণা শিবিকা রোহো রাজেন্দ্রশ্চ স্বকর্ম্মণা॥ ১২৬॥
৪৭ অ, জন্মখণ্ড, ব্র বৈ পু।

জীব স্বীয় কর্ম্মযোগে ইন্দ্রত্ব লাভ করে, কর্ম্মযোগে জীব ব্রহ্মার পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মযোগেই জীব সুখী, দুঃখী, সেব্য ও সেবক হইয়া কাল-যাপন করে। এমন কি স্বীয় কর্ম্মযোগে কোন কোন জীবকে। শিবিকা (পাল্কী) বহন করিতে হয় এবং কোন জীব কর্ম্মযোগে নৃপেন্দ্র হইয়া সেই শিবিকা রোহণে গমন করে। অর্থাৎ কর্ম্মফলে সমস্তই হয়।

জীব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যেরূপ অবস্থার প্রয়োজন, যেরূপ কুল শীলের প্রয়োজন, যেরূপ প্রাপ্যাপ্রাপ্যের প্রয়োজন সে সমস্তই দৈব হইতে বা অদৃষ্ট হইতে বা পূর্ব্বাভ্যাস হইতে অথবা প্রাকৃতিক নিয়মে বা কর্ম্মাংশ সূত্র হইতে প্রাপ্ত হয়। জীব তদনুসারেই ইহ জন্মে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে অর্থাৎ যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বাসনা ও চেষ্টা হইয়া থাকে যথা—

অবস্থানুগতা চেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্যকর্ম্ম সমাচরেৎ॥

চেষ্টা অবস্থার অনুযায়িনী এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত, সুতরাং অবস্থাও সময় দেখিয়াই কার্য্য করিতে হয়।

যাত্য বোধে ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্থ খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ॥

যেমন কূপের খনন কর্ত্তা নীচে এবং প্রাচীর নির্ম্মাণ কারী উর্দ্ধে গমন করে, তদ্রূপ মনুষ্যেরা যেমন কর্ম্ম করে, তদনুসারেই অধোগামী এবং উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম করিবে তেমনি ফল হইবে।]

সংসারের নৈসর্গিক ঘটনানুসারে কিনা ভূতপ্রপঞ্চের প্রেরণায় তোমাকে যাহা করিতে হয় তাহাই তোমার কর্ম্মসূত্র। হয়ত তুমি কোন স্থানে যাইবে বলিয়া মনস্থির করিয়াছ কিন্তু অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি জন্য তুমি বাটী হইতে বাহির হইতে পারিলে না। সে স্থলে কি বলিবে? দৈব তোমায় যাইতে বাধা দিল।

শাস্ত্রে দৈবকেই অদৃষ্ট বলে, সুতরাং বলিতে হইল যে, উহা তোমার অদৃষ্টে নাই। তুমি যাইতে পারিলে তোমার পুরুষকার করা হইত এবং কার্য্য সিদ্ধি হইলে বলিতে পারা যাইত যে, উহা অদৃষ্টে ছিল ; কিন্তু অদৃষ্টে না থাকা জন্য তোমার পুরুষকার করিতে (যাইতে) আদৌ ইচ্ছাই হইল না। অদৃষ্টে থাকিলে ভিজিয়া ভিজিয়াও যাইতে পারিতে ; কিন্তু যাইলে না। কেন যাইলে না ? অদৃষ্টে নাই বলিয়া। এজন্য বলিতে হয় অদৃষ্ট পুরুষকারের চক্র স্বরূপ। চক্র না থাকিলে যেরূপ রথ চলে না, তেমনি অদৃষ্টে না থাকিলে পুরুষকার নিশ্চেষ্ট হয়। অর্থাৎ পুরুষের আর কিছু করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। যদি লোভে পড়িয়া পুরুষকার বা চেষ্টা করে, তাহা নিষ্ফল হয়।

পুরুষের কার্য্য প্রকাশের নাম পুরুষকার। ইচ্ছা বা বাসনা হইতে পুরুষকার জন্মে। দৈব প্রতিকুল না হইলে অর্থাৎ অদৃষ্টে না থাকিলে পুরুষের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়। মনে কর তুমি একটা কার্য্য করিব বলিয়া দিন স্থির করিলে, কিন্তু ঐ দিবস যদি তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও পীড়া হয়, তাহা হইলে তোমাকে কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল এবং তোমার বাসনা ও উক্ত ঘটনা দ্বারা লোপপ্রাপ্ত হইল। এই কারণে বলা হইয়াছে যে, ইহ সংসারে দৈবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া অর্থাৎ ভূত-প্রপঞ্চের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তুমি যাহা কর, তাহাই তোমার কর্ম্মসূত্র। এই কর্ম্মসূত্র হইতে পুনরায় অদৃষ্ট ও পুরুষকারের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মসূত্রে তোমাকে যে কাজে লইয়া যাইবে তোমাকে সেই পথে যাইতে হইবে। কর্ম্মসূত্র দ্বারা অদৃষ্ট ও পুরুষকার চালিত হইয়া থাকে। তৎপরে অদৃষ্ট তোমাকে যাহা করাইবে, তুমি তাহাই করিতে বাধ্য। একটী কার্য্য করিবার কারণের নাম কর্ম্মসূত্র, ভোগ করিবার নাম অদৃষ্ট ও ক্রিয়া করিবার নাম পুরুষকার। এজন্য অদৃষ্ট ও পুরুষকার এ দুইয়েরই বীজ কর্ম্মসূত্র ; কর্ম্মসূত্র হইতে দৈব অদৃষ্ট ভাগ্য ও পুরুষকার ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অদৃষ্টরূপ চক্র না থাকিলে পুরুষকাররূপ রথ চলিতে পারে না। অর্থাৎ তোমার আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত বাসনা সকল বিনা অদৃষ্টে পুরুষকার সম্পাদন করিতে পারে না, বাসনা লুপ্ত হয়, আর করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু অদৃষ্টে যদি প্রাপ্য বস্তু থাকে, তাহা হইলে বাসনা উদ্রেক হইবা মাত্র আপন হইতেই প্রযত্ন কি না পুরুষকার আসিয়া পড়ে। সংসারের

নৈসর্গিক ঘটনা সকল তোমার বাসনাকে উদ্বুদ্ধ করে। তখন বাসনা আর স্থির থাকিতে পারে না কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহে।

মনে কর পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করার জন্য শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ঋতু সকল পরিবর্ত্তন হয়। এই ঋতু পরিবর্ত্তন হইতে তোমার বাসনার ও পরিবর্ত্তন হয়। শীতকালে তোমার গাত্রে বস্ত্র দিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তোমার সে ইচ্ছা থাকে না তখন গাত্রে বস্ত্র দিবার পরিবর্ত্তে পাখা লইয়া হাওয়া খাইতে ইচ্ছা হয়। তাহা হইলেই দেখ যে, জগতের নৈসর্গিক ঘটনাবলীই তোমার বিবিধপ্রকার বাসনা উদ্রেকের কারণ হয় সুতরাং নৈসর্গিক ঘটনানুসারে তোমাকে যাহা করিতে হয় তাহাই তোমার কর্ম্মসূত্র অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার সূচক কিনা কারণ, বা কর্ম্ম করিবার বাসনা। এই বাসনাই শীতকালে গাত্রে বস্ত্রাচ্ছাদন করে, গ্রীষ্মে বৃন্ত সঞ্চালন করে, বর্ষায় ছত্র ধারণ করে। এক্ষণে দেখ বস্ত্রাচ্ছাদন করা, বৃন্ত সঞ্চালন করা ও ছত্র ধারণ করা ইত্যাদি কার্য্য সকল তোমার পুরুষকার বলিয়া কথিত হয়। আর বস্ত্র, বৃন্ত ও ছত্র ভোগ করার নাম তোমার অদৃষ্ট। বস্ত্র বলিলে, শাল দোশালা, কন্থা ইত্যাদি হইতে পারে। তোমার যদি অদৃষ্টে কন্থা থাকে ত শাল দোশালা কোথায় পাইবে, তোমার অদৃষ্টে তালপত্রের পাখা থাকে ত নানা রত্ন খচিত পাখা কোথায় পাইবে, তোমার অদৃষ্টে গোলপাতার ছাতা থাকে ত মুক্তার ঝালর দার স্বর্ণছত্র তুমি কোথায় পাইবে? অতএব ভোগাধিকার অদৃষ্টের; পুরুষকারের নহে। পুরুষকার সকলই করিতে পারে কিন্তু ভোগ করাইতে পারে না। এজন্য অদৃষ্টাপেক্ষা পুরুষকার হীন বল।

এক্ষণে দেখ বস্ত্রাচ্ছাদন, বৃন্তসঞ্চালন ও ছত্রধারণ ইত্যাদি কার্য্যকরণের নাম হইল পুরুষকার, আর বস্ত্র বৃন্ত ও ছত্র ভোগ করার নাম হইল অদৃষ্ট। আর শীত বোধ করা, গরম জন্য বায়ুসেবনেচ্ছা ও বর্ষায় ছত্র ব্যতীত গমনেচ্ছা হইল প্রাকৃতিক নিয়ম বা তোমার কর্ম্মসূত্র, অর্থাৎ কর্ম্মের প্রতি কারণ। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ তোমার অদৃষ্ট ও পুরুষকার কর্ম্মায়ত্ত বিষয়। কর্ম্ম হইতেই অদৃষ্ট ও পুরুষকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্ম সকল সূত্র বা বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়। বাসনা সকল নৈসর্গিক ঘটনাজাল হইতে উৎপন্ন হয়। নৈসর্গিক ঘটনামালা প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল প্রকৃতির পরিণাম জন্য হয়। প্রকৃতির পরিণাম স্বাভাবিক বা ঈশ্বরের ইচ্ছা। এজন্য ঈশ্বর কর্ম্মফল দাতা। ঈশ্বর হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতেই সৃষ্টি হয়।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥৭১॥
২২অ, উত্তর খণ্ডম্ গপুঃ।

কর্ম্ম হইতে জন্তুগণের জন্ম হইয়া থাকে এবং কর্ম্মহেতু লয়প্রাপ্ত হয় সুখ দুঃখ ভয় ও মঙ্গল সমস্তই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, জীবগণের পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম হেতু উত্তমাধম রূপে জন্মগ্রহণ হয়। অর্থাৎ যে সকল জীব পুণ্যশীল তাহারা সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগী এবং ভাগ্যবান হইযা থাকে এবং যে সকল জীব দুষ্কৃত কর্ম্মা তাহারা নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দরিদ্র, ব্যাধিযুক্ত, মূর্খ, পাপকর্ম্মে রত ও অতিশয় দুঃখভাজন হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, কর্ম্ম কোথা হইতে আইসে? উত্তর—বাসনা হইতে। বাসনা—অভিমান হইতে, অভিমান—অহং জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। আমি আমি ইত্যাকার জ্ঞান হইলেই মানস তত্ত্বের উদ্রেক হয় হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মে অমনি কি করিব কি করিব করিয়া মন ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। যতক্ষণ না মন কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয় ততক্ষণ সুস্থির হয় না এজন্য মন আপনিই কর্ম্মকে খুঁজিয়া লয়। মন না থাকিলে কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হয় না। শাস্ত্রে বলে—পরমাত্মা যখনই মননশীল হন তখনই জীবের শরীরোৎপাদক কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যখনই আমি বলিয়া অভিমান হয়, তখনই পরমাত্মা—"একোঽহং বহুস্যাম্", শ্রুতিঃ। অর্থাৎ আমি একা আছি আমি বহু হইব বলিয়া বাসনা করেন। যদি বল এরূপ ইচ্ছা তাঁহার কেন হয়? তাহার উত্তর—

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" ॥৩৩॥ ২অ, ১পা, বেদান্ত সূত্রম্ ॥

ইহার মর্ম্ম এই যে অভ্যাস হেতু জীব যেমন ইচ্ছা না করিলেও নিশ্বাস ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ নিত্য তৃপ্ত পরমাত্মাও অভ্যাস হেতু বিনা প্রয়োজনে প্রকৃতি বিহারে সাক্ষিরূপে প্রবৃত্ত হন।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি,
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭॥ ১মু ॥
১খঃ, মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) কোনরূপ বাহ্য কারণ অপেক্ষা না করিয়া আপনার উদর হইতে তন্ত (সূত্র) সৃজন করে এবং ইচ্ছা হইলে পুনর্ব্বার তাহা সংহরণ করিতে পারে এবং যেমন মৃত্তিকা হইতে ঔষধি অর্থাৎ বৃক্ষ লতাদি আপনা আপনি উৎপন্ন হয় অথবা পুরুষের দেহ হইতে যেমন বিনা প্রয়োজনে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অব্যয় পরমাত্মা হইতে কোন বাহ্য কারণ অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে।

পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইলেই প্রকৃতি সংক্ষুভিত হইয়া 'মহতত্ত্বাদির সহিত কর্ম্ম উৎপন্ন করে। এজন্য কর্ম্ম অনাদি। শাস্ত্রে বলে পরমাত্মাই স্বয়ং কর্ম্মরূপা এবং প্রকৃতিই স্বয়ং কর্ম্মরূপিনী, যথা—

কর্ম্মণো বীজরূপশ্চ সন্ততং তৎফলপ্রদঃ।
কর্ম্মরূপশ্চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ১২ ॥
২৫ অ, প্রকৃ,খণ্ড, ব্রবৈপুঃ।

প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বাত্মা সর্ব্বময় পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্ম ও কর্ম্মের বীজস্বরূপ অথচ আবার তিনিই নিরন্তর কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এই জগৎই তাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ সৃষ্টি। কর্ম্ম না হইলে সৃষ্টি হয় না। এই জন্য তিনিই এই সৃষ্টির কি না কর্ম্মের হেতু। যথা—

সোঽপি তদ্ধেতু রূপশ্চ কর্ম্ম তেন ভবেৎ সতি।
জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ ॥১৩॥
২৫ অ, প্রকৃ, খণ্ড, ব্রবৈপুঃ।

সেই সনাতন পরমাত্মাই কর্ম্মের হেতু। কারণ, তাঁহা দ্বারা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কর্ম্মের হেতু হইলেও তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকেন।

এই কর্ম্ম হইতে এড়ান কাহারও নাই, এমন কি বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া কার্য্য করেন। যথা—

ধাতাপি হি স্বকর্ম্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভজ্যেহ ফলং পূর্ব্বকৃতং নৃণাম্ ॥২১॥

৩২ অ, বনপর্ব্ব, মভাঃ।

সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন।

যথা যথা কর্ম্মগুণং ফলার্থী,
করোত্যয়ং কর্ম্মফলে নিবিষ্টঃ।
তথা তথায়ং গুণসংপ্রযুক্তঃ,
শুভাশুভং কর্ম্মফলং ভুনক্তি ॥ ২৩ ॥

২০১ অ, শান্তিপর্ব্ব, মভাঃ।

অর্থাৎ প্রকৃতি যেমন সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ জন্য ত্রিগুণাত্মক তাহার কর্ম্ম সকলও সেইরূপ ত্রিগুণাত্মক। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফলভোগ করিতে হয়।

বাশিষ্ট মতে কর্ম্ম বীজ, কর্ম্ম, ও কর্ম্মফল।

মানসোয়ং সমুন্মেষঃ কলা কলন রূপতঃ।
এতত্তৎ কর্ম্মণাং বীজং ফলমস্যৈব বিদ্যতে ॥ ২৯ ॥

৯৫ সর্গ, উপ্র, যো, বা।

হে রামচন্দ্র এই সমস্ত জগদ্বৈচিত্র মনের বিকাশ মাত্র। এই মনোবিকাশই কর্ম্মের বীজ, ক্রিয়া নিষ্পত্তিরূপ ফল ইহাতেই বিদ্যমান আছে।

যদৈব হি মনস্তত্ত্বমুত্থিতং ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
তদৈব কর্ম্ম জন্তূনাং জীবো দেহতয়াস্থিতঃ ॥ ৩০ ॥

৯৫ সর্গ, উপ্র, যো বা।

সৃষ্টির আদিতে এই মনোরূপ তত্ত্ব যখন সেই পরম পদ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে তখনই জন্তুগণের কর্ম্ম সকল সমুত্থিত হইয়াছে এবং তখন হইতেই জীব (প্রাক্তন কর্ম্মানুসারী) দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

কুসুমাশয়য়োর্ভেদো ন যথা ভিন্নয়োরিহ।
তথৈব কর্ম্ম মনসোর্ভেদোনাস্ত্যবিভিন্নয়োঃ ॥ ৩১ ॥
৯৫ সর্গ, উপ্র, যো বা।

যেমন কুসুম ও আমোদ (অগ্নি ও তাপ) ভিন্ন নহে, তদ্রূপ মন এবং কর্ম্ম পরস্পর ভিন্ন নহে।

ক্রিয়াস্পন্দো জগত্যস্মিন্ কর্ম্মেতি কথিতো বুধৈঃ।
পূর্ব্বং তস্য মনোদেহং কর্ম্মাতশ্চিত্ত মেব হি ॥৩২॥
৯৫ সর্গ, উপ্র, যো বা।

বুধগণ এই জগতে ক্রিয়ার স্পন্দনকেই কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চিত্তং সদাস্পন্দ বিলাসমেত্য,
স্পন্দৈকরূপং নমুকর্ম্মবিদ্ধি।
কর্ম্মার্থচিত্তং কিল ধর্ম্ম কর্ম্ম,
পদং গতে রাম পরস্পরেণ ॥ ৩৮ ॥ ঐ ॥

চিত্ত সদা স্পন্দনরূপ বিলাসের সহিত সমবেত হইয়া কর্ম্মসিদ্ধি স্বরূপ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিষ্পাদন দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাকারে) পরিণত হয় এবং কর্ম্মও সেইরূপ চিত্তের (ফলভোগানুরূপ) স্পন্দাত্মক বিলাসের সহিত মিলিত হইয়া চিত্তরূপে পরিণত হয়। একইরূপ চিত্ত ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম এবং কর্ম্মপদ প্রাপ্ত হইয়া লোকে (ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম শব্দ দ্বারা) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অভিন্নৌ কর্ম্ম কর্ত্তারৌ সমমেব পরাৎ পদাৎ।
স্বয়ং প্রকটতাং যাতৌ পুষ্পামাদৌ তরোরিব ॥ ১ ॥
৯৫ সর্গ, উপ্র, যো বা।

হে রামচন্দ্র যেমন পুষ্প ও গন্ধ তরু হইতে উৎপন্ন হয় তদ্রূপ কর্ত্তা ও কর্ম্ম সেই পরম পদার্থ হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়া উহা তাহা হইতে অভিন্ন।

মনোহি ভাবনা মাত্রং ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী।
ক্রিয়া তদ্ভাবিতা রূপং ফলং সর্ব্বোমুধাবতি ॥ ১ ॥
৯৬ সর্গ, উপ্র, যো বা।

হে রামচন্দ্র! মন ভাবনা মাত্র, সেই ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া (বিহিত

ও নিষিদ্ধ) ক্রিয়ারূপিণী হইয়া থাকে। সেই ক্রিয়া অদৃষ্টভাব প্রাপ্ত হইলে যে ফলের উৎপত্তি হয়, জন্তুগণ তাহারই অনুগামী হয়।

যা যেন বাসনা যত্র সতেবারোপিতা যথা।
সা তেন ফলতস্তত্র তদেব প্রাপ্যতে তথা ॥ ১০ ॥
৯৬ সর্গ, উপ্র, যো বা।

যে স্থানে যাহা দ্বারা যে বাসনা আরোপিত হয়, তৎকর্ত্তৃক সেই স্থানে সেই বাসনা ফলপ্রসূত হইয়া তদনুরূপ ফল প্রদান করে।

কর্ম্মবীজং মনঃ স্পন্দঃ কথ্যতেথানু ভূয়তে।
ক্রিয়াস্তু বিবিধাস্তস্য শাখাশ্চিত্রফলাস্তরোঃ ॥ ১১ ॥
৯৬, সর্গ, উপ্র, যো বা।

মনের স্পন্দনই কর্ম্মবীজ ইহা কথিত এবং অনুভূত হয়, তরুর বিচিত্র শাখা ও ফলের ন্যায় এই মন স্পন্দনের ক্রিয়া বিহুবিধ।

মনো যদনু সন্ধত্তে তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় বৃত্তয়ঃ।
সর্ব্বাঃ সম্পাদয়ন্ত্যেতাস্তস্মাৎ কর্ম্ম মনঃ স্মৃতম্ ॥ ১২ ॥
৯৬সর্গ, উপ্র, যো বা।

মন যাহা অনুসন্ধান করে, তাহাই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমূহ। এই সমস্ত বৃত্তি সর্ব্বপ্রকার সম্পাদ স্বরূপ এই হেতু কর্ম্মই মন।

বশিষ্টদেব একবার বলিয়াছেন—"মনোবিকাশই কর্ম্মবীজ" আবার বলিয়াছেন—"সেই পরমপদ হইতে যখনই মন উৎপন্ন হইয়াছে তখনই কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হইয়াছে" এস্থলে কর্ম্ম সকল পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইয়াছে। আবার বলিয়াছেন—"মনই কর্ম্ম" অর্থাৎ অগ্নি ও তাপ যেমন একই মন ও কর্ম্ম তেমনি এক। আবার বলিয়াছেন—"ক্রিয়ার স্পন্দনই কর্ম্ম।" আবার বলিয়াছেন—"মন ভাবনা মাত্র, সেই ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া ক্রিয়া রূপিণী হয়, সেই ক্রিয়া অদৃষ্টভাব প্রাপ্ত হইয়া ফলোৎপত্তি করে, জীব তাহাই ভোগ করে"। আবার বলিয়াছেন "বাসনা যেরূপে ও যদ্দারা আরোপিত হয় সেইরূপ ফল হয়। আবার বলিয়াছেন—"মনের স্পন্দনই কর্ম্ম বীজ।" আবার বলিয়াছেন—মনই কর্ম্ম। এই সকল কথাতে বুঝা যায়, যে স্থান হইতে কর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ হয়

বশিষ্ঠদেব তাহাকেই মন বলিয়াছেন এবং কর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকেই পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কর্ম্ম স্বয়ং পরব্রহ্ম, সেই পরম ব্রহ্ম বা কর্ম্মের প্রকাশক প্রকৃতি। প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মনে পরিণত হয়, মন হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং পরম ব্রহ্মই কর্ম্মবীজ।

যাদৃশেন তু ভাবেন যদযৎ কর্ম্ম নিষেবতে।
তাদৃশেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে ॥৮১॥

১২ অ, মনু।

সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক অন্তঃকরণে স্নান দান যোগাদি অনুষ্ঠান করে, ঐ সকল গুণমাহাত্ম্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, রজোগুণের আধিক্য, এবং তমোগুণের আধিক্য, যে শরীরে জন্মান্তরে এতাদৃশ শরীর বিশিষ্ট হইয়া সেই সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

মৎস্যোঽযথা স্রোত ইবাভিপাতী,
তথাকৃতং পূর্ব্বমুপৈতি কর্ম্ম।
শুভে ত্বসৌ তুষ্যতি দুষ্কৃতে তু,
ন তুষ্যতে বৈ পরমঃ শরীরী ॥ ২৪ ॥

২০১ অ, শান্তিপর্ব্ব, মভা।

মৎস্য যেমন স্বভাবগুণে আপনা আপনি স্রোতাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্ম সমুদয় মনুষ্যের নিকট স্বভাববশতঃ আপনা আপনি আগমন করিয়া থাকে।

এইস্থানে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কর্ম্মের ফল যদি ভোগ করিতেই হয় তবে পূর্ব্ব জন্মের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম পূর্ব্ব জন্মেই ফলপ্রদান না করিয়া ইহজন্মে ফলপ্রদান করে কেন? যে জন্মের কর্ম্ম সেই জন্মেই তাহার ফলভোগ হওয়া উচিত।

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

ভাগ্যানি পূর্ব্ব তপসা কিল সঞ্চিতানি।
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ ॥ নীতি শতকম্।

পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফলে যে সকল সৌভাগ্য সঞ্চিত হয় তাহা কালপ্রাপ্ত হইয়া (বিনা পুরুষকারে) বৃক্ষ সমূহের ন্যায় ফলপ্রসব করিয়া থাকে।

ত্রিভির্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃ পক্ষৈ স্ত্রীভির্দিনৈ।
অত্যুৎকট পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥

অতি উৎকট পুণ্য বা পাপ জনক ঐহিক যে সকল কর্ম্ম, ইহ জন্মেই মনুষ্যগণ তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে। ঐ ফল কর্ম্মের ঔৎকট্যের তারতম্যানুসারে কোন ফলটী তিন বর্ষে, কোন ফলটী তিন মাসে, ঐরূপ তিন পক্ষে বা তিন দিনে ভোগ হইয়া থাকে।

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—"তাহাত কৈ দেখিতে পাওয়া যায় না। দুরাচারী পাপীর কষ্ট না হইয়া বরং সুখৈশ্বর্য্যাদি নিরাপদে ভোগ হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, আর পুণ্যশীলব্যক্তির সুখ না হইয়া আজীবন কষ্ট ও শোক তাপাদিতে অতিবাহিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এই বচন কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে?

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

অত্র কর্ম্মণাং বৈচিত্রং। কানিচিদ্ দৃঢ়মূলানি।
কানিচিচ্ছিথিল মূলানি। শুভাশুভঞ্চ দ্বিবিধং।
দৃঢকর্ম্মোপার্জ্জিতমদৃঢ়কর্ম্মোপার্জ্জিতঞ্চ॥

ভট্টোপল।

মানবের কর্ম্মফল বহুপ্রকার। উহার গুরুত্ব ও লঘুত্ব হেতু কতক কর্ম্ম দৃঢমূল আর কতক কর্ম্ম শিথিল মূল। উহা আবার শুভ অশুভ ভেদে দুই প্রকার। দৃঢ় কর্ম্মোপার্জ্জিত পাপ পুণ্যজনক অত্যুৎকট কর্ম্মফল দৃঢ়মূলক ও অদৃঢ় কর্ম্মোপার্জ্জিত পাপ পুণ্যজনক অনুৎকট কর্ম্মফল শিথিলমূলক।

তদপ্যভিজ্ঞৈর্দ্বিবিধং নিরুক্তং,
স্থিরাখ্যমৌৎপাতিক সংজ্ঞিতঞ্চ।
কালক্রমাজ্জাতক নিশ্চিতং যৎ,
ক্রমোপ সর্পি স্থিরমুচ্যতে তৎ॥

যবনেশ্বর।

পণ্ডিতগণ দুই প্রকার ভাগ্যের কথা বলিয়াছেন। এক স্থির বা দৃঢ় ভাগ্য অর্থাৎ দৃঢ় কর্ম্মফল আর এক ঔৎপাতিক বা অস্থির ভাগ্য বা অস্থির কর্ম্মফল। উৎকট কর্ম্ম হইতেই স্থির ভাগ্য এবং অনুৎকট কর্ম্ম হইতে অস্থির ভাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বজন্মকৃত অত্যুৎকট দৃঢ়মূলক কর্ম্মের ফল যদি পূর্ব্বজন্মে সমস্ত ভোগ না হইয়া বাকি থাকে, তাহা হইলে ইহ জন্মে তাহা নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। সেই ভোগকালীন যদি ইহ জন্মে কোনও অত্যুৎকট কর্ম্ম করে তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত উৎকট কর্ম্মফলের ভোগ শেষ না হইলে ইহজন্মের অত্যুৎকট কর্ম্ম ফল প্রসব করিতে পারে না, এজন্য অনেক পাপিষ্ঠকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে দেখা যায় এবং অনেক পুণ্যশীলব্যক্তিকে দুঃখভোগ করিতে দেখা যায়।

চন্দ্রনাথ বলিলেন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ইহজন্মে ভোগ হয় একথা যেমন অন্ধকারে ঢেলামারা গোচ বলিয়া বোধ হয়, বিশ্বাস হয় না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

মনুষ্যের ভোগাভোগ দেখিয়া বিশ্বাস হয়। কারণ মূর্খের ধন-সম্পত্তি কেন হয়? এবং পণ্ডিতের দুর্দ্দশা কেন হয়? পাপাত্মার সুখ কেন হয়? এবং ধর্ম্মাত্মার দুঃখ কেন হয়? কেহ শিবিকায় আরোহণ করিয়া যায় এবং কেহ শিবিকা বহন করিয়া যায়। সংসারের এইরূপ বিচিত্র ঘটনা সকল দেখিয়াই পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মফল অনুভব করিতে হয় এবং শাস্ত্রও সে কথায় উমোদন করে। তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে অনেক দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে একটী যুক্তি বলিতেছি শ্রবণ কর।

যেমন মনে কর কোন বিষয় স্মরণ হওয়া। অতি শৈশবে কি করিয়াছ, বাল্যে কি করিয়াছ, যৌবনে কি করিয়াছ, প্রৌঢ়ে কি করিয়াছ সে সমস্তই বার্দ্ধক্যে মনে পড়ে, কিন্তু শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত প্রতিদিন যাহা করিয়াছ তাহা উপর্য্যুপরি স্তূপাকার হইয়াছে। শৈশবের কথা, কি যৌবনের কথা, কি বাল্যের কথা অর্থাৎ ঘটনাবলী মনে পড়িলে যেমন সেই কর্ম্মের স্তূপরাশি ভেদ করিয়া সেইটী স্মৃতিপথে আসিয়া দেখা দেয় তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না, ঘটনা ক্রমে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় সেইরূপ যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে সে সেইরূপ কর্ম্মের আদর্শ দেখিলেই তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মরণ আপনিই হয়। মন খুঁজিয়া খুঁজিয়া কর্ম্মের স্তূপরাশি সরাইয়া সরাইয়া ঠিক সেই কর্ম্মটিকে বাহির করিয়া দেখায়। তাহা যদি সৎকর্ম্ম হয় ত তৎক্ষণাৎ মন আনন্দে পুলকিত হয় আর যদি অসৎ কর্ম্ম হয় তাহা হইলে মনে কষ্টের উদয় হইয়া থাকে।

যেমন মনে কর তুমি পথে যাইতেছ হঠাৎ দেখিতে পাইলে খুব ঘটা

করিয়া একটী বর আসিতেছে, তখনই তোমার মন চকিতের ন্যায় নক্ষত্র-বেগে তোমার কর্ম্মরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ, পূর্ব্বে আর কোথাও ঘটার বর দেখিয়াছ, কি নিজের বিবাহে যেরূপ ঘটা হইয়াছিল, কি কোন ঘটার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলে, কি নিজের পুত্র কন্যার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছ সে সমস্তই তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। আবার মনে কর তুমি পথে যাইতেছ হঠাৎ দেখিতে পাইলে একটী শবদেহ শ্মশানে বাহিত হইতেছে অমনি তোমার মন কর্ম্ম স্তূপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া তোমার কে কবে মরিয়াছে তুমি কতবার সৎকার করিয়াছ সেই সমস্ত ঘটনার ছবি বাহির করিয়া তোমার সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দেয়। এরূপে মন যখন যে ঘটনায় পতিত হয় তখনই সেই ঘটনানুযায়ী কর্ম্মকে স্তূপ মধ্য হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমান কর্ম্ম ঘটনা, পূর্ব্ব (অতীত) কর্ম্ম ঘটনাকে উদ্বোধন করে এবং আগামী (ভবিষ্যৎ) কর্ম্ম ঘটনার সূচক হয়। অর্থাৎ উপরে যেমন ঘটার বর দেখিয়া পূর্ব্ব ঘটনার স্মরণ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ আগামী ঘটনারও সূচক হইতে পারে। কি না আমি এমনি করিয়া আমার পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিব এরূপ কর্ম্মবীজ রোপিত হইতে পারে। এজন্য প্রত্যেক কর্ম্ম পূর্ব্ব (অতীত) ও আগামী (ভবিষ্যৎ) কর্ম্মের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে। কর্ম্ম সকলের অবিরাম গতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন কর্ম্ম প্রসব করিতে করিতে চলিয়া যায়। অর্থাৎ একটী কর্ম্ম আর একটী কর্ম্মকে উৎপন্ন করে এজন্য কর্ম্মের শেষ নাই। কর্ম্মের এই স্বধর্ম্ম সূত্র স্বাভাবিক, কি না প্রাকৃতিক নিয়মে সঞ্চালিত হয়।

ঘটনানুসারে যদি ইহজন্মের কর্ম্মরাশি সরাইয়া সরাইয়া মন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকে নিমেষ মধ্যে বাহির করিতে পারে তখন পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মকে ইহজন্মে বিলম্বে বাহির করিতে পারিবে না কেন? তোমার বাল্যকালে বাল্যের উপযোগী কর্ম্মফল, যৌবনকালে যৌবনের উপযোগী কর্ম্মফল, প্রৌঢ়ে প্রৌঢ়ের উপযোগী কর্ম্মফল, বৃদ্ধাবস্থায় বার্দ্ধক্যের উপযোগী কর্ম্মফল প্রাকৃতিক নিয়মে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। এজন্য শাস্ত্রবলে, যে—

যস্মিন বয়সি যৎকালে যা দিবা যচ্চ বা নিশি।
যন্মূহুর্ত্তে ক্ষণে বাপি তত্তথা ন তদন্যথা॥ ২৩॥

১১৩অ, গ পুঃ।

যে বয়সে, যে কালে, যে দিনে, যে রাত্রিতে, যে মুহূর্ত্তে যে ক্ষণে যে যে

কর্ম্ম নিয়ত আছে; সেই বয়সে, কেই কালে, সেই দিনে, সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্ত্তে এবং সেই ক্ষণে সেই সকল কর্ম্ম অবশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না।

এক্ষণে বলিতে পার যে যদি কোন মনুষ্যের বার্দ্ধক্যে কোন কর্ম্মফল ভোগ নিয়োজিত আছে কিন্তু সে বৃদ্ধ না হইয়া যৌবনেই মানব লীলা সম্বরণ করিল তাহার সে বার্দ্ধক্যের ফলভোগ কোথায় থাকিল? উত্তর—যেমন সঞ্চিত ছিল তেমনি সঞ্চয় করাই থাকিল, যে জন্মে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইবে সেই জন্মে সেই সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ হইবে। অর্থাৎ যে, যে অবস্থায় থাকে সে সেই অবস্থানুযায়ী কর্ম্মফল ভোগ করে। বার্দ্ধক্যের কর্ম্ম যৌবনে হয় না এবং যৌবনের কর্ম্ম বাল্যে হয় না, যে কর্ম্মফল ভোগের যে অবস্থার আবশ্যক সেই অবস্থা উপস্থিত হইলেই সেই সকল পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মফল সকল আসিয়া যুটে। ইহার অন্যথা হয় না।

চন্দ্রনাথ বলিলেন এসব যেন কি রকম অন্ধকার মাকান কথা এ সকল কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস কৈ হয়?

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

তবে কি তুমি বলিতে চাও যে বর্ত্তমান জন্মই সব। পূর্ব্ব জন্মের সহিত ইহজন্মের কি কোন সম্পর্ক নাই? এবং পরজন্মের সহিতও কি ইহজন্মের কোন সম্পর্ক থাকিবে না?

চন্দ্রনাথ বলিলেন "আমি এই দুইয়ের কিছুই বলিতে পারি না।"

তখন সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

তবে কি বেদ বিধি মিথ্যা? স্বর্গ নরক মিথ্যা? ধর্ম্মাধর্ম্ম মিথ্যা? পাপ পুণ্য মিথ্যা? বার ব্রত মিথ্যা? দান পুণ্য মিথ্যা? যদি সব মিথ্যা হয় তাহা হইলে আর ভয় কিসের? একর্ম্ম কেমন করিয়া করিব পাপ হইবে, একর্ম্ম করিতে পারিব না অধর্ম্ম হইবে, ছিছি এমন কার্য্য করিতে পারিব না ইত্যাদি প্রকার ভয় আর থাকিল না, মানব জীব যথেচ্ছাচারী হইল, চুরি ডাকাতি, ভ্রূণ, নরহত্যা, গো হত্যা, ব্রহ্ম হত্যার ভয় কি? কিছুই ত হইবে না। পর স্ত্রী গমনে পরস্ব গ্রহণে ক্ষতি কি? তাহা হইলে সতীর সতীত্বে কোন প্রয়োজন নাই, সকলেই বন্য জন্তুর ন্যায় আহার বিহার করিয়া বেড়াও। কারণ, পশুদিগের অপেক্ষা মানব জীবের অতিরিক্ত কোন কার্য্য আর থাকিল না। কারণ—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহিতেষামধিকো বিশেষো,
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য পশু দিগের সহিত মানবের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কেবল ধর্ম্ম কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ আছে। সুতরাং ধর্ম্ম বিহীন মনুষ্য জীবন পশু তুল্য জানিবে।

মনুষ্য জীব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞান বলে যাহা কিছু জানিয়াছে, যাহা আচরণ করিতে শিখিয়াছে, সংসারের কল্যান জন্য যে সকল বিধী নিষেধ সংস্থাপন করিয়াছে সে সমস্ত ফেলিয়া দেও, কোন প্রয়োজন নাই। মানব জীবনের পরিণামে যদি কিছুই না থাকে, পরলোক যদি মিথ্যা হয় তবে কাহার আশয়ে আশ্বাসিত হইয়া, ইহ সংসারের ত্রিতাপে তাপিত হইয়া, সাংসারিক কার্য্যকে অসার মনে করিয়া, নিজ স্বার্থ পশুকে অকারণে বলিদান দিয়া পরহিতৈষীতায় প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া, মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কার্য্য করিবে? কোন প্রয়োজন নাই কেবল "খাও দাও উড়াও কম্বল" গোছ হইয়া থাক। তাহা হইলে সংসার দুঃখকে আর ভয় কিসের? যাহার যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া সন্তুষ্ট থাক। মৃত্যু হইলেই সব ফুরাইবে সুতরাং আর ভয় কিসের?

নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাম্ সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে ॥ তন্ত্র ॥

নিদ্রা, মৈথুন ও আহার প্রভৃতি কার্য্য, সকল প্রাণীরই সমান। অর্থাৎ ঐ সমস্ত বৃত্তি প্রাণি মাত্রেরই আছে। পরন্তু যাহারা জ্ঞানবান, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই মানব, আর যাহারা জ্ঞানহীন তাহারা পশু।

পশু সমাজে উপদৈশিক ধর্ম্ম নাই এবং তাহার আবশ্যকও নাই। কারণ, পশুরা প্রাকৃতিক নিয়মের বশে থাকে, মনুষ্য তাহা থাকে না, অনিয়ম করে। যেমন মনে কর এক এক পশুর পালে অনেক পশু থাকে, (গোধনের পাল, মেষের পাল, মহিষের পাল, মৃগের পাল, হস্তীর পাল ইত্যাদি) তাহার মধ্যে সকলেই উলঙ্গ থাকে, তাহার মধ্যে স্ত্রী পুং দুইই থাকে, কিন্তু কৈ তাহারা মনুষ্যের মত কামাচারী নহে, তাহারা যথাযথ সময় না হইলে কোন কার্য্য

করে না, অথচ উলঙ্গাবস্থায় সকলেই এক সঙ্গে থাকিয়া সুখে বিচরণ করে। দ্বেষ হিংসা জানে না, মান মর্য্যাদার অভিমান নাই, শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির সহিষ্ণুতা আছে, মনুষ্যের তাহা কোথায়? মনুষ্য কি করে? সুন্দরী স্ত্রীলোক* দেখিলেই প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা করে, পশুরা তাহা করে না। মনুষ্য লোভী, পশুরা লোভী নহে। উদর পূর্ণ থাকিলেই আর কিছু চাহে না। মনুষ্য কি তাই? না, মনুষ্য স্বার্থপর, আপনার হইলেই হইল। এই সকল কারণ জন্য পশুদিগের শাস্ত্রোপদেশ আবশ্যক করে না, মনুষ্যের আবশ্যক করে। হেতু এই যে, পশুরা প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত থাকে, মনুষ্য তাহা থাকে না। এই কারণ জন্য মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্মোপদেশ আবশ্যক এবং পশুদিগের তাহা আবশ্যক নাই। শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত মনুষ্য এক পা নড়িলেই দায়ী হইবে। কিন্তু পশুরা সহস্রপদ নড়িলেও কিছুই হইবে না। এজন্য মনুষ্যদিগকে নিয়মিত রাখিবার জন্য বেদ বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বেদবিধির আবশ্যক কি? মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হীন বুদ্ধি এজন্য তাহাদের প্রতি এত শাসন। এই শাসন বাক্যের নামই শাস্ত্র। একারণ তুমি শাস্ত্রবাক্য শুনিতে বাধ্য। শাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য, না করিলে সমাজে তোমাকে হেয়জ্ঞান করিবে। কেহ তোমার সঙ্গী হইবে না, তোমার সহিত আলাপ করিবে না, সকলেই অগ্রাহ্য করিবে। এমন কি যদি তোমাকে কোন রকমে না পারে পরিশেষে তোমার জীবনান্ত করিয়া ছাড়িবে। তাহা হইলে তোমার কি করা উচিত? বেদ বিধি মানিয়া চলা উচিত? না যথেচ্ছাচারী হওয়া উচিত? তুমি কি বলিবে? বল। শাস্ত্র তোমাকে কখনই স্বাধিনতা দিবে না। তোমাকে যথেচ্ছাচারী হইতে দিবে না, হইলেই তুমি পাপী হইবে। কেহ তোমার মুখদর্শন করিবে না। তুমি একেলা যদি আপনাকে মহা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে কর এবং সেইরূপ অলৌকিক কার্য্য না দেখাইতে পার তাহা হইলে তোমাকে কে গ্রাহ্য করিবে? কে তোমার কথা শুনিবে? সে ক্ষেত্রে তোমার কি করা উচিত বিবেচনা কর। তুমি বেশ জানিও শাস্ত্র মিথ্যাবাদী নহে, শাস্ত্র স্বয়ংই বলিয়াছে যে—

---

* স্বদেশ জাতিস্তু গুণাধিকস্তু ভবত্যবজ্ঞা সততং হি লোকে।
গৃহঙ্গনা যদ্যপি চারুরূপা তথাপি পুংসাং পরদার চেষ্টা॥

উদ্ভট।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

বশিষ্ঠ।

যুক্তিযুক্ত বাক্য যদি বালকেও বলে তাহা অবশ্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু ব্রহ্মা যদি অযুক্তিযুক্ত কথা বলেন তাহা তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। অতএব শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে। শাস্ত্রে বলে যে—

মরণান্তে সব ফুরায় না পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যথা—

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তর মনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ ২৭॥
ব্রজং তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথাতৃণ জলৌকৈবং দেহী কর্ম্ম গতিং গতঃ॥ ২৮॥

১ম অঃ, ১০স্ক, ভাগবত।

অর্থাৎ যেরূপ গমনশীল ব্যক্তি অগ্রপদ সম্মুখস্থ ভূমি ভাগে স্থাপন করিয়া পরে পশ্চাৎ পদ উত্তোলন করিয়া ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করতঃ গমন করে; অথবা যেরূপ তৃণ বিচারী জলোকা (জোঁক) অগ্রবর্ত্তী একটী তৃণকে আশ্রয় করিয়া পরে পুর্ব্বাশ্রিত তৃণকে পরিত্যাগ করে, দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মবশে দেহী ও তদ্রূপ আর একটী নবীন দেহকে আশ্রয় করিয়া পুর্ব্বাশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করে বস্তুতঃ তৃণের সহিত জলোকার আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৃণের বিকার বা নাশে জলোকার বিকার বা নাশ যেরূপ অসম্ভব, দেহের বিকার বা নাশে আত্মার বিকারও সেইরূপ অসম্ভব। অপিচ—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরানী বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২॥

২অ, গীতা।

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করে অতএব তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করা উচিত হয় না।

এবং মৃতা ম্রিয়স্তে চ মরিষ্যন্তি চ কোটয়ঃ।
ভূতানাং যাং জগন্ত্যাশা মুদিতানি পৃথক পৃথক ॥ ১০ ॥

৩সর্গ, যো বা।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন হে রামচন্দ্র! ইহ সংসারে কোটী কোটী জন্তু যদনুরূপ স্মরণ বা বাসনা করিয়া মৃত হইয়াছে ও মরিতেছে এবং মরিবে, তাহারা সকলেই বাসনানুসারে, স্মরণ ফলে পৃথক পৃথক সেইরূপ দেহ ধারণ করিয়া ধরণীতলে পুনরুদয় হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে।

দেবত্ব মথমানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা।
ক্রমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ যায়ন্তে চ স্বকর্ম্মভিঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

জীব সকল নিজের কর্ম্মানুসারে দেব, 'মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ক্রিমি কীট এবং স্থাবরাদি রূপে জন্মগ্রহণ করে।

যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাবৃতা ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ॥ ২০ ॥

১২অ, মনু।

জীব মনুষ্য শরীরে যদি অধিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং অত্যল্প অধর্ম্ম করে তবে পৃথিব্যাদি ভূত দ্বারা স্থূল শরীরি হইয়া পরলোকে অপবর্গ সুখ অনুভব করে।

যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনা ॥ ২১ ॥

১২অ, মনু।

যদি মানব দেহে অধর্ম্ম অধিক করে, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান অত্যল্প করে তবে মানবদেহ ত্যক্ত অর্থাৎ মৃত হইয়া ঐ ভূত ভাগ হইতে মরণান্তে দুঃখ সহিষ্ণু বিলক্ষণ একটী কঠিন দেহ প্রাপ্ত হইয়া যম যাতনা ভোগ করে।

যামিস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য স জীবো বীতকল্মষঃ।
তান্যেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ ॥ ২২ ॥

১২অ, মনু।

জীব উক্ত শরীর দ্বারা যম যাতনা ভোগানন্তর নিষ্পাপ হইয়া নিজ কর্ম্মানুসারে পুনরায় পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতারব্ধ মানবাদি দেহ ধারণ করে।

অতএব মরণান্তে সকল ফুরায় না। ইহা নিশ্চয় জানিও যে আপনার কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য দেহান্তর ধারণ করিতেই হয়। কর্ম্মানুসারে স্বর্গ সুখ ভোগ হয়, কর্ম্মানুসারে নরক দুঃখ ভোগ হয়। কাহারও নিষ্কৃতি নাই, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকলেরই এই দশা। নরক ভোগাপেক্ষা এক গর্ভবাসে এত কষ্ট যে, তাহা বর্ণনাতীত এজন্য যাহাতে গর্ভ যাতনা ভোগ করিতে না হয় তাহার জন্যই এত ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার দান পুণ্য ইত্যাদি কার্য্য সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। শুকদেব বলিয়াছেন।—

*চতুরশীতি সহস্রেষু যদ্দুঃখং নরকেষু চ।
তদ্দুঃখমেকগর্ভেষু ভুক্তং লক্ষগুণং ময়া ॥ ৭ ॥

যোগোপনিষৎ।

চতুরশীতি সহস্র সংখ্যক নরক কুণ্ডে যে পরিমেয় ক্লেশ, তাহার লক্ষ গুণাতিরিক্ত ক্লেশ এক গর্ভবাসে আমা কর্ত্তৃক ভোগ হইল।

কুম্ভীপাকময়ং ঘোরং নরকং নহি বিদ্যতে।
পতিতোঽহং পুরা তত্র গর্ভবাসে ততোধিকং ॥ ৮ ॥

যোগোপনিষৎ।

অপিচ—কুম্ভীপাক নামে যে ভয়ানক নরককুণ্ড, তাহাতে পতিত হইয়া আমি পূর্ব্বে যতোধিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত না হইয়াছি, ততোধিক যন্ত্রণা এক এক গর্ভবাসে মৎকর্ত্তৃক বিবেচিত হইল।

যেন গর্ভাদ্বিনিঃসৃত্য তৎ করিষ্যামি যত্নতঃ।
গর্ভবাস পুনর্যেন ন গচ্ছামি মহামুনে ॥ ৯ ॥

যোগোপনিষৎ।

হে মহামুনে! যে উপায়ে আমার আর পুনশ্চ গর্ভবাস না হয় অধুনা আমি সেই নিঃসৃতোপায় যত্ন পূর্ব্বক সাধন করিব।

অতএব মরণান্তে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। মরিলেই সব ফুরায় না, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে সে সেইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য দেহ ধারণ করিবে ইহার অন্যথা হয় না, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ধ্যান পরায়ণ হইয়া স্বচক্ষে এইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি দেখিয়াছেন। মহারাজ নহুষ অজগরত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, এইরূপ মরণান্তে যাহার যেরূপ কর্ম্মফল তাহার সেইরূপ জন্ম হইবে। একটী জীব যে কত যোনি ভ্রমণ করে তাহার ঠিকানা নাই। শাস্ত্রে শুনা যায় যে—

চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণঃ।
ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে ॥ তন্ত্র।

শরীর ধারীদিগের চতুরশীতি লক্ষ শরীরের মধ্যে মনুষ্য শরীরেই তত্ত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। মনুষ্য শরীর ব্যতীত অন্য শরীরে তত্ত্ব জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই

এইরূপ চৌরাশী লক্ষ প্রকার জীবশরীর ইহ সংসারে বিদ্যমান আছে। শাস্ত্রকারগণ ইহার এইরূপ বিভাগ করেন—

স্থাবরং বিংশলক্ষন্তু, জলজা নবলক্ষকা।
কৃমিজা রুদ্রলক্ষস্তু পশূনামদশলক্ষকা।
অণ্ডজা ত্রিংশলক্ষস্তু চতুর্লক্ষন্তু মানবাঃ ॥ তন্ত্র।

বিংশতি লক্ষ বৃক্ষাদি স্থাবর, নব লক্ষ জলচর, একাদশ লক্ষ কৃমি কীট, দশ লক্ষ পশু, ত্রিংশ লক্ষ অণ্ডজা, অর্থাৎ পক্ষী, শরীসৃপ এবং পতঙ্গ ইত্যাদি, আর বানর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত চতুর্লক্ষ। এই ৮৪ প্রকার যোনি ইহ সংসারে বিদ্যমান আছে।

জীব আপন আপন কর্ম্মফলে এই সমস্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে। মরিলেই সব ফুরায় না। এই সমস্ত যোনি ভ্রমণ করা যে কি কষ্টকর তাহা অবর্ণনীয়। গর্ভাশয়ে বিন্মূত্রের গর্ত্তে শয়ান থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কপিল দেব তাঁহার মাতা দেব হুতিকে বলিয়াছিলেন—

কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণং।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ ॥ ৬ ॥
৩১ অ, ৩ স্ক, ভাগবত।

গর্ভাশয়ে ঐ জীবের ক্লেশ ভোগের কথা আর কি বলিব, শরীরের কোমলতা প্রযুক্ত তত্রত্য ক্ষুধিত কৃমি সকল দংশন করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে, তাহাতে সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়।

তত্র লব্ধ স্মৃতির্দ্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্ম শতোদ্ভবং।
স্মরন্দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্মকিন্নাম বিন্দতে ॥ ৯ ॥

৩১ অ, ৩ স্ক, ভাগবত।

গর্ভ মধ্যে ঐ জীবের পূর্ব্ব বশতঃ স্মৃতি লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার সুখানুভব হয় না। দুরন্ত অনুচ্ছাস প্রায় হইয়া অবস্থিতি করতঃ শত শত জন্মে যে সকল পাপ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে থাকে, তাহাতে কি সুখ লাভ করিতে পারে?

প্রাপ্যাপি যাতনাং ঘোরাং ন হৃষ্যতি স্বকর্ম্মতঃ।
স্মৃত্বা প্রাক্তন দেহোত্থ কর্ম্মাণি বহু দুঃখতঃ ॥ ২৫ ॥

৩ অ, ভগবতী গীতা।

গর্ভস্থ জীব এইরূপে যদিও চৈতন্য লাভ করিয়া মাতার আহারের রসাস্বাদন করে, তথাপি তাহাতে সুখী নয়। ঘোরতর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নিজ কর্ম্ম বশতঃ কিছুমাত্র সুখানুভব করে না, প্রত্যুত পূর্ব্ব জন্মের দেহ সম্বন্ধীয় নানাবিধ কর্ম্মাদি স্মরণ করিয়া বহু দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।

নবমে মাসি জীবস্তু চৈতন্যং সর্ব্বতো লভেৎ।
মাতৃভুক্তানুসারেণ বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥

৩ অ, ভগবতী গীতা।

গর্ভ নবম মাসে উপস্থিত হইলে জীব সর্ব্বতোভাবে চৈতন্য লাভ করে এবং আহার করিবার অভিলাষ জন্মায়, তখন মাতার ভোজনানুসারে তাহার রসাস্বাদন পূর্ব্বক গর্ভ মধ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যদি মাতা সুখং ভুঙ্‌ক্তে অন্নপানাদিকং ততঃ।
জনন্যা নাভিদেশে তু মুখং দত্ত্বা পিবত্যসৌ ॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী।

মাতা যে কিছু অন্ন পানাদি উপভোগ করেন—গর্ভস্থ জীব তদীয় নাভি দেশে মুখ স্থাপন পূর্ব্বক তত্রস্থ নাড়ীর দ্বারা তাহাই পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ ॥১১॥

৩১অ, ৩স্ক, ভাগবত।

অতএব ঐ জীব দেহাত্মদর্শী হইয়া পুনর্ব্বার গর্ভবাসে আসিতে ভীত হয়,

এবং যাচমান হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক আকুল বচন দ্বারা যিনি উদরে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হয়।

সুখং দুঃখং সমং কৃত্বা ভুক্তঞ্চ হৃদয়ে নৃণাং।
সুকৃতং দুষ্কৃতং চৈব যৎকৃতং পূর্ব্বজন্মনি ॥
তৎসর্ব্বং সফলং জ্ঞাত্বা ঊর্দ্ধপাদস্ত্বধোমুখঃ।
গর্ভে তু সুপ্রবিষ্টে তু তিমিরে ঘোর দর্শনে ॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী।

জীব পূর্ব্ব জন্ম কৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই সফল জানিয়া ঊর্দ্ধপদ ও অধোমুখাবস্থায় সেই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভাগারে অবস্থিতি করিয়া সমানরূপে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।

ইত্থং ভূতস্তদা গর্ভে পূর্ব্বজন্ম শুভাশুভং।
স্মরং স্তিষ্ঠতি দুঃখাত্মাচ্ছন্নদেহো জরায়ুণা ॥

সারদা তিলকম্।

এবম্প্রকার গর্ভমধ্যে জরায়ু বেষ্টিত দেহে পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করতঃ দুঃখিত চিত্ত থাকে।

মনসা বচনং জ্ঞাতে বিচার্য্য স্বয়মেব হি।
এবং দুঃখমনুপ্রাপ্য ভূয়ো জন্ম লভেৎ ক্ষিতৌ ॥ ২৬ ॥

গর্ভস্থ জীব তখন স্বয়ং মনে মনে এই সকল বিষয় বিচার করিয়া এইরূপ বলিতে থাকে যে, আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছি বলিয়া এই দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতেছি।

অভ্যাস্যামি শিবং জ্ঞানং সংসারার্ণবতারণং।
চিরযোগী ততো ভূত্বা মুক্তোযাস্যামি তৎক্ষণং ॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী।

এতদ্রূপ গর্ভবাসকালে জীব মনে মনে চিন্তা করে যে, এবার আমি সংসার নিবারক জ্ঞান অভ্যাস করিব, যোগী হইব, এবং সংসার বন্ধন চ্ছেদন করিয়া মুক্ত হইব।

যদ্যস্মান্নিষ্কৃতির্মেস্যাৎ গর্ভদুঃখাত্তদাপুনঃ।
বিষয়ান্নানুসেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরিং॥
নিত্যাং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়েৎ যত্নমানসঃ॥ ২৮॥

৩ অ, ভগবতী গীতা।

আমি যদ্যপি এইবার এই ভয়ানক গর্ভ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই তাহা হইলে একান্ত ভক্তি সহকারে দুর্গতি নাশিনী মহামায়া দুর্গার পূজা ও বিবিধ রূপে আরাধনা না করিয়া আর কদাচ বিষয় ভোগে রত থাকিব না। আমি রিপুপরতন্ত্র না হইয়া কেবল সেই ত্রিকাল স্বামিনী জগদম্বাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রতিদিন অর্চ্চনা করিব।

নিঃসার্য্যতে তদা বালঃ প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
পতিতোঽপি ন জানাতি মূর্চ্ছিতোঽপি ততশ্চ্যুতঃ॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী।

তৎপরে ঐ বাল শিশু প্রবল সূতি বায়ু দ্বারা যন্ত্র ছিদ্র দিয়া নিঃসারিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

সূতিবাত গভীরেণ যোনিরন্ধ্রস্য পীড়নাৎ।
বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি॥ ঐ॥

তখন বলবান সূতিবায়ু দ্বারা ও যোনিরন্ধ্রের তাড়নায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হয় এবং তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় ও গর্ভবাস কালে যাহা চিন্তা করিয়াছিল তাহাও বিস্মৃত হয়।

এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীব মরণান্তে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। মরিলেই সব ফুরায় না, পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। গর্ভবাস কালে শুক দেব পিতা বেদব্যাসকে বলিয়াছিলেন—

মৃতশ্চাহং পুনর্জ্জাতঃ জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ।
নানাযোনি সহস্রানি ময়া প্রাপ্তানি জন্মতঃ।
পুনর্নৈবং করিষ্যামি মুক্তমাত্র ইহোদরাৎ॥

তন্ত্র।

পূর্ব্বে আমি অনেকবার মরিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং জন্মিয়া পুনর্ম্মরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপ জন্মের দ্বারা আমি সহস্র সহস্র নানাবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এই বার এই গর্ভ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া এরূপ কার্য্য করিব না।

ভগবান বলিয়াছিলেন—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥

২য়, গীতা।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তির জন্ম হয়, অবশ্যই তাহার মৃত্যু হয় ও মৃতব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য অতএব ঈদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার কখন উচিত হয় না।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষ কথমিহ মানব তব সন্তোষ ॥

মোহমুদগর।

হে মানব! জন্ম হইলেই মরণ হয়, মরণ হইলেই পুনর্ব্বার জননী গর্ভে শয়ন করিতে হয়, সংসারের এই প্রকাশ্য দোষ সত্বেও তোমার সংসারের প্রতি সন্তোষ কেন?

সর্ব্ব শাস্ত্রেই এই কথা যে, মরণান্তে জন্ম এবং জন্মান্তে মরণ হয়। প্রতি-নিয়ত এই ব্যবহার চলিতেছে। যাহারা ইহাতে অবিশ্বাস করিয়া বলে যে মরণান্তে সকলই ফুরাইয়া যায় আর কিছু হয় না, তাহারা সংসারের পরম শত্রু। মনুষ্য জীবন যদি অন্তে আকাশ কুসুমের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আর কি আশা থাকিবে, সে সৎকর্ম্ম করিবে কেন? সে লোকের উপকার করিবে কেন? সে দীন-দরিদ্রদিগকে ভরণ পোষণ করিবে কেন? সে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে কেন? সে দেবোপাসনা করিবে কেন? সে সৎসঙ্গ করিবে কেন? সে তীর্থপর্য্যটন করিবে কেন? সে সাধু সেবা করিবে কেন? সে সংসার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসী হইবে কেন? নিজের স্বার্থ নষ্ট করিয়া সে কি জন্য পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইবে? কেন সে যাগযজ্ঞ করিবে? কেন সে যোগসাধনা করিবে? সে কিজন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইবে? কেন সে দুর্গোৎসব করিবে? কেন সে শ্যামাপূজা করিবে? কেন সে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি স্থাপন করিবে? সে কেন বলিবে "হরি পার কর, মা জগদম্বে এই দুস্তর ভব-সাগর হইতে নিস্তার কর, কোথায় পলাশ পদ্ম-লোচন হরি একবার দয়া করিয়া সাক্ষাৎ হও, তাপিত মন-প্রাণকে শীতল কর, ঈশ্বরোপাসনার কি আবশ্যক, ঈশ্বর তাহার কি করিবে, মরিলেই সব ফুরাইবে।

যে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার পাপাত্মা এরূপ কথা বলে যে, "মরিলেই সব ফুরায়" তাহাকে সমাজ হইতে বিদূরীত করিয়া দেও, তাহার মুখাবলোকন করিতে নাই সে লোকের পরম শত্রু, সে বিদ্বেষবশতঃ পরকালের আশা ভরসা হইতে লোক সকলকে বঞ্চিত করিতে চাহে। সেই হতভাগ্যকে মাটির ভিতর পুতিয়া ফেলা উচিত, তাহাকে পৃথিবীতে থাকিতে দিতে নাই, এইজন্য ভগবান চার্ব্বককে নিধন করিয়াছিলেন। চার্ব্বাক সকলকে বুঝাইত যে মরণান্তে আর কিছুই হয় না, এজন্য জীবন্তবেলা কি করা উচিৎ? না—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষবিনির্গতিঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো নচায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥

চার্ব্বাক।

যতদিন জীবিত থাকিবে, সুখে জীবন-যাঁত্রা নির্ব্বাহ করিবে; ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে, দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার পুনরাগমন কোথায়? দেহ হইতে নির্গত হইয়া কেহ যদি পরলোকে গমন করে, তবে বন্ধু বান্ধবদিগের স্নেহে আকুল হইয়া কেন না ফিরিয়া আইসে?

একদা চার্ব্বাক দুর্য্যোধনের পক্ষ হইতে আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং রাজাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণগণের বিস্তর নিন্দা করিয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে চার্ব্বাক বলিয়া জ্ঞাত হইলে পর ব্রহ্মতেজ দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছিল যথা—ব্রাহ্মণা উচুঃ—

এষ দুর্য্যোধন সখা চার্ব্বাকো নাম রাক্ষসঃ।
পরিব্রাজকরূপেণ হিতং তস্য চিকীর্ষতি॥ ৩৩॥
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে হুঙ্কারৈঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
নির্ভিৎ সয়ন্ত শুচয়ো নিজঘ্নুঃ পাপ রাক্ষসম্॥ ৩৫॥
স পপাতবিনির্দগ্ধ স্তেজস ব্রহ্মবাদিনাম্।
মহেন্দ্রাশনিনির্দগ্ধঃপাদপোহঙ্কুরবানিব॥ ৩৬॥

৩৮ অ, শান্তিপর্ব্ব।

এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু চার্ব্বাক নামে রাক্ষস। ঐ পাপাত্মা

দুর্য্যোধনের হিত কামনায় আপনার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে আমরা কোন কথা কহি নাই। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎর্সনা করত হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্ব্বাক সেই ব্রাহ্মণগণের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ প্রায় হইয়া অশনি দগ্ধ পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অতএব চার্ব্বাকের মত যে বলে যে, পরকাল নাই, তাহার তদ্রূপ গতি হওয়াই আবশ্যক। কারণ সে, লোক সকলের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা লোপ করিতে চাহে। যাহারা সৎসঙ্গ ও সদাচার করিতে চাহে তাহাদিগকে তাহা করিতে না দিয়া কুপথে লইয়া যায় এবং পরিশেষে নিরয়গামী করে এজন্য বলিতেছি ওরূপ প্রকার লোকের সহিত আলাপ করিবে না। তাহারা নিজে নিরয়গামী হইবে এবং অপরকেও নিরয়গামী করিবে সুতরাং তাহা দিগের হইতে স্বতন্ত্র থাকাই ভাল।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

উন্মত্তান্মন্যতে বালঃ সর্ব্বানাগতনিশ্চয়ান্।
ধর্ম্মাভিশঙ্কীনান্যস্মাৎ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥১৬॥
আত্মপ্রমাণ উন্নদ্ধঃ শ্রেয়সো হ্যবমন্যকঃ।
ইন্দ্রিয়প্রীতিসংবদ্ধং যদিদং লোকসাক্ষিকম্।
এতাবন্মন্যতে বালো মোহমন্যত্র গচ্ছতি ॥১৭॥

৩১ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

বালকেরা তত্ত্ব জ্ঞানীদিগকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান করে, তাহারা ধর্ম্মাচরণে সন্দিহান হইয়া অন্যের নিকট প্রমাণ অন্বেষণ করে না; কেবল আত্ম বিনিশ্চিত প্রমাণে সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া ধর্ম্মের অবমাননা করে৷ ও কেবল ইন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধ লৌকিক বিষয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া যায়।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সংশয়ান হয়, সে পাপাত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই, সে কেবল অর্থ চিন্তায় মগ্ন হইয়া কালযাপন করে, কদাচ পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয় না। যে মূঢ় প্রমাণ পরাঙ্মুখ হইয়া বেদার্থের নিন্দা করে এবং কাম ও লোভের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হয়।

যস্তু নিত্যং কৃতমতির্ধর্ম্মমেবাভিপদ্যতে।
অশঙ্কমানঃ কল্যাণি সোঽমুত্রানন্ত্যমশ্নুতে ॥২০॥
আর্ষং প্রমাণমুৎক্রম্য ধর্ম্মং ন প্রতিপালয়ন্।
সর্ব্বশাস্ত্রাতিগো মূঢ় শংজন্মসু ন বিন্দতি ॥ ২১ ॥

৩১ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

হে কল্যাণি! প্রশস্তমতি ব্যক্তি নিরন্তর অসন্দিগ্ধচিত্তে ধর্ম্মেরই সেবা করে, সে পরকালে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে। যে ব্যক্তি আর্য্য প্রমাণ ও সমুদায় শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয় সে মূঢ় জন্ম জন্মান্তরেও শুভ ফল লাভ করিতে পারে না।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪॥

১৬ অ গীতা।

যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন তিনি কখনই কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, প্রত্যুত পরমগতি লাভে অসমর্থ হন। ২৩॥ অতএব হে পার্থ! শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, তুমি কার্য্যাকার্য্য বিষয় বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪ ॥

হেতু এই যে—

যতো বেদাঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চ কিঞ্চন বাঙ্ময়ং ॥
বেদানুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপোদমঃ।
শ্রদ্ধোপবাস স্বতন্ত্র্য আত্মানো জ্ঞান হেতবঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য।

যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ ও অন্যান্য ঋষি প্রণীত শ্লোক-সূত্র ও ভাষ্যাদি যে কোন বাক্য, কেবল বাক্যমাত্র নহে; সে সমস্তের অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক তৎ প্রতিপাদ্য বিষয় সকল অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিলাভ

হয়। আর বেদানুযায়ী বচন, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, গুরুশাস্ত্রে বিশ্বাস ও একাদশ্যাদিকালে উপবাস ও অপরাধীনতা এ সকল আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের কারণ জানিবে।

সকল মনুষ্যই সুখে থাকিতে চাহে, কেহই দুঃখভোগ করিতে চাহে না। এই সুখের অনুসন্ধান করিতে গিয়া লোকে কর্ম্মে লিপ্ত হয় এবং কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলপ্রাপ্ত হয় এজন্য সকলের উপর উপদেশ এই যে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিবে, অপকর্ম্ম করিবে না। সৎকর্ম্মের ফল পুণ্য সঞ্চয় এবং অসৎ কর্ম্মের ফল পাপ সঞ্চয় এই সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে পাপ ও পুণ্যরূপ ফলভোগ হইয়া থাকে। নামান্তরে ইহাকেই অদৃষ্ট বলে। অদৃষ্ট মানে আর কিছুই নয় কেবল পাপ-পুণ্যরূপ কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করা। কর্ম্ম করিলেই ফল অবশ্য-ভাবী এজন্য অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়, তাহা উল্‌টাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করিয়া ইহ জগতে বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের কাহারও কৃতকর্ম্মের ফলভোগ শেষ হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহারা সকলেই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ হেতু ইহ জন্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তত্তৎ কর্ম্মের ফল ভোগ কালে প্রাকৃতিক নিয়মে বাধ্য হইয়া তাহারা পুনরায় যে সমস্ত নূতন কর্ম্ম করে তাহা আবার আগামী জন্মের জন্য কর্ম্মফল সঞ্চয় করিয়া রাখে, এইরূপে কর্ম্মপ্রবাহের নিবৃত্তি নাই বলিয়া জন্ম মরণেরও নিবৃত্তি নাই। তাহা হইলে কর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? কর্ম্ম ত করিতেই হইবে, নিষ্কর্ম্মা হইবার যো নাই, সুতরাং এড়ান পাইবারও উপায় নাই। এই অনুপায়ের উপায় করিতে পারার নামই পুরুষকার। সেই পুরুষকার কিরূপ? উত্তর—সাধনা করা। সাধনা দ্বারা কর্ম্মবীজ সকল দগ্ধ করিতে পারা যায়। বীজ দগ্ধ হইলে তাহা হইতে আর অঙ্কুরোৎপন্ন হয় না। যথা—

ভর্জ্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্য্যকরাণি চ।
বিদ্বাদিচ্ছা তথেষ্টব্যা সত্ববোধাৎ ন কার্য্যকৃৎ ॥৬৩॥

৭ পরি, পঞ্চদশী।

যেমন বৃক্ষ বীজ সকল অগ্নি দ্বারা ভর্জ্জিত হইলে তাহাতে আর অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ বিষয়ের অসত্ত্ব হেতু জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা পাপ-পুণ্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না।

অতএব যোগসাধনা দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম সকলের বীজ দগ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্মবীজ আর ফল প্রসব করিতে পারে না। এজন্য সঞ্চিত কর্ম্ম-বীজ সকল যোগসাধনা রূপ পুরুষকার দ্বারা দগ্ধ করিতে পারিলে আর সেই সকল কর্ম্ম হইতে ফলভোগ হয় না, সেই কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে বুঝিতে হইল যে, পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্ম সকল ইহ জন্মের কৃতকর্ম্ম দ্বারা নাশ করা যায়। এইত হইল একটী উপায়। অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মের জন্য এই উপায় হইল।

দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে—সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ জন্য এই যে দেহ ধারণ করিয়া ইহ জন্মে বিদ্যমান রহিয়াছি অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে এই কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি, সংসার ধর্ম্ম করিতেছি সে ভোগাভোগের উপায় কি? সে ভোগাভোগের উপায় শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, তাহার আর উপায় নাই, কারণ-কর্ম্ম হইতে যে সকল ফল প্রসূত হইয়াছে যাহা ভোগ করিবার জন্য এই দেহপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহা ভোগ ব্যতীত নিবৃত্তি হইবে না। কর্ম্মের এইরূপ অবস্থার নাম প্রারব্ধ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, নিয়তি, প্রাক্তন, ভবিতব্যতা, বরাত, ললাট, কপাল ও দৈব। ইহা ভোগ ব্যতিরেকে উপায়ন্তর নাই। এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন যে—

প্রারব্ধ কর্ম্মণাং ভোগাদেবক্ষয়ঃ। স্মৃতিঃ।

অর্থাৎ ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, হইবারও নহে। উহা ভোগ করিতেই হইবে।

প্রারব্ধ কর্ম্ম বিক্ষেপাদ্বাসনা তু ন নশ্যতি।
গীতা, টীকা মধুসূদন সরস্বতী।

প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নাশ প্রাপ্ত হয় না।

প্রারব্ধনিশ্চয়াদ্ভুঙ্‌ক্তে শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে।
অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নির্ব্বীর্য্যং ক্রিয়তে তথা ॥শ্রুতিঃ॥

প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে এবং অনারব্ধ কর্ম্ম সকল (যে সকল কর্ম্ম ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করে নাই তাহা) জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়। অর্থাৎ যে সকল সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয় নাই তাহা দগ্ধ হইলে তাহার নির্বীর্য্যত্ব হেতু তাহাতে আর অঙ্কুর হয় না।

বীজান্যগ্ন্যপদগ্ধানি নারোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংপদ্যতে পুনঃ ॥শ্রুতিঃ॥

অগ্নি দগ্ধ বীজেতে যেরূপ অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশাত্মক সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে আত্মার আর পুনরায় জন্মগ্রহণ হয় না। অর্থাৎ তাহা হইতে আর প্রারব্ধ কর্ম্ম উত্থিত হইতে পারে না। যাহা পারিয়াছে তাহারই ফল-ভোগ হয়; যাহা পারে নাই তাহার আর ফলভোগ হয় না। তাহা দগ্ধবীজ তুল্য হইয়া থাকে।

অফলো যদি ধর্ম্মঃস্যাচ্চরিতো ধর্ম্মচারিভিঃ।
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতজ্জগন্মজ্জেদনিন্দিতে ॥২৫॥
নির্ব্বাণং নাধিগচ্ছেয়ুর্জীবেয়ুঃ পশুজীবিকাম্।
বিদ্যাং তে নৈব যুজ্যেয়ুর্নচার্থং কেচিদাপ্নুয়ুঃ ॥২৬॥

৩১ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

যদি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাচরণ বিফল হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অসীম তমঃস্তোমে নিমগ্ন হইয়া যায়, কোনও ব্যক্তিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, কেবল পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করে, বিদ্যাশূন্য হয় ও কোনও ফললাভ করিতে পারে না।

তপশ্চ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ যজ্ঞঃ স্বাধ্যায় এব চ।
দানমার্জ্জবমেতানি যদি স্যুরফলানি বৈ ॥
নাচরিষ্যন পরে ধর্ম্মং পরে পরতরে চ যে।
বিপ্রলম্ভোহয়মত্যন্তং যদি স্যুরফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৮॥

৩১ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

যদি তপ, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান ও ঋজুতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল বিফল হয় ও ফল প্রসবিনী ক্রিয়া প্রতারণায় পর্য্যবসান হয়, তাহা হইলে লোক পরম্পরায় কদাচ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত না।

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাসুররাক্ষসাঃ।
ঈশ্বরাঃ কস্য হেতোস্তে চরেয়ুর্ধর্ম্মমাদৃতাঃ ॥২৯॥
ফলদন্তিহ বিজ্ঞায় ধাতারং শ্রেয়সি ধ্রুবম্।
ধর্ম্মং তেব্যচরন কৃষ্ণে তদ্ধি শ্রেয়ঃ সনাতনম্ ॥৩০॥
৩০অ, বনপর্ব্ব মহাভাঃ।

ঋষি দেব গন্ধর্ব্ব অসুর ও রাক্ষসগণ প্রভুত্বশালী হইয়াও কি নিমিত্ত আদর পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন? তাঁহারা বিধাতা ধর্ম্মের ফল প্রদান করেন জানিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মই সনাতন সুখ।

ন নায়মফলো ধর্ম্মো না ধর্ম্মোঽফলবানপি।
দৃশ্যন্তেঽপি হি বিদ্যানাং ফলানি তপসাং তথা ॥৩১॥
৩১ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

ধর্ম্ম কখনও বিফল হয় না ও অধর্ম্মও কখনও সুফল প্রসব করে না॥ তপস্যার ফলও ঐরূপ প্রকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মের ফল কোথাও যায় না, জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া ভোগ করিতে হয় সুতরাং মরণান্তে সব ফুরায় না।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥
৪অ, গীতা।

হে অর্জ্জুন! অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ সমূহকে ভস্মসাৎ করে সেইরূপ জ্ঞান স্বরূপ অগ্নি প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সকল কর্ম্মই ভস্ম করিয়া থাকে।

সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রতিরোধ হয় না, উহা ভোগ করিতেই হয়। যেমন কুম্ভকার দণ্ড দ্বারা তাহার চক্র ঘূর্ণিত করিয়া ঐ চক্র হইতে ঐ দণ্ড অপসরণ করিলেও যেমন ঐ চক্র নিবৃত্তি না হইয়া ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম রূপ চক্র দণ্ড বিহীন হইলেও কিনা সঞ্চিত কর্ম্ম আর প্রারব্ধ জন্মিতে না পারিলেও যাহা প্রারব্ধে পরিণত হইয়াছে তাহার আর নিবৃত্তি হয় না, তাহা দণ্ড স্খলিত কুম্ভকার চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে অপিচ—

রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।
পুনর্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তরোগী ভবেৎ ॥ ২৪৪ ॥
এবমারব্ধ ভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।
ভোগ কালে কদাচিত্তু মর্ত্ত্যোঽস্মিতি ভাসতে ॥ ২৪৫ ॥

৭ম পরি, পঞ্চদশী।

যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া দ্রষ্টার শরীরে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তৎপরে যখন জানিতে পারে যে, উহা সর্প নহে এক খণ্ড রজ্জু মাত্র তখনও তাহার যেমন সেই কম্পন একেবারে নিবৃত্তি হয় না ক্রমে ক্রমে হয়, সেইরূপ সাধনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চিত কর্ম্ম বীজ দগ্ধ করিলেও প্রারব্ধ রূপ কম্পনের সহসা নিবৃত্তি হয় না, অল্প অল্পে হয়। এবং পুনর্ব্বার যদি সেই রজ্জু অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাতেও পুনর্ব্বার সর্প জ্ঞান হইতে পারে ; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্তি হয় না। চক্রের বেগ যাবৎ থাকে তাবৎ সে ঘুরিবেই সেইরূপ যে সঞ্চিত কর্ম্ম, ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রসব শক্তির নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ফল ফলিবেই। এজন্য আরব্ধকর্ম্ম ভোগ ব্যতিরেকে ক্ষয় হয় না।

এজন্য প্রারব্ধ কর্ম্ম, ভোগ ব্যতীত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। মহাতত্ত্বজ্ঞানী হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে তাহা ভোগ করেন ? উত্তর—তাঁহারা সংসারী ব্যক্তির মত ভোগ করেন না। অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তি যেমন সেই কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া সুখ জন্য আনন্দিত হন এবং দুঃখ জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সেরূপ করেন না। তাহারা যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহাই করিয়া নিশ্চিন্ত হন। যথা—

জনক রাজার প্রতি অষ্টাবক্রের উপদেশে কথিত আছে। যে—

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুর্গ্রহঃ।
যদাযৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎকৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্ ॥ ২০ ॥

১৮প্র, অষ্টাবক্র সংহিতা।

জ্ঞানী ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্তি বিষয়ে অথবা কার্য্য হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে বৃথা আগ্রহ প্রকাশ করেন না, যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন তিনি

অনাসক্ত হৃদয়ে তাহা সমাধান করিয়া সুখে অবস্থান করেন। অর্থাৎ করিব বলিয়া চেষ্টা করিয়া কিছুই করেন না। অনাসক্ত হইয়া সমস্ত কার্য্য করেন, এজন্য পাপ পুণ্যে লিপ্ত হন না।

তৃতীয় ব্যাপার এই যে, সংসারে থাকিতে হইলে সকলকেই সংসার কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম যখন ছাড়িবার নয় তখন কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ হইবে। ইহজন্মে এই যে প্রারব্ধের বশীভূত হইয়া পুনরায় নূতন নূতন কর্ম্ম করিতে হয়, সে কর্ম্মের ফল ভোগের উপায় কি * হইবে? একথার উত্তরে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্ম্মাতে সঙ্গোস্ত্ব কর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

২অ, গীতা।

হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী, কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কিন্তু কর্ম্মফল কামনায় যেন তোমার মতি না হয়। কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং এবং কর্ম্ম পরিত্যাগেও তোমার আসক্তি না হউক। অর্থাৎ তুমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না কর্ম্ম কর কিন্তু অনাসক্ত হইয়া কর, কর্ম্মফল ভোগে যেন তোমার ইচ্ছা না হয়।

যদি বল কর্ম্ম করিলেই ত ফল হইবে, সেত ইচ্ছা অনিচ্ছা মানিবে না। ভগবান এ কথার উত্তরে বলিয়াছেন—

---

* প্রারব্ধ কর্ম্ম প্রাবল্যাদ্ভোগেষিচ্ছা ভবেৎ যদি।
ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভুংক্তেবিষ্টি গৃহীতবৎ ॥ ১৪৩ ॥

৭পরি, পঞ্চদশী।

যদিও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রাবল্য হেতু বিষয় ভোগে বাসনা হয়, তথাপি তাঁহারা তাহা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া ভোগ করিয়া থাকেন। যেমন বিনা বেতনে বল দ্বারা ধৃত হইয়া কোন ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে হইলে তাহা অক্লেশে কৃত হয় না সেইরূপ। অর্থাৎ সে যেমন ইচ্ছা করিয়া করে না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ম পত্রমিবাম্ভসা ॥ ৯ ॥

৫অ, গীতা।

যিনি কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া আসক্তি ত্যাগানন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হইতে পারে না।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ যৎকর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন। যে কোন কর্ম্ম করুন, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি যে কোন ক্রিয়া করুন, তাহার ফল-ত্যাগ পূর্ব্বক তাহা পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেন।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাং লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭॥

১৮অ, গীতা।

যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে ব্যাপৃত হয় না, যিনি আমিই কর্ত্তা ইহা মনে করেন না, তিনি সমস্ত লোককে বিনষ্ট করিয়াও বিনাশ করেন না .সুতরাং তজ্জনিত ফলভোগও করিতে হয় না।

এইরূপ কর্ম্মের ত্রিবিধ গতি অনুসারে জীবসকল কর্ম্মভোগ করিয়া থাকে। মহামুনি ব্যাসদেব মহারাজ জন্মেজয়কে ধর্ম্মের ত্রিবিধ গতি বর্ণনা করিয়া-ছিলেন।—যথা

কর্ম্মণস্তু ত্রিধা প্রোক্তা গতিস্তত্ত্ব বিদাম্বরৈঃ।
সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ প্রারব্ধমিতি ভেদতঃ ॥৮॥
সাত্ত্বিকং রাজসং কর্ম্ম তামসং ত্রিবিধং পুনঃ ॥৯॥

১০ অ, ৬ স্কন্ধঃ, দেবীভাঃ।

বেদব্যাস জন্মেজয়কে বলিয়াছিলেন—তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, কর্ম্মের গতি সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধ ভেদে তিন প্রকার; ইহার প্রত্যেকে আবার তিন তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

অনেকজন্মসংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্।
শুভং বাপ্যশুভং ভূপ! সঞ্চিতং বহুকালিকম্।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং সুকৃতং দুষ্কৃতং তথা ॥১০॥
১০ অ, ৬স্কঃ, দেবীভাঃ।

অনেক জন্মজনিত প্রাক্তন কর্ম্মকে সঞ্চিত কহে। হে ভূপতে! সঞ্চিত কর্ম্ম শুভই হউক আর অশুভই হউক এবং বহুকালিকই বা হউক প্রাণিগণকে অবশ্যই সেই সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।

জন্মজন্মনি জীবানাং সঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মাণাম্।
নিঃশেষস্তু ক্ষয়ো নাভূৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১১ ॥ ঐ ॥

জীবগণের জন্ম জন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ ব্যতিরেকে শতকোটি কল্পেও নিঃশেষরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে।
দেহং প্রাপ্য শুভং বাপি হ্যশুভং বা সমাচরেৎ ॥১২॥ঐ॥

যে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখনও তাহার শেষ হয় নাই তাহাকেই বর্ত্তমান কর্ম্ম কহে, জীবগণ দেহধারণ করিয়া শুভই হউক আর অশুভই হউক এই বর্ত্তমান কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে।

সঞ্চিতানাং পুনর্ম্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ান্ কিল।
দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ ॥ ১৩ ॥
প্রারব্ধং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং ভোগাত্তস্য ক্ষয়ঃ স্মৃতঃ।
প্রাণিভিঃ খলু ভোক্তব্যং প্রারব্ধং নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪॥ঐ॥

দেহারম্ভ সময়ে কাল, পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের মধ্য হইতে কিয়দংশ আহরণ করিয়া ভোগের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া থাকে, তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে, ফলভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রাণিগণকে অবশ্যই এই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়।

পুরাকৃতানি রাজেন্দ্র! হ্যশুভানি শুভানি চ।
অবশ্যমেব কর্ম্মাণি ভোক্তব্যানীতি নিশ্চয়ঃ।
দেবৈর্মনুষ্যৈরসুরৈর্যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরৈঃ ॥ ১৫ ॥ঐ॥

হে রাজেন্দ্র! দেবতাই হউক আর মনুষ্যই হউক অসুর হউক বা যক্ষই

হউক, গন্ধর্ব্বই হউক আর কিন্নরই হউক পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন।

কর্ম্মৈব হি মহারাজ! দেহারম্ভস্য কারণম্।
কর্ম্মক্ষয়ে জন্মনাশঃ প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ঐ॥
১০ অ, ৬স্ক, দেবী ভাঃ।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই সকলের দেহারম্ভের কারণ হইয়া থাকে, কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণের জন্ম নাশ হয় তাহাতে আর সংশয় নাই।

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাস্তথা।
দানবা যক্ষ গন্ধর্ব্বা সর্ব্বে কর্ম্মবশাঃ কিল ॥ ১৭ ॥
অন্যথা দেহ সম্বন্ধঃ কথং ভবতি ভূপতে!।
কারণং যস্তু ভোগস্য দেহিনঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১৮ ॥ঐ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র ও সুরগণ এবং দানব যক্ষ ও গন্ধর্ব্বাদি সকলেই কর্ম্মের বশবর্ত্তী। হে নৃপ! তদ্ব্যতিরেকে দেহিগণের সুখ দুঃখ ভোগের কারণ স্বরূপ দেহ সম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে?

তস্মাদনেক জন্মোত্থ সঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মণাম্।
মধ্যে বেগঃ সমায়াতি কস্যচিৎ কাল পাকতঃ ॥ ১৯ ॥
তৎ প্রারব্ধবশাৎ পুণ্যং করোতি চ যথা তথা।
পাপং করোতি মনুজস্তথা দেবাদয়োঽপি চ ॥ ২০ ॥ ঐ ॥

অতএব হে রাজেন্দ্র! কালের পরিপাক বশতঃ অনেক জন্ম জনিত সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে কোনও কর্ম্মের বেগ উপস্থিত হয়; যাহার বেগ উপস্থিত হয়, তাহাই প্রারব্ধ; সেই প্রারব্ধ বশে মনুষ্য এবং দেবাদি সকলেই যেরূপ পুণ্য করে সেইরূপ পাপও করিয়া থাকে। ইহাতে আপনি জানিবেন যে ইন্দ্র পুণ্য বশতঃ যেমন দেবাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাপ প্রারব্ধ দ্বারা ব্রহ্মহত্যা করিয়া স্বীয় পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন ইহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে?

তথা নারায়ণো রাজন্নরশ্চ ধর্ম্মজাবুভৌ।
জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কামমংশৌ নারায়ণস্য তৌ ॥ ২১ ॥
১০ অ, ৬ স্ক, দেবী ভাগবত।

হে রাজেন্দ্র! কেবল যে ইন্দ্রই কর্ম্মের বশীভূত তাহা নহে, ধর্ম্মপুত্র নর এবং নারায়ণও *কর্ম্মবশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে নর ও নারায়ণের অংশে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ উভয়েই কর্ম্মবশে নারায়ণের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শরীরং প্রাণিনাং নূনং ভাজনং সুখদুঃখয়োঃ।
শরীরী প্রাপ্নুয়াৎ কামং সুখং দুঃখমনন্তরম্ ॥ ২৮ ॥
দেহীনাস্তি বশঃ কোঽপি দৈবাধীনঃ সদৈব হি।
জননং মরণং দুঃখং সুখং প্রাপ্নোতি চাবশঃ ॥ ২৯ ॥ ঐ ॥

রাজন্! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণিগণের শরীর সুখ দুঃখ ভোগের আয়তন, এই শরীরধারী জীবগণ সততই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে। ২৮॥ কোনও দেহী (জীব) স্বাধীন নহে, সর্ব্বদাই দৈবের (অদৃষ্টের) অধীন সে আত্মবশে না থাকিয়া দৈব বশেই জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৯॥

---

*পুরানান্তরে নর নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে। মহাদেব শরভ রূপ পরিগ্রহ করিয়া দন্তাগ্রভাগ দ্বারা প্রহার করিয়া বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি দুইখণ্ড করেন। তাহার নরভাগ দ্বারা নর ও সিংহভাগ দ্বারা নারায়ণ এই দুই দিব্যরূপী ঋষি উৎপন্ন হন। যথা—

ততো দেহ পরিত্যাগং কর্ত্তুং সমভবন্মনা।
তদা দংষ্ট্রাগ্রাভাগেন নরসিংহং মহাবলম্ ॥
শরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকারহ।
নরসিংহ দ্বিধা ভূতে নরভাগেন তস্য তু।
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহামুনিঃ ॥

প্রাণিনাং দেহসম্বন্ধে গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।
দুজ্ঞেয়া সর্ব্বথা দেবৈর্মানবানান্তু কা কথা॥ ৩৫ ॥ঐ॥

১০ অ, ৬স্ক, দেবী ভাঃ।

প্রাণিগণের দেহ সম্বন্ধে কর্ম্মের গতি অতিশয় দুজ্ঞেয়, দেবগণও তাহা জানিতে পারেন না, সেখানে মানবগণের সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে?

বাসুদেবোঽপি সঞ্জাতঃ কারাগারেঽতিসঙ্কটে।
নীতোঽসৌ বসুদেবেন নন্দগোপস্য গোকুলম্॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ বাসুদেবও কর্ম্মগতিকে অতিশয় সঙ্কট স্থল কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দগোপের গোকুলে নীত হইয়াছিলেন।

এবং তে কথিতা রাজন্! কর্ম্মণো গহনা গতিঃ।
বাসুদেবোঽপি ব্যাধস্য বাণেন নিধনং গতঃ॥ ৪১ ॥ঐ॥

অতএব রাজন্! এই আমি আপনার নিকট কর্ম্মের গহন গতির বিষয়

তস্য পঞ্চাস্য ভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
অভবৎ স মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ॥
নরোনারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টি হেতু মহামতী।
যয়ো প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ॥

২৯ অ, কালিকা পুঃ।

অনন্তর নৃসিংহদেব নিজ (সিংহ) কলেবর পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েন। এই সময়ে শরভ শ্রেষ্ঠ ব্যোমকেশ স্বকীয় তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা দ্বিধা করিয়া নরসিংহকে বিনাশ করেন। অতঃপর তাঁহার প্রথম অংশে অদ্ভুত তেজস্বী ও তপপরায়ণ নর নামে এক ঋষি ও অপরাংশ দ্বারা জগদ্বিখ্যাত নারায়ণ নামে এক মহাপুরুষ সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উহাঁরা সেই নৃসিংহ দেবের তেজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয় নিখিল শাস্ত্রাদিতে ও বেদে কথিত আছে।

অষ্টপাদুর্দ্ধনয়ন উর্দ্ধপাদচতুষ্টয়।
সিংহং হন্তুং সমায়াস্তি শরভো বনগোচরঃ॥

কীর্ত্তন করিলাম, অধিক আর কি বলিব এই কর্ম্মবশেই স্বয়ং বাসুদেবও ব্যাধের বাণে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, নারায়ণ ত্রেতা যুগে রামাবতারে বালীরাজাকে চোরা বাণে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পাপে দ্বাপরে কৃষ্ণাবতারে ব্যাধের চোরা বাণে নিধন প্রাপ্ত হইলেন নারায়ণেরও নিস্তার নাই তা মনুষ্যের কথা আর কি বলিব।

কর্ম্মের এই তিন প্রকার গতির দ্বারা জীব সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যাহার যেরূপ কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট সে সেইরূপ শরীর প্রাপ্ত হইয়া ইহ জগতে পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখ ভোগ করে। অনাদি কাল হইতে জীব কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। সেই সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটী বাণের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। যেমন মনে কর কোন রাজা মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়া বাণ দ্বারা একটী মৃগকে বিদ্ধ করিলেন, যে বাণটা নিক্ষিপ্ত হইল তাহার উপর রাজার আর হাত থাকিল না, কারণ উহা হাত হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে এজন্য ঐ বাণ ফল প্রসব করিবেই। ঐ নিক্ষিপ্ত বাণটীর নাম হইল প্রারব্ধ। রাজা বাণ পরিত্যাগ করিয়া দেখিলেন যে তিনি ঐ বাণে কোন মৃগকে বিদ্ধ না করিয়া একটী গাভিকে বিদ্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি সাবধান হইলেন অর্থাৎ তখন তাঁহার ভ্রম অপনীত হইল, তাঁহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইবা মাত্র আর একটী বাণ যাহা ধনুকে জুড়িয়াছিলেন তাহা আর ছাড়িলেন না। যেটী আর ছাড়িলেন না সেইটী হইল ক্রিয়মাণ। এই ক্রিয়মাণ বাণটী ছাড়িলেই তার পর ক্ষণেই তাহার ফল হইত, এজন্য উহার নাম আগামী, এই আগামিটী নিবারিত হইল। কেন নিবারিত হইল ? না জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া। সেইরূপ মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম আর ভবিষ্যতে ফল প্রসব করিতে পারে না। আর যেটী পরে ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে ব্যবহার করিব বলিয়া তূন মধ্যে রাখিয়াছিলেন তাহা হইল সঞ্চিত। উহা উপার্জ্জন করিয়া রাখা হইয়াছে এক্ষণে আর ব্যবহারে আসিল না। ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে ব্যবহার হইবে, এক্ষণে যেমন সঞ্চয় করা ছিল তদ্রূপই থাকিল। এই সঞ্চিত কর্ম্মকে শমদমাদি সাধন চতুষ্টয় দ্বারা ভর্জ্জন করিলে উহা ভবিষ্যতে অকর্ম্মণ্য হইবে, তাহা হইতে আর অঙ্কুর হইবে না। সুতরাং সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি হইল।

কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল কিনা অদৃষ্টের হাত কেহই এড়াইতে পারে না

সাধনা রূপ পুরুষকার দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে প্রারব্ধকে কিনা অদৃষ্টকে বাধা দিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ আর সঞ্চিত কর্ম্ম সকল অদৃষ্ট জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যাহা পরিপাক হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মে পরিণত হইয়াছে তাহাকে আর কোন-রূপ উৎকট সাধনা দ্বারাও থামাইতে পারে না। যেমন সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া প্রবলবেগে বাণ ডাকিয়া আসিয়াছে, সেই বাণের বেগ প্রতিষেধ করা কি মনুষ্য সাধ্য? সে বাণ নিশ্চয়ই সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি পূর্ব্বে সমুদ্র তীরে বাঁধ বাঁধিতে পারিত তাহা হইলে ঐ বাণ বাঁধ অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিত না। সেইরূপ সঞ্চিত কর্ম্ম-সমুদ্রের তীরে যদি সাধন চতুষ্টয় রূপ বাঁধ বাঁধিতে পারা যায় কিনা পুরুষকার করা যায় তাহা হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম রূপ বাণ আর তাহা অতিক্রম করিয়া সুখ দুঃখে জীবকে ভাসাইতে পারে না। প্রারব্ধ (অদৃষ্ট) রূপ বাণ আসিয়া পড়িলে সাধনা রূপ পুরুষকার আর কিছুই করিতে পারে না। কারণ, অদৃষ্ট হইল পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল আর পুরুষকার হইল বর্ত্তমান জন্মের কৃত কর্ম্মের ফল, সুতরাং পুরুষকার কোথা হইতে অদৃষ্টকে অতিক্রম করিবে?

দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পূর্ব্বদৈহিকং।
স্মৃতঃপুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদি হা পরং॥

চরক সংহিতা।

অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের আত্মকৃত যে কর্ম্ম তাহারই নাম দৈব বা অদৃষ্ট, আর ইহজন্মের আত্মকৃত যে কর্ম্ম তাহাকেই পুরুষকার বলা যায়। এজন্য পুরুষকার প্রত্যক্ষ এবং অদৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ হইয়াছে। সুতরাং পুরুষকার অদৃষ্টের নাগাল কোথায় পাইবে? অদৃষ্টেতে ও পুরুষকারেতে এক জন্মের ফের পড়িতেছে। সুতরাং পুরুষকারে ভাগ্যাধীনা ফল সিদ্ধির প্রতি ভাগ্যই প্রবল কারণ, যদি ভাগ্যে থাকে তবে সেই ভাগ্যশক্তি প্রভাবে প্রযত্ন (পুরুষকার) আপনিই আসিয়া পড়ে। যেমন অন্ধব্যক্তির ইতস্ততঃ গমনফল সিদ্ধির জন্য অন্য ব্যক্তির হস্তাবলম্বন তাহার পুরুষকার অর্থাৎ অন্ধের অন্ধত্ব ভাগ্যফল হেতু অন্যের হস্তাবলম্বন তাহাকে যেমন করিতেই হইবে, সেইরূপ ভাগ্যে কোনরূপ ফল-লাভ থাকিলে তাহার প্রযত্ন কি না পুরুষকার আপনিই আসিয়া যুটিবে এজন্য মহাবল পরাক্রান্ত দৈব বচন বলে যে—

"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং।"

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ অদৃষ্ট ও পুরুষকারের বলাবল কোথায় কোন ভাবে কিরূপে ইতর বিশেষ হয়। যে স্থলে সঞ্চিত কর্ম্মরাশী হইতে যে যে কর্ম্মের বেগ উত্থিত হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মে পরিণত হইয়াছে সে স্থলে পুরুষকারের কোন বলাবল প্রকাশ করিলে খাটিবে না সে স্থলে বলাবল প্রকাশ করিতে গেলে ধাক্কা খাইবে। পুরুষকারকে সেই স্থলে শাস্ত্র অন্ধকারে ঢেলা মারার মত বলিয়াছেন—

"যত্নকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।"

আর যে স্থলে পুরুষকার সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়া প্রারব্ধকে (অদৃষ্টকে) আর জন্মাইতে দিবে না সেই স্থলে পুরুষকার গর্ব্ব করিয়া বলিবার যোগ্য হয় যে—

"উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।"

সেই স্থলে পুরুষসিংহ হইবে নচেৎ অদৃষ্টের কাছে পুরুষ শৃগাল বৈ আর কিছুই নহে।

ক্রিয়মাণ কর্ম্মের স্থলে ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করিলে পুরুষকার জয়ী হইল কারণ, সে কর্ম্ম আর সঞ্চয় গৃহে গমন করিল না সুতরাং তাহা হইতে আর অদৃষ্ট জন্মিবে না। কিন্তু যদি ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল ঈশ্বরে অর্পিত না হয় তাহা হইলে সেই ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকল সঞ্চিত হইবে এবং কালে তাহা হইতে অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া পুরুষকারের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিবে। সেই স্থলে পুরুষকার অদৃষ্টের অধীন হইবে। পুরুষকার দ্বারা যে সকল ফল সিদ্ধি হয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। ক্রিয়মাণ কর্ম্মের উপরিই পুরুষের কর্ত্তৃত্ব কারণ, পুরুষ তাহা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে যেহেতু ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বর্ত্তমান জন্মের; এজন্য তাহাতে পুরুষকারের হাত আছে। এই ক্রিয়মাণ কর্ম্মই পরজন্মে সঞ্চিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া যাইবে তখন আর তাহাতে পুরুষকারের হাত থাকিবে না তখন ঐ কর্ম্ম প্রবুদ্ধ হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম (অদৃষ্ট) হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পুরুষকে আপন বশে আনিবে

এবং যা আজ্ঞা করিবে তাহাই করিতে হইবে, আজ্ঞা না শুনিলে বা তাহার বিপরীত কার্য্য করিলে কষ্ট পাইবে। ইহার অর্থ এই যে, যে কর্ম্ম পরিপাক হইয়া অদৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে পুরুষ তাহার কিছুই বদল করিতে পারে না সে তাহার আপনার স্বাভাবিক গতি অনুসারে চলিয়া যায়। আর যে কর্ম্ম অদৃষ্টে পরিণত হয় নাই ক্রিয়মাণ অবস্থায় আছে পুরুষ কেবল তাহারই ভাল মন্দ করিতে পারে। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম শেষ হইবা মাত্র প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত কর্ম্মের ঘরে জমা হইয়া যাইবে তখন আর তাহাতে পুরুষের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, হাতের ঢিল ছোড়ার মত হাত হইতে বাহির হইয়া যাইবে। এজন্য সাধকগণ ক্রিয়মাণ কোন কর্ম্মের কর্তৃত্ব আপনাতে রাখিতে চাহেন না, সে কর্ম্মের ঝুঁকি ভগবানের উপর চাপাইয়া থাকেন। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ইষ্টদেবের প্রতি এই কথা বলেন যে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

আহ্নিকতত্ত্ব।

হে দেব! আমি অন্য কেহই নয়, আমি নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম, আমার শোক তাপাদিরূপ কোন চিত্তবিকার নাই আমি প্রতিনিয়ত মুক্তস্বভাব আমার বন্ধন নাই।

অর্থাৎ এই সংসারক্ষেত্রে আমার কোন কর্তৃত্ব নাই, আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি মাত্র, আমি কর্ম্ম ফলের জন্য দাহি নহি। এজন্য আমি সর্ব্বদা মুক্তস্বরূপে অবস্থান করিতেছি।

দেবপক্ষে— লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব,
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

আহ্নিক তত্ত্ব॥

হে জগৎপতি! লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণো আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমার প্রীতার্থে তোমার আজ্ঞাতেই সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হইব।

দেবীপক্ষে— ত্রৈলোক্য রক্ষাধিময়ে সুরেশি,
শ্রীপার্ব্বতি ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং,
সংসার যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ আহ্নিকতত্ব ॥

হে ত্রৈলোক্য তারিণি পার্ব্বতি! আমি তোমারই আজ্ঞাতে তোমার প্রীতি নিমিত্ত এই সংসার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ ঐ ॥

ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষিকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া যাহা করাইতেছ আমি তাহাই করিতেছি। অর্থাৎ আমি নিজে ইচ্ছামত কিছুই করিতেছি না

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগত্যর্থে তদস্তু তব পূজনং ॥ ঐ ॥

প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি এই জগতের জন্য যাহা কিছু করিতেছি তৎসমস্তই যেন তোমার পূজা বলিয়া গণ্য হয়।

সাধক এইরূপে কর্ম্ম করিয়া আপনার দায়োদ্ধারের জন্য কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন কোন রূপেই আপন কর্ম্মের দায়ীত্ব নিজ স্কন্ধে রাখেন না। কারণ তিনি জানেন যে, কর্ম্ম শেষ হইবা মাত্রেই সঞ্চিত হইয়া যাইবে। ঐ সঞ্চিত কর্ম্ম কালক্রমে প্রবুদ্ধ হইয়া যখন ফল প্রসবে উন্মুখ হয় তখন তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বা অদৃষ্ট অথবা দৈব বলে। তখন সে কর্ম্মতে আর পুরুষের হাত থাকে না, তাহা তখন প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে খরচ হইতে

থাকে, প্রকৃতি তাহাকে যে ভাবে, যে সময়ে, যে উপায়ে, যে দেশে লইয়া গিয়া খরচ করিবে তাহাই হইবে। তখন আর সে পুরুষের অধীন থাকে না, পুরুষ তখন তাহার অধীন হইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম পুরুষের হাতের ভিতর থাকে ততক্ষণ পুরুষ তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে তদ্ভিন্ন পারে না। কন্যার যেমন বিবাহ হইয়া গেলে তাহার উপর আর কাহারও প্রভুত্ব থাকে না স্বামীর কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, কর্ম্মও সেইরূপ কৃত হইলে আর পুরুষের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে না, তখন প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। এই সমস্ত বৃত্তান্ত যাহারা বুঝে না তাহারাই অদৃষ্ট ও পুরুষকার লইয়া বিবাদ করে বস্তুতঃ ইহাতে বিবাদ কিছুই নাই কেবল বুঝিবার ফের মাত্র।

অদৃষ্টের আধিপত্য সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের উপর আর পুরুষের আধিপত্য কেবল ক্রিয়মাণ কর্ম্মের উপর। এজন্য পুরুষকার সর্ব্ব সময়ে ফল দর্শাইতে পারে না। অদৃষ্টের প্রভাব অখণ্ড ও অসীম পুরুষকারের প্রভাব সংকীর্ণ এবং আংশিক মাত্র। এজন্য পুরুষকারের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া অদৃষ্ট আপনার বল বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে। অতএব যাঁহারা অদৃষ্টবাদী তাঁহাদের অদৃষ্টবাদ সত্য এবং যাঁহারা পুরুষকার বাদী তাঁহাদিগের পুরুষকার বাদও সত্য, মিথ্যা কেহই নহে তবে কার্য্য কারণের ভেদ আছে এই মাত্র প্রভেদ।

চন্দ্রনাথ এক্ষণে তুমি বুঝিলে যে তোমার বৈভব হওয়া এবং যাওয়া তোমারই কর্ম্মফলে ঘটিয়াছে। তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মফলে ধনীর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলে এবং তাহারই আনুসঙ্গিক ফলে বৈভব হইয়াছিল আর ক্রিয়মাণ কর্ম্মফলে বিবেচনা পূর্ব্বক পুরুকার করিতে পার নাই বলিয়া সর্ব্বস্ব খোয়া-ইয়াছ, তাহাও তোমার অদৃষ্ট। অদৃষ্ট পুরুষকারকে আনিয়া দেয় কারণ ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকল প্রারব্ধ হইতেই উদ্ভূত হয় এজন্য পুরুষকারকে অদৃষ্টের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। অদৃষ্টে যাহা থাকে পুরুষকার তাহাই সম্পন্ন করে অদৃষ্ট ছাড়া কিছুই করিতে পারে না। এই অদৃষ্টও পুরুষকারের মূল বা কারণ কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই উভয়েরই অর্থ এক কথায় বুঝিতে গেলে বলিতে হইবে—"কর্ম্মফল।" অদৃষ্টও কর্ম্মফলে এবং পুরুষকারও কর্ম্মফলে ঘটিয়া থাকে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—জীব কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না কেন? সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
১৮অ, গীতা।

যদি অহঙ্কার বশতঃ আমি যুদ্ধ করিব না, এইরূপ মনে কর, তোমার ঐ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মিথ্যা হইবে কারণ তোমার প্রকৃতি, তোমার স্বভাব তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিবে। ৫৯ ॥

হে কৌন্তেয় তুমি স্বভাবজাত কর্ম্মে বদ্ধ রহিয়াছ, মোহ বশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু তুমি অবশ ভাবেই তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, স্বভাব তোমায় ছাড়িবে কেন? মনুষ্য যাহা কিছু করে সমস্তই নিজ নিজ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই করে। স্বভাব কখনও পরিত্যাগ হয় না। ৬০ ॥

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন মনুষ্য স্বভাবের অধীন হইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা কিরূপ? অনুগ্রহ করিয়া বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

জীব জন্মকাল হইতেই কর্ম্মী। জীবের কর্ম্মী হইবার কারণ এই ভৌতিক দেহ। ভূতগণ কর্ত্তৃক এই দেহ উৎপত্তি হয়, চালিত হয়, রক্ষিত হয় এবং নাশ হয়। যথা—

"পাঞ্চভৌতিক রূপশ্চ দেহো নশ্বর এব চ"

এই নশ্বর কিনা ক্ষণ ভঙ্গুর পাঞ্চ ভৌতিক পদার্থই দেহ রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

পৃথিবী বায়ুরাকাশো জলং তেজস্তথৈবচ।
এতানি সূত্ররূপাণি সৃষ্টিঃ সৃষ্টি বিধৌ হরে ॥ ১৫ ॥
২৫ অ, প্রকৃ খণ্ড, ব্র বৈ পু।

পৃথিবী বায়ু আকাশ জল তেজ ইহাই পঞ্চভূত এবং এই সমুদায়ই পরমাত্মার সৃষ্টি বিষয়ে সূত্ররূপে নিরূপিত আছে।

ভূত প্রপঞ্চকেই কর্ম্মসূত্র বলে। এই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চ ভূত দ্বারা পরিচালিত হয় সুতরাং জীব নিষ্কর্ম্মা হইতে পারে না। স্বভাব নিষ্কর্ম্মা হইতে দেয় না। সুতরাং জীব কর্ম্মী হইয়া পড়ে এই কর্ম্মের হাত হইতে এড়ান পাইবার উপায় নাই এজন্য। শাস্ত্রে বলে—

কর্ত্তা ভোক্তাচ দেহীচ স্বাত্মা ভোজয়িতা সদা।
ভোগো বিভব ভেদশ্চ নিষ্কৃতি মুক্তিরেবচ ॥ ১৬ ॥
২৫ অ, প্রকৃ, খণ্ড ব্র বৈ পুঃ।

দেহী, কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তা, আত্মাই সর্ব্বদা কর্ম্মফল ভোগ করাইতেছেন। ঐশ্বর্য্য ভেদের নাম ভোগ এবং মুক্তিই নিষ্কৃতি।

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রবরং ঈশ্বরাণাং সমূহকং।
প্রেরকং কর্ম্মণাঞ্চৈব দুর্নিবার্য্যঞ্চ দেহিনাং ॥ ১৯ ॥
২৫ অ, প্রকৃ খ, ব্র বৈ পুঃ।

মন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রধান ও নিয়ন্তা, সকল প্রকার কর্ম্মের প্রেরক এজন্য দেহীদিগের কর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুর্নিবার্য্য।

লোচনং শ্রবণং ঘ্রাণং ত্বগজিহ্বাদিক মিন্দ্রিয়ং।
অঙ্গিনামঙ্গরূপঞ্চ প্রেরকং সর্ব্ব কর্ম্মণাং ॥ ২১ ॥
২৫ অ, প্রকৃ খ, ব্র বৈ পুঃ।

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশটী ইন্দ্রিয় দেহীগণের অঙ্গ স্বরূপ ইহারাই সর্ব্ব কর্ম্মের প্রেরক।

ভূত প্রপঞ্চ দ্বারা উহারা চালিত হয় সুতরাং জীব নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। যথা—

অস্থি চর্ম্ম তথা নাড়ী লোম মাংসন্তথৈবচ।
এতে পঞ্চঃ গুণাঃ প্রোক্তাঃ পৃথিব্যঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১ ॥
মল মূত্রঃ তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোণিত মেবচ।
এতে পঞ্চগুণা প্রোক্তাঃ আপস্তত্র ব্যবস্থিতা ॥ ২ ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা প্রমোহঃ ক্লান্তিরেবচ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাঃ স্তেজ স্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩ ॥
বিবোধা ক্ষেপনাকুঞ্চ ধারণং তর্পণং তথা।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাঃ মারুতে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥
রাগ দ্বেষশ্চ মোহশ্চ ভয়ং লজ্জা তথৈবচ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাঃ আকাশে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

তন্ত্র।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত দ্বারা জীবদেহ সঞ্চালিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। তখন জীব নিজ নিজ স্বভাব গুণেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। ভূত প্রপঞ্চের বাধ্য হইয়া জীবকে কর্ম্ম করিতেই হয় কারণ, ক্ষুধা পাইলে তাহা নিবৃত্তির জন্য তোমাকে ভোজন করিতে হইবে, ঐরূপ তৃষ্ণা পাইলে জলপান করিতে হইবে, মল মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে, চলে ফিরে বেড়াইতে হইবে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড় রিপুকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে সুতরাং কর্ম্মের হাত হইতে কিরূপে এড়ান পাইবে? ভূত প্রপঞ্চই তোমাকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন এইরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন যা হবার তাত হবেই তবে আমি এক্ষণে কি উপায় করিব?

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈব মানুষে।
তয়োর্দ্দৈব মচিন্ত্যন্তু, মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া ॥ ২০৫ ॥

৭ অ, অনু।

তাবৎ কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত ও দুষ্কৃত রূপ দৈব ও মনুষ্য ব্যাপারাধীন বটে, কিন্তু দৈব (অদৃষ্ট) বস্তু অতি গহন অর্থাৎ অচিন্তনীয় আর পৌরুষ ব্যাপার (দৃষ্ট) প্রত্যক্ষ এবং চিন্তনীয়। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে পৌরুষ দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবে। অতএব চন্দ্রনাথ তুমি পুরুষকার কর নিশ্চেষ্ট হইও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথের পুনরুত্থান।

সুদিনে বহু মিত্রঞ্চ দুর্দ্দিনে মিত্র শক্রবৎ।
জলত্যাগে যথা পদ্ম তথা দহতি ভাস্কর॥

ভাল সময় হইলে অনেক বন্ধু প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর সময় মন্দ হইলে বন্ধু যে সেও শক্রর মত ব্যবহার করে। কমলিনী যেমন যতক্ষণ জলে থাকে ততক্ষণ সূর্য্যদেব তাহাকে প্রস্ফুটিত করে আর জল হইতে উত্তোলন করিলেই সেই সূর্য্যদেবই তাহাকে দাহন করিয়া ফেলে।

এক্ষণে চন্দ্রনাথের সময় মন্দ সুতরাং এক্ষণে আর চন্দ্রনাথের কেহই বন্ধু নাই, সকলেই প্রস্থান করিয়াছে। যখন সময় ভাল ছিল তখন বন্ধুর অভাব ছিল না, তখন লোকে ধার করিয়াও বন্ধু হইত এক্ষণে পয়সা দিলেও কেহ বন্ধু হইতে চাহে না। পরামর্শ করিবার লোক পর্য্যন্ত নাই। দুঃসময়ে বরং পর ভাল কিন্তু আত্মীয় স্বজন ভাল নয় কারণ,—

পরোঽপি হিতবান বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতং পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিত মারণ্য মৌষধং॥ ১৫॥

১০৮ অ, গ, পু।

পরও হিতকারী বন্ধু হয় এবং আত্মীয় ব্যক্তিও পর হয়। যেমন শরীর জাত রোগ অহিত হয় এবং বনজাত ঔষধ হিত সাধন করে।

ক্রমে চন্দ্রনাথের এতই দুর্দ্দশা হইল যে, সংসার ধর্ম্ম চলা ভার হইয়া উঠিল। অর্থ না থাকিলে সংসারে কিছুমাত্র সুখ থাকে না, চন্দ্রনাথের সেই অর্থেরই অভাব হইয়াছে সুতরাং সুখ কোথা হইতে থাকিবে। চন্দ্রনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মনে ভাবিলেন যে, তাঁহার সৌভাগ্য সময়ে অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল তাহাদের নিকটে যাইলে কি এ সময়ে সাহায্য পাইব না? অমনি ভাবিলেন না যাইব না কারণ,—

বরমসি ধারা তরুমূলে বাস,
বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাস।
বরমপি ঘোরে নরকে নিবাসো,
নচ ধন গর্ব্বিত বান্ধব শরণং ॥ ২৯ ॥

কবিতানন্দ লহরি।

তীক্ষ্ণ অসি শয্যা, তরুতলে বাস, ভিক্ষার ভোজন, উপবাস, নিরয়ে নিবাস, এই সমুদায় অপকৃষ্ট কষ্ট সাধ্য কর্ম্মও ভাল কিন্তু ধন গর্ব্বিত বান্ধবের অনুগত হওয়া কখনও ভাল নয়।

এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? কোথায় যাই কোন কুটুম্ব বাটীতে যাইব না। তাহারা আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে, প্রকৃত কারণ আমি কোন মুখে বলিব এবং বলিলেই বা কে সাহায্য করিবে? বন্ধু বান্ধব আত্মীয় কুটুম্বগণ একদিন সাহায্য করিতে পারে, বার মাস কে পারিবে? কেহই পারিবে না। মা বাপ পারিবেন, যদি মায়ের নিকট ধন থাকে তবে মা পারেন; এবং স্বাধ্বী স্ত্রী পারে, তাহার যতক্ষণ একখানিও অলঙ্কার থাকিবে ততক্ষণ পারিবে। আর প্রকৃত বন্ধু যদি থাকে ত সে পারে এই তিন চারিজন ব্যতীত জগতে আর কেহই পারিবে না। কারণ—

মাতা মিত্রং পিতা চেতি স্বভাবাৎ ত্রিতয়ং হিতম্।
কার্য্য কারণ তশ্চান্যে ভবন্তি হিত বুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

মিঃ, হিতোপদেশ।

মাতা পিতা ও বন্ধু এই তিনজন স্বভাবত হিতসাধন করেন, তদ্ব্যতীত অপর জনেরা বিনা স্বার্থে কিছুই করে না।

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥

আদি পঃ মহাভাঃ।

মনুষ্যের ভার্য্যাই অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল এবং ভার্য্যাই এই সংসার উত্তরণের নিদান স্বরূপ।

নচ ভার্য্যাসমং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভিষজাং মতং।
ঔষধং সর্ব্বদুঃখেষু সত্যমেতদ্ব্রবীমীতে ॥ ৫ ॥

বনপর্ব্ব মহাভাঃ ॥

ভার্য্যার সমান আর ঔষধ নাই, ভার্য্যা মনুষ্যের সকল দুঃখেরই ঔষধ স্বরূপ এই আমি সত্য কথা বলিতেছি।

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ স ভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥

আদিপর্ব্ব মহাভাঃ।

যাহার ভার্য্যা আছে তাহার ক্রিয়া কলাপ সিদ্ধ হইয়া থাকে, যাহার ভার্য্যা আছে সেই গৃহি, যাহার ভার্য্যা আছে সেই প্রমোদিত থাকে আর যাহার ভার্য্যা আছে সেই শ্রীমান।

যাহার ভার্য্যা আছে সেই "বিশ্বাস্য" অর্থাৎ সকলে তাহাকে বিশ্বাস করে, তাহাকে মান্য করে, যাহার ভার্য্যা নাই কেহই তাহাকে বিশ্বাস করে না, তাহাকে গৃহশূন্য কহে তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকিলেও সে লক্ষী ছাড়া এজন্য "তস্মাদ্দারাঃ পরাগতি" বলে, অর্থাৎ ভার্য্যাই মনুষ্যের পরম গতি। আর—

স্বভাবজং তু যন্মিত্রং ভাগ্যেনৈবাভিজায়তে।
তদকৃত্রিম সৌহার্দ্দমাপৎ স্বপি ন মুঞ্চতি ॥ ২১৯ ॥

মিঃ, হিতোপদেশ।

স্বভাবের সম্মিলনে যে মিত্রতা জন্মে তাদৃশ মিত্র ভাগ্য বশতঃই লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু সেই অকৃত্রিম মিত্রতা আপৎ কালেও নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যে জন বিপদে সঙ্গের সঙ্গী হয় তাহাকেই অকৃত্রিম মিত্র বলে, যাহার পুণ্যবল থাকে তাহারি কেবল সেইরূপ মিত্র মিলে।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ ॥ ৬৬ ॥

সন্ধিঃ, হিতোপদেশ।

উৎসব সময়ে; বিপদ সময়ে, দুর্ভিক্ষ সময়ে, শত্রুভয়ে, রাজ দরবারে, এবং শ্মশানে যে ব্যক্তি সঙ্গে থাকে তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু বলা যায়।

ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাস স্তাদৃশঃ পুং সাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে॥ ২২০॥

মিঃ, হিতোপদেশঃ।

স্বাভাবিক মিত্রতাতে লোকের যত প্রত্যয় হয়, তত প্রত্যয় মাতাতে হয় না, স্ত্রীতে হয় না, সহোদরে হয় না এবং আপনাতেও হয় না।

চন্দ্রনাথের সেরূপ মিত্র কেহ ছিল না যে, অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারে। চন্দ্রনাথের মা চির দরিদ্র তাঁহার এক কপর্দ্দকও সম্বল ছিল না সুতরাং মাতার নিকট কোন আশাই নাই। এক্ষণে স্ত্রী, চন্দ্রনাথের দুর্দ্দশা হওয়াবধি চুপি চুপি দুচারিখানি অলঙ্কার নষ্ট করিয়াছেন তবে দুবেলা আঁচান চলিতেছে, উপস্থিত আর একখানি নষ্ট না করিলে আর চলিবে না, এজন্য চন্দ্রনাথ এত চিন্তিত। বারম্বার স্ত্রীকে কি করিয়া বলিবেন ইহাই ভাবিতে-ছিলেন। যেই হউক না কেন পুরুষের হাতে অর্থ না থাকিলে তাহাতে আর পদার্থই থাকে না। এজন্য চন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কাহার কাছে অর্থ যাচিঞা করিবেন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন।

চন্দ্রনাথের স্ত্রী স্বাধ্যা সতী, বড়লোকের কন্যা হইলেও তিনি এই দুঃখের সময় পিত্রালয়ে যান নাই, স্বামিকে লইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন সেও ভাল তথাপি পিত্রালয়ের সুখ ভোগ ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, "স্ত্রী ভাগ্যে ধন" হয়, উপস্থিত যে ধনাভাব সে তাঁহারই অদৃষ্ট বশতঃ ঘটিয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পিত্রালয়ে যান নাই। কারণ, তিনি জানিতেন যে এসময়ে যাইলে সমাদর পাইবেন না, পতির মুখ হেঁট হইবে, পতি নিন্দা সতীর সহ্য হইবে না, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পিত্রালয়ে যান নাই। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে যাওয়া মহাপাপের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, সেই তাহার বড়মানুষ পিতামাতা ও আত্মীয় বন্ধু সকল থাকিলেও তিনি তাঁহাদের নিকট গমন করেন নাই, স্বামীকে লইয়া দুঃখেও সুখবোধ করিয়া আছেন। পাছে স্বামীর মনে কষ্ট হয় এজন্য তিনি কখনও স্বামীকে কোন কথা বলেন নাই। স্বামী যা করেন তাই তাঁহার শিরোধার্য্য। তিনি মনে মনে জানিতেন যে স্বামীর মনে যথেষ্ট কষ্ট হইতেছে কিন্তু কি করিবেন কষ্টের কথা উল্লেখ করিতে গেলে কি হইতে কি হয় এই ভাবিয়া

প্রফুল্লময়ী কিছুই বলিতেন না স্বামীর উপরেই নির্ভর ছিল তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

প্রফুল্লময়ী স্বামীর বিষন্ন বদন দেখিয়া বলিলেন—আপনি এত চিন্তিত কেন? অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, সুখের সময় সুখ হয় দুঃখের সময় দুঃখ হয় তাহাতে আর কথা কি আছে। সংসারের নিয়মই এই যে—

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে ॥ ৬২ ॥

১১৩ অ, গঃ পুঃ।

সুখ ভোগের অবসান হইলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুঃখের শেষ হইলে সুখভোগ হয়। মনুষ্যের সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে।

অতএব ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখিবেন তখন সেই অবস্থায় থাকিতে হইবে। আমি শুনিয়াছি মহাত্মাগণ এই কথা বলেন যে—

বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা,
সদসি বাকপটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ,
প্রকৃতি সিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্॥ ৯ ॥

নীতি শতকম্।

বিপদ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য, অভ্যুদয় কার্য্যে সহ্য গুণ, সভা মধ্যে মিষ্টবাক্য প্রয়োগ, যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ, যশস্কর কার্য্যে বাসনা এবং শাস্ত্র চর্চ্চায় আশক্তি এইগুলি মহাত্মাদিগের স্বভাব সিদ্ধ গুণ।

আবির্ভাব তিরোভাব ভাগিনো ভব ভাগিনঃ।
জনন্ত্য স্থিরতাং যান্তি সাপ দেনে চ সম্পদঃ॥

যোগ বাশিষ্ঠ।

কি বিপদ কি এম্পদ সকলই পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, কখনই একরূপে চিরদিন স্থির থাকে না।

ক্ষণমৈশ্বর্য্য মায়াতি ক্ষণমেতি দরিদ্রতাং।
ক্ষণং বিগত রোগত্বং ক্ষণমাগত রোগতাং॥

যোগ বাশিষ্ঠ।

ইহলোকে মনুষ্যগণ ক্ষণকাল মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষণকাল মধ্যে দরিদ্র হয় এবং ক্ষণকাল মধ্যে রোগ হীন ও ক্ষণকাল মধ্যে রুগ্ন হয়।

অতএব ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখিবেন তখন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আপনি বৃথা চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইবেন না। ভগবান আমাদের হাত দিয়াছেন, পা দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন, হিতাহিত জ্ঞান দিয়াছেন, কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন তখন আমরা দরিদ্র কিসে? এই বুদ্ধি বলে এত ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং এই বুদ্ধিবলেই সর্ব্বশান্ত হইয়াছেন, আবার এই বুদ্ধিবলে সেই ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন হইতে পারে ইহাই সংসারের খেলা, সংসারে এইরূপই হইয়া থাকে সেজন্য আপনার এত চিন্তা কেন? চেষ্টা করুন আবার সকলই হইবে সেজন্য দুঃখ কিসের? সাধ্যমত আমাদের নিজের সন্তোষের জন্য চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। সংসারের রীতি অনুসারে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, উহা লোকে নিন্দনীয়, যাহা লোকে নিন্দনীয় তাহাতে নিশ্চয়ই ক্রটী আছে আর যাহা লোকে প্রশংসনীয় তাহাতে নিশ্চয়ই কোন না কোন রূপ সার বত্তা আছে। আমি স্ত্রীলোক আমার কোন জ্ঞান নাই তবে মোটামুটী যাহা বুঝি তাহাই বলিলাম। এক্ষণে আমার পরামর্শ এই যে, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে তথাপি চেষ্টা করা উচিত। সর্ব্বদা বিষণ্ণ ভাবে না থাকিয়া চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া আপাততঃ কোন উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকিতে কি দোষ? অর্থাৎ চাকরি করিলে কি দোষ?

স্ত্রী চাকরি করিবার কথা বলাতে চন্দ্রনাথ মস্তক নত করিলেন এবং মনে ভাবিলেন ইহাপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। কারণ,—

এতাব জ্জন্ম সাফল্যং যদনায়ত্ত বৃত্তি তা।
যে পরাধীনতাং যাতাস্তেবে জীবন্তিকে মৃতাঃ॥ ২০॥

মু হিতোপদেশ।

পরের অধীন না হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাই এই জন্মের সার্থকতা, যে পরাধীন সে যদি জীবিত তবে মৃত কে?

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখয়োঃ ॥

মহাভারত ॥

পরবশ সকলই দুঃখের কারণ, এবং আত্মবশ সকলই সুখের কারণ॥ সংক্ষেপে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে।

বিক্রীতং নিজমাত্মানং বস্ত্রৈঃ সংস্ক্রুতে জড়।
পরেভ্য স্বশরীরস্য কোবা ভূষাং বিতন্যতে ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্টান্ত শতকম্।

মূর্খ ব্যক্তিরাই দাসত্বে শরীর বিক্রয় করিয়া বস্ত্র দ্বারা আবার সেই শরীর শোভিত করিয়া থাকে, নচেৎ পরের জন্য কে আপনার শরীরের বেশ ভূষা করে ?

অবুধৈরর্থ লাভায় পণ্যস্ত্রীভিরিব স্বয়ং।
আত্মা সংস্কৃত্য কৃত্য পরোপকরণী কৃতঃ ॥ ২২ ॥

সু হিতোপদেশ।

পণ্য স্ত্রী (বেশ্যা) যেমন ধন লোভেচ্ছায় বেশ বিন্যাস করিয়া আপনার শরীরকে পরের উপভোগ্য করিয়া তুলে, তেমনি মূঢ় লোক ধন লাভের নিমিত্ত নানা প্রকারে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া পরের উপভোগার্থে নিয়োজিত করে।

আর্জ্জিতং স্বেন বীর্য্যেণ নাপ্য পাশ্রিত্য কঞ্চন।
ফলং শাক মপিশ্রেয়ো ভোক্তুংহ্যকৃপণং গৃহে ॥
পরস্যতু গৃহে ভোক্তুঃ পরিভূতস্য নিত্যশঃ।
সুমিষ্ট মপি ন শ্রেয়ো বিকল্পোহয় মতঃ সতাং ॥

বনপর্ব্ব মহাভারত ॥

আপন ক্ষমতায় উপার্জ্জন করিয়া নিজ গৃহে ফল শাক দ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাহাও শ্রেয়ঃ তথাপি পরগৃহে প্রত্যহ তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করা কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে।

অবশেষে অদৃষ্টে এই ছিল যে পরের চাকর হইতে হইবে এবং তুমিও ইহা ইচ্ছা করিলে ? প্রফুল্লময়ী বলিলেন—

সুখ দুঃখ দ্বয়োর্মধ্যে যোঽপি যত্র বিরাজতে।
তেঽপি তত্রাচরেৎ প্রাজ্ঞ অন্যথা বিষমো ভবেৎ॥

উদ্ভট।

সুখ এবং দুঃখ এই দুয়ের মধ্যে যে যখন যেথানে (সংসারে) বিরাজমান হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তখন সেইস্থানে, তাহারই অনুসরণ করিয়া আচরণ করেন। তাহার অন্যথা হইলে দুঃখ প্রাপ্তি হয়।

সুখমপাতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখনি চ সুখানি চ॥ ১৮২॥

মিঃ হিতোপদেশ।

সুখের সময় সুখ সেবন এবং দুঃখের সময় দুঃখ উপভোগ করিবে। ইহ-সংসারে সকলেরই সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় অবিরত ঘুরিতেছে, অর্থাৎ দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ হইয়া থাকে।

অতএব আমি আপনাকে চাকুরি করিতে বলিয়া কোন অপকর্ম্ম করি নাই আপনি বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন।

চন্দ্রনাথ বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্বীকার করিলেন যে চাকরি করিব। কিন্তু কোথায় চাকরি করিব এবং কাহার চাকরি করিব তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলেন।

প্রফুল্লময়ী চন্দ্রনাথের দিকে তাকাইয়াছিলেন, বুঝিলেন যে চন্দ্রনাথ কি ভাবিতেছেন, প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? চন্দ্রনাথ বলিলেন আমি চিন্তা আর কি করিব, চাকরি করিব কি না তাহাই ভাবিতেছি। তুমি কি বল? সত্য করিয়া বল দেখি। চাকরি করা কি ভাল? পরের দাসত্ব স্বীকার করা পাপকার্য্য বলিয়া আমি ঘৃণা করি কারণ—

মৌনান্মূর্খঃ প্রবচন পটুর্বাতুলো জল্পকো বা।
ক্ষান্ত্যা ভীরুর্যদি ন সহতে প্রায়শো নাভিজাতঃ॥
ধৃষ্টঃ পার্শ্বে বসতি নিয়তং দূরতশ্চা প্রাগল্ভঃ।
সেবা ধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ॥ ২৫॥

সুঃ হিতোপদেশ।

যদি মৌন হইয়া থাকে তাহা হইলে মূর্খ বলিবে, যদি বেশি কথা কয় তাহা-

হইলে হয় পাগল না হয় বাচাল' বলিবে, যদি অপমান সহ্য করে তা হইলে বলিবে এ ভীরু না সহিলে বলিবে এ নীচের সন্তান, নিকটে থাকিলে বলিবে ধৃষ্ট, তফাতে থাকিলে অকর্ম্মণ্য বলিবে, অতএব পরসেবা কি বিষম দায় যোগীরাও ইহার তত্ত্ব খুঁজিয়া পায় না।

প্রফুল্লময়ী বলিলেন—চাকরি যে করিতেই হইবে এমন কথা আমি বলি না তবে কিনা যখন যেমন সময় তখন তেমনি চলিতে হয়। যথা—

ক্বচিদ্ভূমৌ শয্যা ক্বচিদপি চ পর্য্যঙ্ক শয়নং।
ক্বচিচ্ছাকাহারী ক্বচি দপি চ শাল্যোদন রুচি।
ক্বচিৎ কন্থাধারী ক্বচিদপি চ দিব্যাম্বর ধরো,
মনস্বী কার্য্যার্থী গণয়তি নদুঃখং ন চ সুখং॥

কখনও বা ভূমিতে শয়ন করিতে হয়, কখনও বা পালঙ্কে শয়ন করিতে হয়, কখন বা শাক আহার করিতে হয়, কখনও বা শালী অন্ন ভোজন করিতে হয়, কখনও বা কন্থা ধারণ করিতে হয়, কখনও বা দিব্য বস্ত্র শাল দোশালা ব্যবহার করিতে হয় সংসারে এই রূপই হইয়া থাকে। মনস্বী ব্যক্তি এরূপ সুখ দুঃখ গণনা করেন না।

যখন মহাত্মাগণের এরূপ বচন রহিয়াছে তখন যাহা আপনার ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করুন। উপস্থিত অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া চাকরি করিতে বলিতেছি। এতদিন ত বলি নাই এক্ষণে উপায় নাই কি করিবেন? যখন যেমন সময় তখন তেমনি করিতে হয়।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—কোথায় এবং কাহার চাকরি করিব বলিয়া দিতে পার?

প্র। আমি স্ত্রীলোক কি বলিব আপনি মনে বুঝে দেখুন।

চ। তবু বল না, তোমার মুখ থেকে আগে শুনি।

প্র। দেখুন! আপনার চাকরি যে সে স্থানে হইবে না, যে আপনার ভরণ-পোষণ করিতে পারিবে এমন স্থানে চাকরি করিতে হইবে।

চ। এমন স্থান কোথায় পাইব?

প্র। কেন নবাব বহাদুরের সংসারে, তদ্ভিন্ন আর আপনাকে কে চাকরি দিতে সমর্থ হইবে।?

চ। হাঁ তাহা ঠাউরেছ ভাল, মন্দ নয়, আচ্ছা তাহাই করিব। চন্দ্রনাথের সহিত নবাব বাহাদুরের পরিচয় ছিল। সেই ভরসায় নবাব বাহাদুরের নিকট যাইব স্বীকৃত হইলেন। এমন দুর্দ্দশার সময় চাকরির জন্য নবাবের কাছে যাইতে হইবে এই ভাবিয়া শঙ্কিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মনুষ্য জাতৌ তুল্যায়াং ভৃত্যত্ব মতি গর্হিতম্।
প্রথমো যো ন তত্রাপি সকিং জীবৎস্বগণ্যতে ॥ ৩৭ ॥

স্থ, হিতোপদেশ।

মনুষ্যজাতি সকলেই সমান কিন্তু পর-সেবা কার্য্য অতিশয় গর্হিত। তার মধ্যে আবার যার প্রাধান্য নাই তাহার জীবনে মরণ সমান। এরূপ স্থলে পর-সেবা অতিশয় ঘৃণিত।

কিন্তু কি করিবেন—ইহাপেক্ষা ভাল উপায় আর তৎকালীন ছিল না। চন্দ্রনাথ মনস্থির করিলেন যে, নবাব সংসারে চাকরি করিবেন। কিন্তু চাকরির দুর্গতি এই যে—

এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মৌনং সমাচর।
এবমাশাগ্রহ গ্রস্তৈঃ ক্রীড়ন্তি ধনিনোঽর্থিভিঃ ॥ ২১ ॥

স্থ, হিতোপদেশ।

এখানে এস, ওখানে যাও, শীঘ্র যাও, বল, চুপ কর, এই সকল কথা বলিয়া ধনীরা অর্থীর প্রতি সর্ব্বদা সম্বোধনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার করে সুতরাং আশার কুগ্রহে এইরূপ পুরস্কার পাইতে হয়

শীতবাতাতপ ক্লেশান্ সহন্তে যান্ পরাশ্রিতাঃ।
তদর্দ্ধেনাপি মেধাবী তপস্তপ্ত্বা সুখী ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

স্থ, হিতোপদেশ।

লোকে পরের দাসত্ব মাথায় করিয়া শীত, ঝড়ে জলে, যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, যদি তাহার অর্দ্ধেক ক্লেশ তপস্যায় দেয় তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হয়।

প্রণমত্যুন্নতি হেতোর্জীবিতহেতো প্রাণান্।
দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়াঃ সেবকাদন্যঃ ॥২৪॥

সু, হিতোপদেশ।

আপনার উন্নতির জন্য পরকে প্রণাম করে, পরের রক্ষা হেতু নিজ প্রাণকে উৎসর্গ করে পরকে সুখ দিবার জন্য নিজে দুঃখ মেহনত করে, সুতরাং ভৃত্যের তুল্য অভাগা মূঢ় জীব আর কে আছে ?

অর্থ প্রিয় ব্যক্তিরা আত্ম সম্মান জানে না, মান অপমান জ্ঞান নাই, প্রভু দশটা অপমানের কথা বলিলে অনায়াসে সহ্য করে, শরীর অসুস্থ হইলে বলিবার যো নাই, পাছে মনিব রাগ করে, একটা অসঙ্গত কার্য্য দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়, প্রভুর মূর্খতা দেখাইয়া দিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না। অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ এইরূপ অপ্রিয়তা অনায়াসে সহ্য করে। তাহারা বলে—

জাতির্যাতু রসাতলং গুণগণ স্তস্যাপধো গচ্ছতাং।
শীলং শৈল তটাৎ পতত্বভিজনঃ সন্দহ্যতাং বহ্নিনা॥
শৌর্য্যে বৈরিণি বজ্রমাশু পততুত্বর্থহস্তু ন কেবলং।
যেনৈ কেন বিনা গুণা স্তৃণ লব প্রায়াঃ সমস্তাইমে ॥২৪॥

নীতি শতকম্।

আমাদের জাতি রসাতলে যাউক, গুণরাশি অধঃপাতে নিমগ্ন হউক, সুশীলতা শৈল শৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া চূর্ণ হউক, কুলগৌরব অগ্নিতে দগ্ধ হউক এবং শৌর্য্য বীর্য্যরূপ শত্রুর মস্তকে শীঘ্র বজ্রপাত হউক, আমরা এ সকল চাই না, কেবল অর্থ চাই, কেন না ঐ একটী ব্যতিরেকে উক্ত সমস্ত গুণরাশি তৃণকণার ন্যায় হইয়া যায়।

ত্যজন্তি মিত্রাণি ধনৈর্ব্বিহীনং,
দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ সুহৃজ্জনাশ্চ।
তং চার্থবন্তং পুনরাশ্রয়ন্তে,
হ্যর্থো হি লোকে পুরুষস্য বন্ধুঃ॥

বৃহৎ চাণক্য।

মিত্র, স্ত্রী, সেবক এবং বন্ধু ইহারা ধনহীন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে কিন্তু ঐ ব্যক্তির ধন হইলে পুনর্ব্বার আশ্রয় করে; অতএব ধনই লোকের বন্ধু।

চাকরি ও অর্থ সম্বন্ধে এইরূপ গাঢ় চিন্তা করিয়া চন্দ্রনাথ অবশেষে স্থির করিলেন যে নবাব সংসারে চাকরি করিবেন। সবই ঠিক ঠাক হইল চন্দ্রনাথ মুরশিদাবাদের নবাব বাটীতে যাইবেন। স্বামী বিদায় হইবার সময় প্রফুল্লময়ী মঙ্গলাচরণ করিলেন, মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করিলেন এবং আশ্বাস বাক্য দিয়া বলিলেন যে, যেরূপ সংবাদ হইবে লিখিয়া পাঠাইবেন আমি পথের দিকে চাহিয়া থাকিলাম।

চন্দ্রনাথ মুরশিদাবাদে নবাব বাটীতে পৌছিবা মাত্র বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। নবাব বাহাদুরের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, অনেক বিষয় কথোপকথনানন্তর চন্দ্রনাথ আপনার দুরদৃষ্টের কথা জ্ঞাপন করিলেন। নবাব বাহাদুর আদ্যোপান্ত সমস্ত জ্ঞাত হইয়া চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্রনাথ! তুমি বড় অদৃষ্টবাদী লোক, তুমি কি যথার্থই অদৃষ্ট মানিয়া চল? আজ্ঞা কতকটা মানি বৈ কি। নবাব সাহেব বলিলেন—"কতক মানি কতক মানিনা এ কথার কোন অর্থ নাই কারণ, বিশ্বাস ভূমিগত বিষয়ের আর কতক মতক চলে না। মানিলেই বিশ্বাস করা হইল এবং না মানিলে অবিশ্বাস করা হইল। একটী বিচারের উপর বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এই দুইটী আরোপ করিলে সন্দেহ বুঝাইল, সন্দেহ হইলেই তাহা স্থির নিশ্চয় হইল না, স্থির না হইলেই তাহা কিছুই হইল না অতএব তুমি অদৃষ্ট মাননা ইহাই বুঝাইল।" চন্দ্রনাথ অবশ্য বুঝিলেন এবং বলিলেন আমি সংসার চক্রের বিষয় যতদুর অবগত হইয়াছি এবং নিজে ভুগিয়াছি তাহাতেই বলিতে পারি বা বলিতে সাহস করি যে আমি অদৃষ্ট মানি। নবাব সাহেব বলিলেন "তুমি যাহা বলিলে তাহা কি প্রকৃত সত্য না ভয়ে ভয়ে বলিতেছ?" আজ্ঞা না আপনার নিকট অবশ্য আমার ভয়েব কারণ কিছুই নাই আমি প্রকৃতই আমার নিজের পরিদর্শন হইতেই বলিতেছি যে আমি অদৃষ্ট মানি। নবাব সাহেব বলিলেন দেখো কথা যেন ঠিক থাকে, বেচাল না হয়, আমি তোমায় বলিতেছি যে, যদি তুমি অদৃষ্ট মান তবে তোমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা অবশ্য ঘটিবে কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না এবং তোমার অদৃষ্ট জন্য তুমি শুভাশুভ ফল ভোগ করিবে। কেমন একথা ঠিক কি না?

চন্দ্রনাথ বলিলেন—আজ্ঞা হাঁ আপনি যাহা বলিলেন তাহা ঠিক ইহা স্বীকার করিলাম।

নবাব সাহেব বলিলেন তবে তোমাকে একটী কথা বলি তাহা হইলেই

অদৃষ্টবাদের সার বস্তু বুঝিতে পারিবে। আমি তোমাকে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যদি তুমি উত্তর করিতে পার তাহলে আমি তোমাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিব ও পাঁচ হাজার বিঘা লাখরাজ জমি দিব ও মাসিক দুইশত টাকা বেতন দিব তুমি আমার সংসারে কার্য্য করিবে এই তিনটী প্রশ্নের তিনটী পুরস্কার পাইবে আর যদি না উত্তর করিতে পার তবে তোমার মস্তক ছেদন করিব, যদি তুমি তোমার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এই সংকল্পে স্বীকৃত হও তবে দেখ। বিশেষ বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবে।

চন্দ্রনাথ ভাবিলেন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা অখণ্ডনীয় এবং পূর্ব্বে গণৎকার আমাকে বলিয়া গিয়াছে যে তোমার পুনরায় ঐশ্বর্য্যাদি হইবে, তাহার সূচনা ত এইস্থলে দেখিতে পাইতেছি যদি ইহা ছাড়িয়া দিই তাহলে ভাল হইবার লক্ষণ ত আর দেখিতে পাই না তবে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মস্তক দিতে হইতেছে, এরূপ দারিদ্রতায় কষ্টে জীবন যাপনাপেক্ষা মস্তক দেওয়াই ভাল। পাঁচ হাজার টাকা নগদ, পাঁচ হাজার বিঘা জমী ও দুইশত টাকা মাসিক বেতন, ইহা কম প্রলোভনের বিষয় নহে। লোভই মানবকে শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় কারণ—শাস্ত্রে আছে—

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণং ॥ ২৬ ॥

মিঃ হিতোপদেশ।

লোভ হইতেই ক্রোধ উৎপন্ন হয়, লোভ হইতে কাম (বাসনা শুভাশুভ ইচ্ছা) জন্মে লোভ হইতে মোহ ও বিনাশ হয় অতএব লোভই পাপের কারণ। * ॥

অপিচ।

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাং।
তৃষ্ণার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥

হিতোদদেশ।

লোভ দ্বারা বুদ্ধি বিচলিত যয় লোভ দ্বারা তৃষ্ণা (আকাঙ্ক্ষা) জন্মে, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

---

* পাপের বাপের নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন না। সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, পাপের বাপের নাম—"লোভ"

যাহাই হউক প্রাণ যায় যাবে কি করিব, প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলে ত পুরস্কার পাইব, তিনটা প্রশ্নের মধ্যে যদি একটাও উত্তর করিতে পারি তাহাহইলে মস্তকচ্ছেদন হইবে না ইহা স্থির আর দুইটী প্রশ্নের উত্তর না পারিলে না হয় কিছুই পাইব না, মস্তক ত বাঁচিবে তবে স্বীকার হওয়া যাউক। চন্দ্রনাথ অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—আজ্ঞা আমি মন স্থির করিয়াছি আপনি প্রশ্ন করুন।

নবাব সাহেব...১ম প্রশ্ন—জগতে এমত কি আছে যে যাহা বাড়ে তা কমে না।

২য় প্রশ্ন—যাহা কমে তা বাড়ে না। ৩য় প্রশ্ন—যাহা কমেও না বাড়েও না।

প্রশ্ন শুনিয়া চন্দ্রনাথের চক্ষুস্থির। চন্দ্রনাথের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ অন্ধকার দেখিলেন ভাবিলেন ওঃ—

একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তম্
গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে
ছিদ্রেষ্বনার্থা বহুলী ভবন্তি॥

মিঃ, হিতোপদেশ।

এক প্রকার সিন্ধু সম দুঃখের অবসান হইতে না হইতে অন্য প্রকার দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল, জগতের গতি কি বিচিত্র, দুঃখের সহিতই দুঃখের মিলন হয়।

আমি দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য নবাব সাহেবের কাছে আসিয়াছি, কিন্তু এখানে আসিয়া অন্য বিপদ এই হইল যে আমার জীবনটী গেল, সে বিপদ বরং ভাল ছিল যে ভিক্ষা করিয়া খাইলেও জীবন বাঁচিত, কিন্তু এ বিপদে আর রক্ষা নাই। স্ত্রীর কথা শুনিয়া আমার এস্থলে আসা ভাল হয় নাই। এজন্য শাস্ত্রে বলে, যে স্ত্রীলোকের কথা শুনিতে নাই—

আত্ম বুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী॥

নিজের বুদ্ধিশুভকারি, গুরুদেবের বুদ্ধি বিশেষতঃ অর্থাৎ শুভ হইতে পারে আর পরবুদ্ধি কেবল বিনাশের জন্য হয় অধিকন্তু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রলয়কারী হয়।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, তখন নবাব সাহেবের নিকট সময় প্রার্থনা করিলেন। নবাব সাহেব সাত দিনের মেয়াদ দিলেন এবং থাকিবার জন্য উত্তম স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন লোক বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। নজরবন্দী থাকিবার জন্য পাহারা নিয়োজিত হইল। কারণ, পাছে অন্য কাহারও সহিত পরামর্শ করে কিম্বা কাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কিম্বা কেহ কিছু বলিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় দুই একদিন থাকিয়া তৃতীয় দিবসে যখন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না তখন মনের ভিতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন ভাবিতে লাগিলেন হায় হায় আমি কি কুকার্য্যই করিলাম, স্ত্রীর বুদ্ধিতে আপনার প্রাণ হারাইলাম। না, স্ত্রীর বুদ্ধি কেন বলি নবাব সাহেব আমাকে বিশিষ্টরূপ বুঝাইয়া তবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহা আমারই অদৃষ্টের দোষ * তাহা না হইলে আমি বিশিষ্টরূপ বুঝিয়া তবে স্বীকার করিলাম কেন? এক্ষণে উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর ত আমার দ্বারা সিদ্ধ হইবার নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পঞ্চম দিবস গত হইল। ষষ্ঠ দিবস প্রাতে চন্দ্রনাথ মনে মনে স্থির করিলেন যে, প্রশ্নের উত্তর হতো হইবে না শেষে মুসলমান হত্যাকারীর হস্তে আমার প্রাণ যাইবে তাহাপেক্ষা নিজেই প্রাণত্যাগ করা ভাল। কিন্তু কি উপায়ে প্রাণ বাহির

---

*"তুমি যাবে বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে"। যথা—

খল্বাটো দিবসেশ্বরস্য কিরণৈঃ সন্তাপিতে মস্তকে,
বাঞ্ছন্ দেশমনাতপং বিধিবশাদ্বিল্বস্য মূলং গতঃ।
তত্রাপ্যস্য মহাফলেন পততা ভগ্নং সশব্দং শিরঃ,
প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগ্য রহিত স্তত্রৈব যান্ত্যা পদঃ॥ ৪৪॥

নীতি শতকং।

কোন খল্বাট অর্থাৎ নিষ্কেশ ব্যক্তি (টাকওয়ালা) প্রচণ্ড দিনকর কিরণে মস্তক সন্তাপিত হওয়ায় অনাতপ স্থান বাঞ্ছা করিতে করিতে দৈব বশতঃ একটী বিল্ববৃক্ষ দেখিয়া তাহার মূল প্রদেশে গমন করিল, কিন্তু হায়! (আতপ তাপ, আর কি, তাপের বিষয় ছিল!) তথায় বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে এক প্রকাণ্ড বিল্বফল পতনে সশব্দে তাহার সেই মস্তকটী ভগ্ন হইয়া গেল। অতএব (ইহাই নিশ্চয় জানিও) ভাগ্য রহিত ব্যক্তি যে স্থলেই যাউক না কেন আপদ সকলও প্রায়ই সেই স্থলে তাহার পশ্চাৎগামী হইয়া থাকে। ৪৪॥

করি। উদ্বন্ধনের দ্বারা ত্যাগ করিব না, হইবে না, পাহারা আছে। তবে কি করি। অনেক ভাবনার পর স্থির করিলেন যে মরিবার সময় একবার জগৎ স্রষ্টা জগজ্জননী জগদম্বার আরাধনা করিয়া জলে জীবন ত্যাগ করিব। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া প্রহরিকে বলিলেন যে, দেখ আমার ডুব দিয়া স্নান করা অভ্যাস পাঁচ ছয় দিন ডুব দিয়া স্নান না করাতে শরীর বড় অবসন্ন করিয়াছে অতএব আজ আমি নবাব সাহেবের বাগানের পুষ্করণীতে স্নান করিতে যাইব। প্রহরি ভিতরের কথা কি জানিবে বলিল আচ্ছা তাহাই করুন। চন্দ্রনাথ প্রহরিকে সঙ্গে লইয়া নবাব বাগানে পুষ্কর্ণীতে স্নান করিতে চলিলেন।

নবাব সাহেবের বাগানের পুষ্কর্ণীর জল অতি চমৎকার অনেকানেক দূর পল্লী হইতে গৃহস্থের বৌ ঝি সমস্ত ঐ পুষ্কর্ণীর পানীয় জল প্রত্যহই লইয়া যায়। এবং ঐ বাগানে আসিয়া অনেকে অনেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া পরস্পর আনন্দ করে, দূর পল্লিস্থ স্ত্রীলোকেরা সকাল সকাল আসিয়া বন্ধু বাটীতে বিশ্রাম করে এবং সন্ধ্যাবেলা নবাব বাগান হইতে জল লইয়া বাটী যায়, প্রত্যহই এইরূপ হয়। উক্ত দিবসে কুলবধুগণ কক্ষে কুম্ভ করিয়া পুষ্কর্ণী তটে আসিয়া দেখিলেন যে এক যুবা পুরুষ ধ্যান নিমিলিত নেত্রে ঘাটের চাতালের উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন আছেন। তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে না পারায় কুলবধুগণ ফিরিয়া আসিতে লাগিল এবং পল্লীস্থ বন্ধু বাটীতে বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার জল আনিতে যাইয়া দেখিল যুবাপুরুষ তখনও উক্ত অবস্থায় বসিয়া আছে। এইরূপ দুই তিনবার হওয়াতে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিলেন যে তোমরা জল পাইতেছ না আইস আমার সহিত আইস এই বলিয়া ২৫।৩০ জন মেয়ে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধা চলিল।

চন্দ্রনাথ স্নানাদি সমাপন করিয়া পুষ্প চয়ন করিলেন এবং ঘাটের চাতালের উপর বসিয়া জগদম্বার পূজা পাঠাদি করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, এবং সঙ্কল্প থাকিল যে সন্ধ্যাগমে জলে জীবন পরিত্যাগ করিবেন, এজন্য যে পর্য্যন্ত না সন্ধ্যা হয় সেই পর্য্যন্ত ধ্যান * জপে নিমগ্ন থাকিলেন।

---

* চন্দ্রনাথ প্রার্থনা করিলেন মাতঃ!

দিনান্তে ত্বন্নাম গ্রহণ বলদর্পেণদমিতঃ,
কৃতান্তো ন ধ্যাতা হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতয়ঃ।

অপরাহ্নে বৃদ্ধা মেয়েগুলিকে সঙ্গে লইয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, শাস্ত্রি পাহারা রহিয়াছে এবং এক যুবক বসিয়া আছে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতা পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহাদের সাহস ও বাকচাতুর্য্য অতিশয় যুক্তি পূর্ণ, সুতরাং ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নির্ভয়ে ঘাটের চাতালের উপর আসিয়া পৌছিল এবং চন্দ্রনাথের প্রতি অনিমিষ নয়নে খানিক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চিৎকার করিয়া বলিল কেও চন্দ্র! অমনি চন্দ্রনাথের ধ্যান ভঙ্গ হইল, চন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, তখন বৃদ্ধা বলিল চন্দ্র! তুমি এখানে এরূপ অবস্থায় কেন? চন্দ্রনাথ বলিল আপনি কে? আমি চিনিতে পারিতেছি না। বৃদ্ধা বলিল তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না আমি তোমার জ্যেষ্ঠা ভগি ভগবতী। চন্দ্রনাথ বলিলেন না না আমি চিনিতে পারিতেছি না।

বৃদ্ধা বলিল আমি তোমার পিশিমাতার কন্যা। তখন চন্দ্রনাথ বলিলেন আচ্ছা হাঁ এইবার চিনিয়াছি। আপনি এস্থানে কিরূপে আসিলেন বৃদ্ধা কহিল এইত একটুক্ আগে আমার বাটী তুমি সব ভুলিয়াগিয়াছ? আজ্ঞা হাঁ

ইদানীঞ্চেন্মাতঃ ক্ষিপসি শমনাগ্রে বদতদা,
নিরালম্বো লম্বোদর জননি যামি শরণং॥

হে মাতঃ! তোমার নাম গ্রহণ রূপ বলদর্প দ্বারা আমা কর্ত্তৃক কৃতান্ত দমিত হইয়াছে। এবং আমা কর্ত্তৃক হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ চিন্তান্বিত হন না। হে লম্বোদর জননী! সম্প্রতি আমাকে যদি তুমি শমনের আশ্রয়ে ক্ষেপণ কর, তাহা হইলে অবলম্বন শূন্য যে আমি আর কার শরণাপন্ন হইব।

তবাজ্ঞা দাসোঽহং ভগবতি শিবে রাজতনয়ে,
সদা গর্ব্বৈরেতৈ স্তৃণ বদতি বিশ্বং ন গণিতং।
ইদানী মন্যেষাং যদি বিপদি যাস্যামি শরণং,
তবাপীয়ং লজ্জা শরণাগত বালস্য মম ন॥

হে ভগবতি মঙ্গলদায়িনী গিরীন্দ্র নন্দিনী মাতঃ! আমি তোমার দাস এই গর্ব্বেতে সর্ব্বদা অতি বিশাল বিশ্বকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করি। সম্প্রতি বর্ত্তমান বিপদে যদি আমাকে অন্যের শরণাপন্ন হইতে হয়, সেই লজ্জা তোমার শরণাগত বালক যে আমি আমার সে লজ্জা নহে। ইহাতে দেবীর আসন টলিল।

আমাতে আর আমি নাই। বৃদ্ধা বলিল কেন কি হইয়াছে? চন্দ্রনাথ বলিলেন সে কথা আর আপনার শুনিয়া কিছু ফল হইবে না। এই দেখুন প্রহরী সম্থানে খাড়া রহিয়াছে। বৃদ্ধা কহিল কি ব্যাপার ঘটিয়াছে বল আমি এই মাত্র স্বপন দেখিয়াছি, যে চন্দ্রনাথের বড়ই বিপদ হইয়াছে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া যেন আমাকে বলিয়া গেল যে চন্দ্রনাথের বড় বিপদ অতএব তুমি শীঘ্র যাও এবং তাহাকে রক্ষা কর। আমি আগামী কল্য তোমার বাড়ী যাইবার জন্য সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, তোমার সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ হইয়া গেল এক্ষণে বল কি ব্যাপার ঘটিয়াছে। তখন চন্দ্রনাথ গোড়া হইতে সমস্ত ব্যাপার সব খুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধা অশ্রুপাত করিতে লাগিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে নবাব কি জিজ্ঞাসা করিয়াছে বল। চন্দ্রনাথ বলিলেন নবাব তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রথম প্রশ্ন এই যে,—"যাহা বাড়ে তাহা কমে না জগতে এমন কি আছে" দ্বিতীয়—"যাহা কমে তাহা আর বাড়ে না, এরূপ জগতে কি আছে" তৃতীয়?-যাহা কমেও না বাড়েওনা এরূপ জগতে কি আছে? বৃদ্ধা প্রশ্ন শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিল এবং বলিল যে এই সামন্য প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেছনা ইহাত সকলেই পারে। ইহার জন্য তুমি চিন্তিত হইও না আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। বৃদ্ধা তখন সাহস পাইয়া সঙ্গে যে সকল কুলবধুগণকে আনিয়াছিলেন তাহদিগকে বলিলেন তোমাদিগের কোন ভয় নাই সচ্ছন্দে জল লইয়া যাও। তখন কুলবধুগণ সানন্দে জল লইতে আরম্ভ করিল এবং বৃদ্ধা ও চন্দ্রনাথ কথোপকথন করিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বলিল দিদী আমি এখনি এই পুষ্করণীর জলে জীবন বিসর্জ্জন করিব, আমার আর দেরী সয় না। বৃদ্ধা বলিলেন তুমি পাগল হইয়াছ এই সামান্য প্রশ্নের জন্য জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে তবে আমাদের মনুষ্য জন্ম ধিক! কি এমন শক্ত প্রশ্ন যে সিদ্ধ করা যায় না, তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে তুমি ঠাণ্ডা হও আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর করিব। চন্দ্রনাথ বলিল আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে আপনি এই প্রশ্নের উত্তর করুন। বৃদ্ধা কহিল আচ্ছা তুমি সারাদিন কিছু খাও নাই তুমি প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিবে না। কিছু খাও পেট ঠাণ্ডা কর তবে বুঝিতে পারিবে। চন্দ্রনাথ বলিল আমার আর খাইবার সময় নাই বরং জীবন পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। হয় আপনি প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন না হয় আমাকে

মরিতে দিন। বৃদ্ধা কহিল তোমাকে মরিতে হইবে না, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর সিদ্ধ করিয়া দিব। তোমার প্রশ্নের উত্তর ত কাল দিতে হইবে এত ব্যাস্ত কেন? কিছু খাও এই বলিয়া যে সকল স্ত্রীলোক ঘাটে জল আনিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে বলিল যে ১বাটী দুগ্ধ ও কিছু মিষ্ট বাটী হইতে লইয়া আইস। মেয়েরা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। বৃদ্ধা চন্দ্রনাথকে বুঝাইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বলিল আমি কোন কথা এক্ষণে শুনিবার পাত্র নহে আগে আমার প্রশ্নের উত্তর করুন তবে আমার মাতা ঠিক হইবে। তখন বৃদ্ধা বলিল আচ্ছা বলিতেছি দেখ তোমার প্রথম প্রশ্ন—যাহা বাড়ে তাহা কমে না ইহার উত্তর "অপযশ"। একবার অপযশ হইলে উহা ক্রমে লোকের শ্রুতিগোচর হইতে থাকে এবং বাড়িয়া যায় উহা আর কমাইবার উপায় নাই।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন যাহা কমে তাহা বাড়ে না। ইহার উত্তর "মনুষ্যের পরমায়ু." উহা প্রতিদিন কমিতেছে উহা আর বাড়াইবার যো নাই রাত্রি প্রভাত হইলেই দিন কমিয়া গেল, গত দিনকে আর ফিরাইবার যো নাই।

তোমার তৃতীয় প্রশ্ন বাড়েও না কমেও না। ইহার উত্তর "মনুষ্যের অদৃষ্ট"। ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ঠিক হইবে তাহার একচুল কমও হইবে না একচুল বেশীও হইবে না। এই তোমার প্রশ্নের উত্তর।

ব্যসনানন্তরং সৌখ্যং স্বল্পমপ্যধিকং ভবেৎ।
কষায় রসমাস্বাদ্য স্বাদ্বতীবাম্বু বিন্দতে ॥ ২১ ॥

দৃষ্টান্ত শতকম্।

দুঃখের পর অত্যল্প মাত্র সুখ হইলেই অধিক বলিয়া বিবেচনা হয়, যেমন কষায় রস আস্বাদন করিলে, জল অতীব মিষ্ট বোধ হয়।

চন্দ্রনাথ প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এবং বৃদ্ধার পদধুলী দুই হস্তে লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া বলিলেন আমার দেহ ঠাণ্ডা হইল, আমি শান্তি পাইলাম। এইবার আমাকে খাইতে দেও আমি ৫দিন কিছু খাই নাই। তখন বৃদ্ধা সেই আনীত দুগ্ধ আম্র ও মিষ্টান্ন চন্দ্রনাথকে খাওয়াইলেন। চন্দ্রনাথের প্রাণ ধড়ে বসিল এবং কল্য প্রাতে যে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর করিতে পারিবেন এই আহ্লাদে তাঁহার মন একেবারে বিগলিত হইল।

তখন বলিয়া উঠিলেন মারে কৃষ্ণ রাখে কে এবং রাখে কৃষ্ণ মারে কে আমি মরিতে চাহিলে হবে কি আমার কাল উপস্থিত না হইলে কে মারে ?—

নাকালেম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃশর শতৈরপি।
ছিন্ন কুশাগ্র সংস্পৃষ্ট প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ১১ ॥

১৬৩ অ, অনুসা পর্ব্ব, মহাভারত।

শত শত শরেতে বিদ্ধ হইলেও কেহ অকালে মরে না। আবার কুশাগ্রেতে স্পৃষ্ট হইলে ও কালপ্রাপ্ত হইলে কখনও বাঁচে না।

চন্দ্রনাথ বৃদ্ধা ভগ্নীর সাক্ষাতে প্রশ্নের উত্তরগুলি অনেকবার আবৃত্তি করিলেন ভগ্নীকে বলিলেন যে এক্ষণে তবে আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে নবাব বাটীতে ফিরিয়া যাই কল্য প্রশ্নের উত্তর ঠিক হই [illegible] আপনার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিব এবং আহারাদি করিব। বৃদ্ধা বলিলেন আচ্ছা সেই ভাল কথা এক্ষণে প্রায় সন্ধ্যা হইল আমি চলিলাম চন্দ্রনাথ প্রণাম করিলেন এবং বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

চন্দ্রনাথ জগন্মাতা জগদম্বাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আনন্দ হৃদয়ে নবাব বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং সদানন্দ মনে ভাবিতে লাগিলেন যে কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি যাপন করিলেন, প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কতক্ষণে নবাব সাহেব ডাকাইয়া পাঠান। চন্দ্রনাথ সম্যকরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন।

মুরশীদাবাদের নবাবের ঐশ্বর্য্যের কথা আর কাহাকেও পরিচয় দিতে হইবে না। নবাব সাহেব আপন দরবার সমাপণ করিয়া চন্দ্রনাথকে ডাকাইলেন। চন্দ্রনাথ পরমাহ্লাদে দরবারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে প্রায় তাঁহার অপরিচিত লোক অতি কমই আছে। চন্দ্রনাথের অভ্যুদয় সময়ে সকলেই তাঁহাকে জানিত। সভাস্থলে উপস্থিত হইবা মাত্র সকলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল যে কি ব্যাপার চন্দ্রনাথ এস্থলে কিজন্য, লোকটা এক সময়ে বড় প্রতিপত্তি শালী লোক ছিল দুরদৃষ্ট বশতঃ সর্ব্বশান্ত হইয়াছে এক্ষণে দরবারে উপস্থিত, কোন দণ্ড বিধান হইবে না কি কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে না। দেখা যাউক কি হয়। সভাসদ্ লোকে এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমত সময়ে নবাব সাহেব চন্দ্রনাথকে সম্মুখে

আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্রনাথ! তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত হইয়াছে? চন্দ্রনাথ বলিলেন আজ্ঞা হাঁ হইয়াছে। আচ্ছা বল। চন্দ্রনাথ বলিলেন আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিল যাহা বাড়ে তাহা আর কমে না এই প্রশ্নের উত্তরে আমি এই স্থির করিয়াছি যে "মনুষ্যের যশাপযশ" একবার যশ বা অপযশ হইলে তাহা আর কমাইবার উপায় নাই কারণ যত লোক শুনিবে ততই বাড়িয়া যাইবে। নবাব সাহেব বলিলেন ঠিক্।

তখন চন্দ্রনাথ বলিলেন—

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম॥ ৪৯॥

মিত্র হিতোপদেশ।

এই মলাধার বিনশ্বর দেহ দিয়া নিত্য নির্ম্মল যশ যদি কেহ লাভ করে সেই ব্যক্তিই ইহ জগতে ভাগ্যবান হয় কারণ, তাহার আর কি লাভ না হইল। তাহার যশ চিরকালের জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে চলিল।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন যাহা কমে তাহা আর বাড়ে না ইহার উত্তর জীবের পরমায়ু। কারণ, জীবের পরমায়ু প্রতিদিন কমিয়া যাইতেছে বাড়িবার কথা ত দেখিতে পাই না। নবাব সাহেব বলিলেন "বাহবা বাহবা কেয়া বাত হায়"।

চন্দ্রনাথ বলিলেন।—

ব্রজন্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতাং যথা।
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানাং তথা রাত্র্যহনী সদা॥

শান্তিপর্ব্ব মহাভারত।

নদী সকলের স্রোত যে প্রকার বহিয়া যায় আর ফিরিয়া আইসে না, সেই প্রকার রাত্রি ও দিন মনুষ্যদিগের পরমায়ু লইয়া যায় (অর্থাৎ ক্ষয় করে), আর ফিরিয়া আইসে না।

আপনার তৃতীয় প্রশ্ন কমেও না বাড়েও না, ইহার উত্তর "জীবের অদৃষ্ট" অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কমেও না বাড়েও না, যাহা আছে তাহাই স্থির হয়। নবাব সাহেব বলিলেন—"বহুতাচ্ছা"।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয় মগদঃ কিং নপীয়তে ॥ ২৯ ॥

অব হিতোপদেশ।

যাহা না হবার তাহা কখনই হয় না, আর যাহা হইবার হয় কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না। অর্থাৎ যা হবার তা ঠিক হয় তাহার একটু কম বেশী হয় না। এই জ্ঞান সকল প্রকার চিন্তা বিষ নাশ করে, অতএব লোকে কেননা এই ঔষধ পান করে।

প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া সভাসদ্ সকলেই প্রশংসা করিল। নবাব সাহেব পূর্ব্ব স্বীকৃত দেয় বিষয় চন্দ্রনাথকে দিবার হুকুম দিলেন। চন্দ্রনাথ নগদ ৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০০০ বিঘা জমি জায়গীর পাইলেন। নবাব সাহেব বলিলেন চন্দ্রনাথ তুমি বাটী যাও এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমার দরবারে ফিরিয়া আসিবে। চন্দ্রনাথ নবাব সাহেবকে যথোপযুক্ত সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন।

চন্দ্রনাথ প্রথমতঃ ভগীর বাটী গমন করিলেন। তথায় যাইয়া ভগ্নীকে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক উক্ত ৫০০০ টাকা তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে রাখিলেন এবং বলিলেন দিদি! এ টাকা আপনার আমি যে জীবন লইয়া আসিতে পারিয়াছি ইহাই আমার যথেষ্ট, আমি টাকা চাই না। তখন বৃদ্ধা ভগ্নী বলিলেন চন্দ্রনাথ তুমি তোমার ভাগ্যক্রমে ঐ টাকা পাইয়াছ তাহা না হইলে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবার কোন কারণ ছিল না। চন্দ্রনাথ বলিলেন যাহা হউক টাকা আপনি লউন এই কথা বলিয়া বিশ্রাম ঘরে প্রবেশ করিলান। চন্দ্রনাথের ভগ্নী ভ্রাতার আহারের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে পাকাদি হইলে চন্দ্রনাথ আহারাদি করিবেন। প্রায় ৮।১০ দিন চন্দ্রনাথ আহার করেন নাই অদ্য আহারাদি করিয়া শরীর অলস বোধ হইতে লাগিল চন্দ্রনাথ নিদ্রিত হইলেন। চন্দ্রনাথের ভগ্নীও আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য প্রাতে চন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া আমি নিজে যাইব এবং ঐ টাকা উহার স্ত্রীর হাতে দিব। পরদিন প্রাতে তাহাই করিলেন। চন্দ্রনাথ বাটী যাইয়া স্ত্রী পুত্রাদির সহিত প্রিয় সম্ভাষণ করিলেন। সময়ান্তে সমস্ত

ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধা ভগ্নী বধু ঠাকুরাণীর হস্তে ৫০০০ টাকা অর্পণ করিয়া বলিলেন যে চন্দ্রকে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই টাকা তুমি রাখিয়া দাও। দুই এক দিবস তথায় থাকিয়া বৃদ্ধা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এক্ষণে চন্দ্রনাথ কি করিবেন নবাব বাটীতে চাকরিতে যাইবেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন। চাকর হওয়াপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি আর জগতে নাই। বিশেষতঃ নবাবের কাছে চাকরি কথায় কথায় গরদান নাও, আমার কত পুণ্য সঞ্চয় ছিল সেইজন্য এযাত্রা গরদান বাঁচিয়াছে পুনরায় আর গরদান দিতে যাইতে পারিব না। যদি চাকরিতে যাই তাহা হইলে কোন দিন না কোন দিন গরদান যাইবে, যদি চাকরিতে না যাই তাহা হইলেও ত গরদান যাইবে এক্ষণে কি উপায় করি। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় পড়িলেন। ভাবিলেন—

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।
বৃণতে হি বিমৃষ্য কারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পাদঃ॥

হঠাৎ কোন কর্ম্ম করা যুক্তি যুক্ত নয় কারণ, বিবেক শূন্য কর্ম্ম বিপত্তির কারণ হয়। যে ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে সম্পদ সেই ব্যক্তিকে সমাদরে ভজনা করে।

অতএব তিনি চাকরি করিবেন কি না ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, কর্ম্মে যাইবেন ইহাই স্থির হইল। নবাব বাটীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ভগবানের এমনি মহিমা যে ভক্তি সহকারে একান্ত মনে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি নিশ্চয়ই শুনিতে পান এজন্য শাস্ত্রে বলে—

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

চন্দ্রনাথকে আর কর্ম্মভোগ করিয়া নবাব বাটীতে যাইতে হইল না, তাঁহার পরয়ানা আসিল যে চাকরিতে যাইতে হইবে না কারণ, নবাব সাহেব চিন্তা করিয়াছিলেন যে আপদকালে মনুষ্যের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু চন্দ্রনাথ যে একেবারে ঠায় ঠিক বলিতে পারিল ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা। নবাব সাহেবের মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়াতে তিনি প্রহরিকে তলব করিলেন, প্রহরি নবাব সাহেবের নিকট সমস্ত বলিয়া ফেলিল। সেইজন্য নবাব

সাহেব বিচার করিলেন যে, যাহা দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা চন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়াছে তাহা আর ফিরাইয়া লইবার আবশ্যক নাই কারণ, যাহা উঁহার অদৃষ্টে ছিল তাহা পাইয়াছে। চাকরি এক্ষণে আমার হস্তে আছে তাহা আমি ইচ্ছা করিলে না দিতেও পারি, সুতরাং বরখাস্ত করাই ভাল। এজন্য তিনি চন্দ্রনাথকে কোন কথা না বলিয়া কিবল লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার আর চাকরিতে আসিবার আবশ্যক নাই। কারণ, তুমি যেজন্য চাকরির দাওয়া করিবে তাহা তোমার নাই। আমি সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছি। তুমি তিনটা প্রশ্নের অর্থ নিজে কর নাই। অন্য লোক মারফৎ করিয়াছ সুতরাং যাহা তোমাকে দিয়াছি তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে আর চাকরিতে কাজ নাই। তুমি আপনার অদৃষ্ট জন্য যাহা পাইয়াছ তাহা তোমাকে বঞ্চিত করিলাম না তুমি তাহা হইতে সমৃদ্ধি লাভ কর।

"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং"

চন্দ্রনাথ চাকরি হইতে মুক্তি পাইয়া যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি এক্ষণে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কোন কাযকর্ম্ম না হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না, তিনি মনে করিলেন যে কার্য্য কর্ম্ম সকলি ত আমার জানা আছে পুনরায় কাযকর্ম্ম করিব। এই স্থির করিয়া যে পাঁচ হাজার টাকা নবাব বাটীতে পাইয়াছিলেন তাহাই কারবারে লাগাইবেন এই স্থির করিলেন। যে মানুষ স্থির প্রকৃতির লোক, যাহার মনে কিছু খল কপট নাই তাহাকে সমস্ত লোকেই চিরকাল ভালবাসে যথা—

অবিসম্বাদকো দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
অপিসংক্ষীণ কোযোঽপি লভতে পরিবারণং ॥ ৩ ॥
উদ্যোগ পর্ব্ব।

অপ্রতারক, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সরল স্বভাব ব্যক্তি ধনহীন হইলেও সর্ব্বত্র মিত্রাদি পরিবার লাভ করিয়া থাকেন।

চন্দ্রনাথ অতি বুদ্ধিমান ও ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পুনরায় সাবেক মত ধান্যের আড়ত খুলিলেন এবং পূর্ব্বে যে সকল চাষীদিগকে দাদন দিয়াছিলেন, আদায় করিতে পারেন নাই এক্ষণে সেই সকল চাষী লোক

দিগের নিকট যাইয়া পূর্ব্ব টাকা দাওয়া করিতে লাগিলেন। চাষীরা পূর্ব্ব দেনা পরিশোধ জন্য সকলেই স্বীকৃত হইল এবং চন্দ্রনাথ তাহাদিগকে পুনরায় দাদন দিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত ডুবো টাকা আদায় করিয়া লইলেন। এইরূপ তিন চারি বৎসরের মধ্যে চন্দ্রনাথ সাবেক মত ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। প্রতি বৎসর দোল দুর্গোৎসব ও পার্ব্বন দিবসে রীতিমত ব্যয় ভূষণ করিতে লাগিলেন চন্দ্রনাথের সৌভাগ্য পুনরুদ্দীপিত হইল। চন্দ্রনাথ একজন বড়লোক হইলেন। চন্দ্রনাথ যদি একাল পর্য্যন্ত চাকরি করিতেন তাহা হইলে কখনই একপ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিতেন না। এজন্য তিনি চাকরি করা অতি ঘৃণাষ্পদ মনে করিতেন। এজন্য শাস্ত্রে বলে যে—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥

শাস্ত্রবাক্য।

ব্যবসা কার্য্যে লক্ষ্মীর বাস, কৃষি কর্ম্মে তাহার অর্দ্ধেক, রাজসেবায় (চাকরিতে) তাহার ও অর্দ্ধেক আর ভিক্ষা বৃত্তিতে সর্ব্বদা নেই নেই শব্দ।

শাস্ত্রে সর্ব্বশুদ্ধ দশ প্রকার উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। যথা—

বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপনিঃ কৃষিঃ॥
ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন হেতবঃ॥

মনু স্মৃতি।

বিদ্যা, শিল্প, বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্ম, অপরের সেবা, পশুপালন, বাণিজ্য, কৃষি, সন্তোষ, ভিক্ষা, সুদের জন্য ধন প্রয়োগ, এই দশ উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়॥

চাকরির উপর চন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্বেষ ছিল। এই বিদ্বেষই চন্দ্রনাথের সৌভাগ্যের কারণ। যদি চন্দ্রনাথ চাকরিতে থাকিতেন তাহা হইলে কখনই এরূপ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিতেন না। ব্যবসাই তাঁহার সমৃদ্ধির মূল কারণ। যাহা হউক চন্দ্রনাথ এক্ষণে একজন পুনরায় সমৃদ্ধি-

শালী এবং গণ্য মান্য লোক হইয়া উঠিলেন। গণৎকারের সমস্ত কথা মিলিল।

চন্দ্রনাথ এক দিবস সুস্থ শরীরে আপন জীবন বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে অদৃষ্টের ফল কখনই খণ্ডন হয় না। কোথাও বা পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্টের ফল ভোগ হয় এবং কোথাও বা বিনা পুরুষকারে ফলভোগ হয় অদৃষ্টের ফল কোথাও যায় না এইরূপ আলোচনা করিয়া বলিলেন—

ভগ্নাশস্য করণ্ড পীড়িত তনোর্ম্লানেন্দ্রিয়স্য ক্ষুধা।
কৃত্বাখুর্বিবরং স্বয়ং নিপতিতো নক্তং মুখে ভোগিনঃ॥
তৃপ্ত স্তৎ পিশিতেন সত্বরমসৌ তেনৈব যাতঃ পথা।
স্বস্থাস্তিষ্ঠত দৈবমেবহি নৃণাং বৃদ্ধৌ ক্ষয়ে কারণম্। ২৫॥

নীতি শতকম্।

কোন এক সর্প ঘনটাধীন একটি করণ্ড নামক (ঝুঁড়ি, চুবড়ী) পাত্র বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় যে উদ্দেশ্যে সর্প সেই পাত্রের অভ্যন্তরে গিয়াছিল, সে আশাতে ভগ্ন মনোরথ হইল, প্রত্যুত বাহিরে যাইবারও উপায় রহিত হইয়া পড়িল। অধিকন্তু সেই করণ্ডের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল অবরোধ নিবন্ধন শরীরও অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল। এবং ক্ষুধাতে নিতান্ত কাতর হওয়ায় ইন্দ্রিয় সকলও সাতিশয় নিষ্প্রভ ও শিথিল হইয়া পড়িল, সে সময়ে তাহার জীবন রক্ষার আর কোনও উপায় নাই। ইত্যবসরে রাত্রিযোগে এক মুষিক ঐ করণ্ডের মধ্যে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে বিবেচনায়, তাহার গাত্রে তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া স্বয়ংই এককালে সর্পের মুখে পতিত হইল, তখন সর্প সেই অভিলষণীয় মুষিক মাংস ভক্ষণে বিলক্ষণ পরিতৃপ্ত হইয়া সেই মুসিক কৃত পথদ্বারা অনায়াসে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল।

জগতে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অদৃষ্টকেই বলবৎ বলিয়া বোধ হয় এবং অদৃষ্ট বশতই পুরুষকার করিতে হয়। অর্থাৎ অদৃষ্টগুণে [illegible], অবস্থা জন্য প্রয়োজন, প্রয়োজনার্থ পুরুষকার তদ্ভিন্ন বিনা প্রয়োজনে কেহই পুরুষকার করে না। পুরুষকার প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে, অদৃষ্ট নিরপেক্ষ।

চন্দ্রনাথের আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ।

স্বামীজী চন্দ্রনাথের আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া অদৃষ্টবাদী ও পুরুষকার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে কি বুঝিলে ?

অদৃষ্টবাদী বলিল—চন্দ্রনাথের অদৃষ্ট সম্বন্ধে গণৎকার যাহা যাহা বলিয়াছে তাহা সমস্তই মিলিয়াছে। যেখানে যেখানে পুরুষকার দেখান হইয়াছে তাহা সমস্তই বিফল হইয়াছে যথা—চন্দ্রনাথের গাত্র হরিদ্রা দিবসে চন্দ্রনাথের মাতা, বোসেদের বৌয়ের নিকট ১৲ টাকা ধার চাহিলেন পাইলেন না চন্দ্রনাথ পুরুষকার করিয়া চাকরি করিতে গেলেন, চাকরি হইল না; পুরুষকার করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বীকৃত হইলেন পারিলেন না, মরিব বলিয় পুরুষকার করিতে গেলেন, মৃত্যু হইল না, কিন্তু অদৃষ্টে যাহা যাহা ছিল তাহ সকলই ফলিয়াছে। সুতরাং অদৃষ্টই বলবান।

পুরুষকার বাদী বলিল—আদিতে ইন্দ্রনারায়ণ পুরুষকার করিয়া চন্দ্রনাথের সহিত কন্যার বিবাহ না দিলে এ সমস্ত কিছুই হইত না।

স্বামীজী বলিলেন—অদৃষ্টও চাই, পুরুষকারও চাই এই দুইয়ের একত্রে কার্য্য-সিদ্ধি হয়—"দাভ্যাং সিদ্ধিস্তু যোগতঃ"—১৫৬ পৃঃ। মনু প্রভৃতি মহাত্মারা বলেন দৈব পুরুষকার ও কাল এই তিনের একত্রে সংযোগ হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয়—১৫৬ পৃঃ। পূর্ব্বজন্মের পুরুষকারকে অদৃষ্ট বলে ১৫৮ পৃঃ। পূর্ব্বজন্মে যাহা পুরুষ-কার করা হইয়াছিল তাহা ইহজন্মে অদৃষ্ট হইয়াছে, আর এখন তাহাকে পুরুষকার নামে অভিহিত করা যায় না কারণ, দুগ্ধ হইতে দধি, দধিকে আর কেহ দুগ্ধ বলে না, সেইরূপ। যদি বল অদৃষ্টও পুরুষকার বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি হউক। না তাহা হইতে পারে না, যে হেতু শাস্ত্রে বীজের আদিত্ব স্বীকার আছে—১৫৯ পৃঃ। এজন্য অদৃষ্টের আদিত্ব স্বীকার করিতে হইবে কারণ, মায়াই সৃষ্টির আদি ও বীজ স্বরূপ—"বীজরূপাচ সর্ব্বেষাং মূল প্রকৃতি-রীশ্বরী"। ২৪। ৬৫ অ, প্র খণ্ড, ব্র বৈ পুঃ। ইনিই—"বিশ্বাং লক্ষ্মীং সর্ব্ব-সৌভাগ্যমায়ুং" ইতি বগলামুখী স্তোত্রং। যদি বল "কর্ম্মফলে সব হয়" ত হইলেও—"ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করণ গুণময়ী কর্ম্মহেতু স্বরূপা"—অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্রং। ত্বং "নিগম ফলময়ীং" ঐ। ঈশ্বর সৃষ্টি বাসনা করিয়া যদৃচ্ছা প্রাপ্ত কর্ম্ম অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং কাল ও স্বভাবকে গ্রহণ করেন—১৯৫ পৃঃ। কর্ম্মই ভগবান—২১২ পৃঃ। "ধাতাপি হি স্বকর্ম্মৈব"—বিধাতাও কর্ম্মের অধীন ২১৩ পৃঃ। অতএব—বীজ, কর্ম্ম ও অদৃষ্ট এই শব্দত্রয়ে আদিতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীকে দেখা যায়, পুরুষকারকে কোথাও আদিতে দেখা যায় ন তাহার কারণ এই যে, ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে—বীজ, কর্ম্মও অদৃষ্ট লইয়াই সৃষ্টি করেন। পুরুষকার—ক্রিয়া জ্ঞাপক শব্দ, এজন্য পুরুষকার আদি হইতে পারে না। অগ্রে কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্ম পুরুষকার দ্বারা কৃত হইলে তবে পুরুষকার করা হয় সুতরাং অদৃষ্টই পুরুষকারের প্রেরক। অদৃষ্ট সর্ব্বত্র ফলদায়ক, পুরুষকার তাহা নহে। পুরুষকারের নিষ্ফলত্ব দেখা যায়, যেমন "কোহত্র দোষ"। কর্ম্মই আদি এবং কর্ম্মের নামই অদৃষ্ট বা দৈব, এজন্য অদৃষ্টই আদি।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থ।

উপসংহার

স্বামীজী বলিলেন-চন্দ্রনাথের আখ্যায়িকাতে অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে বিস্তর কথাই বলা হইয়াছে তথাপি এ সম্বন্ধে আর একটুকু বলি, এস্থলে আমার মনে পড়িল যে, মাহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্রৌপদীর এই বিষয় লইয়া কথপোকথন হইয়াছিল। তাহা এই—

দ্রৌপদ্যুবাচ।—

ন মাতৃ পিতৃবদ্রাজন্ ধাতা ভূতেষু বর্ত্ততে।
রোষাদিব প্রবৃত্তোহয়ং যথায়মিতরো জনঃ ॥৩৮॥

৩০ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

হে রাজন্! বিধাতা ভূতগণের (প্রজাগণের) প্রতি পিতামাতার ন্যায় স্নেহ পর নহেন। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আর্য্যান্ শীলবতো দৃষ্ট্বা হ্রীমতো বৃত্তিকর্ষিতান্।
অনার্য্যান্ সুখিনশ্চৈব বিহ্বলামীব চিন্তয়া ॥ ৩৯ ॥ ঐ ॥

সুশীল লজ্জাশালী আর্য্যগণ কষ্ট সৃষ্টে জীবন যাপন করেন আর পাপাত্মারা বিষয় বাসনায় বিহ্বল হইয়া সুখ সচ্ছন্দে বাস করিতেছে; ইহা দেখিয়া কি পরমেশ্বরের অপক্ষপাতিতা বলা যায়?

তবে মামাপদং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিঞ্চ সুযোধনে।
ধাতারং গর্হয়ে পার্থ বিষমং যোহনুপশ্যতি ॥ ৪০
আর্য্য শাস্ত্রাতিগে ক্রূরে লুব্ধে ধর্ম্মাপচায়িনি।
ধার্ত্তরাষ্ট্রে শ্রিয়ং দত্বা ধাতা কিং ফলমশ্নুতে ॥ ৪১ ॥ ঐ ॥

হে মহারাজ! আপনার বিপদ এবং দুর্য্যোধনের সম্পাদ অবলোকন করিয়া সেই বিষমদর্শী বিধাতাকে তিরস্কার করি তিনি আর্য্য শাস্ত্র লঙ্ঘী, ক্রূর, লোভ পরবশ, অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনকে রাজ্যধন প্রদান করিয়া কি ফলভোগ করিতেছেন?।

কর্ম্মচেৎ কৃতমন্বেতি কর্ত্তারং নান্যমৃচ্ছতি।
কর্ম্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নূনমীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥
অথ কর্ম্মকৃতং পাপং নচেৎ কর্ত্তারমৃচ্ছতি।
কারণং বলমেবেহ জনান্ শোচামি দুর্ব্বলান্ ॥ ৪৩ ॥
৩০ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

যদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল কেবল কর্ত্তাকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে নিয়োগ কর্ত্তা ঈশ্বরও তজ্জন্য পাপলিপ্ত হন। যদ্যপি ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম জনিত পাপভোগ না করেন তাহা হইলে বলই তাহার প্রতি কারণ সুতরাং দুর্ব্বল জনেরাই একান্ত অধীন ও নিতান্ত শোচনীয়।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কর্ম্মণা ফলমস্তীহ তথৈব ধর্ম্মশাশ্বতম্।
ব্রহ্মা প্রোবাচ পুত্রাণাং যদৃষির্ব্বেদ কশ্যপঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্মাৎ তে সংশয়ঃ কৃষ্ণে নীহার ইব নশ্যতু।
ব্যবস্য সর্ব্বমস্তীতি নাস্তিক্যং ভাবমুৎসৃজ ॥ ৪০ ॥
৩১ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

হে কৃষ্ণে! ব্রহ্মা পুত্রদিগকে যাহা কহিয়াছেন ও মহর্ষি কশ্যপ যাহা অবগত আছেন, তদ্দ্বারা তোমার সংশয়, শিশিরের ন্যায় বিনষ্ট হউক। সকল বিষয়ই রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তুমি নাস্তিক্য ভাব পরিত্যাগ কর।

ঈশ্বরঞ্চাপি ভূতানাং ধাতারং মা চ বৈ ক্ষিপ।
শিক্ষস্বৈনং নমস্বৈনং মা তেহভূদ্বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ৪১ ॥
যস্য প্রসাদাৎ তদ্ভক্তো মর্ত্ত্যো গচ্ছত্যমর্ত্ত্যতাম্।
উত্তমাং দেবতাং কৃষ্ণে নাবমংস্থাঃ কথঞ্চন ॥ ৪২ ॥ ঐ ॥

সকল ভূতের ঈশ্বর বাজাকে তিরস্কার করিও না। তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছাকর ও নমস্কার কর। তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি যেন না হয়। ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হইয়াও যাঁহার প্রসাদে অমরত্ব প্রাপ্ত হয় সেই পরম দেবতাকে, কোন প্রকারে অবমানন্না করিও না।

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নাবমন্যে ন গর্হে চ ধর্ম্মং পার্থ কথঞ্চন।
ঈশ্বরং কুত এবাহমবমংস্যে প্রজাপতিম্॥ ১॥
আর্ত্তাহং প্রলপামীদমিতি মাং বিদ্ধি ভারত।
ভূয়শ্চ বিলপিষ্যামি সুমনাস্ত্বং নিবোধমে॥ ২॥ ঐ॥

৩২ অ, বনপর্ব্ব মহাভাঃ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে পার্থ! আমি ধর্ম্মের অবমাননা বা নিন্দা করিনা এবং সর্ব্ব ভূতেশ্বর প্রজাপতিরও অপমান করিতে পারি না। কেবল দুঃখার্ত্ত হইয়াছি বলিয়া এরূপ বিলাপ করিতেছি, পুনর্বায় আরও বিলাপ করিব সুস্থির মনে শ্রবণ কর।

কর্ম্ম খল্বিহ কর্ত্তব্যং জানতামিত্র কর্ষণ।
অকর্ম্মাণো হি জীবন্তি স্থাবরা নেতরেজনাঃ॥ ৩॥
যাবদ্গোস্তন পানাচ্চ যাবচ্ছায়োপসেবনাৎ
জন্তবঃ কর্ম্মণা বৃত্তিমাপ্নুবন্তি যুধিষ্ঠির॥ ৪॥ ঐ॥

হে যুধিষ্ঠির! এই জন্ম মরণ শীল সংসারে জ্ঞানবানদিগের কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, যদিও কি স্থাবর, কি ইতর জন সকলেই কর্ম্ম বিহীন হইয়া কালযাপন করিতে পারেন। তথাপি দেখ পশুগণ মাতৃস্তন পান অবধি ছায়োপবেশন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

জঙ্গমেষু বিশেষেণ মনুষ্যা ভরতর্ষভ।
ইচ্ছন্তি কর্ম্মণা বৃত্তিমবাপ্তুং প্রেত্য চেহ চ॥ ৫॥
উত্থানমভিজানন্তি সর্ব্ব ভূতানি ভারত।
প্রত্যক্ষ্যং ফলমশ্নন্তি কর্ম্মণাং লোক সাক্ষিকম্॥ ৬॥ ঐ॥

বিশেষতঃ জঙ্গমদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ কর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে আপনার জীবিকালাভ করিবার বাসনা করে। হে ভরত কুলশ্রেষ্ঠ! সমস্ত প্রাণীরাই প্রাক্তন কর্ম্ম জনিত সংস্কার অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকে।

সর্ব্বেহি স্বং সমুত্থানমুপজীবন্তি জন্তবঃ।
অপি ধাতা বিধাতা চ যথায়মুদকে বকঃ॥ ৭॥
অকর্ম্মণাং বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্ন হি কাচন।
তদেবাভি প্রপদ্যেত ন বিহন্যাৎ কদাচন॥ ৮॥

৩২ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

যেমন বক জলে থাকিয়া পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে আপনার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ ধাতা কি বিধাতা সকলেই স্বকীয় পূর্ব্বসংকল্প বশতঃ কর্ম্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণি সকলেও আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্ম সংস্কার প্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কর্ম্ম পরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, তন্নিমিত্ত সকলেরই কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

উৎসীদেরন্ প্রজাঃ সর্ব্বা ন কুর্য্যুঃ কর্ম্মচেদ্ভুবি।
তথা হ্যেতা ন বর্দ্ধেরন্ কর্ম্মচেদফলং ভবেৎ॥ ১১॥
অপি চাপ্যফলং কর্ম্ম পশ্যামঃ কুর্ব্বতো জনান্।
নান্যথা হ্যপি গচ্ছন্তি বৃত্তিং লোকাঃ কথঞ্চন॥ ১২॥ ঐ॥

প্রজাগণ যদি ভূমণ্ডলে আসিয়া কর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত না। আমরা এমত অনেক লোক দেখিয়াছি যাহারা অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু কর্ম্ম না করিলে লোকে কোন প্রকারেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

যশ্চ দিষ্টপরো লোকে যশ্চাপি হঠ বাদিকঃ।
উভাবপি শঠা বেতৌ কর্ম্মবুদ্ধিঃ প্রশস্যতে॥ ১৩॥
যোহিদিষ্ট মুপাসীত নির্ব্বিচেষ্টঃ সুখং স্বপন্।
অবসীদেৎ স দুর্ব্বুদ্ধিরামো ঘট ইবাম্ভসি॥ ১৪॥ ঐ।

অদৃষ্টপর ও হঠমতাবলম্বী এই উভয় প্রকার লোকই শঠ, কেবল কর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিরাই প্রশংসা ভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর করত নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ান থাকেন, সে দুর্ব্বুদ্ধি জলমধ্যস্থ আম ঘটের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়।

তথৈব হঠবুদ্ধির্যঃ শক্তঃ কর্ম্মণ্যকর্ম্মকৃৎ।
আসীত ন চিরং জীবেদনাথ ইব দুর্ব্বলঃ॥ ১৫॥
অকস্মাদিহ যঃ কশ্চিদর্থং প্রাপ্নোতি পুরুষঃ।
তং হঠেনেতি মন্যন্তে স হি যত্নো ন কস্যচিৎ॥ ১৬॥
৩২ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

ঐরূপ হঠবাদী ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াও যদি আলস্যে তাহা পরিত্যাগ করে, তবে অনাথ দুর্ব্বলের ন্যায় অচিরকাল মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়। মনুষ্য অকস্মাৎ যে অর্থলাভ করে, তাহাকে হঠপ্রাপ্ত বলা যায়, উহা কাহারও যত্নে উপার্জ্জিত নহে।

যাচ্চাপি কিঞ্চিৎ পুরুষো দিষ্টং নাম ভজত্যুত।
দৈবন বিধিনা পার্থ তদ্দৈবমিতি নিশ্চিতম্॥ ১৭॥ ঐ॥

পুরুষ দৈববশে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই দিষ্টলব্ধ বলিয়া নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ লোক তাহাকেই অদৃষ্ট বা দৈব নাম দিয়া থাকে।

যৎ স্বয়ং কর্ম্মণা কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি পুরুষঃ।
প্রত্যক্ষ মেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি শ্রুতম্॥১৮॥ ঐ॥

আর পুরুষ স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া কিনা পরিশ্রম করিয়া যে ফললাভ করে তাহাকেই প্রত্যক্ষ ও পৌরুষ লব্ধ কহে। অর্থাৎ তাহারই নাম পুরুষকার।

স্বভাবতঃ প্রবৃত্তো যঃ প্রাপ্নোত্যর্থং ন কারণাৎ,
তৎ স্বভাবাত্মকং বিদ্ধি ফলং পুরুষ সত্তম॥ ১৯॥ ঐ॥

আর স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ যাহা লাভ করে, কিনা বিনা পুরুষকারে যাহা লাভ করা যায় তাহাকে স্বভাবজ ফল কহিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা কালে আপনা আপনি বৃক্ষের ফল প্রসবের ন্যায় লাভ হয় তাহার নাম স্বভাবতঃ।

এবং হঠাচ্চ দৈবাচ্চ স্বভাবাৎ কর্ম্মণস্তথা।
যানি প্রাপ্নোতি পুরুষস্তৎ ফলং পূর্ব্ব কর্ম্মণাম্॥ ২০॥ ঐ॥

লোকে এইরূপে হঠাৎ, দৈবাৎ, স্বভাবতঃ ও কর্ম্ম কিনা পুরুষকার দ্বারা যাহা লাভ করে তৎসমস্তই তাহার জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল। তাহা হইলে পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্মের ফল উপরোক্ত চারি প্রকারে গঠিত ও সম্পন্ন হয় বুঝিতে হইবে।

ধাতাপি হি সকর্ম্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভজ্যেহ ফলং পূর্ব্বকৃতং নৃণাম্॥ ২১॥
যদ্ধ্যয়ং পুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুতে বৈ শুভাশুভম্।
তদ্ধাতৃবিহিতং বিদ্ধি পূর্ব্বকর্ম্ম ফলোদয়ম্॥ ২২॥

৩২ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

সর্ব্ব ভূতেশ্বর বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। মনুষ্য যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করে উহা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল, কিনা বিধাতৃ বিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

কারণং তস্য দেহোঽয়ং ধাতুঃ কর্ম্মণি বর্ত্ততে।
স যথা প্রেরয়ত্যেনং তথায়ং কুরুতেঽবশঃ॥ ২৩॥
তেষু তেষু হি কৃত্যেষু বিনিযোক্তা মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় কারয়ত্য বশান্যপি॥ ২৪॥

৩২ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

শরীরিগণের দেহ বিধাতার কর্ম্ম সাধনের কারণ স্বরূপ। দেহ স্বয়ং অবশ, বিধাতা উহাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে। বিধাতা স্বয়ং সর্ব্ব কর্ম্মের নিয়োক্তা হইয়া অনাত্মবশ জীবগণকে সেই সকল কর্ম্মে প্রেরণ করেন।

মনসার্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।
বুদ্ধি পূর্ব্বং স্বয়ং বীর পুরুষস্তত্র কারণম্॥ ২৫॥
সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্ম্মাণি পুরুষর্ষভ।
আগারনগরাণাং হি সিদ্ধিঃ পুরুষহৈতুকী॥ ২৬॥

তিনি স্বয়ং মনে মনে অর্থ নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম করতঃ তাহা লাভ করেন মনুষ্য কেবল তাহার কারণ মাত্র। যে সকল আগার ও নগর প্রস্তুত হইয়াছে তাহারও কারণ কর্ম্ম হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম যে কত প্রকার তাহার সংখ্যা করা যায় না।

৩২, অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিলে তৈল, গবীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে পাবক সমুৎপন্ন হয় বুঝিতে পারিয়া ঐ সমস্ত প্রস্তুত করিবার উপায় স্থির করেন। পরে ঐ স্থিরীকৃত উপায় সহকারে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন।

ততঃ প্রবর্ত্ততে পশ্চাৎ কারণৈস্তস্য সিদ্ধয়ে।
তাং সিদ্ধিমুপজীবন্তি কর্ম্মজামিহ জন্তবঃ॥ ২৮॥ ঐ॥

হে রাজন! এইরূপে প্রাণিগণ কর্ম্ম সিদ্ধি করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কুশলেন কৃতং কর্ম্ম কর্ত্রা সাধু স্বনিষ্ঠিতম্।
ইদন্ত্বকুশলেনেতি বিশেষাদুপলভ্যতে॥ ২৯॥

৩২ অ, বনপর্ব্ব, মহাভাঃ।

কর্ত্তা কার্য্যকুশল হইলে কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও সাধুফলপ্রদ হয়, কিন্তু কর্ত্তা কার্য্যাক্ষম হইলে বিস্তর ফলভেদ হইয়া থাকে।

ইষ্টা পূর্ত্তফলং ন স্যান্ন শিষ্যো ন গুরুর্ভবেৎ।
পুরুষ কর্ম্মসাধ্যেষু স্যাচ্চেদয়মকারণম্॥ ৩০॥ ঐ॥

যদি পুরুষকার কর্ম্মসাধ্য বিষয়ে ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে যাগ ও তড়াগ খননাদি কর্ম্মের ফললাভে কেহ প্রবৃত্ত হইত না।

কর্ত্তৃত্বাদেব পুরুষঃ কর্ম্মসিদ্ধৌ প্রশস্যতে।
অসিদ্ধৌ নিন্দ্যতে চাপি কর্ম্ম নাশাৎ কথংত্বিহ॥ ৩১॥ ঐ।

পুরুষ কর্ম্ম কর্ত্তা, এই নিমিত্তই কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে পুরুষের প্রশংসা হয়, অসিদ্ধি হইলে "এ বিষয়ে কি কেহ কর্ত্তা ছিলনা" বলিয়া নিন্দা করে।

সর্ব্বমেব হঠেনৈকে দৈবেনৈকে বদন্ত্যত।
পুংসঃ প্রযত্নজং কিঞ্চিৎত্রেধমেতন্নিরূচ্যতে॥ ৩২॥ ঐ॥

ধাতাপি হি সকর্ম্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভজ্যেহ ফলং পূর্ব্বকৃতং নৃণাম্ ॥ ২১ ॥
যং যং পুরুষঃ কশ্চিৎ ... শুভাশুভম্।
৩২ অ, বনপর্ব্ব, মহাভা০।

কেহ কেহ কহেন, সকল কর্ম্মই হঠবশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে, কেহ কেহ ... সকলই দৈব প্রভাবে হয়, কেহ বা কহেন মনুষ্যের প্রযত্নেই কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়, কেহ কেহ এই ত্রিবিধ কারণ দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু দৈব ও হঠাদি সকলই প্রাক্তন কর্ম্মের অন্তর্ভূত হয়, উহা ভিন্ন আর কিছুই কারণ হইতে পারে না।

দৃশ্যতেহি হঠাচ্চৈব দিষ্টাচ্চার্থস্য সন্ততিঃ।
কিঞ্চিদ্দৈবাদ্ধঠাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব স্বভাবতঃ ॥ ৩৪ ॥
পুরুষঃফল মাপ্নোতি চতুর্থং নাত্র কারণম্।
কুশলাঃ প্রতিজানন্তি যেবৈ তত্ত্ববিদো জনাঃ ॥ ৩৫ ॥ ঐ ॥

যাঁহারা হঠ ও দিষ্টকে অর্থ সিদ্ধির কারণ বলেন ও যে তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা জানেন যে, মনুষ্য দৈব, হঠ ও স্বভাব এই তিন প্রকার কারণেই ফল প্রাপ্ত হয়, প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ নহে, তাঁহারা কিন্তু বিলক্ষণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, অর্থাৎ মূর্খ।

তথৈব ধাতা ভূতানামিষ্টানিষ্ট ফলপ্রদঃ।
যদি ন স্যান্ন ভূতানাং কৃপণো নাম কশ্চন ॥ ৩৬ ॥
যং যমর্থমভি প্রেপ্সুঃ কুরুতে কর্ম্ম পুরুষঃ।
তৎ তৎ সফলমেব স্যাদ্‌যদি ন স্যাৎ পুরাকৃতম্ ॥ ৩৭ ॥ ঐ ॥

দেখ যদি বিধাতা সমস্ত প্রাণিগণকে তাহাদিগের জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য যেরূপ বিষয়াভিলাষে কর্ম্ম করিত, তাহাই প্রাপ্ত হইত। অর্থ সিদ্ধি ও অর্থের অসিদ্ধি ঐ তিনটী দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু উহার মুখ্য কারণ প্রাক্তন-কর্ম্ম ইহা যাঁহারা স্বীকার না করেন তাহারা দেহ তুল্য জড় পদার্থ।

সম্পূর্ণ।